ইন্দুমতী - কাব্য

শ্রীরসিকচন্দ্র রায় মহাশয়

সাহিত্যানন্দ - কবিরত্ন প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৮২৩

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল,

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌

৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মল্লগণ,

নিয়োজি

উৎসর্গ

বিক্রমপুর-তারপাশা-মহাশয়-বংশের

শেষ কীর্ত্তিমান-বংশ-ধর

সঙ্গীত-সাহিত্য-শিল্প প্রভৃতি কলানুরাগী

পুণ্য-চরিত-আদর্শ-মহাত্মা

স্বর্গীয় রামচন্দ্র রায় মহাশয়-

পিতৃ দেবের-

পবিত্র চরণোদ্দেশে এই ক্ষুদ্র

ইন্দুমতী-কাব্য-কুসুম

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি-

স্বরূপ

কিংকরী [illegible]।

উপহার

....

....

... .

....

তারিখ.................

"বিক্রমপুরের-ইতিহাস" প্রণেতা ও "বিক্রমপুর" মাসিক
পত্রিকার সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিত-

ভূমিকা

কাব্য পৃথিবীর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কাব্য হইতেই কবির পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের ধারা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়, বর্ত্তমান যুগেও সে লক্ষণ দেখা যাইতেছে—এখনকার দিনে কর্ম্মে ব্যস্ত নরনারী কাব্য ছাড়িয়া খণ্ড কবিতার প্রতিই অধিক অনুরাগী, কাজেই মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের চিরমধুময় কাব্য অপেক্ষা লোকে খণ্ড কবিতা পাঠেই অধিকতর আনন্দ অনুভব করেন। এযুগ রবীন্দ্রীয় যুগ। এ যুগে খণ্ড কবিতার অখণ্ড রাজত্ব, এহেন দিনে যাঁহারা কাব্য রচনা করিয়া সাহিত্য-জননীর চরণ-শতদলে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে আসেন, তাঁহারা যে সাহসী বীর, তাহাতে নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ নাই।

আজ আমিও একখানা কাব্য গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু এই কার্য্যে আমি যে সম্পূর্ণ অনধিকারী তাহা জানি, তবু বন্ধুজনের স্নেহের আব্দার এড়াইতে না পারিয়াই এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব সুধীজন আমার এ ধৃষ্টতা মার্জ্জনার চক্ষে দেখিবেন।

'ইন্দুমতী'-কাব্য [illegible] বিভীষণাত্মজ তরণী-সংহারের [illegible] বিরচিত হইয়াছে। [illegible] নাম তরণী [illegible] কল্পিত [illegible] প্রবন্ধ [illegible] নানা [illegible] এই [illegible] অতি সুন্দর [illegible] খানি রচনা করিয়াছেন।

অসাধারণ অধিকার। এই কাব্য প্রত্যেক সাহিত্য-রস-পিপাসু ব্যক্তির চিত্তরঞ্জন করিতে পারিবে বলিয়া ভরসা করি। ইহাতে ছন্দের এমনি একটী সহজ ও সরল গতি আছে যে উহাদ্বারা পাঠককে আপনা হইতেই কাব্যের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া লইবে। স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র মিত্রের মৃত্যুর পর পূর্ব্ববঙ্গের আর কোনও কবি কাব্য পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা বাণী সেবা করিয়াছেন কিনা তাহা আমার জানা নাই, সে হিসাবেও এই কাব্যের বিশেষত্ব আছে।

এখন লেখকের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। রসিক বাবু বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ তারপাশা গ্রামের ভূম্যধিকারী রায়মহাশয় বংশধর পদ্মা ইহাদের রাজপ্রাসাদতুল্য অনুপম বাস-অট্টালিকা, জমিদারী ইত্যাদি স্বীয় কুক্ষিগত করিয়া এই বংশকে ঘোরতর দারিদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে, অর্থহীন হইলেও পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে ইঁহাদের স্থান অতি উচ্চে। লেখকের পরিচয় টুকু এই ক্ষেত্রে অনাবশ্যকীয় হইলেও উহার একটা সার্থকতা আছে বলিয়াই লিখিলাম।

আমি এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে বসিয়াও ভূমিকা লিখি নাই, শুধু একজন প্রকৃত কবিকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য দেওয়ার জন্য যে সামান্য চেষ্টা করিয়াছি, তাঁহাকে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিবার যে সৌভাগ্য সুখ লাভ করিয়াছি, সে গৌরবানন্দ টুকুই এখানে বিবৃত করিলাম। আশাকরি সমালোচকগণ ও সাহিত্য-রস পিপাসুগণ কাব্য নাম শুনিয়াই নাসিকা সঙ্কুচিত না করিয়া কাব্য খানা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিবেন, ইহাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

৪৪।১নং পারিন্দা,
ঢাকা।

গেন্দ্রনাথ গুপ্ত

[illegible] ১৩৩৬ [illegible]

ইন্দুমতী-কাব্য

—⊱∘⊰—
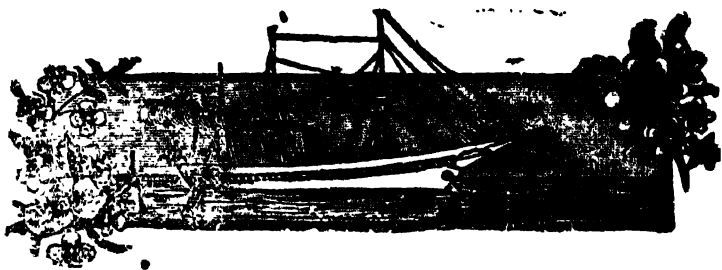
প্রথম সর্গ

দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত রম্য রাবণ-আলয়
অতুল্য ভুবনে,—যেন সুষমা-ভাণ্ডার,
অম্বুধি পরিখা যার,-সৌধ হেমময়,
নীলাকাশে ভাসে যেন ছবি চন্দ্রমার।
কনক প্রাচীরে দিব্য,—বিদ্যুতের ছটা
ঝলসিছে রবি-করে,-ধাঁধিয়া নয়ন,
সুনীল জলধি-জলে প্রতিবিম্ব-ঘটা
নবীন নীরদ-কোলে দামিনী যেমন।
দেউল উপরে রক্ষঃ সৈন্য অগণিত
নানা শস্ত্র-প্রহরণে সুসজ্জিত সবে,
সিংহদ্বার [illegible] লৌহ-বিনির্ম্মিত
যমসম [illegible]

হর্ম্ম্য-চূড়ে হেমময় কুম্ভ সারি সারি
সুশোভিত স্তরে স্তরে,—মাল্যের মতন,
বিজয়-কেতন রিপু-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী
উড়িছে প্রাসাদোপরি মোহিয়ে নয়ন,
কর্ব্বুর-শাসন-ভীত-চিত সদাগতি
মন্দার-সুগন্ধ অঙ্গে করি বিলেপন
প্রবাহিত অবিরত মৃদুমন্দ গতি,—
স্বর্গীয় সৌরভে হারে নন্দন-কানন।

মন্দাকিনী-ধারা হেন সুদিব্য বিপণি
বহিছে সুপণ্য-বারি অনন্ত ধারায়,
শঙ্খ, মণি, হীরা, শুক্তি, মুক্তা-প্রসবিনী
সুনীল নীরজ পণ্য নয়ন ভুলায়!
রাজবর্ত্ম-পার্শ্বদ্বয় রহে সুসজ্জিত
নয়নরঞ্জন-স্নিগ্ধ নানা ফুল ফলে,
বহে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ভার-সংস্থাপিত
স্রোতস্বতী-স্রোত যথা অবিরাম চলে।
পশু-শালে নানা পশু, বিহগ-মন্দিরে
ধ্বনিত হ'তেছে কত সুমধুর তান,
যন্ত্রালয়ে যন্ত্রী গায় মল্লার গম্ভীরে,
বিদ্যালয়ে করে প্রাজ্ঞ দ্বিজ সাম গান।
সুদিব্য ব্যায়ামালয়ে ভীম
[illegible]-সনে রঙ্গ-রঙ্গে

রঙ্গমঞ্চে নাচে গায় নটী অগণন,—
নয়নে সুঠাম কাম-চাপ নিয়ন্ত্রিত।
অট্টালিকা-চূড়াস্থিতা রাক্ষস-ললনা
সুসজ্জিতা মহামূল্য বসন-ভূষণে,
বিমুক্ত-কুন্তলা হেরি বিমল বদনা
চন্দ্রমা সলজ্জ মুখ লুকায় গগনে।
প্রাসাদের প্রতিবিম্ব সরসীর জলে—
খেলিছে তরঙ্গ-সঙ্গে সুরঙ্গ-মাধুরী,
মর্ম্মর-সোপানে বসি রক্ষোবালা দলে
মনোরঙ্গে খেলে সঙ্গে সঙ্গিনী সুন্দরী।
সে বিমল জলে ভাসে প্রফুল্ল কমল
প্রিয়-প্রেমে উন্মাদিনী নাচিছে উল্লাসে,
সমীর-হিল্লোলে নাচে তরঙ্গের দল,
কল-কলে কলহংস বিচরে সভাষে।
নীর-কেলি কৌতুকিনী কর্ব্বুর-রমণী
তরুণ যৌবনছটা উচ্ছাসিছে গায়,
প্রেমোন্মাদে মন্মথের আলয়-রূপিণী,
উন্মুক্ত-বসনা রঙ্গে ভাসিয়া বেড়ায়।
সে অক্ষি-কটাক্ষ হেরি তীরে কুরঙ্গিনী
দাঁড়ায়ে নিস্পন্দ-কায়,-পলক-বিহীন,
সমদৃষ্টি-সুখোন্মত্ত জলে পঙ্কজিনী
দর্শনে দর্শনাকৃষ্ট ভুলানে মলিন।

সরস্তীরে মনোরম্য রাজে উপবন,
রতিকান্ত খেলে নিত্য বসন্তের সনে,
পঞ্চমে কোকিল করে মধুর কূজন,
বিলায় সুবাস-সুধা মন্দ সমীরণে।

অদূরে মন্দিরে গৌরী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত,
সাধক নিয়ত-রত ইষ্ট-অর্চ্চনায়,
শিব-ভক্ত নৈকষেয়, ভক্তি অপ্রমিত,
কর্ব্বুর-অন্তরে প্রেম-পীযূষ খেলায়।
মন্দোদরী-মনোহর-মনোরম পুরী,
বিশ্বকর্ম্মা স্বীয় করে সুচারু নির্ম্মিত,
ধন্য বীর নৈকষেয়,-যাই বলিহারি
ত্রিভুবনে কীর্ত্তি যার উপমা-বর্জ্জিত।
যার ভক্তি-পাশে বদ্ধা নগেন্দ্র-নন্দিনী,—
উগ্রচণ্ডা খাণ্ডাকরে রক্ষে গৃহ-দ্বার,
পার্থিব বৈভবে লঙ্কা অঙ্কবিহারিণী—
বিলাসের প্রতিমূর্ত্তি, বৈজয়ন্তীছার!

হেন রক্ষঃপুরে বক্ষ-স্পন্দন-বাসিনি,
তরণী-ভবনে পশি,-সুধার আধার
যথায় বিরাজে ইন্দুমতী সুহাসিনী,
দেখাও নীরদ-মুক্ত ছবি চন্দ্রমার!

স্বর্ণলঙ্কা ধামে যথা আনন্দকানন,
নানা তরু-লতাকীর্ণ নানা ফুল, ফলে,

ভুলায় বিচিত্র সাজে দর্শক দর্শন
বিতরে সঙ্গীত মধু পিক-বধূ দলে।
বিচিত্র-আবাসে রাজে নিত্য মনোরম
সম্মুখে কৃত্রিম শৈল,-জল-যন্ত্র ছলে—
ইন্দ্র-ধনু নির্ঝরিণী-উৎসে অনুপম,
সরোনীরে সরোজিনী চুম্বিত মরালে।
মরকত-শিলাময় সোপান সুন্দর,—
নীল-কান্তি উদ্ভাসিত হরিত তোরণ,
সু-বিকচ কাঞ্চনাভ কমল-নিকর,—
নানা বর্ণ মীন জলে,—রঞ্জিত জীবন।
কলা মাত্র কলানিধি যেমতি মলিন,—
ক্ষীণ-জ্যোতিঃ মানহীন বিরস বদন,—
বিরহিণী কুমুদিনী তেমতি শ্রী-হীন,—
যৌবনের অবসানে পীনাঙ্গ যেমন!
তীরে উপবন-মাঝে মৃগ-শিশুগণ
কুরঙ্গিনী-আশে-পাশে সু-রঙ্গে বেড়ায়,
কনক-কদলী-পত্র-সঘন-কম্পন
রবি-করে,—সৌদামিনী-মাধুরী খেলায়!
হেম-দণ্ড স্ফটিকের ফলক-অম্বিত,
স-পেখম তদুপরি শিখীর সিঞ্জন,
মসৃণ শিলায় মূল-বেদী সুমণ্ডিত,
রঞ্জিত রক্তিম-রাগে চারু কুঞ্জবন!

অভ্যন্তরে তরুণীর বিলাস-ভবন,
স্ফটিকের শৈল যেন গগন-চুম্বনে,
বলভী-আশ্রয়ে দোলে রত্ন-মণিগণ,
প্রভায় তারকা-অঙ্কে অঞ্জন-অঙ্কনে!
সুধাসম শুভ্র-আভ সৌধ-অভ্যন্তরে
হীরক মণ্ডিত স্তম্ভ,—কুন্দেন্দু সুন্দর,
সুষমা নিন্দিছে যেন শারদ অম্বরে,
সুধাংশুর অংশুমাখা তারকা নিকর;

ত্রিতল সুরম্য কক্ষে, দিব্যাঙ্গনাময়
সুবর্ণ পর্য্যঙ্কোপরি কোমল শয্যায়,
রূপের প্রভায় কক্ষ করি জ্যোতির্ম্ময়
সুশায়িতা ইন্দুমতী কমলার প্রায়।
নিরুপমা তরুণীর হৃদয় প্রতিমা—
উর্ব্বসী, মেনকা, রম্ভা লজ্জিত তুলনে,
বিম্বিত কপোলে রক্ত যৌবনগরিমা,
কমল-কামিনী যেন নলিনী-আসনে!
জ্ঞান-প্রভাকর ফুল্ল পঙ্কজ-বদনে
সুন্দর অপাঙ্গ-কান্তি—কুসুমেষু শর
নবীন যৌবনে লুপ্ত,—যেমতি গগনে
ইন্দ্র-ধনু-যুক্ত মেঘে চপলা সুন্দর!
প্রফুল্ল চম্পকরাশি লাবণ্য, হরিয়া
নিন্দিত অনঙ্গ-কান্তা বরণ রঞ্জিল,

কিম্বা তায় শত ইন্দু-কৌমুদী রঞ্জিয়া
শারদ-পার্ব্বণ ইন্দু ভূতলে উদিল।
যৌবন তরঙ্গ-পূর্ণ অঙ্গে নীলাম্বরী—
বসন্তে চন্দ্রমা হাসি ফলে-কুঞ্জবনে,
অথবা সে নীলাকাশে চন্দ্রিকা-মাধুরী
মূর্ত্তিমতী হ'য়ে যেন আগত ভবনে!
চুনী, পান্না, মরকত, প্রবাল-খচিত—
হীরক অম্বিত,—নানা পুষ্প-আভরণ
বরাঙ্গ চুম্বনে প্রেমে হ'য়ে উল্লাসিত
ধাঁধে আঁখি ঝলমলি উজ্জ্বল রতন!
সাপিনী-তাপিনী বেণী-অম্বিত কবরী,
মুকুতার মালা তায় হাসি সুধাধরে,
ইন্দু-ভালে বিন্দুসম অলকা, মাধুরী,
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে নেত্র মুগ্ধকরে!
রত্নসিঁথি বিরঞ্জিত বকুল মালায়
বলয়ে প্রবাল-কান্তি করে ঝলমল
ইন্দু-দ্যুতি গজমতি গলে শোভাপায়,
চন্দ্র-প্রভ চন্দ্রহারে কটি সমুজ্জ্বল!
কটিবন্ধে রত্নখণ্ডে খণ্ডে হরি-মান
নাসায় বিহঙ্গ-রাজ বৈকুণ্ঠে পশিল,
কর, পদ, নখে ইন্দু গণি অপমান
কলঙ্ক-অম্বরে কিবা বদন ঢাকিল।

নয়নে হরিণী বনে করে পলায়ন,
অঙ্গুরীয় পাণি-তল রক্ত শতদলে,
পদ-কোকনদে ভাতে মুকুরে রতন,
কণ্ঠ হেরি কম্বু পশে অম্বুধির জলে!
অঞ্জনে রঞ্জিত নেত্র বঙ্কিম সুঠাম
কি অপূর্ব্ব দন্ত ছটা জিনিয়া দামিনী
পীনাঙ্গে যৌবন-ধ্বজা উড়াইয়া কাম
কটাক্ষে নিক্ষেপে বাণ,-রূপে সৌদামিনী!
গন্ধর্ব্ব-বিজয়-লব্ধ রমণী-রতনে
অর্পিয়া হৃদয়ানন্দে নন্দন-প্রতিম,
রাক্ষসেন্দ্র প্রিয়তম সরমা-নন্দনে,
রেখেছে স্বগণ-প্রেম-কীর্ত্তি অনুপম!
নিশি হাস্যময়ী যথা শশী আগমনে,
ভাসিল দম্পতি দোঁহে আনন্দের নীরে,
প্রীতি-মন্দাকিনী বহে সরমার মনে
নিরখি মিলিত যেন কমল-মিহিরে।
সরলা সুশীলা বালা জীবনে কখন
নাহি জানে বিষাদের কেমন যাতনা,
বসন্ত-সম্ভোগশীলা প্রকৃতি যেমন
লীলাময়ী অমলিনা প্রফুল্ল আননা।
বিগত নিশীথে হেরি অতি কুস্বপন,
কাঁপিছে সভয়ে সতী আকুল অন্তরে,

প্রবেশিলে রুদ্রপীড় সমর-প্রাঙ্গন
কাঁপিলা ঐন্দ্রিলা-বধূ যথা থর-থরে।
সঘনে বহিছে শ্বাস মলিন বদন,
ঢাকিল চন্দ্রমা যেন কলঙ্ক-অম্বরে
অশ্রু-বিন্দু নেত্র-প্রান্তে দিল দরশন
অমলা সঙ্গিনী প্রতি কহিলা কাতরে :—

"শুনলো অমলাসখি, কেন বল বিধুমুখি
আকুল অন্তর মম ঘন ঘন কাঁপিছে
যখন বাহিনী সনে রক্ষান্তক রণাঙ্গনে
বীর-সিংহ মকরাক্ষ ভীমবেগে পশিছে
মহাবীর পতি যার সে জানে অন্তর তার
কত বিভীষিকা-সিন্ধু উথলিছে হৃদয়ে,
নাচিছে দক্ষিণ আঁখি, দশ'দিশি শূন্য দেখি,
যেন প্রাণ-পোষাপাখী উড়ে গেল পালিয়ে।
যামিনীর অন্তযামে, স্বপনে হেরিনু বামে
ইন্দুর হৃদয়-ইন্দু রণ-বেশে বর্ণিল—
"প্রমদে, বিদায় চাই, রাঘব-সমরে যাই"
ভুজ-পাশে প্রেমাবেশে গলদেশে জড়িল ;
পতি কাল-রণে যান সঘনে কাঁপিল প্রাণ,
ধমনী-শোণিত মম শুকাইল হৃদয়ে,
যেন ছিন্ন-মূল লতা শোকে হ'নু অবনতা
শশাঙ্ক সুনীল যেন হ'ল রাহু-উদয়ে।

হৃদয়ে দারুণ জ্বালা জড়া'য়ে পতির গলা
ভুজ-পাশে স্বামী-পাশে বলিলাম বিনয়ে,
"তোমারে হৃদয়ে ধরি সুনীল বারিধি তরি
গভীর গহন বনে যাব আজি পালিয়ে।
না চাহি রাজত্ব, ধন দাস, দাসী, আভরণ,
সুরম্য এ হর্ম্ম্যোপরি বাস নাহি করিব,
ভ্রমি ভিখারিণী-বেশে বনে বনে নানাদেশে
ছায়ার আকার আমি সাথে সাথে চলিব।
নতুবা জলধিজলে নীলাম্বুর অম্বুতলে
দোঁহে মিলি এককালে প্রবেশিব গোপনে,
আগে দিয়ে ভালবাসা নিরাশায় স'পে আশা,
পশিতে দিব না নাথ, একা রণ-অঙ্গনে :
কিম্বা দাও তরবারী নিজমুণ্ড খণ্ড করি
তোমার সমক্ষে প্রাণ এখনি যে ত্যজিব,
তোমারে সমরে দিয়া একা ঘরে কিবা নিয়া
কোন্ প্রাণে ছাড় প্রাণ ধরি, দিন যাপিব ?
চারিদিকে অলক্ষণ শকুনি, গৃধিনীগণ
থেকে থেকে মাঝে মাঝে এ প্রাসাদে বসিছে,
দিবাভাগে ডাকে শিবা কাক নিশি ভাবে দিবা,
সে ধ্বনি অশনি-সম হৃদয়েতে বাজিছে !
কক্ষোপরে রক্ষোনারী পতি, পুত্র নাম স্মরি
বীরবক্ষে কর হানি হাহাকার করিছে !

শুনি সে ভীষণ ধ্বনি, দিগঙ্গনা বিষাদিনী
প্রতিধ্বনি-ছলে কর্ণে হলাহল ঢালিছে!
বলিতে বলিতে, সখি, আবিষ্ট হইল আঁখি,
হতজ্ঞান হ'য়ে যবে পড়িলাম ঘুমা'য়ে
পরে যা দেখেছি আর না সরে রসনা তার
বর্ণন করিব কিবা? কম্প হয় হৃদয়ে।
না জানি কম্মের কথা কি মোর রয়েছে গাথা
ভবিতব্য অভাগীরে ভাসা'বে কি পাথারে
কি করেন হৈমবতী সকল-নিয়ন্ত্রী সতী
অবলার ভেলা তিনি ভব-সিন্ধু মাঝারে।"
বীণা-বিনিন্দিত স্বরে এতেক কহিয়া পরে,
ইন্দুমতী-নেত্রে পুনঃ অশ্রু-বিন্দু ঝরিল,
বরষি অমিয়রাশি সরলা অমলা বসি
মৃদুস্বরে ধীরেধীরে প্রবোধিতে লাগিল!
"না ভাবিও প্রাণ সখি, মুখ-পদ্ম ম্লান দেখি
দহে প্রাণ বিষাদ-দহনে,
সুরাসুর বিদ্যাধর প্রকম্পিত কলেবর
যাঁর বাণে ত্রাসিত শমনে।
মর্কট-নরের সনে যদি তিনি যান রণে
হেলায় দলিবে রিপুদল,
যশোমাল্য গলে পরি ইন্দু-ফুল বক্ষে ধরি
পিবে তার সুধা-পরিমল।

'স্বপন অলীক কথা, ভাবি না পাইও ব্যথা,
দিবা ভাগে যাহা ভাবে মনে—
যামিনীতে নিদ্রা-কূপে, তা হেরে স্বপনরূপে
প্রতিবিম্ব যেমন দর্পণে।
"বৃথা চিন্তা পরিহর, অন্তরে ধৈরয ধর
অজের সময়ে তব পতি;
চল প্রিয় সহচরি, উদ্যানে ভ্রমণ করি
দূরে যাবে মনের এ গতি।
বন-লতিকার সনে কুসুমিত কুঞ্জবনে
গোলাপের উদ্বাহ ঘটাব,
কুহরিবে পিকবঁধু ভ্রমর ঢালিবে মধু
বর-কণ্ডা তোমায় সা'জাব।
কন্যার জননী আমি দুঃখ ভাই নাই স্বামী
কল্পনায় হইবে মিলন!
যদ্যপি সৌভাগ্য-বশে কুমার সে কুঞ্জে পশে,
সপ্তপাক ঘুরা'ব তখন!"
অমলার রস-ভাষে, ইন্দুমতী-হৃদাকাশে
সুখ-ইন্দু এবে সমুদিল,
সরলা সঙ্গিনী-সঙ্গে কথান্তর সুপ্রসঙ্গে
মনোরঙ্গে উদ্যানে পশিল।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

—:০:—

দ্বিতীয় সর্গ

—:০:—

সীতা-শোকে সন্তাপিত অশোক-কানন
নীহার-আসার সিক্ত পল্লব-অম্বর,
প্রভাতে অন্তর-জ্বালা করিলা জ্ঞাপন-
সরবে বিহগ-কণ্ঠে,—তাপিত অম্বর!
বৈদেহী-রোদনধ্বনি তমসা-কুটিরে
যাম-ঘোষ সমঘোষে করে সংঘোষণ,
বন-সখী পিকবধূ ত্যজিয়া স্বনীড়ে
পঞ্চমে বিষাদ-গীতি করিলা কীর্ত্তন!
অংশুমালী-অংশুমালা কৃশানু-বরণ
অনন্ত নক্ষত্র-সম কাননে পশিল,
পত্রতলে নেত্র-নীর করিয়া বর্ষণ
তপন বদন যেন পল্লবে ঢাকিল!
পবন-প্রবাহে যত বিটপি-নিকর
ঢালিল ঝর্ঝর রবে শোক-অশ্রুধার,
সিক্তকায় রক্তনেত্র বিস্তৃত নখর
কুটির চৌদিকে চেড়ী করে হুহুঙ্কার!

দুশ্চিন্তা-শয়নসুপ্তা ধরণী-নন্দিনী
চমকিলা শুনি দ্বারে ভীষণ চীৎকার—
কম্পিতা আতঙ্কে,—দ্বার খুলিলা অমনি
অন্তরে স্মরিয়া রামে, নিত্য নির্ব্বিকার!

বিচ্ছেদে মলিনমুখী সীতা-সরোজিনী
হৃদয়-রঞ্জন রাম-রবি অদর্শনে,
হায়রে! নিশীথে যথা মলিনা নলিনী,
বিরহে কাতর-প্রাণ না হেরি তপনে।

শারদ চন্দ্রমানিভ সে চারু বদন
বিষাদ-কালিমা-ঘোর-মেঘ-আবরিত,
ঢালে অশ্রু অবিরত কমল-নয়ন
তবু সেই দিব্যরূপ ললনা-লাঞ্ছিত।

বাহিরিলে বিষাদিনী অবসন্ন মনে
আয়াসে অধীর অঙ্গ,—বসিলা নীরবে,
ঘেরিল বিকটাননা রক্ষঃ চেড়ীগণে—
শ্মশানে প্রেতিনী যথা আবরিয়া শবে।

যথা যায় রাম-রমা ছায়ার আকার
ভ্রময়ে নিয়ত সঙ্গে রাবণ-কিঙ্করী,
পশিলে রাঘব-নাম শ্রবণ-কুহরে,
গ্রাসিতে আক্রমে,—ভীম বদন বিস্তারি।

সতত ত্রাসিত মতি জনক-নন্দিনী,
বৃন্তচ্যুত পত্র-রবে বিগত চেতন,
রক্ষ-রুষ্ট স্বর ভেবে অশনির ধ্বনি
পদ্ম-পত্র-নীর প্রায় প্রকম্পিত মন।
হেন রক্ষঃ-কারাক্লেশে কঙ্কাল শরীর
জানকী কহিলা খেদে চাহি ঊর্দ্ধপানে
"আছ কি গগণে দেব প্রদীপ্ত মিহির,
কর্ব্বুর-শাসন-ভীত, উদিত বিমানে ?
কহ প্রভো, কহ ত্বরা, নাহি সহে আর,
কত কাল স'ব হেন বন্ধন-পীড়ন,
কতকাল কহ কর্ণে রক্ষঃ দুর্নিবার
কু-ভাষা-কুলিশ-বহ্নি করিবে বর্ষণ ?
কেন হে নীরব আজি সহস্র-কিরণ,
না দেও উত্তর কেন রঘুকুল-পতি,
কহ মোরে, কার ভয়ে নির্জ্জীব মলিন,
তোমার সমক্ষে মম এ হেন দুর্গতি ?
যে পারে করিতে পলে বিদগ্ধ সংসার,
ভুলিলে কি সে স্বধর্ম্ম মম কর্ম্মফলে ?
পাপ পুণ্য সাক্ষী তুমি, জগতে প্রচার
কি দোষে বঞ্চিতা দাসী পদ-দয়া বলে' !
বলিতে বলিতে সীতা অধৈর্য্য অন্তর,
ভাসিল কোমল বক্ষ তপ্ত অশ্রু-ধারে।

চেড়ীবৃন্দ লম্ব দন্ত করি কড়মড়
ভর্ৎসিয়া,—বহিল তায় আপন আগারে।
এ দৃশ্য দর্শনাশক্ত দেব দিনপতি
ঢাকিল সলজ্জ আঁখি জলদ-আড়ালে,
কাঁদিল বারিদ-ধারে ত্রিদিবের পতি
সশঙ্কে, লঙ্কেশাতঙ্কে,—থাকি অন্তরালে।
দেব-বালা দুঃখবহ্নি দামিনী-আকার
চমকি অদৃশ্য ভয়ে গগন-অন্তর,
ভূধর-শৃঙ্খল-যুত নীল পারাবার
গর্জ্জিলা সরোষে, চালি তরঙ্গ-নিকর।
ঝঙ্কারিল অলঙ্কার,—অদূরে তখনে,
আতঙ্কে কাঁপিলা সীতা তূণধ্বনি মানি;
বিবর্ণা মূর্চ্ছিতা,—যেন অশনি-পতনে,
আগত হ'য়েছে জানি রক্ষঃ-কূল-গ্লানি
নিমিষে সে শব্দ সনে সরমা সুন্দরী—
উপনীতা তথা আসি, নিরখি ধূলায়—
পতিতা পঙ্কজ-মুখী, শশব্যস্তে ধরি
কম অঙ্কে তুলিলেন স্বর্ণ-প্রতিমায়।
সুষমার প্রতিমূর্ত্তি সরমা রূপসী
কম অঙ্কে শোভে যবে রাঘব-জীবন
উদিল শারদাকাশে যেন পূর্ণ শশী,
কৃতার্থ সে শোভা হেরি দর্শক-দর্শন।

সুকুমার দেহ-কান্তি মধুরিমাময়,
সরলতা, দয়া, মায়া হৃদয়-ভূষণ—
শৈলজার অঙ্কে যেন কমলা উদয়—
সরমা ত্রিলোক-ধন্যা রমণী-রতন।
রক্ষঃ-বধূ-প্রীতিমাখা দিব্য ব্যবহারে—
কতক্ষণে সংজ্ঞা লভি জনক-নন্দিনী—
হেরিলা নয়ন মেলি,—"বিবিধ প্রকারে—
সুশ্রূষা করিছে তায় রাক্ষস-কামিনী

কমল নয়নে সীতা সরমার পানে
নেহারি কহিলা—"কেগো ভুবন মোহিনী,
ঢালিলে সুধার ধারা তাপিত পরাণে,
এলে কিলো দেবেন্দ্রের অঙ্ক-বিহারিণি?
অথবা ভকত-প্রাণা নগেন্দ্র-নন্দিনী
অশক্তা কামিনী-ক্লেশে তাপিত হৃদয়,
সমাগতা রক্ষঃপুরে মহেশ-ভামিনী
ছলিতে সরমা-রূপে,—হেন মনে লয়।
মরি কিবা বিধাতার বিচিত্র গঠন,
মূরতি গড়িল বিধি করুণা ছানিয়া,
নহে তার রিপু-নারী-প্রীতির কারণ
ঝরিবে নয়ন কেন বক্ষঃ ভাসাইয়া?"

এতবলি রাম-রমা নীরবে কাঁদিল—
শিশির শোভিল যেন পঙ্কজের দলে,

সরমার নেত্র-নীরে দৃষ্টি আবরিল—
কহিলা অমিয়-মাখা বচন অমলে—
"কেঁদো না গো প্রাণসখি, কেঁদো না লো আর,
না পারি হেরিতে তব মলিন বদন,
চাহে কি হেরিতে কেহ দিব্য চন্দ্রমার—
রাহুর প্রকোপে হ'লে মলিন কিরণ !'
পোহাইবে অতি ত্বরা এ দুঃখ-রজনী,
সুখ-সূর্য্য সমুদিবে হৃদয়-অচলে
দিব্য চক্ষে হেরি যেন,—সীতা সুবদনি,
রক্ষঃ-রাজ-পাপ-বৃক্ষ পূর্ণ বিষ ফলে।
সতীর পবিত্র তেজ অতি ভয়ঙ্কর
কার শক্তি সতী-অঙ্গে করে করার্পণ—
স্পর্শিলে বিগত আয়ু,—দগ্ধ কলেবর—
দীপ-সম্মোহিনী রূপে পতঙ্গ যেমন।
তোমার পবিত্র কেশে সুকেশি, যখন
রোষে আকর্ষিল দুষ্ট লঙ্কেশ দুর্ম্মতি,
তখন জেনেছি স্থির লঙ্কার পতন,
এ পাপে উহার কভু নাহি অব্যাহতি।
নহে কে শুনেছে কবে শীলা জলে ভাসে
সমুদ্র বন্ধন করে বনের বানরে—
নীলাম্বু লঙ্ঘিয়া হনু বিক্রম বিকাশে—
দেবেশ-বাঞ্ছিত লঙ্কা ভস্মরূপ ধরে ?

যে সকল বীরশ্রেষ্ঠ লঙ্কা-অলঙ্কার
অবহেলে জিনেছিল শমন বাসবে,
রাঘব-সংগ্রামে কেহ নাহি ফিরে আর—
একে একে সকলেই পরিণত শবে!
বীর-প্রসবিনী লঙ্কা এবে যোধহীন,—
সর্ব্বত্র ধর্ম্মের জয়, বিধির বিধান—
রাক্ষসের গর্ব্ব-রবি ক্রমশঃ মলিন—
ঘেরিল কলুষ-মেঘে, নাহি পরিত্রাণ॥
বিরহে বিধুরা তুমি যথা অহর্নিশি—
হাহাকারে কাঁদিতেছ, রাঘব-কামিনী,
কাঁদিবে ত্রিগুণ ত্বরা রক্ষেশ-মহিষী—
পুত্র-বধূগণ সনে দিবস-যামিনী।
শুনেছি স্বামীর পাশে রঘুকুল-পতি
পতিত-পাবন ব্রহ্ম গোলক-ঈশ্বর,
বধিতে রাক্ষস-কুল যত দুর্ম্মতি—
হরিতে বসুধা-ভার,—নর-কলেবর।
তেই তিনি রক্ষঃরাজে বিবিধ প্রকারে
বুঝাইলা বারংবার,—অর্পিয়ে তোমায়,
করিতে রাঘবে প্রীত, প্রীতি-ব্যবহারে,
তুষ্ট না চিন্তিল ইষ্ট, আত্ম গরিমায়।
সহি তিনি রাজ-করে তীব্র অপমান—
অনাথ-শরণ পদে লইলা শরণ,

স্বগুণে-তুষিলা তায় করুণা নিদান—
"মিত্র" সম্বোধনে করি প্রেমে আলিঙ্গন।
কমলা-রূপিনী তুমি, জনক-নন্দিনী,
পবিত্র সতীত্ব-ছায়া করিতে বিস্তার—
ধরেছ শোকের ছবি, সীতা সুবদনি,
কে পারে বুঝিতে দেব-লীলা চমৎকার!
উপযুক্ত পতি-প্রীতি দর্শা'য়ে ভূতলে
সংসাধিছ সতী-ধর্ম্ম,—পুণ্য অনুষ্ঠান,
নাহিক রমণী হেন এ মহী-মণ্ডলে
জ্ঞান গুণে নিরুপমা তোমার সমান।
জন্মান্তরে ছিল বুঝি পুণ্যের সঞ্চয়,
তেই তুমি নিজগুণে "সখী সম্বোধনে"
করিলে কৃতার্থ মোরে, জানিনু নিশ্চয়,
নিষ্পাপ হইল দেহ স্ব-অঙ্গে ধারণে"।
এত বলি নিরবিল সরমা তখন,
কহিলা জনক-সুতা মধুমাখা স্বরে
"রেখেছে কি বিধি সখি, ও বিধু-বদনে
সুধাভাণ্ড, মরি! মরি! অমিয় অন্তরে?
অন্ত-কান্ত-অন্তকারী যাঁর নাম গুণে—
বিমুক্ত ভবের ঘোর মায়ার বন্ধন,
স্মরণে, পীড়নাক্রোশ বাড়ে চতুর্গুণে,
দুর্ভাগিনী মম সম কে আছে এমন?

রক্ষঃবধূরূপে তুমি রাক্ষস-গরিমা
বিরাজ অরক্ষপুরে,—তেই আত্ম-মতে
ভাবি মোরে, ভালবাস,—বৃথা ও উপমা,-
অলক্ষ্মী আমার মত কে আর জগতে ?

হরধনু ভাঙ্গি রাম, কুক্ষণে আমায়
আনিলেন অযোধ্যায়,—হব রাজরাণী,—
দেবী-সম আরাধিয়া পতি-বিমাতায়
সাজিলাম অবশেষে দীনা কাঙ্গালিনী !

অকলঙ্কে যে কৈকেয়ী,—মমতা-আধার
সপত্নী-পুত্রের রাজ্য-অভিষেক শু'নে
আনন্দে অর্পিলা স্বীয় কণ্ঠ-রত্ন-হার,
মমভাগ্যে এ কলঙ্ক রটিল ভুবনে।"

শোকাকুলা বৈদেহীরে হেরিয়া সরমা
কথান্তরে শোকভার করিতে বিলয়
কহিল "কহলো সখি, কহ প্রিয়তমা—
কেন হ'ল কৈকেয়ীর মতি বিপর্য্যয় ?

রাম-বনবাস অতি পবিত্র কাহিনী
বিস্তারিত শ্রবণের বাসনা প্রবল
কহ আজি সুধাময়ী অমৃত-ভাষিণি,
বাল্মীকি-কবিত্ব-গাথা, অমিয় তরল।"

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি কহে সীতা তবে
"অভাগিনী সে কাহিনী করিলে বর্ণনা—
কোমল হৃদয় মগ্ন হবে শোকার্ণবে,
শঙ্কিত বর্ণিতে তাই দুঃসহ ঘটনা।"
সরমা কহিল "তুমি ভগিনী-যেমন
স্বজন না হ'লে কভু দুঃখের পসরা
অংশী হ'য়ে বহিতে কি চায় অন্য জন,
সমপ্রাণ অকৃত্রিম সখ্যতার ধারা;
অকপটে কহ সখি, অযোধ্যার কথা—
যে আখ্যা শ্রবণে শ্রুতি-কলুষ বিনাশ
অন্তিমে মিলয়ে মোক্ষ, ঘুচে ভব ব্যথা,
রামায়ণ আর্যাকীর্ত্তি পুণ্য ইতিহাস।"
ঝটিকা-প্রারম্ভে যথা নীরব প্রকৃতি
বৈদেহী স্তম্ভিত ক্ষণ, ঝরে আঁখিনীর
কপোল-পঙ্কজে মুক্তা বিরঞ্জিয়া সতী,—
আরম্ভিল উপাখ্যান রত্ন পৃথিবীর।
জানকী-রসনা-বীণা ধ্বনিল মধুর—
ঝঙ্কারিয়া রাম-নাম সাধনার সুর।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।
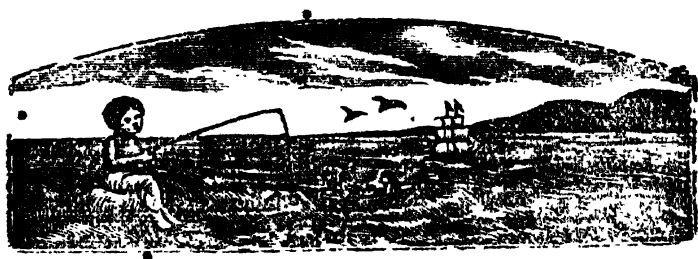
তৃতীয় সর্গ

পুণ্য ভূমি ভারতের অযোধ্যা-নগরী
শোভিল কনক-কান্তি তপন-কিরণে
প্রভাতিক সমীরণে—কলধ্বনি করি
নাচিল "সরযূ" যেন প্রেম-সম্মিলনে।
ভবেশের ভালে যথা অর্দ্ধইন্দু-কলা,—
তেমতি স্বফেন-লেখা তটিনীর গায়,
দক্ষিণে অগণ্য কত রম্য হর্ম্ম্যমালা,
প্রতিবিম্ব সে তরঙ্গে মাধুরী মিলায়
স্নাতকায়, সিগ্ধ-অঙ্গ, ব্রাহ্মণ নিকর—
পবিত্র সলিলে রত সন্ধ্যা-উপাসনে,
কেহ বা স্ব-অর্ঘ্য দানে তোষে দিনকর—
সচন্দন রক্ত-জবা, অক্ষত অর্পণে।
তরঙ্গ-তাড়ন-রঙ্গে ঢেলে দিয়ে কায়—
হেলে দুলে চলে যুত তরণী-নিচয়,

কর্ণধার-মনোহর-গীতি-মূর্চ্ছনায়
ক্ষেপণি-বিক্ষেপ-ধ্বনি সঙ্গে দানে লয় !
গোপাল গোপাল-সনে মিলা'য়ে সে তানে-
মাতাইছে তীরভূমি,—অমিয় আলয়,
হাম্বারবে শৃঙ্গ নাড়ি গাভী ফুল্ল প্রাণে—
লেহনে স্ববৎস-অঙ্গ,—তোষিছে হৃদয় !
নগর-বাসিনী কত চারু সুহাসিনী—
মৃণ্ময়ী কলসী-ভরে করে সন্তরণ,
আকণ্ঠ-নিমগ্না যত যুবতী-কামিনী—
কমলিনী-সম নীরে বিকাশে যেমন।
সরসী-সলিল-স্নাত স্নিগ্ধ সমীরণ—
অরবিন্দ-প্রীতি-চিহ্ন অঙ্গে বিলেপনে—
উৎফুল্ল,—সুবাসপূর্ণ করিলা ভবন,
বিঁধিল কুসুম শর বিরহিণী-প্রাণে—
পাতালে নলিনী-প্রেমে ত্রিযামা যামিনী—
যাপিয়া, কমল-কান্ত রক্তিম নয়ন,—
মুখমুক্ত, সুপ্তা, হেরে শ্রান্তা সীমন্তিনী
চুম্বিলা, নীহার-সিক্ত পঙ্কজ-বদন !
পুষ্পমালা, পতাকায় হ'য়ে সুশোভিত
নগরী বিচিত্র বেশে মোহিল দর্শন
শ্রেণীবদ্ধ রম্ভা-তরু, পল্লব অন্বিত—
পূর্ণকুম্ভ,—কহে শুভ উৎসব-ঘোষণ।

ভারতের সুবিখ্যাত শিল্পী-ক্ষত্রগণ
সাজাইলা রাজপুরী বিবিধ রতনে,
স্বর্ণভূষা বিভূষিত করে সিংহাসন,
ত্বষ্টার নৈপুণ্য বলি ভ্রান্তি জন্মে মনে!

সহসা মঙ্গল-বাদ্য বাজিল গভীর
কাঁপাইয়া সুসজ্জিত অযোধ্যা ভবন,—
কাঁপাইয়া স্থিরমূর্ত্তি নিসর্গ-রাজীর,
কাঁপিল প্রান্তর, গিরি, বন, উপবন!

লক্ষ লক্ষ জয়ঢক্কা, কাংশ্য করতাল,
দামামা, টিকারা, কারা, জগঝম্প ঢোল,
স্বনোন্মত্ত, ত্রাসগতি চতুষ্পদ-পাল,—
আতঙ্কে মাতঙ্গ স্পর্শে মৃগেন্দ্রের কোল!

সঙ্গে সঙ্গে ঘন-ঘটা-ঘর্ঘর-নিনাদে—
গরজে দুন্দুভিধ্বনি গগনে গম্ভীর—
কর্ম্মার ক্ষত্রিয়গণ নাদিল আহ্লাদে
ঘন ঘন তূর্য্য-ধ্বনি, শ্রবণ-বধির!

বহুদেশাগত যত ধরণী-রঞ্জন—
সমবেতকরী, অশ্ব, সসৈন্য, সদলে,
উষ্ট্র, হস্তী, রথ, রথী, অশ্ব অগণন—
আবরে অযোধ্যা,—যেন রঙ্গে পঙ্গপালে!

ছাইল বিমান চারু পতাকা নিচয়,
অন্তরীক্ষ চারু ছত্রে বিচিত্র মূরতি,
মুহূর্ত্তে ধরণীতল "জয়" শব্দময়,
মুখরিত জনস্রোতে রুদ্ধ হ'ল গতি !

সৈন্য-ভারে বসুমতী কাঁপে থর-থরে,
ধূলিরাশি আবরিল গগনমণ্ডল,
যেন ধরা ধরি পক্ষ,—উড়িলা অম্বরে,
নগরবাসিনীগণ গায় সুমঙ্গল।

সুশাণিত অস্ত্রশস্ত্র ভানুর কিরণে—
শিখি-শিখা কলাপের বিচিত্র রঞ্জন,
করীর বৃংহণ, অশ্ব, সৈন্য গরজনে—
ধরিল প্রলয়-কাল-মূরতি ভীষণ !

হেনকালে ভেরী নাদে রাজ-সভাতলে,
অমনি সুযন্ত্র-ধ্বনি মিলিল মধুর,
বর্দ্ধিত বিপুল নাদ গগনমণ্ডলে
ব্যাপিল, আশ্রয়াভাবে, পূর্ণ করি পুর !

কহে সীতা "বাসনার কান্তার-মাঝারে-
দুষ্ট আশালতা এসে হ'ল মুকুলিত,
দুঃখ-সিন্ধু কাহিনীর অন্ত বিবরণ
কহি,—যায় সুখ-রবি হবে নিমজ্জিত।"

প্রদীপ্ত হিমাদ্রি-শৃঙ্গে যেন শশধর,
অজ-সুত-অঙ্কে রাম রত্ন-সিংহাসনে,—
ধরিলা বিচিত্র কান্তি, নেত্র-মনোহর,
বিকসিত পূর্ণ-চন্দ্র বাসন্তী-গগনে।
লতা যথা শাখা-যোগ-সূত্র অনুসরি
বৃক্ষান্তরে করে সদা আশ্রয় গ্রহণ,—
রাঘবে সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী অংশক্রমে ধরি
কল্য, গন্ধ, মাল্য-দানে দিবে আলিঙ্গন।
নব অভিষিক্ত হবে সুবিজ্ঞ কুমার,
সন্তোষিবে জন-পদ স্বীয় সুশাসনে,
নৃপবৃন্দ হর্ষোন্মত্ত, প্রেমে অনিবার,
প্রজা সুখী, আর্য্যসুত-স্নেহের বন্ধনে।
বহিল নৃপতি-হৃদে সুখ-তরঙ্গিণী
মহিষী-মণ্ডলী মহা আনন্দে মগন,
রাঘবের প্রীতিবদ্ধা পুরন্ধ্রী-রমণী,
অমাত্যের মনে বহে সুধা-প্রস্রবণ।
মহোৎসবে নরপতি সচিব-সংহতি
বশিষ্ঠাদি মুনিগণে, কুটুম্ব-নিকরে,
নিমন্ত্রিত রাজবৃন্দে, শিষ্টাচারে অতি
অভ্যর্থনা করিলেন রীতি অনুসারে।
সংগৃহীত অভিষেক-সামগ্রী সম্ভার,
বিপ্রগণ করে শুভ-লগ্ন নির্ব্বাচন,

অদম্য উদ্যমে মত্ত,-নানা স্ত্রী-আচার—
আরম্ভিল যথারীতি পুরনারীগণ
বিচিত্র এ সংসারের নিত্য পরিণাম,
শুভাশুভ কর্ম্ম যত,—নিয়তি অধীন,
নর-নারী ভাগ্যে ফলে সুনাম দুর্ণাম,—
কলঙ্ক-পসরা শিরে চ'পে অর্ব্বাচীন
মন্থরা নামেতে দাসী অতি কদাকার—
নন্দীগ্রাম হ'তে আসে কৈকেয়ীর সনে,
কুব্জপৃষ্ঠে, কটুবাণী মুখে অনিবার—
হেনকালে প্রবেশিলা কৈকেয়ী-ভবনে।
ঘর্ম্মাক্ত, কঙ্কালসার, রুক্ষ, কৃষ্ণকায়,
রাম-রাজ্য-অভিষেকে রোষে প্রকম্পিত,
উন্মুক্ত কুন্তল পিঙ্গ, বীভৎস ছটায়,
পিঙ্গল, কোটরগত নয়ন ঘূর্ণিত ;
যষ্টী করে, অধরোষ্ঠ কাঁপে থরথরি,
স্খলিত যুগল দন্ত সঙ্গে-সঙ্গে নড়ে,
কুটিল কটাক্ষ, যেন মৃত্যু-অনুচরী,—
পশিয়া বিকট বেশে কৈকেয়ীর তরে
কহিলা "লো পোড়ামুখি, নিশ্চিন্তে বসিয়া
রয়েছিস এখনও ? হ'ল সর্ব্বনাশ,
রাম রাজা হবে কালি, দুঃখে ফাটে হিয়া,
আজ তোর ফুরাইল রাজ্য-অভিলাষ !

কৈকেয়ী-শাশুড়ী হ'য়ে উল্লাসে মগন—
কহিলা, "কি আছে আর সুখের ভুবনে,
শ্রীরাম আমার অতি আদরের ধন,
স্বপুত্র ভরতাধিক ভক্তি করে মনে;
কি আছে, কি দিব তোরে, এর বিনিময়ে,—
সমুচিত হয় যদি প্রদানি জীবন,
কণ্ঠরত্ন-হার ত্বরা খুলি করে ল'য়ে—
বার্ত্তাবাহী মন্থরায় করিলা অর্পণ।

ভ্রূকুটি বদনে দাসী যেন উন্মাদিনী,
লোষ্ট্রসম হাররত্ন ফেলি আছাড়িয়া,
কহিলা কৈকেয়ী-প্রতি,—অর্দ্ধ উলঙ্গিনী—
ভীষণ রোষের বশে, দন্ত কাঁপাইয়া—
"অতি বৃদ্ধ মহারাজ বাঁচিবে ক'দিন
বুঝিলে না নিজ-হিত,—রাম-স্নেহে ভু'লে,
রাজমাতা হবে রাজ্ঞী কৌশল্যা প্রাচীন,
তোর অবশেষে আছে দাসীত্ব কপালে।"

রুষ্ট ভাষে কহে দেবী "শোন্ ভুজঙ্গিনি,
শ্রীরাম ইক্ষ্বাকু-কুলে উজ্জ্বল রতন,
লক্ষ্মীরূপা বধূ মোর জনক-নন্দিনী—
নিয়ত সেবিছে পদ, দুহিতা যেমন,
তার স্বার্থ-ধ্বংস-আশে আমার সদনে,
বর্ণিবি যদ্যপি কোন কুটিলতা বাণী.

তখনি এ সম্মার্জ্জনী প্রহারি বদনে—
তাড়াইব, দূর হবি, দুষ্টা দুর্ভাষিণী ।
কাঁদিয়া মন্থরা কহে বক্ষঃ ভাসাইয়া
"যার জন্য চুরি, সেই কহে চোর মোরে,
কন্যা-সম পালিয়াছি স্তন্য প্রদানিয়া
তাই তোর তরে শেল বিঁধিছে অন্তরে ;
রামের কুটিল নীতি বুঝে সাধ্য কার,
সরলা অবলা তুই, বহু আছে বাকি,
মিষ্টভাষে রাজ্য, ধন করি অধিকার—
বিমাতা, নিশ্চয় তোরে, শেষে দিবে ফাঁকি ।
যদ্যপি সাধিতে সাধ আপন মঙ্গল,
প্রতিশ্রুত বরদ্বয় যাচি নৃপ-পাশে,
"ভরতেরে সমর্পিবি রাজত্ব সকল"
"চতুর্দ্দশ বর্ষ রামে দিবি বনবাসে" ।
প্রবল স্বার্থের আশা-ভীম-প্রভঞ্জন—
স্নেহের নীরদে যেন বেগে উড়াইল,
দেবী-হৃদাকাশে জ্বলি দামিনী যেমন
তাড়িত-প্রবাহে জ্ঞান-নয়ন বাঁধিল ।
কমলিনী-অঙ্গে শুষ্ক নীহারের কণা
ভানুতাপে,—কিম্বা শোভা শিরীষ হারায়,
রমণী-সুলভ শ্রেষ্ঠ কমগুণ নানা
মুহূর্ত্তে অদৃশ্য,—ঈর্ষা-বহ্নি ঢালে তায় !

অন্তরে সংঘটে যেন বৃশ্চিক-দংশন,
বহিল সর্ব্বাঙ্গে তীব্র স্বেদ-নির্ঝরিণী,
সঘনে কম্পিত তনু, রক্তিম নয়ন,
মৃগলোভে ক্ষিপ্তা যেন ক্ষুধিতা বাঘিনী।
হিতৈষিণী মন্থরার উপদেশ মতে
বর-বলে করিবারে অভীষ্ট সাধন,
মন্ত্রণা করিলা বৃদ্ধ-নৃপতি ছলিতে,—
অবলী-সুলভ যত যোগ্য আয়োজন।

সুবর্ণ-পর্য্যঙ্ক ত্যজি নরেশ-রঞ্জিনী,
পরিহরি আভরণ অশ্রুপূর্ণ দুনয়ন
বামকরে বামগণ্ড রেখে রাজরাণী—
মেদিনী-শয়নে পড়ে আলু-থালু কেশ
বিষাদ-কালিমা-মাখা, চন্দ্রমা-বদনে আঁকা
কলঙ্কের রেখা যেন,—বিগলিত বেশ।
হায়রে সুষমাময়ী বনদেবী-হেন,
হিমের প্রাবল্য-বলে, ত্যজি পত্র, ফুল, ফলে
সাজহীনা বিমোহিনী নিরানন্দে যেন!
শোভিল কপোলে চ্যুত-অশ্রুবিন্দু শত,
নীহার-পঙ্কজ-দলে নিশাকালে যথা জ্বলে,
হেনকালে মহীপাল তথা উপনীত!

নিরখি কহিলা খেদে স্থবির ভূপতি—
"হায় প্রিয়া আজি কেন অশ্রুসিক্ত দুনয়ন
আনন্দ-চন্দ্রমা-অঙ্কে রাহুর বিভূতি ?
প্রাণোপম তব রাম স্নেহের ভাজন
কালি হবে যুবরাজ আরম্ভিনু শুভকাজ
আজি তব হেন সাজ, সাজে কি কখন ?
উঠ প্রিয়ে, উঠ ত্বরা,—হর্ষোৎফুল্ল মনে,—
রাণীদ্বয় সঙ্গে করি পূজ হর-মহেশ্বরী
রত হও রাঘবের মঙ্গল-সাধনে !
কহি নাই এ জীবনে অপ্রিয় কখন
করেছি কি অপরাধ ? অন্যে কে সাধিবে বাদ ?
প্রাণ-প্রিয়তমা তুমি জানে সর্ব্বজন।
সবিষাদে কহে দেবী,—বহে নেত্রে জল—
"অসংখ্য রমণী যার প্রেমমাখা বাণী তার
কপটতা, ছলনার আদর্শ কেবল।
বাচনিক ভালবাসা, কৃত্রিম প্রণয়
কত রহে কতকাল ? ছিন্ন ক'রে মায়াজাল
কার্য্য-পটে দেয় ত্বরা আত্মপরিচয়।
বৃথা বাক্যব্যয়ে আর নাহি প্রয়োজন,
অমোঘ অক্ষয় শুনি এ বংশের উক্তি-ধ্বনি,
প্রতিশ্রুত বরদ্বয় প্রদান এখন,—

নতুবা সরযূ-নীরে সমর্পিব কায়—
অথবা কৃপাণ ধরি স্বমুণ্ড দ্বিখণ্ড করি
"প্রবঞ্চক অজসূনু" "রটাব ধরায়!"
সারাদিন অনশনে ক্লান্ত নরপতি
কৈকেয়ীর বাক্যবাণে হুতাশন জ্বলে প্রাণে
কহে গর্ব্ব ভাষে, ধরি প্রচণ্ড মূরতি—
"উদয়ে পশ্চিমাচলে যদি দিনমণি—
অন্ধ যদি দৃষ্টি পায় ভল্লুকে সঙ্গীত গায়,—
তবু নিত্য, অনশ্বর এ বংশের বাণী ;—
বল্ নীচাশয়া তোর কি বর প্রার্থনা ?
দিয়ে রাজ্য, ধন, জনে কিম্বা দেহ-বিসর্জ্জনে
পালিয়ে আপন সত্য, পূরা'ব বাসনা!
কৈকেয়ী বসনাঞ্চলে আবরি বদন
নিয়তি-নিবদ্ধ-তূণে মন্থরা-মন্ত্রণা-গুণে,
সংযোজিত, বরবাণ হানিলা তখন।
পন্থায় অদূরে হ'লে অশনি-পতন
পথিক স্তম্ভিত মতি, তেমতি সে নরপতি,
অকস্মাৎ বাক্যহীন বিগত চেতন!
অচিরে স্থবির-অঙ্গ কাঁপে থর-থর
যথা ঘোর ভূকম্পনে হর্ম্ম্যমালা ঘন-ঘনে,—
পড়িল ভুজঙ্গ-দষ্ট হেন কলেবর।

যে সকল দুর্ঘটন ঘটিল স্বজনি,—
পূর্ব্বে তার অনুমাত্র নহি অবগত,
আশা-মদিরায় মত্ত, এমনি মোহিনী,
সারাদিন সেই মোহে রহিনু মোহিত।
প্রাণোপমা উর্ম্মিলাদি ভগ্নীত্রয়-সনে
উল্লাসে সরযূ-স্নান আহ্নিকাদি করি,
যথারীতি বন্দি যত শ্বশ্রুমাতাগণে,
তুষিনু অপরে, ক্রমে যত পুরনারী।
নগরীর উপকণ্ঠে, উদ্যান সুন্দর,
অর্দ্ধেন্দু-শেখর-মূর্ত্তি, শোভার আলয়,
যাঁর শিরশ্চন্দ্রালোকে সৌধ নিরন্তর
দিবানিশি সমভাবে নিত্য জ্যোতির্ম্ময়
মহেশ্বর অর্চ্চনার হ'লে আয়োজন,
চলিনু ভক্তি-বশে ভবেশ-মন্দিরে,
পট্টবস্ত্রে বিভূষিতা, হর্ষোৎফুল্ল মন,—
পুরন্ধ্রী-রমণী-সঙ্গে কাতারে-কাতারে;
পুরসুন্দরীরা সুর-সুন্দরীর প্রায়
দিব্যবেশে লাক্ষারসে রঞ্জিয়া চরণ
পূর্ণকুম্ভ কক্ষে, রঙ্গে সুমঙ্গল গায়,
পদাঙ্কে করিল রক্ত-সরোজ-অঙ্কন!
নগরবাসিনীগণে দেয় হুলুধ্বনি,
কেহবা বর্ষিলা শিরে কুসুম, চন্দন,

লাজ-পুঞ্জ দানে কেহ হইয়া সঙ্গিনী,
"রামজয়-উচ্চ-নাদে" ভেদিয়া গগন।
উৎসাহ-বারিধি-ঘোর-ভীষণ-মন্থনে
অভাগিনী-ভাগ্যে যেন উঠিল গরল,
অকস্মাৎ দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দন-পীড়নে,
ধ্বনিল শ্রবণে যেন বার্ত্তা অমঙ্গল।
হেরিনু প্রসূন-দাম ধরণী-লুণ্ঠিত,
ত্যজে পত্র, লতা যথা বসন্ত-বিহনে,
হস্ত হ'তে পুষ্পাধার ভূমে নিপতিত,
অশিব এ দৃশ্য সাথ, গণিলাম মনে।
  সহসা সে শ্বশ্রূমাতা-কৈকেয়ী-ভবনে,
অস্ফুট রোদন-ধ্বনি শ্রবণে পশিল,
স্পষ্ট উপলব্ধিহীন দুরন্ত-কারণে,
তথাপি অন্তর যেন সঘনে কাঁপিল।
ধাইনু আকুলচিত্তে যেন উন্মাদিনী,
ক্রন্দনের ধ্বনি-লক্ষে, বিবশা, ব্যাকুলা,
পশিল শ্রবণে পরে, "হাহতোস্মি-ধ্বনি",
পাপিয়সী রে কৈকেয়ি,—হাধিক চপলা।"
বিশাল সরসে যথা প্রবাল-উদ্গম,
সরসীর আকর্ষণে চালিতা তরণী,
পূর্ব্বে অনুমিতা কিম্বা সুধীরের জন্ম,
শুনিনু সহসা কর্ণে অসম্ভব বাণী।

"ওরে রে! ভুজঙ্গি, তোর, এই ছিল মনে,
দুগ্ধ দিয়া পুষেছিনু এ কালনাগিনী,
ভালবাসা-বিনিময়ে হেন শুভক্ষণে
দংশিলি মস্তকে আজি ওলো দুশ্চারিণী!
"এ ভীষণ বরলাভ,—রাজ্য-অভিলাষ"—
পূর্ব্বে কেন না করিলি বিষ-উদ্গীরণ—
নিমন্ত্রিত নৃপবৃন্দ করি পরিহাস
"স্ত্রৈণ" অপবাদে পূর্ণ করিবে ভুবন।
মনে ভেবেছিস রামে পাঠা'লে কান্তার,
সুত হবে যুবরাজ, উল্লাসিত মন,
ভ্রাতৃভক্ত মহামতি ভরত আমার
কলঙ্কিনি,—না হেরিবে ও পোড়া বদন!
অন্ধমুনি-ব্রহ্মপাপ অগ্নিমূর্ত্তি ধ'রে'
দহিল,—দহিল,—প্রাণ করিল অঙ্গার,—
কোথা যাই,—কে রক্ষিবে শমনের করে,—
জ্বলিবি,—জ্বলিবি,—সহি বৈধব্য-বিকার।
নিমিষে উৎসব-সিন্ধু-আনন্দ-লহরী
ভাঙ্গিল ভীষণ-বাণী-ভূধর-পীড়নে
হেরিনু অযোধ্যা-অঙ্গে কৃষ্ণা-শোকাম্বরী,
উঠিল ক্রন্দন-ধ্বনি কাঁপায়ে গগনে!
অকস্মাৎ ভাগ্যচক্র-হেন-আবর্ত্তন—
নিরখি করিল মম চিত্ত আকুলিত,

সঘনে কম্পিত তনু, নিরুদ্ধ গমন,
পন্থায় হইনু সখি, ভূমে নিপতিত।
উদ্বেলিত পূর্ব্ব-স্মৃতি-মন্দার-পীড়নে
জানকীর শোক-সিন্ধু,—অধীর জীবন,
ছিন্ন দ্রুম-সম সীতা উদাত্ত পতনে,
সরমা স্বভুজ-পাশে করিলা বেষ্টন!
বহুক্ষণ অবিরত সলিল-সিঞ্চন
বৃক্ষপত্র-তালবৃন্ত সঘন ব্যজনে,—
সঞ্চারিল সংজ্ঞা,—বামা মেলিল নয়ন,
সরমা কহিলা পুন অমিয় বচনে,—
ভীষণ শোকের বহ্নি পুনরুদ্দীপনে
কি অন্যায় করিয়াছি, শ্রবণে কাতর,
না চাহি শুনিতে আর, যাহা নির্ব্বাসনে
ছিল গুপ্ত,—বহ্নি-প্রায় ভস্ম-অভ্যন্তর!"
কহে সীতা "দাবানলে বনবিহঙ্গিনী
মুহূর্ত্তে যেমতি হয় তাপিত জীবন,
অভাগিনী-পাশে আসি তেমতি স্বজনি,
সহিলে সে শোকবহ্নি-উত্তাপ ভীষণ!
না করি বিস্তৃত আর সুদীর্ঘ কাহিনী
পয়োভাগ সংক্ষেপতঃ করিয়া বর্ণন—
(কিরূপে এ লঙ্কাপুরে হইনু বন্দিনী,)
করিব এ শোকপূর্ণ কথা-সমাপন।

অনন্তর আর্য্যপুত্র, লক্ষ্মণের সনে
শোক-নীরে ভাসাইয়া অযোধ্যাভবন,
অচিরে পশিনু ঘোর বিজন কাননে,
অলঙ্ঘ্য-অটল ভালে বিধির লিখন!
হেরিনু কত বা বন, গিরি, নির্ঝরিণী,
কত উপত্যকা, কত মুনি-তপোবন,
করভ-হরিণী-খেলা আনন্দদায়িনী,
নিত্য-নিত্য নব দৃশ্য, নয়ন-রঞ্জন।
বনবাসে তাই ক্লেশ না হ'ত অন্তরে,
ফুটিলে কণ্টক পদে, প্রিয়তম মনে—
বিঁধিত শেলের প্রায়, কহিত কাতরে—
"কেন প্রিয়ে এসেছিলে অভাগার সনে?
অগণিত রাজবৃন্দে বঞ্চিয়া সুন্দরী
অর্পিয়াছ বর-মাল্য দুর্ভাগার গলে,
লভিতে কি এই ফল, কহ ত্বরা করি,
স্বর্ণভ্রমে হস্ত কেন অর্পেছ অনলে?"
মধ্যন্দিনে প্রভাকর-প্রখর-কিরণ—
প্রভাবে, নিরখি মম স্বেদ-সিক্ত কায়,
অমল কোমল করে হৃদয়-রঞ্জন
পরিধেয় বস্ত্রাগ্রে মোছা'তেন তায়।
বন-বিচরণ-শ্রমে সুষুপ্তি-পীড়নে
হইলে অবশ অঙ্গ, আবিষ্ট নয়ন,

প্রিয়তম উরু'পরে শির-সংস্থাপনে
কম উপাধানে যেন, করেছি শয়ন।
বক্ষে ব্যবধান হেরি একাবলী-হার,
বিরহ-বেদনে যিনি একান্ত কাতর,
কোথা সেই প্রিয়তম, কোথা আমি তাঁর,
নির্ম্মম নিয়তি-বিধি,—কি তোর অন্তর?
সীতা-পক্ষে অসম্ভব হইল সম্ভব,
কুটিল কুমল সখি, অমল সলিলে,
না শুনি শ্রবণে কভু স্বর্ণ-মৃগোদ্ভব,
সমুদ্ভূত, সমর্পিতে বিরহের জলে!
মায়া-মৃগ-তৃষ্ণিকায় যথা পান্থজন
প্রপঞ্চে বঞ্চিত হ'য়ে, পশে মৃত্যু-ধাম,
তেমতি সে মায়া-মৃগ করি সন্দর্শন—
ধরিতে প্রেরিনু রামে, বিধি তাই বাম।
ভুলিতে কি পারি সখি, সেদিন ভীষণ,
আর্য্যপুত্র-অনুরূপ আর্ত্তনাদ শু'নে,
যেদিন দেবরে বলি পরুষ বচন,
পাঠাইনু ঘোর বনে, মারিচ-ছলনে।
কুটিল জঘন্য সখি, জানকী-হৃদয়,
ন্যায্য ভাবে অনার্য্যতা, বিবেচিয়া মনে,
দহিয়াছি বাক্যানলে স্নেহের নিলয়,
সে তাপে দহিছে হৃদি বিষাদ-দহনে।

"কোথা রাম,—কোথা র'লে উর্ম্মিলা রঞ্জন,"
বলিয়া জানকী যবে ভূতলে লোটিল,
সিন্ধুতীরে রাম-সৈন্য ক'রে আস্ফালন,—
"রামজয়" ঘোর-নাদে গগন ভেদিল।
পড়িল রাক্ষস-দলে ঘোর হাহাকার,
লঙ্কাপুরে রক্ষবৃন্দ প্রমাদ গণিল ;
কাঁদিল পরাণ হেথা আহা সরমার,—
মকরাক্ষ হত রণে,—নিশ্চয় ভাবিল !
কাঁদিয়া সরমা কহে বৈদেহী-সদনে,
"কহিতে না সরে বাণী, শুন সুবদনি,
হত-প্রাণ মকরাক্ষ বুঝি রাম-বাণে,—
তাই লঙ্কাপুরে শুনি অমঙ্গল-ধ্বনি।
কুল-অলঙ্কার যত রক্ষেশ-নন্দন—
অকালে জনক-দোষে, ত্যজে কলেবর,
সোণার প্রতিমা হেন রক্ষঃ-বধূগণ—
সাজিছে বৈধব্য সাজে,—দহিছে অন্তর।
পাতকী-বিনাশে ঘটে দেশের কল্যাণ,
সঙ্গ-দোষে সাধু পায় তস্করের গতি,
রক্ষঃ-রাজ-চিত্রে তার জলন্ত প্রমাণ,
নাশিল হায়রে যত কুমার সুমতি।
শোকাকুলা সরমাকে করি নিরীক্ষণ,
উত্তরিলা সীতাদেবী করুণ বচনে,

বৃথায় আসিনু ভবে, বৃথা এ জীবন,
শোকরূপ ধরে লঙ্কা মম আগমনে !
বিষাদরূপিনী আমি,—সতত তাপিনী,
ছায়ারূপী শোক মম সঙ্গে-সঙ্গে ধায়,
অযোধ্যা কুপদ-স্পর্শে হ'ল বিষাদিনী,
মম বাসে এ দেশের (ও) সুখ-শান্তি যায়।
কি পাপে এ বিধি-লিপি জানকীর ভালে
লিখিলা বিধাতা, দুঃখে দহে এ হৃদয়,
নিস্তার, কমলাপতি, আর নিরবধি
কত কষ্ট দিবে নাথ,—করহ বিলয়।"
সরমা কহিলা "এই মায়াময় ভবে
মোহান্ধ আমরা,—তাই শোকেতে অধীর,—
বিধি-লিপি-অনুগামী মরামর সবে,
কি দোষ তোমার সখি,—লালা নিয়তির !
শিষ্ট আচরণে তুষ্ট করিয়া সীতারে—
শোকান্ধ সরমা-সতী যাচিলা বিদায়,
জানকী কাতরে কহে "দেখ অভাগিরে,—
ভুলনাকো গুণময়ি, দুখিনী সীতায়।"
ধেয়ে এল চেড়ীবৃন্দ বিস্তারি বদন
অশোক হইলা পুনঃ স্বশোকে মগন ॥

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

—:o:—

চতুর্থ-সর্গ

—:০:—

বিচিত্র রাবণ-সভা অতুল ভুবনে !
দেবশিল্পি-বিনির্ম্মিত সুবর্ণে গঠিত,
সাচ্ছাদিত দিব্য-জাত-রূপ আস্তরণে
স্তম্ভমালা মহামূল্য প্রবাল-মণ্ডিত।
সুরঞ্জিত আলোদান মণির প্রভায়
প্রদীপ্ত, রয়েছে মরি ! সুচারু দর্শন,
ঊর্দ্ধদেশে চন্দ্রাতপ সুষমা বিলায়,
ঝালরে মুকুতা-মালা নক্ষত্র যেমন।
কৃতান্ত-কিঙ্কর-সম দ্বার-পালগণ,
সুসজ্জিত বর্ম্মে-চর্ম্মে, তীক্ষ্ণ অসি করে
নির্ভয়ে রক্ষিছে দ্বার,—মূরতি ভীষণ,
কর্ব্বুর-শাসনে বেগে বায়ু না সঞ্চরে।
সুরম্য মন্দার-মাল্য বাসব-রচিত
দোলিছে অমর-সর্ব্ব-গর্ব্ব-খর্ব্ব করি
মকরন্দ-অন্ধ ভৃঙ্গ-গুঞ্জনে গুঞ্জিত,
বিজ্ঞাপিছে লঙ্কেশের বীরত্ব-মাধুরী।

কুবের-স্বকর-কৃত, যত্নে-সংস্থাপিত
রয়েছে বিচিত্র সাজে বিবিধ ভূষণ,
সশঙ্কে সভার ছত্র ক'রে পরিষ্কৃত—
সুবিন্যস্ত করে নিত্য ছায়ার নন্দন !
অস্তকান্ত-গর্ব্ব-অন্ত, অশ্ব-বল্গা ধরি
কৃতান্ত, ত্রাসিতান্তরে, বিনম্র আননে,
দ্বারেতে দণ্ডায়মান,—দণ্ড পরিহরি,
পবন ব্যজন-রত, বিনীত বদনে।

পাত্র, মিত্র সমবেত,—যুক্ত-যুগ-কর,
বন্দিগণ যথাস্থানে রয়েছে নীরবে,
হেনকালে শঙ্খ-ধ্বনি হ'ল ঘোরতর,
রাজ-আগমন জানি দাঁড়াইলা সবে !
পূরিল স্বর্গীয় ঘ্রাণে সে সভা-ভবন,
প্রবেশিলা সভা-তলে কর্ব্বুর দুর্ব্বার,—
দশমুণ্ড, বিশ-আঁখি,—ভীষণ-দর্শন,
নিবিড় দেহের বর্ণ নীরদ-আকার।
মণিময় সিংহাসনে সুবেশে সজ্জিত,
উপবিষ্ট মহাকায় নিকষা-নন্দন,
ছত্রধর ধরে ছত্র,—সুচারু চিত্রিত,
দোলায় চামর দিব্য অনুচরগণ।
দানব-সভায় যেন শুম্ভ দৈত্যেশ্বর,
রক্ষোরথী-মাঝে রাজে লঙ্কেশ রাবণ,

পুত্র-শোকে আকুলিত,—সন্তপ্ত অন্তর,
নিস্তব্ধ, বিমর্ষ, ঘোর সজল নয়ন।
শোকাকুল সভ্যবৃন্দ নির্ব্বাক অচল,
উপবিষ্ট ভূমি'পরে ত্যজিয়া আসন,
চিন্তিত, আকুল, ক্ষুব্ধ রাজ-মন্ত্রিদল—
রসনা অশক্ত ভাষে,—মলিন বদন।

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি বহুক্ষণান্তরে
কহিলা নিকষাত্মজ সজল নয়নে,
"বিধি প্রতিকূল যার,—ভুবন ভিতরে
বিফল লাঞ্ছনাময় জীবন ধারণে!
হায়রে! ক্রমশঃ যত লঙ্কা-অলঙ্কার
ডুবিল এ ছার নর-সংগ্রাম-সলিলে,
কোন্ লাজে ম্লান মুখ দেখা'ব সংসারে,
এ লাঞ্ছনা ছিল শেষে রাবণের ভালে?
দুর্ব্বার অরাতি-করে বন্দী শৃঙ্খলিত
পূর্ব্বে ছিন্ন হস্ত, পদ, মস্তক তৎপরে,—
অন্তিমে সে প্রতিহিংসানলে প্রজ্জ্বলিত
মরে যথা মনস্তাপে,—স্ব-বীরত্ব স্ম'রে,—
তেমতি দুর্দ্দশা মোর রাঘবের রণে,
ছিল যত অঙ্গ-শোভা,—অঙ্গজ গৌরব,—
ছিন্ন-শির বিলুণ্ঠিত কাল-রণাঙ্গনে,
অচিরে জেনেছি স্থির হ'তে হবে শব।

কোথা ভাই কুম্ভকর্ণ,—অরাতি-দলন,
জিনি অবহেলে স্বর্গ, মরত, পাতালে
স্থাপিলা সুযশঃ স্তম্ভ,—বীর-প্রলোভন,
দুর্ভাগা হেরিয়ে মোরে ত্যজিলে অকালে।
কেমনে ভুলিব আমি তোমার বদন ?
নিরাশায় আশা-বারি করিয়া সঞ্চার
এস ভাই,—এস বক্ষে,—জুড়াও জীবন,
ডুবাও অতলে যত অরাতি লঙ্কার।
কোথা গেলে অতিকায়, দুর্জ্জয় কুমার,
নয়ন-নন্দন মম, হৃদয়ের ধন,
নেহার সে মকরাক্ষ নাহি ভবে আর,
স্বকরে শৈশবে যারে করেছ পালন।
আয় বাপ মকরাক্ষ,—অভাগা-হৃদয়ে,
না দেও উত্তর কেন ? জীবনের পাখী,
নাহি আর রণ-সাধ,—তোমা বক্ষে লয়ে
যাব বনে, সবে মোরে দিয়ে গেলি ফাঁকি ?
হায় বিধি, সাজাইয়ে এ লঙ্কা-উদ্যান
ত্রৈলোক্য-বাঞ্ছিত যত মনোরম্য ফুলে,—
যে সৌরভে আমোদিত দিগন্ত বিমান,
কেন হায়,—একে,একে শুকা'লে অকালে ?
তীব্র দাবানল-সম রাবণ-উদ্যম
মুহুর্মুহু শোক-মেঘ-অজস্র-বর্ষণে

নির্ব্বাপিল ভীম বহ্নি,—বিলুপ্ত বিক্রম,
ভস্মের মাহাত্ম্য কি বা আছেরে ভুবনে ?
না চাহি পার্থিব সুখ,—স্বর্গ-সিংহাসন,
বৈর-নির্য্যাতন-ব্রত ভঙ্গ এত দিনে ;
লঙ্কার সুযশঃ-ডঙ্কা হইল নিস্বন,
শূর্পনখা-প্রতিশোধ বিলীন বিমানে।"
এত বলি রাক্ষসেন্দ্র উন্মাদের প্রায়
দশনে দশনে করে ভীম সংঘর্ষণ,
কভু বা স্বকরে মুণ্ড উৎপাটিতে চায়,
কভু বলে "নীল-নীরে ত্যজিব জীবন।"
বিবিধ বিধানে সুপ্ত করি সভাগণ
নিকষা-নন্দনে,—তুষি শত নমস্কারে,—
করযোড়ে বৃদ্ধ-মন্ত্রী কহিলা সারণ
"জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ মহারাজ বিদিত সংসারে।
কি আছে অজ্ঞাত তব,—অনিত্য সংসার,
ধ্বংসাধীন জড় দেহ, নশ্বর স্বজন,
নহে নিত্য ঐশ্বর্য্যাদি, সকলি অসার;
মায়ার প্রপঞ্চে চিন্তি "অক্ষয়, আপন !"
দেহীর শরীরে যথা কৌমার, যৌবন,
জড়তাদি যথা কালে দেহে সমুদ্ভূত,
তদ্রূপ জীবাত্মা ছেড়ে দেহ পুরাতন
কাল-পূর্ণে নব দেহে প্রবেশে নিয়ত।

করমের লীলা-ভূমি এ ভব-ভবন,
জীবাত্মার দেহান্তর কর্ম্ম-অনুযায়ী,
তৃণান্তর তৃণে যথা জলৌকা-গমন,
সূক্ষ্ম-দেহে প্রবেশয়ে আত্মা চিরস্থায়ী।
প্রকৃতিতে পরাভাস সংযোগ-বিয়োগে
জন্ম-মৃত্যু-উপলব্ধি,—মমত্ব-বিকাশ,
আত্মা, পরমাণু নিত্য,—অব্যয়, প্রয়োগে-
যোগে জন্ম,—মৃত্যু ভেদে,—ঘটাকার-নাশ!
আত্মা, পরমাণু কভু নহে ধ্বংশাধীন,
জন্ম-মৃত্যু-ভেদে মাত্র ঘটে রূপান্তর,
মোহ-বিবর্জ্জিত যিনি,—বিকার-বিহীন
জন্মে হর্ষ, শোক-তাপে না হয় কাতর!
কমলে কমল-বিম্ব উৎপত্তি, সংস্থিতি,
ক্ষণ অবস্থিতি-অন্তে জলেতে বিলয়,
পঞ্চভূতে জড়দেহ অস্থায়ী উৎপত্তি,
অন্তের প্রপঞ্চে পুনঃ পঞ্চে পঞ্চ লয়।
রূপান্তর-ভেদ যদি শোকের কারণ,
সন্তানে নিরখি:কার মানস বিকল?
শৈশব, কৈশোর, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য, যৌবন—
কাল-ভেদে, রূপ-ভেদে,—ফেলে অশ্রুজল!
এজগৎ রঙ্গমঞ্চে প্রপঞ্চের খেলা,
কর্ম্ম-অনুযায়ী জীব নব বেশ ধ'রে

আসে যায় বারংবার,—নিয়তির মেলা,—
কভু পুত্র, কভু পিতা, দয়িতা-আকারে!
জ্ঞান-অস্ত্রে মোহ-পাশ হ'লে বিখণ্ডিত,
মহামায়া-মোহাচ্ছন্ন চঞ্চলাত্মা মন
কভু নাহি শোক-তাপে হয় বিচলিত,—
পদ্ম-পত্র-নীর প্রায়, নির্লিপ্ত জীবন!"

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা রাবণ
"যা কহিলে সত্য মন্ত্রি!—ছার ভূমণ্ডল,
সূতিকা-মন্দিরে জলে সুখ-হুতাশন,—
জ্ঞান-চক্ষে অন্তিমের চিতার অনল!
ক্রীড়া-পুত্তলিকা যথা চালক-ইঙ্গিতে
সূত্র-আকর্ষণে নাচে, ক্ষণে বসে, ধায়,—
কর্ম্ম-সূত্র-অনুগামী তথা পৃথিবীতে
কে না জানে জীব মত্ত অনিত্য খেলায়?
শ্মশান-বৈরাগ্যে মত্ত দাহক যেমন—
স্থানের মাহাত্ম্যে ভাবে,—অনিত্য সংসার,
দাহান্তে ভবনে করি প্রতি-আগমন
পার্থিব বিষয়ে মত্ত হয় যে যাহার;
তেমতি অবোধ প্রাণ প্রবোধ না মানে,
এমনি বিচিত্র লীলা অব্যর্থ মায়ার,
পশু, পক্ষী, নাগ, নর, গন্ধর্ব্বের প্রাণে—
দূর-অতিক্রম্য যাঁর প্রভাব বিস্তার!

একটি করণ্ডে কেহ টানিলে সবলে
অমনি গরজি উঠে মত্ত মাতঙ্গিনী।
অবিরত হৃদি-রত্ন ডুবা'য়ে অতলে
কেমনে কাটিবে মন্ত্রি! দিবা-নিশীথিনী!
নিত্য নব শোক-বহ্নি হ'য়ে প্রজ্বলিত
দহিছে উপর্য্যুপরি অন্তর আমার,
গেল মান,—গেল সুখ,—কীর্ত্তি অন্তর্হিত,
স্বর্ণ-কিরীটিনী লঙ্কা শ্মশান-আকার!"

কহে মন্ত্রী "পুত্র তব সম্মুখ সমরে
প্রচণ্ড বিক্রমে করি অরাতি-দলন
রেখেছে অতুল কীর্ত্তি অবনী-ভিতরে,—
নিবসে অনন্ত সুখে আনন্দ-ভবন।
বীরের সন্তান যেই,—বীর অবতার
নিরত করয়ে বাঞ্ছা সে মহা-শয়নে
যাঁর যশঃ-গীতি গায় এ তিন সংসার—
গৌরবিনী লঙ্কা তাঁর পরাক্রম-গুণে।
নিয়তির কার্য্য ভবে জীবন, মরণ,
পার্থিব জীবের তাহে নাহি অধিকার,
অপ্রতিবিধেয় কার্য্যে ধীমান কখন—
হ'য়ে লিপ্ত,—ছাড়ে কি সে কর্ত্তব্য তাহার?
সম্মুখে ভীষণ রিপু বিজয়-হুঙ্কারে
কাঁপাইছে মুহুর্মুহু সুনীল গগন,

পুত্রহন্তা-ভ্রাতৃ-ঘাতী-তীব্র টিট্‌কারে,
কাপুরুষ-সম থাকা,—সাজে কি এখন ?
বধিয়া স্বকুলান্তকে অরাতি-শোণিতে
অনুজ-তনয়-শোকে করহ তর্পণ,
শান্তকর,—কান্ত-হারা-পতি-শোকাগ্নিতে
পড়ে যেন প্রতিহিংসা-সলিল-সিঞ্চন।
উত্তরিলা রৌদ্র-বেশে নিকষ-নন্দন
রাবণ,—গম্ভীর নাদে অবনী কাঁপিল,
যেন রে পর্ব্বতোপরি অশনি পতন,
অথবা অকালে যেন জলধি গর্জ্জিল !
সত্য ভাষে সম্বোধিলে অমাত্যপ্রবর,
শোকে ছিনু আত্মাহারা,—অবলার প্রায়,
বজ্রসম দৃঢ়তম এবে এ অন্তর,—
যাবৎ অরাতি-নাম লুকায় ধরায়।
প্রতিহিংসা-দাবানল-দীপ্তহুতাশন—
জ্বলি অগ্নিসম হ'ল অন্তর-কান্তার,—
শূর্পনখা-প্রতিশোধ জাগিল ভীষণ,
প্রতিহিংসা দীক্ষা-মন্ত্র,—প্রতিহিংসা সার !
শোষিব অম্বুধি-বারি তীব্র শরানলে,
দহিব রাঘবদ্বয়ে তৃণের মতন,
আনিব বাঁধিয়া দুষ্ট দেব-আখণ্ডলে,
কে আটে সমরে আজি, দেখিবে ভুবন !

ইন্দ্রজয়ী ইন্দ্রজিৎ কুমার আমার—
আদেশ সৈনিকবৃন্দে, সাজাও বাহিনী—
তরণী স্বপ্রাণাধিক, সাজরে কুমার—
বীরবাহু,—বাহুবলে কাঁপাও অবনী।
ঘুচাইব দেবেন্দ্রের চাতুরী সকলি,
বাহুবলে উপাড়িব অমর-নগরী,
কাটি তিল-সম করি বানর-মণ্ডলী,
বধিব যুগল নরে পরশু প্রহারি।

এত বলি রক্ষো-রাজ করে আস্ফালন,
কুড়ি চক্ষে উগারিছে জ্বলন্ত অনল,
কড়মড়ে প্রকম্পিত রত্ন-সিংহাসন,
পদভরে লঙ্কা যেন করে টলমল।
দুর্জ্জয় রাবণ-বাক্য করিয়া শ্রবণ
রক্ষো মহারথী সবে করে সিংহনাদ,
সজল জলদ যেন বিদারি গগন
বায়ুভরে করিল সে ভীষণ নিনাদ!
বাজিল দুন্দুভি ঘোর রক্ষঃ-সভাস্থলে,
মাতিল অররবৃন্দ বীরত্ব-গরবে,
হয়, হস্তী, রথে, রথী, পদাতিক দলে—
কাঁপিল ত্রিদশ-নাথ সে ভৈরব রবে।

চতুর্থ সর্গ-সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ

—•:•:•—

পরম পবিত্র স্থান কৈলাস-ভূধর,
কোটি শরদিন্দু-সম প্রভা-উদ্ভাসিত,
শিরে শোভে দ্রুম-মালা রম্য মনোহর,
ধূর্জ্জটি রয়েছে যেন জটা-বিভূষিত।
হরীতকী, ভল্লাতকী, ধুস্তুর সুন্দর,
হর-প্রিয় দেবদারু, রুদ্রাক্ষ, শ্রীফল,
ধাত্রী, নীলকণ্ঠ,—নীলকণ্ঠ-নেত্র-হর,—
তরুরাজি শোভা পায় সুচারু শ্যামল।
মন্দার-সুগন্ধামোদে সদা আমোদিত—
ত্রিদিবেন্দ্র মনোরম্য ভবেন্দ্র-ভবন,
প্রফুল্ল-প্রসূন-চারু-ভূষণ-ভূষিত;
অপ্সর, কিন্নর, যক্ষঃ-প্রিয়-নিকেতন।
মকরন্দ-লুব্ধ-অন্ধ নিত্য মধুকর—
গুঞ্জনে গাইছে ভব-প্রেম-গুণগান,
মোহন মধুর তানে বিহঙ্গ-নিকর—
বিভুর মহিমা ঘোষে,—বিমোহিয়া প্রাণ।

প্রেমোন্মাদে উন্মাদিনী লতিকা সুন্দরী
ভূজ-পাশ-আলিঙ্গনে তোষে তরুবরে,
বিটপী স্ব-অঙ্গ-ভূষা উন্মোচিত করি
সাজায় কুসুম-সাজে,—প্রীতি-উপহারে।
বংশ-রন্ধ্রে সমীরণ গুহাগত-গতি
কিন্নরী-গান্ধার-তানে ধ্বনে সমতান,
লুণ্ঠিত-অঞ্চলা যত গন্ধর্ব্ব-যুবতী—
চঞ্চল মানসে পশে ফুল-ধনু-বাণ!
গণ্ড-কণ্ডুয়ন-রত মাতঙ্গিনী-দল
শাল-সংঘর্ষণে দিব্য ক্ষরিছে নির্য্যাস,
সে সৌরভে মাতোয়ারা অপ্সরী অমল
সবলে টানিছে গলে প্রণয়ের পাশ!
বসন্ত অনন্ত সুখে বিরাজে তথায়,
পঞ্চমে কোকিল করে সদা কুহুধ্বনি,
বিহগ-কাকলী নিত্য পীযূষ বিলায়,
সাগর-সঙ্গম-সাধে ঝরে মন্দাকিনী।
নিঝরিণী-জল-কণা সদা মাখি গায়—
মনোরঙ্গে খেলে মৃদু-মন্দ সমীরণ,
গতি-শীলা চমরীর বিচিত্র খেলায়—
কিন্নরী-উন্মুক্ত-বক্ষে চামর-ব্যজন।
কটিতে নয়ন-হরা সৌদামিনী-খেলা
নবীন নীরদে সাজে মেখলা উত্তম,

শাখি-শাখে শিখি-শ্রেণী-পেখমের মালা,
শত ইন্দ্র-ধনু বলি হ'য়ে যায় ভ্রম।
চক্রবাক দল-বদ্ধ স্পর্শিছে গগনে,
যখন সে শ্রেণী রাজে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি,
তোড়ন-শোভিনী মাল্য স্তম্ভের বিহনে—
নিরালম্ব ঊর্দ্ধ-পানে ঝুলিছে যেমতি।
করভ-কেশরি-শিশু খেলে নিরন্তর
হরিণী বাঘিনী সনে অদ্ভুত মিলন,
নকুল-ভুজঙ্গ-রঙ্গ দৃশ্য মনোহর,
হিংসা-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত প্রীতি-নিকেতন।
মোহিনী প্রকৃতি যেন পরি নীলাম্বরী—
ভুলাইল বাসবের সহস্র নয়ন;
কহিল দেবেন্দ্র "আহা! বৈজয়ন্তী-পুরী-
শতাংশের তুল্য নহে নয়ন-রঞ্জন।
ইচ্ছা হয় দেববৃন্দ ত্যজিয়া অমরা,
জগৎ-শরণ্য, নিরাকাঙ্ক্ষ্য শঙ্করের—
অনুসরি পদ-চিহ্ন নিয়ত আমরা,—
বীত-রাগী হ'য়ে দুঃখ-দাতা বিলাসের।
নেহার বিটপী-তলে কত মুনিগণ
জানু-সমুদ্ভূত-ক্রম-ক্লেশ-বিবর্জ্জিত,
বিভু-পদ-কোকনদ-ধ্যানে মত্ত মন,
ধর্ম্মের বিমল বিভা অঙ্গে উদ্ভাসিত।

সংসারে পরম সুখী নির্লিপ্ত যে জন
সম্পদ, বিপদ তাঁর সমভাব জ্ঞান
স্বার্থে রত দেব-ভালে হেন বিড়ম্বন
সম্ভোগ-বাসনা ঘোর নরক-সোপান।”
এত বলি বজ্র-পাণি হ'লে অগ্রসর
দেখিলা অদূরে নন্দী ভীম শূল করে,
দ্বারে দ্বারি-বেশে,-যেন দ্বিতীয় শঙ্কর,
স্বাগত জিজ্ঞাসে ইন্দ্রে পরম সাদরে।
দেবেন্দ্র কহিল “ভ্রাতঃ,—কি কহিব আর?
অধম দাসত্ব-বৃত্তি-কলঙ্ক-কালিমা
সমন্বিত দেবকুলে, লিপি বিধাতার,
বিলুপ্ত কর্ব্বুর-করে ত্রিদিব-গরিমা।
কহে নন্দী শান্ত চিতে “নন্দন বিহারি!—
অন্তরে ভাবহ দেব,—ভব-শিবময়,
ও পদ বিপদার্ণবে অকূলে কাণ্ডারী
অমর মরের করে অপরে অভয়।
সন্তোষে ছাড়িনু দ্বার,—পশ অন্তঃপুরে,
নিরখিবে একাসনে হর-হৈমবতী।”
দেবেন্দ্র বিনয়ে কহে “আশ্বাসিত স্বরে
বহিল অন্তরে মম সুধা-স্রোতস্বতী।”
দেবগণ-আগমনে আমোদ-বিহ্বল
ডাকিনী-যোগিনী বৃন্দে উঠিল নাচিয়া,

প্রেতিনী, বেতাল, তাল, যেন রে পাগল,
ভূতগণ-সঙ্গে নাচে "তাথিয়া, তাথিয়া।"
রক্তাক্ত লঙ্কেশ-রণে শ্রান্ত সুরগণ—
উপনীত অন্ত-কান্ত কামান্ত-সদনে,
নিরখি প্রশান্ত মূর্ত্তি,—চন্দ্রমাভূষণ,
প্রেম-মন্দাকিনী-স্রোত সঞ্চারিল মনে।
রত্ন-বেদী-সমাচ্ছন্ন ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসনে,
তদুপরি উপবিষ্ট দেব-মৃত্যুঞ্জয়,
ললাট দহিছে যেন তীব্র হুতাশনে,
মস্তকে গর্জ্জয়ে ফণী,—গরল-আলয়।
শিরে শোভে জটাজূট শৈলরাজি প্রায়,
পতিত-পাবনী গঙ্গা যাহে বিরাজিত,
ক্ষীণপ্রভ অর্দ্ধ-চন্দ্র ললাট প্রভায়;
মৃণাল-ধবল অঙ্গ ভস্ম-আচ্ছাদিত।
পরিধান বাঘাম্বর শিঙ্গা, শূল করে,
অস্থি-মাল্য গল-দেশে,—উদর লম্বিত,
ধুস্তুর-কুসুম কর্ণে কিবা শোভা ধরে,
প্রশস্ত নয়ন ত্রয় ধ্যানে নিমীলিত।
বিরাজিতা শিব-পাশে দেবী-হৈমবতী,
শুভ্র মেঘ-কোলে যেন স্থিরা-সৌদামিনী;
সাষ্টাঙ্গে অমর সঙ্গে বৈজয়ন্তী-পতি—
নমি হরে,-প্রণমিলা মহেন্দ্র-সঙ্গিনী,—

"জয় শিব, দিগম্বর, ভুবন-কারণ,
অনাদি অনন্ত দেব, ত্রিগুণ-আধার,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারী জয় ত্রিলোচন,
সগুণে নির্গুণাত্মক ব্রহ্ম নিরাকার।
ক্ষিতি, অপ, তেজ, ব্যোম, মরুত, ভাস্কর,
অখিল-সংসার, সোম তোমার মূরতি—
সুমতি, কুমতি, বিদ্যা, অবিদ্যা-আকর,
তোমাতে উৎপত্তি, লয়, তোমাতেই স্থিতি।
সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর,
ব্রহ্মারূপে করি' সৃষ্টি,—পাল বিষ্ণু রূপে,
সংহার,—শঙ্কর-রূপে, শশাঙ্ক শেখর,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তব গুপ্ত রোম-কূপে।
অচিন্ত্য, অব্যক্ত রূপ, ব্যাপ্তি জগন্ময়,
অনন্ত মহিমা তব কে বর্ণিতে পারে?
আত্মারূপে সর্ব্ব ঘটে বিরাজ চিন্ময়,
প্রণমামি বিশ্বরূপি,—জগত-আধারে।
নীলকণ্ঠ, শ্রীনিবাস, ধূর্জ্জটি, শঙ্কর,
ব্যোমকেশ, ওঙ্কারেশ, ত্র্যম্বক, ঈশান,
বানেশ্বর, পঞ্চানন, যোগীন্দ্র, ঈশ্বর,
নমি আমি দেব-দেব, পুরুষ-প্রধান।"
আশুতোষে স্তুতি হেন সহস্রলোচন
নমিলা তৎপরে গৌরী-পদ-কোকনদে,—

ভূমে বিলুণ্ঠিত, প্রেম-পরিপ্লুত মন
করিলা অশেষ স্তুতি অম্বিকা-শ্রীপদে।

প্রণমামি ভগবতি প্রকৃতি পুরুষাকৃতি
মহামায়া জননী-আকারে,
গুণত্রয়-প্রসবিনী, মহানির্ব্বাণ-কারিণী
কুলকুণ্ডলিনী মূলাধারে;
সার্দ্ধ-ত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভু-বেষ্টন ক'রে
ভুজঙ্গিনী, ডাকিনী-সঙ্গিনী,
তুমি মাতঃ, সাধিষ্ঠানে বিষ্ণু-শিব-সন্নিধানে
ষড়দলে শক্তি রাকিনী।
দশদলে নাভি'পরে বিরাজ মা, মণিপুরে
রুদ্রসঙ্গে, লাকিনী মূরতি;
অনাহতে দ্বাদশদলে, কাকিনী হৃদি-কমলে,—
ঈশ্বরী,-ঈশ্বর-সনে স্থিতি।
রাজ বিশুদ্ধ-কমলে ষোড়শ সরোজ-দলে
সাকিনী মা, সদাশিব রমা,
দ্বিদলে হাকিনী সাজে ত্রিবেণী ভ্রূ-যুগ মাঝে
পরঃ-ব্রহ্ম-প্রদায়িনী বামা।
শিব-শক্তি যুক্তাকারে বিরাজ মা সহস্রারে,
সহস্র-সরোজ-দলো'পরে,
সে কমলে চারুশোভা দিব্য স্বর্ণরশ্মি আভা,
নাদ-বিন্দু নিয়ে শোভা করে।

স্নবর্ণ কপাট খুলে যদি কারু ভাগ্য-বলে
মায়া যুক্ত জীব মুক্তি পায়,
ভব-জঠোর-যাতনা বিষ-বিষয়-বাসনা
ঘুচে তার শমনের দায়।
তবু বদ্ধ মায়া-ডোরে, বিশ্ববাসী নারীনরে
সদা করে অসার ভাবনা,
ভ্রমেও ভাবে না ইষ্ট, অনিষ্টে ভাবিয়ে ইষ্ট
ভোগে কষ্ট,—নরক-যাতনা।
নরে কি বলিব আর, অনন্ত প্রভাব যাঁর,
কার সাধ্য রোধে তাঁর গতি ?
লভিয়া ইন্দ্রত্ব-পদ ভুলি পদ-কোকনদ
সহিনু মা, কতবা দুর্গতি
সুন্দ, উপসুন্দ দৈত্য ত্রিদিবে করিল নৃত্য
নিত্য-কৃত্য দেব-নির্য্যাতন,
বৈজয়ন্তী পরিহরি পাতালে প্রবেশ করি
তবু সহি কত উৎপীড়ন।
হিরণ্যকশিপু শূর কেড়ে নিল স্বর্গপুর,—
ব্রহ্মা-বরে হ'য়ে বলীয়ান,
সহিনু যে সব ক্লেশ, দেব-নামে জন্মে দ্বেষ
সবিশেষ আছে প্রণিধান।
না জুড়া'তে দেহ-জ্বালা, পরা'য়ে শৃঙ্খল-মালা
পশু-প্রায় দিল "গয়া" যবে,

ধিক্ সে দেবত্বে ছার! নরে করে টিট্‌কার,
কোটি কল্পে কলঙ্ক রটিবে।
বৃত্র শঙ্করের বরে নির্জ্জরে জর্জ্জরে শরে,
ফেরু-সম করে বিতাড়িত,
হ'য়ে ত্রিদেবের পতি, হরিল পৌলমী-সতী,
সে ঐন্দ্রিলাপদ সেবা-রত।
কি আছে মা মনে আর, বরে বলী বিধাতার
দুরাচার দুর্ব্বার রাবণ,—
বেঁধেছে দাসত্ব-পাশে মরতে-মনুজ হাসে
নিত্য সেবি ভৃত্যের মতন!
আমি ইন্দ্র মালাকার, বিরচি মন্দার-হার,
আনন্দে সে সাজায় গলায়,
অশন-সময়ে তার বরষি বারিদ-ধার,
যাতে প্রভু হৃদে তুষ্টি পায়,
মৃত্যুপতি অশ্বশালে সত্রাসে সে পশুপালে,
ছায়া-সুত রজকের কাজে,
পবন ব্যজন-করে মন্দার-সম্পদ হ'রে
তুষিবারে রক্ষো মহারাজে।
কি কব দুর্ভাগ্য কথা, তবু তার মর্ম্ম-ব্যথা
চলিনু মা! পূজিতে চরণ,
মায়ায় সন্ধান জানি ঘেরে রক্ষঃ-অনিকিনী,
মৃতবৎ রেখেছে জীবন।

এত বলি সুরপতি নমি হৈমবতী সতী,—
বিমুক্তিলা অঙ্গের সু-বাস।
হেরিয়া শোণিতাপ্লুত সর্ব্বাঙ্গে সায়ক-ক্ষত,—
জগন্মাতা ছাড়িলা নিশ্বাস।
ভকত দুর্দ্দশা হেরি ঝরিল নয়ন-বারি,—
ক্রোড়ে করি করিলা সান্ত্বন।
ভব-রাণী-অঙ্ক-স্পর্শে দুঃখ ত্যজি ভাসে হর্ষে
মাতৃ-অঙ্কে বালক যেমন।

বিষাদে বিষন্ন মতি কহে হৈমবতী
"তৃণ-গুল্ম-মূল নাহি করি উৎপাটন
মহা ঝড় বহে উচ্চ মহীরুহ-প্রতি
কে সহে ধরিত্রী ভিন্ন উত্তাপ ভীষণ?
মূষিক-শৃগালে করি উপেক্ষা নিয়ত
মাতঙ্গ উপরে ঘটে হর্য্যক্ষ-পীড়ন,
কুপোদক যায় নাহি হয় বিচলিত
ভীম বাত্যা করে বৃদ্ধি বারিধি-গর্জ্জন।
শান্ত মনে চিন্ত বাছা, ব্রহ্মাণ্ডের রীতি,
করমের লীলাভূমি এ তিন ভুবন,
কে পারে রোধিতে বল প্রাক্তনের গতি?
অলঙ্ঘ্য অটল ভালে বিধির লিখন!
কঠোর তপের বলে দুর্জ্জয় রাবণ,
যাবৎ সুফল-ভোগ নাহি হয় ক্ষয়,

বিধি, বিষ্ণু, হর নারে করিতে নিধন ;
আগত সংহার-কাল, জানিবে নিশ্চয়।'
উত্তরিলা শচী-কান্ত "নিয়তিরূপিণি,
এ তব ছলনা, কিবা অনায়ত্ত তব ?
বিরিঞ্চি-উপেন্দ্র-চন্দ্র-চূড়-প্রসবিনি,
অণ্ডরূপে এ ব্রহ্মাণ্ড যাহাতে উদ্ভব।
প্রবৃত্তি-রূপিণি, পাপ-পুণ্য-প্রদায়িনি,
সুখ-দুঃখ,—দয়া-কোপ-চক্র-আবর্ত্তন,
তোমার ছলনে ভুলি না চিনি জননি,
ইচ্ছাময়ী-ইচ্ছা সর্ব্ব কর্ম্মের কারণ।
ত্রিদিব-পালন-ভার শিরে সমর্পণে
ডুবা'লে স্বার্থের ঘোর মোহময় কূপে,
জ্ঞান-যোগ বিনে হেন গূঢ় আবরণে—
উদঘাটিতে স্বার্থ-দাস সমর্থ কিরূপে ?
অসমর্থ স্বর্গপুর করিতে রক্ষণ,
তরণী পশিবে কালি সম্মুখ সংগ্রামে,
ত্রিভুবন জয়ী বিষ্ণু-ভকতি-কারণ,
শ্রীরাম আসক্ত চির প্রিয় ভক্ত-নামে।
তরণী অবধ্য যদি রাঘব-সমরে,
রাবণের অন্তঃকাল না হবে উদয়,
দাসত্ব-শৃঙ্খলাবদ্ধ রহিবে অমরে,
অনন্ত কালের তরে জানিনু নিশ্চয়।

ব্রহ্মার-আদেশবাণী দৈব-বাণী রূপে—
ভীষণ বারত্তা হায়!. করে সম্ভোষিত—
শ্রবণে কম্পিত-প্রাণ, রক্ষিবে কিরূপে—
পদাশ্রিত দেবগণে, কহ জগন্মাত,
যে মহা মায়ায় মুগ্ধ অখিল-সংসার
সে করুণা,-কণা মাত্র হ'লে বিতরণ
অনায়াসে হ'তে পারে তরণী-সংহার,—
স্বগুণে রাক্ষস-ভীতি কর নিবারণ।
তরণী প্রবর্ত্ত হ'লে সন্মুখ সমরে,
বিষ্ণু-দ্বেষ জন্মাইবে অন্তরে তাহার,
নহে কি পাইবে ত্রাণ অমর-নিকরে?
বৈদেহী-যাতনা মাগো, না ঘুচিবে আর?
নতুবা শ্রীপদ-দাস ক'রে চিরদিন
এ অধম সন্তানের কাটি স্বার্থ-পাশ,
ত্রিলোক-তারিণী-গুণে মোহ ক'রে লীন,
হৃদয়ে সঞ্চার জ্ঞান-সুধা-সুবাতাস।
বাসবের মিষ্টভাষে তুষ্টা হৈমবতী
করিলা স্বীকার, সুর-মঙ্গল-সাধনে,
ধূর্জ্জটি হইলা অতি বিষাদিত মতি,—
ভাবিলা মজিল লঙ্কা আহা! এতদিনে!
মনোময়ী মনে উহা জানিয়া তখন
কহিলা শঙ্করে, "হের, হের মহেশ্বর,

কর্ব্বুর-দৌরাত্ম্যে অঙ্গে লোহ-প্রস্রবণ,
মৃত-প্রায় সমাগত অমর-নিকর !
এত স্তুতি করে তোমা সহস্র-লোচন
তবু তুমি উদাসীন, ইষ্ট-চিন্তারত,
সমভাবে তপ-মগ্ন দেব-পঞ্চানন,
কিরূপে সাধিবে অন্য কার্য্য সুবিহিত ?
সদাকাল চিন্ত সুধু রাবণের হিত,
যে করে অমরে রত কিঙ্করের ব্রতে,
দেব-দেব নামে তুমি করিলে অঙ্কিত
অসীম কলঙ্ক-রেখা, ধিক্ বিশ্বপতে !
তবসঙ্গে দ্বন্দ্ব-রঙ্গ লিপি বিধাতার !
তুমি যদি বিশ্বেশ্বর, ত্রিলোক-তারণ,
সর্ব্বজীবে সমভাবে মমতা-বিস্তার—
বিলক্ষণ,—এ নাম সুধু চাটুর বচন !
কঁহিতে দহিছে অঙ্গ,—যদি কাশীধাম
মরে কোন মহাপাপী নারকী কু-জন
মৃত্যু-কালে কর্ণে দিয়ে দিব্য রাম-নাম
নিজগুণে মোক্ষ-পদ করহ প্রদান,—
স্থানান্তরে অন্তকালে কফ-রূপে বসি
জ্ঞান-অন্ধ ক'রে তারে প্রদান যন্ত্রণা,
ভুলাইয়া ইষ্টচিন্তা,—কণ্ঠে দেও ফাঁসি,
কেন তোমা "বিশ্বেশ্বর" করিব বর্ণনা ?

গঙ্গাধর যোগ্য নাম, ওহে বিশ্বপতি,
বল দেখি কোন্ পাপে,—পাপী দেবগণ ?
বৈদেহীর কোন্ পাপে বল লঙ্কাপতি
অশোক-কাননে করে হেন নির্য্যাতন ?
প্রচেতার কোন্ পাপে নিগড় বন্ধন,
শ্রীরাম কানন বাসী,—বালীর নিপাত,
পর-উপকার-ব্রতে জটায়ুঃ নিধন,
হিতভাষে বিভীষণ পায় পদাঘাত ?
যদি তুমি এর নাহি কর প্রতিকার,
পাপীর উপরে যদি এহেন সদয়,
রটাইব ঘরে ঘরে কেউ যেন আর—
না ডাকে বিপদে ব'লে "জয় মৃত্যুঞ্জয় !"
উমার এ তীব্রবাণী কৃশানু যেমন—
দহিল শঙ্করে, ক্রোধে কাঁপিল শরীর,
জ্বলিল ললাট-বহ্নি,—ভীষণ দর্শন,
গরজিলা জহ্নু-সুতা জটাতে গভীর !
মূর্ত্তিমতী মন্দাকিনী মকর-বাহিনী
আবির্ভূতা হ'য়ে ক্রোধে কহিলা শঙ্করে,
"শুনিলে কি ভোলানাথ,—প্রেয়সীর বাণী-
বক্ষে যার পাদ-পদ্ম ধরেছ আদরে ?
সোহাগ-আধিক্য-মদে এমনি বিহ্বল,—
স্থবির হৃদয়েশ্বরে অবহেলা তার,

শাসন-বিহীনা বামা ক্রমশঃ প্রবলা,
লঙ্ঘিয়াছে নিয়ত মান বিশ্ব-নিয়ন্তার।
সতী-মুখে পতি-নিন্দা, অদ্ভুত-কাহিনী।
সহে কি তা কভু সতী সপত্নীর প্রাণে?
উমার আস্পর্দ্ধা তব কৌতুক-দায়িনী,
ভুবন-শ্রবণ দহে কলঙ্কের বাণে!
ছিছি উমে, বলিহারি পতি-ভক্তি তোর,
জগত-আরাধ্য যিনি এ ভুত-ভাবন
দেবেন্দ্র-সমক্ষে কাটি সরমের ডোর
প্রগল্ভা রমণী হেন করিলি ভর্ৎসন?
কেন না বাড়িবে তেজ? হ'য়ে উন্মাদিনী
নিশিদিন ভ্রমে যেই শ্মশানে-মশানে,
থাকিলে কি লাজ-ভয় সে কুল-কামিনী
পতি-বক্ষে পদ রেখে,—রহে বিবসনে?
উত্তরিলা ব্যঙ্গভাষে শৈলেন্দ্র নন্দিনী—
স্বামীর সোহাগ লাভ সৌভাগ্য-লক্ষণ,—
বঞ্চিতা যে,-নেত্র-দাহে জ্বলে সে রমণী—
হিংসায় না ঘটে কভু সে শুভ-ঘটন।
"অভেদ শঙ্কর-গৌরী" কহে মহেশ্বর,
প্রভেদ ভাবনা যার,—সেই অর্ব্বাচীন!
স্ব-অঙ্গ চরণ-স্পর্শে অবনী-ভিতর
কে হয় কলুষ-পঙ্কে বিলীন, মলিন?

অবিরত সহে যেই প্রসব-যন্ত্রণা,
সে বেদনে কোন্ বামা নহে উন্মাদিনী ?
বসন-ধারণ তার সুধু বিড়ম্বনা,
অবকাশাভাবে রহি সদা উলঙ্গিনী।
সম্পর্কে সপত্নী তুই,—বয়সে নাতিনী
ছোট মুখে বড় কথা শোভা নাহি পায়,
আগমের গূঢ়-তত্ত্ব ভবেশের বাণী
দুর্ব্বল-অবলা-পক্ষে বুঝে উঠা দায়।
গরজি গম্ভীরে কহে গঙ্গা-তরঙ্গিনী
"শুনিলে ত সর্ব্বেশ্বর, অহঙ্কার কত,
নিয়ত উপেক্ষা কর,—বলে "পাগলিনী,"—
ফলে তার সভা-মাঝে হ'লেত লাঞ্ছিত ?
নিরখিল দেববৃন্দ প্রত্যক্ষ এখন
ক্রীড়া-পুত্তলিকা তুমি করেতে দুর্গার,
ত্রিজগতে পার্ব্বতীর অদম্য মনন
খণ্ডন করিতে শক্তি নাহিক তোমার।
শিবাশ্রিত রক্ষঃনাথ,—জানে সর্ব্বলোকে,
অণুমাত্র না জানিয়া তব অভিপ্রায়—
আশ্রিতের ধ্বংস-আশে, বন্দনা-কুহকে,
উপেক্ষিল দেবারাধ্য পতি-মর্য্যাদায় ?
বিপদ-উদ্ধার-তরে দেব-আরাধনা
করে লোকে,—ভক্তিমান হ'য়ে অনুক্ষণ,—

অসময়ে ভক্ত-প্রতি করিলে বঞ্চনা—
দেবোচিত কার্য্য ইথে হবে কি সাধন ?
কোপান্বিতা হ'য়ে পরে কহে হৈমবতী—
"হিতাহিত বিবেচনে ক্ষমতা তোমার
থাকিলে,,—হ'তে কি তুমি সদা নিম্ন-গতি
পতিত-পাবনী নাম জগতে প্রচার।
অসংখ্য দুষ্ক্রিয়ান্বিত নারকী দুর্জ্জন
নীর-দানে কর তার দুষ্কৃতি বিলয়,
না ভুগিলে পাপ-ফল,—শমন-যাতন,
পুণ্যের কারণে কিসে অনুরক্তি রয় ?
বর-বলে মহাবলী হ'য়ে লঙ্কেশ্বর—
সংসাধিছে ত্রিলোকের অশেষ লাঞ্ছনা,
উপযুক্ত প্রতিফল না পে'লে সত্বর,
সহিবে সংসার ক্রমে নানা বিড়ম্বনা !
অসীম শাসন-দণ্ড যে করে অর্পিত—
সে যদি পাপের কার্য্যে প্রদানে প্রশ্রয়,
নিয়ন্তার নামে হয় কলঙ্ক অন্বিত—
ন্যায়-ধর্ম্ম বল গঙ্গে,—কিসে রক্ষা হয় ?
পশুর জটাতে থেকে বেড়েছে গরিমা
নীচ জনে উচ্চ পদ করিলে প্রদান,
রক্ষিতে কি পারে তার নামের মহিমা !
ভাবে সেই সর্ব্ব কার্য্যে নিজেই নিদান !

নগেন্দ্র-নন্দিনী-বাণী কুলিশ যেমন
বিঁধিল মরমে, ক্রোধে যেন উন্মাদিনী
কাঁপায়ে ভূধর করি ভীষণ গর্জ্জন
ত্রাসিত করিল বিশ্ব, দেবী মন্দাকিনী।
বাঁধিল কোন্দল ঘোর স্বপত্নী-যুগলে
দ্বন্দ্বরঙ্গে অভিনেত্রী কেহ নহে হীন
ঢালিল গরল,—শম্ভু-শ্রবণ-মণ্ডলে
গুণহীন পতি ভাবি অতীব প্রাচীন।
রৌদ্রভাবে রুদ্রদেবে সচেতন হেরি—
থরথরি মহাত্রাসে কাঁপে বৈকর্ত্তন,
নিরখি সংহার-মূর্ত্তি শূলী ত্রিপুরারি,
পড়িল সে পদে নমি সুপর্ব্বানগণ।
মদন-দহন-বার্ত্তা উদিল স্মরণে,—
চিন্তিয়া সহসা ভক্তাধানা হৈমবতী—
অভয় ভাষণে তুষি ভীত দেব গণে,
সহসা ধরিলা সূক্ষ্ম মোহিনী মূরতি।
যে মহাশক্তির বশে মোহিত সংসার.
সে শক্তি প্রবেশ মাত্র শঙ্কর-অন্তরে
অন্তর্হিত ভীম ভাব, কি লীলা মায়ার,
ধরিলা প্রশান্ত ছবি প্রমথ অচিরে।
শক্তির মহিমা হেরি যুক্তযুগকর
পড়িলা সে পদে নমি সুমনসগণ,

করিলা অশেষ স্তুতি দেব-পুরন্দর
সন্তোষিতে শিব-দাতা শিব-ত্রিলোচন !
বাষ্পাকুল সুরবৃন্দ, নিস্পন্দ ধমনী,
নাসিকা নিঃশ্বাসহীন, মুদিত-নয়ন,
বাসবে রোমাঞ্চ-তনু হেরি শূলপাণি
অভয়-অমিয়-বাণী করিলা বর্ষণ—
"যাও ইন্দ্র নিজধামে,—দুর্গতি ঘুচিল,
ভক্ত-চূড়ামণি মম নিকষা-নন্দন
পুজে মোরে এতকাল আহা এই হ'ল ?
বিপদে অন্তিমে তারে করিনু বর্জ্জন
দহে মন, রক্ষোনাথে বিধাতা বিমুখ,
নন্দীর সে মহাশাপ ফলে কর্ম্মফলে,
অচিরে ঘুচিবে সর্ব্ব বিবুধের দুঃখ,
কর্ম্মসূত্রে জীব মাত্র মৃত্যুপথে চলে ।
তপস্বিনী বেদবতী প্রতি পাপাচার—
দিলা শাপ সীতারূপে জন্মিয়ে ধরায়—
রাবণ-বধের হেতু হবে লঙ্কাপুরে,
সেদিন আগত এবে,—কহিনু তোমায় ।
ইক্ষ্বাকু বংশীয় অনরণ্য মহীপাল
রাবণ-সমরে ঘোর হইয়ে লাঞ্ছিত,
শাপিলা, "এ বংশধর জন্মিবে ভূপাল,—
যার করে রক্ষঃকুল হবে নির্ম্মূলিত।"

ইন্দু-জ্যোতিঃ রত্নাবতী-সতীত্ব বিনাশে
দিলা শাপ, তার পতি হ'য়ে কোপবান্
সতী-প্রতি পাপ-মতি স্ববল-প্রকাশে
আয়ুঃ সূর্য্য রাবণের হবে তিরোধান।
চতুষ্টয় শাপ-বহ্নি হ'য়ে সম্মিলিত
দহিবে রাবণে তার কর্ম্ম-অনুযায়ী,
স্বকর্ম্মের ফল ভোগ কে করে খণ্ডিত,
অচিরে কর্ব্বুর-কুল হবে ধরাশায়ী"

মহেশ-আদেশ-বাণী করিয়া শ্রবণ
মহানন্দে ইন্দ্র করে শিবজয় ধ্বনি,
আচম্বিতে সমাগত অপূর্ব্ব দর্শন—
জগত-মোহিনী মায়া সুদিব্য রমণী।
ভবেশ আদেশে তায়,—রহ অনুক্ষণ—
সুরেন্দ্রের হিতকর কার্য্য-সম্পাদনে।
মৃত্যুঞ্জয় প্রদানিলা পিণাক ভীষণ,
শৈলজা করিলা বলি শক্তি সঞ্চারণে।

ভক্তি ভাবে আখণ্ডল বন্দি হৈমবতী
করি নতি শিব-পদে মায়ার সহিত—
সুদিব্য স্যন্দনে চাপি করিলেন গতি
প্রীতি-নীরে সুরবৃন্দ হয়ে নিমজ্জিত।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ-সর্গ

—:০:—

বধূ সাজে বিভাবরী দীপ চন্দ্র-হার পরি
ইন্দুর সিন্দূর-বিন্দু ভাসে সুবিমল ;
অরবিন্দ-অঙ্গ-সঙ্গে গন্ধবহ ধায় রঙ্গে
কোকিলা প্রমদা-প্রায় গায় সুমঙ্গল !
যেন বধূ-আগমনে প্রীতি-মাখা ফুল্লমনে
পাপিয়ার হুলু-ধ্বনি ধ্বনিল গগনে,
প্রকৃতি এয়োর সাজে কুসুম-ভূষণে-সাজে
অলি-যুক্ত লাজ-মাখা আনত বদনে।
সুনীল গগন যেন চারু চন্দ্রাতপ হেন,
ঝালরে মুকুতা-মালা তারকার হার !
নহবত পাখী-স্বরে দিগন্ত ধ্বনিত করে
বিটপী কুসুম-দামে অর্পে উপহার।
নীহার-মুকুতা চয় নব বালা-কিশলয়
শ্যামল বসন-প্রান্তে করে ঝলমল ;
বিধু-কর-সীধু-পানে, প্রমোদে আকুল প্রাণে,
বর-পক্ষ উপনীত চকোরের দল।

নীল-নীরে সৌধমালা লইয়া সুষমা-ডালা
নাচিয়া তরঙ্গ-বক্ষে করিছে বর্ণন,—
বীরত্ব-মূরতি আঁকা, বিমল মাধুরী মাখা,
যশঃ-কিরীটিনী-লঙ্কা রক্ষোনিকেতন।

বিদ্রূপ হাসির ছলে, অসংখ্য আলোক জ্বলে,
পশিলে অমর-বৃন্দ কৈলাস-ভবনে।
ভীষণ বিজয়ধ্বনি, করি রক্ষঃ অনীকিনী,
সদর্পে পশিলা স্বীয় গৌরব-আসনে।

মন্দার কুসুম-মাল্যে রম্য হর্ম্ম্য যত,
সুসজ্জিত, হরে চিত হেম কুম্ভ অগণিত
পূর্ণিত, পল্লবান্বিত, দ্বারে সংস্থাপিত।

সুবর্ণে মণ্ডিত দিব্য বিজয়-কেতন,
রিপু-গর্ব্ব খর্ব্ব ক'রে উড়িল প্রাসাদোপরে,
বিজ্ঞাপিতে রক্ষঃ-কুল-বীরত্ব ভীষণ।

হীরক, মুকুতা, মণি-খচিতাভরণে
ক'রে, চারু অঙ্গ-শোভা অনঙ্গের মনোলোভা,
বীরাঙ্গনা বিরঞ্জিলা আপন চরণে।

কুঙ্কুমে কপোল চারু ক'রে সুরঞ্জিত
নিরখিলা দরপণে অঞ্জনের সম্মিলনে—
"নয়নে কুসুম-শর-চাপ-নিয়ন্ত্রীত।

সুষমা-গরবে মনে গর্ব্ব অতিশয়
মরাল গমনে চলে   মেখলা নিতম্বে খেলে
পতির কুন্তিকে মত্ত উৎফুল্ল হৃদয়।

বিমুক্ত অলক-গুচ্ছ, স্খলিত চরণ,
পীনোন্নত পয়োধরা   যৌবন-মাধুরী ভরা
প্রমোদে প্রমদা-কুল গায় সুমঙ্গল।

মকরাঙ্ক-শোক যেন এ লঙ্কা ছাড়িয়া
আমাদের উৎপীড়নে   ক্ষুব্ধ মনে সঙ্গোপনে
বিধবা-রমণী-বক্ষে রহে লুকাইয়া।

নিশি ভোরে শঙ্খধ্বনি শুনি সভাতলে
তীক্ষ্ণ তরবারী পাকে   বিজলী উজলি ঝাঁকে
লঙ্কেশ-সদনে চলে রক্ষো-রথি-দলে।

গর্ব্বিত চরণ-ক্ষেপে কম্পিতা ধরণী
বিচিত্র বসন অঙ্গে   কিরীট-হীরক রঙ্গে
রবি-করে খেলে যেন স্থিরা সৌদামিনী।

শৈলেন্দ্র-সমাজে যথা হিম-নিকেতন
বসেছে রাক্ষস-রবি   ধরিয়া প্রচণ্ড ছবি
চৌদিক করিছে আলো পাত্র, মিত্রগণ।

ডুবারু প্রবাল-লুব্ধ সুনীল-জীবনে
নক্রের কবল-ভীত   তেমতি ত্রাসিত চিত
রয়েছে সু-রথিবৃন্দ নৃপতি-সদনে।

সুচারু চিত্রিত ছত্র ধরে ছত্রধর।
উলঙ্গ কৃপাণ করে   নয়নে কৃশাণু ক্ষরে
দ্বারে ভীম দ্বারপাল কৃতান্ত-কিঙ্কর!

কতক্ষণে রক্ষো-সিংহ কহিলা গরবে
"অমর বিক্রম যত   আজি সবে দেখিলে ত?
হরি-ভীত ফেরু যেন রাক্ষস-আহবে।

এ কৃতিত্ব নিয়ে রটে "ত্রিদিব-ঈশ্বর?"
অব্যর্থ অশনি-পাণি   বৃত্র জিনি অভিমানী
সমরে কম্পিত প্রাণ,—যেমন তস্কর।

অভ্র-ভেদি শৃঙ্গ ভাঙ্গে যে পবন বলে,-
প্রবল প্রতিভা-শশী   কলঙ্কে করিল মসী
ডুবাইল কীর্ত্তি-রত্ন জলধির জলে।

শতোধিক কালানল-পূর্ণ-দণ্ড-ধর!
শিশু মাতৃ-অঙ্ক-স্থিত   তারে ক'রে কবলিত
অব্যর্থ দণ্ডের প্রভা বিস্তারে বর্ব্বর।

পাষণ্ড যণ্ডের প্রায় কে আর এমন?
সতীর হৃদয়-নিধি   কেড়ে নিয়ে নিরবধি
হৃদয়ে জ্বালায় তীব্র শোক-হুতাশন।

অমূল্য কোমল মনে শ্মশানের ছায়া,
অম্লান প্রসূন-প্রায়   অকালে শুকা'য়ে যায়,
হেরি সমুৎফুল্ল-মতি সে নরক-কায়া!

যেমন পাষণ্ড, তার দুর্দ্দশা তেমন,
কাঁপে যেন রত্নাপর্ণ কোপে যবে ধরি কর্ণ,—
বিবর্ণ এ পদাঘাতে, বিগত চেতন।

অনন্তর স্থানান্তর বিহঙ্গম-রূপে,
পুনঃ পেলে সে পামরে নরকের কারাগারে
রাখিব অনন্ত কাল পূরি তমঃকূপে।

পাপী-ত্রাণ চির-পন্থা করি আবিষ্কার!
কৈলাস-প্রবেশ-তরে সু-সেতু নির্ম্মাণ ক'রে
বিমুক্ত-শমনাতঙ্ক করিব সংসার।

নাক-গর্ব্ব-খর্ব্বকারি-পিণাকি-দর্শনে
মরতে ঘটিবে নাক, ছেদিব নাকের নাক,
হবে নাক-নাথ-জাক বিলীন গগনে।

রহিবে অতুল কীর্ত্তি অবনী-মণ্ডলে,
রটিবে মানব, নারী লঙ্কেশ কেমন বৈরী
সধিকারে চিরকাল দেব-আখণ্ডলে।

"ভুবন ব্যাপিত তব যশের কানন"
উত্তরিলা মেঘনাদ রক্ষঃ-সনে দেব-বাদ
বামনের সাধ যথা চন্দ্রমা-গ্রহণ।

সুর-নির্য্যাতন ব্রতে,-ব্রতী চির দিন,
দেবের দেবত্ব-শশী ক্রমশঃ হইল মসী,
এ কার্য্যে নির্জ্জর হবে চির বীর্য্য-হীন।

মশক-দলনে কত লভিবে পৌরুষ ?
অর্পিবে শ্রবণে কর সংসারের নারীনর
অবলা-পীড়নে থাকে রথীর কি যশঃ ?
ভীত-প্রতিশোধে হবে অকৃতিভাজন,
অরি যে মনুজদ্বয় অচিরে করহ ক্ষয়
রাঘব-শোণিতে তৃপ্ত করহ জীবন।
অনুজ-নিহন্তা নহে আজি অস্ত-প্রাণ,
বানরে বিজয় গায়, সে দুঃখে দহিছে কায়,
কর তার সংহারের উপায়-বিধান।"
"হিত ভাবে সন্তোষিলে" কহিলা রাবণ
"এ যুক্তি অমিয়-মাখা বীরত্ব-মাধুরী আঁকা
যোগ্যতম বাক্য তব,—কৃতিত্ব যেমন।
চলিনু কৃতান্ত-সম এবে এ সমরে,
সাজ, সাজ রথিগণ, কাঁপাও এ ত্রিভুবন,
অর্পণ করিব নরে রণ-বৈশ্বানরে।"
এত বলি রক্ষোরাজ করে আস্ফালন
ভীষণ-বীরত্ব-দাপে সঘনে অবনী কাঁপে ;
সদর্পে কহিলা তবে সরমা-নন্দন
"নাহি কি লঙ্কায় বীর যাইবে আহবে ?
কেন হেন হীন কাজে যেতে দিবে মহারাজে ?
কেন রক্ষো-রথিবৃন্দ তোমরা নীরবে ?

নর-পশু-বধে যদি এত আড়ম্বর
কেন রক্ষঃ-বাসে লঙ্কা দেব-দানবাদি-শঙ্কা,
বীরত্ব-সু-যশঃ-ডঙ্কা নাদে দিগন্তর।

কোদণ্ড টঙ্কারে যাঁর ত্রিভুবন টলে
ইন্দ্রজয়ী ইন্দ্রজিৎ আছে হেথা উপনীত,
বীরবাহু-বাহু-বল ব্যাপ্ত ভূমণ্ডলে।

কুবের, পবন, যম, দীপ্ত দিবাকর
প্রচণ্ড বীরত্ব-দাঁপে সত্রাসে সতত কাঁপে
নহে অস্ত প্রাণ সেই তরণী-কিঙ্কর?

জীবিতে যদ্যপি যায় বংশের সম্মান,
বহিয়া কলঙ্ক-ডালি গৌরব করিয়া কালী
ধিক্ তার এ জীবনে,—"মঙ্গল মরণ!"

এখনও রক্ষোরথি! -তোমরা নীরবে?
রাঘব অক্ষত-কায় বানরে বিজয় গায়,—
কেমনে সহিছ হেন অপমান সবে?

পরাঙ্মুখ সবে যদি, লভহ বিরাম,
একা দলি অরি পক্ষ যোদ্ধৃগণ লক্ষ লক্ষ,—
"লঙ্কেশ-অনুজ-সুত" রক্ষিব এ নাম।

না চাহি গজেন্দ্র, বাজি, স্যন্দন, সারথী,
অশ্বারোহী, পদাতিক হীন-রণে সে অলীক,
ভীমগদাঘাতে হত হবে দাশরথি;

অথবা সে গদা অস্ত্রে কিবা প্রয়োজন ?
বাহুবলে উপাড়িয়া শত গিরি একত্রিয়া ?
চাপিয়া মারিব যত অরাতি দুর্জ্জন।

থাকিতে লঙ্কায় এক রাক্ষস-কিঙ্কর
স্ব-মানে হানিয়া বাজে মহাযশঃ রক্ষোরাজে
না দিব বধিতে যেতে মানব-বানর।”

তরণীর বীরদাপ দীপ্ত-হুতাশন,
সস্নেহে চুম্বিয়া শির ইন্দ্রজিত মহাবীর
ধন্য ধন্য বলি প্রেমে করে আলিঙ্গন।

এক বাক্যে প্রশংসিলা অমাত্য-মণ্ডলী
স্নেহ-নীরে পূর্ণ আঁখি আদরে জীবন-পাখী
বক্ষে নিলা রক্ষোরাজ,—হ'য়ে কুতুহলী।

ধরিলা বিচিত্র শোভা নয়ন-রঞ্জন,
বসন্তে শ্যামল সাঁজে যেমতি সুষমা রাজে
ভুবন ভুলান পূর্ণ-চাঁদের কিরণ।

সস্নেহে রোমাঞ্চ তনু কহে লঙ্কেশর,
“যত পুত্র-শোকানল তোর ভাবে হ'ল জল
জানি তুই রক্ষঃ-কুলে বীরত্ব-ভাস্কর,

জুড়া'লে তাপিত প্রাণ,-প্রাণ-প্রিয়তম,
তোর বীর্য্য-বল-কথা সুর-হৃদে চির গাঁথা,—
তবু প্রাণ কাঁপে বাছা,-হইয়ে নির্ম্মম—

কেমনে পাঠাব কাল সমর-প্রাঙ্গনে ?
বিধাতা হয়েছে বাম, শোকে জ্বলি অবিরাম,
আঁধার ঘরের আলো কাঙ্গালের ধনে !

বধূ-সরমার তুমি নয়নের মণি
প্রাণাধিকা ইন্দুমতী কামিনী কুলের ভাতি,
বিধি-চক্রে কাঁপে প্রাণ, দিবস-রজনী।

নিষ্ঠুর জনক তব ত্যজি দয়িতায়,
সোণার প্রতিমা যেন পুত্রবধূ,—পুত্র হেন,
জ্ঞাতি, বন্ধু, কুলমান, সোদর ভ্রাতায়,

দিয়ে জলাঞ্জলি সবে নর-পদ-তলে
বিক্রীত করেছে কায়, শু'নে বুক ফেটে যায়,
ভাসা'লে সরমা-বধূ বিষাদের জলে !

শরদিন্দু-সম দীপ্ত কর্ব্বুর-গরিমা
হায় সে আপন করে অর্পিল কেমন ক'রে
ঘৃণিত দাসত্ব-ঘোর-কলঙ্ক-কালিমা।

দেহান্তরে হেন দুঃখ রহিবে অন্তরে
"তৃণ হেন যারে গণি, তারে পূজে "নরমণি",
"রাবণ-অনুজ-ভুজ নর-সেবা করে !"

কুক্ষণে জন্মিল শূর্পনখা অভাগিনী,
পঞ্চবটি বনান্তরে ছিন্ননাসা হ'লে পরে
কহিল বিষাদ-বার্ত্তা যবে বিষাদিনী,

শ্রবণে জ্বলিল দেহ অপমানানলে,
তাই যোগি-বেশ ধরি জানকী আনিনু হরি
উপযুক্ত প্রতিশোধ দর্শা'তে ভূতলে।

আহরণ না করিলে রাঘব-রমণী
ধিক্কারি বিদ্রূপ ক'রে হাসিত অমর-নরে
দিগন্ত-ব্যাপিত মম ভীরুত্বের ধ্বনি।

পদে দলি বংশ-মান, ন্যায়ের বিচার,
বৃথা অনুরোধ করে কি দোষে অরাতি-করে
করিল অঙ্গার-সম সোণার সংসার।"

এতবলি রক্ষো-রাজ কাঁদিলা নীরবে
স্মরিয়া অনুজ, সুত, রথী যত রণে হত,
একে. একে মহাযশা শোকোচ্ছ্বাসে সবে।

নৈকষেয় অশ্রু-জল করি সন্দর্শন
করি যুক্ত যুগকর রক্ষঃ-কুল-প্রভাকর
তরণী, কহিল "তাত,—শান্ত কর মন,—

সীতা-আহরণ তব ন্যায্য কার্য্য বটে,
মানীর মর্য্যাদা যত মানহীনে জানে কত ?
নিস্তেজ সে কাপুরুষ "হরণ" যে রটে।

যার করে পিতৃ-স্বসা হ'ল অপমানী
সুরাসুর, বিদ্যাধর, দানব, গন্ধর্ব্ব, নর,
কার সাধ্য সে পুরুষ রক্ষিবে কামিনী ?

তেজহীন, বীর্য্যহীন জীবন যাপন,
তার চেয়ে শতগুণে গলে বাঁধি কুম্ভ-গুণে
নীলাম্বুর অম্বুতলে মঙ্গল মরণ।

বীরের সন্তান মোরা,—বীর অবতার,
থাকিতে দেহেতে প্রাণ, কেন সব অপমান,
থাকিতে ধমনী-রক্ত,—করে তরবার ?

পাবে না সে কাপুরুষ জানকী স্পর্শিতে,
যগুপি সে যুক্তকরে ক্ষমা ভিক্ষা নাহি করে,—
থাকিতে শোণিতবিন্দু রক্ষো-ধমনীতে।

লুকায় রাঘব যদি জলধির নীরে
ধরিয়া কুম্ভীর-কায় গ্রাসিব কবলে তায়,
সিংহ-রূপে বিনাশিব পেলে শৈল-শিরে।

স্বর্গে যদি পশে দুষ্ট অমর-আশ্রয়ে
উপাড়িয়া বাহুবলে বৈজয়ন্তী চাপি জলে
পাঠা'ব সুরেন্দ্র-সহ শমন-আলয়ে।

পাতালে পশিলে সেই মানব দুর্ব্বার,
নরসিংহ-মূর্ত্তি ধরি বজ্রনখে ছিন্ন করি
শূর্পনখা-প্রতিশোধ দর্শা'ব এবার।

জলদে প্রবেশে যদি মানব দুর্জ্জন,
গদাঘাতে ভয়ঙ্কর বিচূর্ণি নীরদ-স্তর,
অশনি-অনলে তারে করিব দহন।

অরণ্যে পশিলে রাম তীব্র শরানলে
তৃণ যথা দাবানলে ভস্মিব সদল বলে,—
প্রতিজ্ঞা আমার তাত, রক্ষঃ-সভাস্থলে।

হরি যথা করি-শিশু করে বিদারণ,
হেলায় বিনাশি অরি যশো-মাল্য গলে পরি
নমিব,—নতুবা নাহি দেখা'ব বদন।

তোমার প্রসাদে তাত, করি দিগ্বিজয়,
সানন্দে আশীষ দাসে "যেন যশঃ-ইন্দু ভাসে
নির্ম্মল ভারতাকাশে,—সদা হাস্যময়।"

রক্ষিয়ে তোমার গর্ব্ব, ফিরিব সত্বর,
দর্শা'ব জগত-মাঝে যে যবে সমরে সাজে
এ লঙ্কা-প্রসূত যত মহা-ধনুর্দ্ধর।

রাঘব-কৃতিত্বে বল কিবা উপকার?
প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রশংসায়,— স্ব-কুল-গৌরব যায়;
সংগ্রামে না উপরোধ মানিব পিতার।

তরণী-সু-যুক্তি-উক্তি করিয়া শ্রবণ,
প্রমীলার-মনোহর স্ব-মুকুটে বীরবর
সাজাইলা,—প্রীতি-অশ্রু করি বিসর্জ্জন!

আলিঙ্গনে তোষি অঙ্কে ধরে লঙ্কেশ্বর,
সভ্যবৃন্দ একতানে প্রশংসে পুলক-প্রাণে
বিমানে কম্পিত-প্রাণ অমর-নিকর!

রাজ-অনুমতি মতে রক্ষো-রথি-গণে
জাহ্নবীর পূত-বারি সুবর্ণ ভৃঙ্গারে পূরি
অভিষিক্ত করিলেন সরমা-নন্দনে।
ভীমনাদে রক্ষঃ-সৈন্য করে আস্ফালন।
চৌদিকে দুন্দুভি বাজে কাঁপাইয়া দেবরাজে
প্রমাদ গণিল যত বিশ্ব-জীব-গণ।
স্বর্ণ-লঙ্কা প্রকম্পিত কর্ব্বুর-প্রতাপে
মেঘনাদ-জয়নাদে কাঁপাইল মেঘ-নাদে
কোদণ্ড-নির্ঘোষে ত্রাসে মেরুশীর্ষ কাঁপে।
কুঞ্জর, সুন্দর বাজি, স্যন্দন সজ্জিত,
তূণ, ধনু, অসি, চর্ম্ম শিরস্ত্রাণ, বাণ, বর্ম্ম
পুঞ্জে-পুঞ্জে তুঙ্গাকারে হ'ল সংগৃহীত।
গণিয়ে প্রলয়-কাল কাঁপিল মেদিনী
সশঙ্কে লঙ্কেশাতঙ্কে ত্যজিয়া দিবার অঙ্কে
ডুবিল পশ্চিমাচলে ভয়ে দিনমণি।
হেন কালে শঙ্খধ্বনি হ'ল ঘোরতর,
গৌরবে পূর্ণিত কায় ধরা হেরি সরা প্রায়,—
সভা-ভঙ্গে চলে যত রাক্ষস-নিকর।
অলঙ্ঘ্য নিয়তি-গতি অতীব ভীষণ,
শুভাশুভ কার্য্যে ঘটে সুযোগ্য কারণ।

ষষ্ঠ সর্গ-সমাপ্ত।

—০:০:০—

সপ্তম সর্গ

—•:•:•—
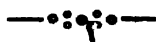
পশ্চিম গগনে ভানু রক্তিম ছটায়
সুরঞ্জিত মেঘ-মালা করিলা যখন
দিবা-সতী প্রাণ-পতি-বিচ্ছেদ-শঙ্কায়
চিন্তায় মলিনমূর্ত্তি করিলা ধারণ।
দিনমণি-শোকে দিবা সন্তপ্ত অন্তরে
পতি-সহ অনুমৃতা হইবার আশে—
জ্বালিছে যেন রে চিতা পশ্চিম অম্বরে,
কলকণ্ঠে বিহঙ্গম সে শোক প্রকাশে।
ক্ষীণ-প্রভ প্রভাকর নিরখি নয়নে
দিবা-সখী কমলিনী ঢাকিল বদন,
প্রভাতের ব্যবহারে ঈর্ষাকুল মনে
কৌতুকিনী কুমুদিনী প্রফুল্ল আনন।
শ্রম-শ্রান্ত, ক্লান্ত-কায়, শান্তি-পূর্ণ মন
গ্রাম্য-গীতি-অনুরক্ত কাম্য গেহ-পানে
হলস্কন্ধে কৃষকেরা করিছে গমন,
নাচিছে গোবৎস সঙ্গে,—রঙ্গ-পূর্ণ প্রাণে।

গোধূলির অঙ্গরাগে গোধূলি রঞ্জিতা,
তারা-হার গলে, ভালে,—চন্দ্রমা-ভূষণ,
তমসা-ধূসর-বাস দিব্য পরিহিতা,
কুসুম-ভূষণে সাজে মানস-মোহন !

দেবালয়ে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাংস্য, করতাল,
মধুর মৃদঙ্গ বাজে আরতি-উৎসবে
বিভুর মহিমা গানে মিলে, লয়-তাল ;
সায়ান্তন কৃত্যে রত দ্বিজগণ সবে।

উদ্ভাসিত চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ কিরণে
তরণীর প্রিয়তম প্রমোদ-উদ্যান
বামাকণ্ঠে পূরবীর সঙ্গীতালাপনে
সুধা-কণ্ঠি ইন্দুমতী বিমোহিছে প্রাণ।
বাসিত কুসুমকুল করিয়া চয়ন
বিচরিছে প্রমোদিনী সরস অন্তর,
বিমুক্ত অলকাগুচ্ছ দোলা'য়ে পবন
কভু আবরিছে চারু মুখ-শশধর !
কভুবা গোলাপ-শাখে জড়া'য়ে বসন
রসিক পবন কত করে রস-কেলী
উন্মোচিতে কম-করে করিলে ধারণ
মারুত-সোহাগে শাখা পড়ে হেলি ঢলি।

বিনাসূতে গাঁথি হার অমলা সঙ্গিনী
সাজায় মোহিনী-বেশে রমণী-রতন

দেবধাম পরিহরি ত্রিদিব-কামিনী—
সৌন্দর্য্য স্ব-মূর্ত্তি যেন করিলা ধারণ।
সান্ধ্য-সখী রাখি দূরে, রজনী সুন্দরী—
অলক্ষ্যে পশিল যেন উদ্যান-অন্তর,
অতুল সুষমা হেরি,—আপনা পাসরি
কোকিলা করিল গানে আকুল অন্তর।
সুধাংশুর অংশুমালা মাখিয়া যতনে—
নিরখি স্ব-অঙ্গ-আভা পাপিয়া মাতিল,—
সু-রবে অমিয় ঢালি মাতা'য়ে গগনে—
শাখী' পরে শুক সারী অমৃত বর্ষিল।
সহচর-মুখে শুনি প্রীতি-সম্ভাষণ—
প্রমোদিত মনে মধু পশিল উদ্যানে,
রণ-বাদ্য-রবে মত্ত বীরেন্দ্র যেমন;
মীন-কেতু-সমাগত বসন্ত-আহ্বানে।
সখী-সনে লতা-কুঞ্জে, চারু শীলাতলে—
বসি হার গাঁথে ইন্দু সোহাগে গলিয়া,—
মন-আশা চারু হার দোলাইলে গলে,—
প্রীতির তরঙ্গ তাঁর উঠিবে নাচিয়া।
হেন কালে ফুল-ধনু-সায়ক-সন্ধানে—
যুবতী কাতরা অতি পতির বিরহে,
অশ্রু আঁখি বিধুমুখী ভ্রমে পুষ্পবনে
প্রমোদিনী উন্মাদিনী অনঙ্গ-প্রদাহে।

ব্যাকুলা কহিলা "সখি,—প্রমোদ-কানন
হুতাশন হেন কেন দহে সীমন্তিনি,
গ্রাসিতে উদিল যেন রোহিণী-রঞ্জন,
কাল ভুজঙ্গিনী-সম একাল যামিনী।
রাজিল নয়ন-প্রান্তে অশ্রু-বিন্দু রবে
নীহার-মুকুতা যেন পঙ্কজের দলে
অমলা কহিলা রঙ্গে ব্যঙ্গ-বীণা-রবে
"অলি কি ভুলিবে সখি, ফুটন্ত কমলে?
বিশ্ব বিমোহিনী,—তব রূপের কিরণ
অবলার প্রাণ, মন করে সমাকুল,
কতক্ষণ রবে আর যুবক-রতন
অদর্শনে শান্ত মনে,-কেন চিন্তাকুল?
বিচর লাবণ্যময়ি!—পুলকে উদ্যানে
কেন ভ্রান্ত, প্রাণ-কান্ত আসিবে এখনি,
তুষিবে তৃষিত চিত, প্রেম-আলিঙ্গনে,
চুম্বি অরবিন্দোপম ও বদন-খানি।"
অদূরে পিধানে খনে কৃপাণের ধ্বনি
শুনি চমকিত অতি অমলার মন
অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সতী জানায় তখনি
"পতি সমাগত,—কর প্রীতি-সম্ভাষণ"।
ভাঙ্গিল সুষুপ্তি যেন,—চকিত নয়ন
অন্তর-আনন্দ-সিন্ধু করিয়া মথিত

সরল কটাক্ষ করে অমিয় বর্ষণ,
হইল অপূর্ব্ব ভাবে দেহ কণ্টকিত।
নিরখি সে সুধা-দৃষ্টি,—তরুণীর মন
কাঁদিল,—হায়রে ভাবি সম্মুখ সমরে
গত-প্রাণ শুনি এই অম্লান প্রসূন
শুকা'বে অমনি, তীব্র শোক-রবি-করে।
অধীর হইলা ধীর,—নয়ন-আসারে
আঁকরিল চারুদৃষ্টি, টলিল চরণ,
কাঁপিলা হৃদয়াবেগে, যেন হিমাধারে
কাঁপায় বিশেষ শেষ-শির-প্রকম্পন।
ধন্যরে দাম্পত্য-প্রেম প্রভাব তোমার!
বজ্র-সম দৃঢ় যেই বীরেন্দ্র হৃদয়,
মধুর পরশে দ্রব,—মমতা-আধার;
পাশ-বদ্ধ সিংহ যেন প্রাণী সমুদয়!
ভাবিলা বিষণ্ণ মনে যুবক তখন,
সরলা অজ্ঞাত তার প্রেম-পরিণাম;
মরু-মৃগ-তৃষ্ণিকায় যথা পান্থজন,
প্রপঞ্চে বঞ্চিত ইন্দু,—বিধি তার বাম।
তৃষিত সতীর চিত্ত ধায় পতি-পানে,
যত্নে দমি হৃদাবেগ রহে সীমন্তিনী,
অঞ্চলে আবরি' শিরে রক্তিম নয়নে,
প্রণয়ী নীরব হেরি মানে অভিমানী।

ইন্দুমতী মৌনব্রতী, নিরখি তখন
চিন্তিলা অমলা, "এ যে নব অভিনয়,
নহে সমুচিত থাকা এথায় এখন,
সরমে না হবে নব রসের উদয় !"
সুচতুরা হেন মনে করিয়া বিচার
কৌতুক দর্শন-সাধ থাকি অন্তরালে,
কহিলা "চলিনু সখি ! বারি আনিবার,
না হবে রচিত হার, কুসুম শুকা'লে !"
"রজনীতে ফুল শুষ্ক" উত্তর বিহনে
ব্যঙ্গ-বাণ হানি নেত্রে সখী অন্তঃহিত,
জারজে অঙ্গজ বলি আদর দর্শনে
মাতা হাসে যথা,—জানি পতি প্রতারিত !
হেন কালে কোকিলের পঞ্চম ঝঙ্কার
ভাঙ্গিল সুষুপ্তি-ঘোর,—রক্ষঃ চমকিত,
উপপতি-অঙ্ক-স্থিতা প্রাংশুলা বামার
পতি-শব্দে আচম্বিতে যথা নিদ্রা গত।
সিন্ধু-নদ-ধার হেন প্রাবৃট-প্লাবনে
ছুটিলা তরণী,—যথা সুধার আধার
অধোমুখী ইন্দুমতী মুখাবগুণ্ঠনে,—
ভুজ-পাশে গলদেশ বাঁধে প্রমদার,
চতুর চঞ্চল দৃষ্টি সুধা-বৃষ্টি ক'রে
প্রক্ষালিত মান-মসী, করি অবলার,

উন্মুক্ত করিয়া রক্ষঃ বদন-অম্বরে—
নিরখে শিশির-মুক্ত ছবি চন্দ্রমার।
প্রেমোচ্ছ্বাসে সতী-নেত্রে বহে অশ্রুজল,
পতি-আলিঙ্গন-স্রোতে রহিতে না পারে,
যেমতি নীহার-পূর্ণ পঙ্কজের দল—
স্পর্শন-পীড়নাক্ষম,—ঝরে দর্ ধারে।
গড়াইয়া গণ্ড-বাহী সে নীর-প্লাবন—
প্লাবিত করিল যবে প্রিয়-বাহুদ্বয়,
তরণী-অন্তরে ছোটে শোক-প্রস্রবণ,
বক্ষে নিলা রক্ষঃ-বলী আকুল হৃদয়।
রক্ষঃ-ইন্দু-অঙ্কাকাশে ইন্দুর প্রভায়—
ভুবন-রঞ্জন শোভা ধরিলা তেমন,
হিমান্তে চিত্রার সনে চৈত্র-পূর্ণিমায়—
প্রদীপ্ত শিশির-মুক্ত হিমাংশু যেমন।
রসনা অবশ ভাষে,—ভাবাবেশে ভোর,
কম্পিত রোমাঞ্চতনু,-তোষে প্রমদায়,
ইন্দু-মুখ-সুধা-মত্ত তরণী-চকোর,
কপোল-পীড়নে দ্রুত বিরহ পলায়।
স্ব-কর-কমলে করি চিবুক ধারণ,
কোকিল-কাকলী সম মধু'পম স্বরে—
কহিলা "কি হেতু প্রিয়ে,-ও বিধু-বদন।
বিরত অমৃতময় সুহাসি-সঞ্চারে?

কপোল রক্তিম যেন কুঙ্কুম-লেপনে,
সাপিনী-তাপিনী বেণী উন্মুক্ত, আকুল,
মানিনী-রূপিণী হ'য়ে পতিত বদনে,
যেন চন্দ্রে আবরিল নীরদের কুল।
কেন নিমীলিত চারু নলিনী-নয়ন,—
রসনা অলস কেন পীযূষ বর্ষণে—
প্রেমাশ্রু অঞ্জন-রাগ করে প্রক্ষালন,—
অন্তর দহিছে কেন দুঃখ-হুতাশনে?
কি দোষে বঞ্চিত প্রিয়ে,—সুভুজ-বেষ্টনে,
তরুণী-হৃদয়ানন্দে, বক্ষো-বিহারিণি,—
কেন হেরি চন্দ্রোজ্জ্বল অম্লান বদনে
ভীষণ বিষাদ-ছায়া হৃদি-বিদারিণী?"
লাজ-মাখা অর্দ্ধস্ফুট মধুর বচনে
পতি-বক্ষে ইন্দুমতী লুকা'য়ে বদন
কহিলা—"তবু যে মোরে পড়িয়াছে মনে
বলি হারি!—ভালবাসা-পিয়াসী কেমন?
সারাদিন অদর্শনে কত আশঙ্কায়
কাটায়েছি, তা জানেন দেব-মহেশ্বর,—
কি ভুলে ভুলিলে নাথ?—প্রশংসি তোমায়,
ক্ষণ-অদর্শনে হৃদি কাঁপে থর-থর!
নিয়তি-রূপিনী ঘোরা রণ-কুম্ভীরিণী
বদন বিস্তারি সদা গ্রাসে রক্ষো-মীনে

জানিবে কি ?—সশঙ্কিতা দিবস-যামিনী,
ক আছে অবলা-গতি,—প্রিয়-পতি বিনে ?”
“বৃথা এ আশঙ্কা তব,” কহিল তরুণী,—
সামান্য মানব রাম,—ছার কপিগণ।
যার বীর-দাপে কাঁপে নির্জ্জর-বাহিনী
তার পক্ষে তুচ্ছতম নর-পশু-রণ।
অচিরে তাড়া’তে চিন্তা সুদূর অন্তরে—
সুসজ্জিত রণ-সাজে, করিতে সমর,
যশো-মাল্য গলে পরি বধি যুগ-নরে—
নিশ্চিন্তে করিব কেলি সরস অন্তর।
হরষে বিদায় দেও, আনন্দ-দায়িনি।
স্ব-করে মঙ্গল-কুম্ভ করহ স্থাপন
দেখাও হৃদয়-বল, বীরেন্দ্র-রমণি।
কেন হীনা নারী-সম করিছ চিন্তন ?
ভীষণ স্বপন-বার্ত্তা হইলে স্মরণ,
শিহরিলা ত্রাসে সতী পতির বচনে,
শিরে অকস্মাৎ যেন অশনি-পতন,
পড়িলা বিটপী যথা ঝটিকা-তাড়নে।
পতির পদারবিন্দ হৃদয়ে ধারণ
করিয়া,—কহিলা সতী সকরুণভাষে,
“যে বচনে হ’ত সদা অমিয়-বর্ষণ
আজি কেন তায় মরি গরল-বরষে ?

যতনে পালিতা যেই বন-বিহঙ্গিনী,
রাখিতে আদরে সদা হৃদি-পিঞ্জরায়,
তুষিতে সোহাগে কত দিবস-যামিনী,
কোন প্রাণে,-স্বকৃপাণে বিনাশিবে তায় ?
স্ব-কর-রচিত যেই প্রমোদ-উদ্যান
বিকসিত ফুল্ল ফুলে হ'লে সুসজ্জিত,
কে বল, আপন করে,—করে উৎপাটন ?
কি পাষাণ প্রাণ তব ?—হইনু বিস্মিত,
এত যদি ও অন্তরে ছিল প্রাণেশ্বর,
কেন নিরমিলে প্রেম-প্রণয়-প্রতিমা,
নিমজ্জিতে বিচ্ছেদের সাগর-অন্তর,—
রাহুতে সপিতে কিবা প্রণয়-চন্দ্রমা ?
না দিব সমরে যেতে থাকিতে জীবন,
যদ্যপি যাইতে সাধ, বধ অধিনীরে—
কেমনে ভুলিব নাথ,-ও চারু বদন,
কহ নাথ,—কহ ত্বরা,—কহ তা দাসীরে ?"—
এত বলি ইন্দুমতী কাঁদিলা নীরবে,—
যতনে হৃদয় তুলি হৃদয়-রতনে
কহিলা তরণী যেন বীণার আরাবে,—
ঝরিল প্রণয়াবেগে প্রেমাশ্রু নয়নে।
"কঠিন প্রণয়-পাশে হৃদয়-মন্দিরে
চির কারাবদ্ধ আমি, আনন্দদায়িনি.

প্রীতিপূর্ণ বাণী, যেন প্রহরী বিচরে,
প্রেমময় মুখ-ইন্দু, কোমল চাহনি ;
ধরা-মাঝে বীরসিংহ কে আছে এমন—
বলীয়ান,-প্রেম-পাশ করে যে বিদার ?
স্বেচ্ছায় রতন-হার করে সমর্পণ—
কে বল জলধি মাঝে,—হেন দুরাচার ?
কিন্তু প্রিয়ে, সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত—
করেছেন জ্যেষ্ঠভ্রাত,-যাইতে আহবে,
সজ্জিত কর্ব্বুর-সৈন্য,-হ'য়ে প্রেমাসক্ত—
কিরূপে অবলা-প্রায় রহিব নীরবে ?
সিংহের রমণী হ'য়ে,—জম্বুকীর প্রায়
কেমনে কাটা'বে কাল,—জীবন-জীবন ?
চিরকাল এ কলঙ্ক রটিবে ধরায়—
"রণ-ভীত, অভিষিক্ত তরণী যেমন,"—
অতএব বৃথা চিন্তা কর পরিহার,
করহ প্রফুল্ল মুখে যাত্রা-আয়োজন ;
সুখ-দুঃখ জন্ম-মাত্র লিপি বিধাতার,
প্রমায়ুঃর অবসানে অবশ্য নিধন।"

বিচিত্র মায়ার মায়া কে বুঝে সংসারে,
বিমোহিতা ইন্দুমতী বীরাঙ্গনা-প্রায়
আলিঙ্গনে তুষিলেন সরমা-কুমারে,
ধমনীতে উষ্ণতর শোণিত খেলায়।

বীরত্ব-গৌরবে মত্ত, মত্ত-মাতঙ্গিনী—
ধরিলা ভৈরবী-মূর্ত্তি আরক্ত নয়ন,
চম্পক-বরণী হ'ল রক্তিম রঙ্গিনী
নিক্ষেপিলা ভূমে সর্ব্ব কুসুম-ভূষণ।
দানব-তনয়া, ভীমা রাক্ষস-ললনা
বিকট রাক্ষসী-বেশে নিরখি তখন,
বসন্ত সে রতি-কান্ত লইয়ে অঙ্গনা
আতঙ্কে উদ্যান ত্যজি করিলা গমন।
  বামাকণ্ঠে ভীম-নাদ ধ্বনিল গগনে,
অমলা দৌড়িল তথা,-সেরূপ নিরখি
কাঁপিল সভয়ে,-মুঁদে যুগল নয়নে
বীরমদে আরক্তিম হেরি পদ্ম-আঁখি।
  পতির পিধান-অসি টানিয়া সবলে
সদর্পে কাঁপায়ে ধরা, করে হুহুঙ্কার—
কহে "কেন যাবে নাথ, হীন-রণস্থলে
মুহূর্ত্তে নাশিব যত অরাতি লঙ্কার।
হৃদয়-রঞ্জন নহে রমণী-প্রকৃতি
সর্ব্ব কার্য্যে সমভাবে অংশী যে যাহার
সম্পদে-বিপদে নারী না হইলে সাথী—
সতীর কর্ত্তব্য রক্ষা পায় কি তাহার?
বাসনা যৌবন-সঙ্গে হইবে বিলয়,—
বিমল দাম্পত্য-প্রেম অনশ্বর, স্থির,—

যে প্রেমে বিভুর প্রেম হয় অভ্যুদয়,
ক'দিন রহিবে হেন অনিত্য শরীর ?
থাক তুমি, এ উদ্যানে,—আমি যাব রণে,
নিমিষে নাশিব যত অরাতি দুর্জ্জন,
উড়া'ব বিজয়-ধ্বজা সিংহল-গগনে,
রক্ষিব সু-নাম তব, "অরি-নিসূদন !"
ধাইল সবলে বামা উগ্রচণ্ডা-প্রায়,
উলঙ্গ কৃপাণ করে, আলু-থালু কেশ,
অসুর-বিনাশে যেন মহেশ-রমায়—
বীর-মদে মাতোয়ারা ধরে কালী-বেশ।
বহিল তরণী-হৃদে সুখ-প্রস্রবণ,
ছুটিয়া জড়া'য়ে ভুজে মত্ত-প্রমদায়,
সপ্রেমে কপোলে করি কত বা চুম্বন—
আলিঙ্গনে সম্ভোষিলা স্বর্ণ-প্রতিমায়।
মধুর বচনে তুষি সরমা-নন্দন,
কহে "তরণীর তুমি সুযোগ্যা রমণী,
কিন্তু হ'লে নারী করে অরাতি মর্দ্দন,—
ধরণী পূরিবে রক্ষঃ-কলঙ্কের ধ্বনি।
রহ প্রিয়ে, শান্ত মনে, এ শান্তি-ভবনে,
আনন্দে বিদায় দেও, সদানন্দময়ি,
দেখাও হৃদয়-বল অতুল্য ভুবনে,
ভাব পরমেশ,—যেন হই রণ-জয়ী।

পতির আদেশ-বাণী অলঙ্ঘ্য, অটল,
ধরি পদ-ধূলি শিরে, যাত্রা-আয়োজনে—
সখী-সনে চলে সঙ্গে সঙ্গের-সম্বল,
কে পারে মায়ার মায়া খণ্ডিতে ভুবনে ?

ভবনে পশিয়া সতী নমি প্রাণেশ্বরে—
মঙ্গল-সুবর্ণ-কুম্ভ করে সংস্থাপিত,
সিন্দুর পল্লবে তায় সুসজ্জিত ক'রে,
কনক-মঙ্গল-দীপ করে প্রজ্জ্বলিত,
পতি-সনে সপ্তবার করি প্রদক্ষিণ,
দম্পতী নমিলা যবে উদ্দেশে শঙ্করী,
ইন্দুর সিন্দূর-বিন্দু নিরখি মলিন,
তরণী ভকতি-প্রেমে স্মরিলা শ্রীহরি ।

প্রকম্পিত বাম আঁখি অতি অলক্ষণ,
নিশীথে বায়স করে অশিব-ঘোষণা,
বামাঙ্গে হইল ঘন স্পন্দন-পীড়ন,
চৌদিকে হেরিলা রক্ষঃ অমঙ্গল নানা ।

মায়ার প্রপঞ্চে মুগ্ধা সতী-ইন্দুমতী
স্ব-করে সায়কে তূণ করিয়া পূরণ
অশ্রু-পূর্ণ নেত্রে বক্ষে ধরে রক্ষঃপতি,
তরণী চলিলা করি অন্তিমালিঙ্গন ।

সপ্তম-সর্গ-সমাপ্ত

———

অষ্টম-সর্গ

—:০:—

সুহাসিনী নিশীথিনী কর্ব্বুর-আলয়ে
তারা-হারে সুসজ্জিত, সুনীল গগন—
প্রদীপ্ত চন্দ্রমালোকে,—সরসী-হৃদয়ে—
প্রেমোন্মত্ত কুমুদিনী প্রফুল্ল-বদন।
চকোর-দম্পতী রত স্নিগ্ধ সুধাপানে,
উজলিছে দীপ-মালা নক্ষত্রের প্রায়,
তামসী-ধূসর-বাস অদৃশ্য নয়নে,—
যামিনী সু-পরিণতা করিছে দিবায়!
বাজিছে বাদিত্র নানা অম্বিকা-মন্দিরে,
কাংস্য, ঘণ্টা, করতাল, দিব্য শঙ্খনাদে—
প্রেমের তরঙ্গ খেলে অরক্ত-অন্তরে,—
গাইছে গায়ক-বৃন্দ নাচিয়া আহ্লাদে।

রত্নাসনে প্রতিষ্ঠিতা দেবীর মূরতি
হেম, রত্ন, মণিময় ভূষণ-ভূষিতা,
চতুর্ভুজা, মুক্তকেশী মহা ভীমাকৃতি
নৃমুণ্ডমালিনী শ্যামা রুধির-রঞ্জিতা,

কর-পদে-নখে কোটি-চন্দ্রমা-উদয়,
সু-কলিত বিম্বফল অধরে প্রকাশে,
নীল-সৌদামিনী-ছটা রূপে অভ্যুদয়,
অলকা ঝলকে ঘন তিমির বিনাশে;'
লম্বোদরা, বাঘাম্বরা, বিমুক্ত কবরী,
বরাভয়-মুণ্ড করে উলঙ্গ কৃপাণ,
পীনোন্নত পয়োধরা, ঘোরা, দিগম্বরী,
পদ-শায়ী শব-রূপি-সর্ব্বেশ ঈশান।
সুবর্ণ-মঙ্গল-কুম্ভ পল্লব-অন্বিত,—
সিন্দূর-রঞ্জিত, দিব্য চর্চ্চিত চন্দনে,
প্রফুল্ল প্রসূন-চারু-ভূষণালঙ্কৃত,—
সন্তোষে,—নাসিকা-তৃপ্ত বাস-বিতরণে।
অতসী, অপরাজিতা, কিংশুক, কাঞ্চন,
মল্লিকা, মালতী, যুথী, বেলী, নাগেশ্বর,
ভূচম্পক, কুরুবক, মাধবী, রঙ্গন,
রক্তোৎপল, শতদল, গোপাল, টগর।
অশোক, বকুল, যাতী, জবা, কৃষ্ণকেলী,
সুবর্ণ চম্পক, কত প্রফুল্ল মন্দার;
পুঞ্জে-পুঞ্জে তুঙ্গাকারে সু-ফলের ডালি,—
শ্রেণীবদ্ধ পূজাযোগ্য সামগ্রী-সম্ভার।
সচন্দন বিল্বদল, দূর্ব্বা অগণন,—
বাসিত পানীয় নানা রয়েছে সজ্জিত,—

হেম পাত্রে দিব্য অন্ন স-উপকরণ,
ধূপ-দানে ধূপ,—ঘৃতে দীপ প্রজ্জ্বলিত।
সু-পট্ট বসনে ভূষি, পবিত্র আসনে—
ভক্তি-ভরে উপবিষ্টা সরমা-সুন্দরী,
তনয়-মঙ্গল-আশে বিবিধ বিধানে—
তুষিছে অরিষ্ট-হরা দেবী-মহেশ্বরী।
আর্দ্র-চিত্তা, রোমাঞ্চিতা, সিক্তা নেত্র-নীরে,
কৃতাঞ্জলিপুটে স্তুতি করে রক্ষোরমা
ত্রিদিবে কম্পিত-প্রাণ,—অমর নিকরে,—
কাতরে প্রেরিলা ত্বরা মায়া-মনোরমা!
সহসা সরমা-সতী নিদ্রায় কাতর,
হরিলা ভকতি-জ্ঞান সুষুপ্তি-রূপিণী,
ঘোরতর নিদ্রাবশে আসন-উপর
শয়ন করিলা এবে দনুজ-ভামিনী,
নড়িল মঙ্গল-কুম্ভ পদ-সঞ্চালনে,
পূজাভঙ্গে, মনোরঙ্গে মহেশ-মহিষী
চলিলা কৈলাস-পানে ত্বরিত গমনে,
সিদ্ধ নির্জ্জরের কার্য্য, পরম উল্লাসী।
অলক্ষ্যে ভৈরবী চলে মরাল-গামিনী
রুনু-রুনু-ধ্বনি মাত্র নূপুরে বাজিল,
নিদ্রারূপী মায়া-দেবী সহাস্য বদনী
ধীরে-ধীরে সরমার সদন-ত্যজিল!

অপূর্ব্ব মায়ার মায়া কে বুঝে সংসারে ?
রহিল মঙ্গল-কুম্ভ যথা-সংস্থাপিত,
পূজোপকরণ যত সুসজ্জিত মতে,
অম্বিকা-মন্দির-দ্বার রহে অর্গলিত।

লঙ্কার সীমান্তে এলে হর-মনোরমা,
রোধিলা গমন-পথ রক্ষো-ভক্তি আসি ;
শুভ্র অঙ্গ, শুভ্র বেশ শরদিন্দু-সমা,
বিমল বদনে যেন অমিয়ের রাশি !

কহে সতী,—"হৈমবতী, ভকত-বৎসলা"
বর্ণন করয়ে যত সাধক সুজন,
কেমনে শিখিলে হেন কপটের ছলা ?
পাষাণ-নন্দিনী হেরি পাষাণী যেমন।
প্রিয় ভক্ত নৈকষেয়,—আকুল সাগরে,—
তুমি মাত্র এ বিপদে পরিত্রাণ-ভেলা,
কোন্ প্রাণে সে সন্তানে ত্যজি,—হর্ষ ভরে
চলেছ কৈলাসে, মাতঃ, একি তব খেলা ?

উত্তরিলা ভগবতী "বৃথা দোষ, সতি
কি না জান তুমি ভবে, জীব কর্ম্মাধীন,
জন্ম-মৃত্যু শুভাশুভ ফলদা নিয়তি,
দোষের পশরা মোরে চাপে অর্ব্বাচীন।
প্রাক্তন-পীড়নে প্রাণী চলে মৃত্যু-পুরে
শঙ্খিনী-কবলে যথা কাকোদর-গতি ;

করস্থিত রজ্জু যথা সর্প-রূপ ধ'রে—
দংশে গত-আয়ুঃ জনে,—নিরখি নিয়তি।
কি আছে শকতি মোর কহ, গুণবতি,
চিরদিন আমি তব বাঁধা প্রেম-পাশে,
তোমার মনের টানে রুদ্ধ মম গতি,
বল কি কামনা দেবি,-আমার সকাশে ?"
কহিলা ভকতি তবে "জগত-বন্দিনি,—
চল কৃপাকরি যথা নিকষা-নন্দন,—
দিগন্ত-ব্যাপিত যার ভকতি-কাহিনী
হেন ভক্তে চিরতরে করিতে বর্জ্জন—
কি দুঃখ তোমার মাতঃ, জানি ভাল মতে ;
বিধি-লিপি কে করিবে, কিরূপে খণ্ডন ?
তথাপি এ চিত্র মাতঃ,—দেখাও জগতে,—
"ভক্তাধীনা তুমি" বলি ব্যাপ্ত ত্রিভুবন !
যেমতি চুম্বক করে লৌহে আকর্ষণ,—
তেমতি চলিলা গৌরী ভকতির টানে
ত্রিদিবে কম্পিত-প্রাণ সুপর্ব্বাণ-গণ
মায়ায় প্রেরিলা,—স্বীয়-অভীষ্ট-সাধনে !
পশিলা গোপনে বামা রাবণ-ভবনে,
সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে যথা লঙ্কা-অধিপতি
সুষুপ্তির অঙ্কে সুপ্ত,—বিংশতি-লোচনে
অলক্ষ্যে কহিলা খেদে দেবী হৈমবতী,—

"প্রাণোপম ভক্ত রক্ষঃ, হৃদয়ের ধন,
ভক্তি-ডোরে বদ্ধ থেকে রক্ষিনু আলয়,
পূর্ব্ব-বর-বার্ত্তা বাছা,—করহে স্মরণ,
"ত্যজিব ভবনে,—হ'লে নর-অভ্যুদয়"।
বড় ভালবাসি তোর মনোরম্য-পুরী,
তাই, মহানন্দে ছিনু, নর-আগমনে,
সীতা-সতী-তপ্ত-শ্বাসে এবে জ্বলে মরি,
চলিনু, অন্তিম-দেখা এই তোর সনে!

নিদ্রায় সে ইন্দ্রজালময়ী দেবী-বাণী
পশিল শ্রবণে,—তবু মোহিত মায়ায়,
বারত্রয় উচ্চারিল "যাও ভব-রাণি,"
রক্ষেন্দ্র বিবশেন্দ্রিয় স্বীয় রসনায়।

রাবণের সুখ-দীপ করি নির্ব্বাপিত
চলিলা নীরবে কাঁদি হর-মনোরমা,
স্বপনে লঙ্কেশ-প্রাণ ভেবে আকুলিত
আবার পশিলা গৃহে ভক্তাধীনা বামা।
ভক্তি-বলে মায়া-পাশ কাটিয়া অমনি
"কোথা মা তারিণী" রক্ষঃ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
অন্তরে, অন্তরময়ী উদিলা তখনি,
কহিলা নিকষাত্মজ যুক্ত-যুগ-করে,—
"রাবণ-সম্বল তুই জীবন, মরণে;
কেমনে সন্তানে মাগো, করিবি বর্জ্জন?

হৃদয়-মন্দিরে তোরে রাখিব যতনে,—
কুপুত্র কি মাতৃ-পাশে বিরূপ ভাজন ?"
"সম্মুখ সমরে যদি করিস স্মরণ"
কহে গৌরী "যত্নে অঙ্কে করিব অমনি,
রক্ষোভক্তি পাবে দীপ্তি এ তিন ভুবন,
নিয়তির গতি-রোধে অশক্ত, বাছনি" ।

এত বলি হৈমবতী হ'লে অন্তর্হিত
নিরাশা-বারিধি-মগ্ন রক্ষোজ্জ্বলরবি,
নিদ্রা-মোহে সমাচ্ছন্ন,—হ'য়ে চমকিত,—
স্মৃতি-দরপণে হেরে বিষাদের ছবি।
সুষুপ্তি-রূপিণী মায়া জগত-মোহিনী
হরিলা ভকতি, জ্ঞান,—মোহিত রাবণ,
ত্রিদিবে চলিল মায়া লইয়া যামিনী,—
লঙ্কেশে বিষাদ-জলে করি বিসর্জ্জন !

শ্রীহীন অম্লান লঙ্কা,—তারিণী-বিহনে,
কমলা-বিহনে যথা ত্রিদিব দুর্গতি,
অথবা দেহীর প্রাণ হরিলে শমনে
মৃত দেহ ধরে যথা ভীষণ মূরতি !
বৈজয়ন্তী নিনাদিল-"গৌরী জয়-ধ্বনি",
নাচে, গায় হর্ষোন্মত্ত অপ্সর-রমণী !

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ।

নবম-সর্গ

—:০:—

প্রভাত হইলে নিশি, প্রকৃতি-সুন্দরী
বৈদেহীর যন্ত্রণার অবসান-তরে
পবিত্র ধবল বাস পরিধান করি
পূজে যেন পুষ্প,-নীরে,—ত্রিলোক-ঈশ্বরে
স্বীয়-কুল-কুলবধূ কর্ব্বুর-আলয়
ভুগিতেছে অবিরত যাতনা ভীষণ
নিরখি, বিষাদে মগ্ন, ক্রোধিত হৃদয়,
পূরবে উদিলা রবি লোহিত বরণ।
পড়িল সোনালি-ছটা নীল সিন্ধু-জলে,
স্নাত-কায় সুশীতল বহিল পবন,
নাচিল তরঙ্গরূপে,—যেন কুতূহলে—
প্রচেতা,—অচিরে জানি লঙ্কার পতন।
কুমুদিনী মনোদুঃখে ঢাকিল বদন,
নীহার-নয়ন-বারি ঢালিয়া নয়নে,
পতি-হেরি কমলিনী সমুৎফুল্ল মন,—
শিশিরে শোভিল তরু মুকুতা-ভূষণে,
ম্লান-মুখ চন্দ্রমার করি নিরীক্ষণ
সখেদে ডুবিল তারা বিমান-পাথারে,

পতি-অঙ্ক অনিচ্ছায় করিয়া বর্জ্জন—
যুবতী ঢাকিল আঁখি সলজ্জ অম্বরে।
স্খলিত, দলিত, শুষ্ক কামিনীর মালা
ঘুম-ভাঙ্গা রাঙ্গা আঁখি,—রাজে বাতায়নে,
ললিত রাগিণী-তানে মানস উতলা
বিভুর মহিমা গায় বৈতালিকগণে।
চলিলা সন্ন্যাসি-কুল ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীর শিরোপরে করি সংস্থাপন ;
দ্বিজগণ রক্ত জবা ধরি দুই করে
অর্পিছে তুষিতে রাঙ্গা সহস্র-কিরণ।
ত্রিযামার অবসানে ভীম কোলাহলে
গর্জ্জিলা কর্ব্বুরবৃন্দ প্রচণ্ড বিক্রমে,
সে গম্ভীর নাদ যেন পূর্ণ হলাহলে—
মিলি, বিদ্ধ,—শরোপম সরমা-মরমে।
চমকি উঠিলা সতী উন্মাদিনী-প্রায়,
ব্যাধ-শর-বিদ্ধা যথা সুপ্তা কুরঙ্গিনী,
[illegible] ধাইলা বামা ঘোর আশঙ্কায়
প্রাণোপম সুত-পানে, মণিহারা ফণী,—
নানাস্থান ভ্রমে সতী বিমুক্ত-কুন্তলা,
বসন-অঞ্চল তার লুটায় ধূলায়,
অশ্রু-মুখি, রাঙ্গা আঁখি, বিবশা, ব্যাকুলা,
অশিব-ভাবনা-সিন্ধু অন্তরে খেলায়।

হতাশে পশিয়া কক্ষে নিরখি নন্দনে
"ভূষিত সমর-সাজে পর্য্যঙ্ক-উপর",
পড়িলা, বিটপী যেন ঝটিকা-তাড়নে,
কাঁপিল সরমা-অঙ্গ ভয়ে থর-থর।
মাতৃভক্তি-রসোন্মত্ত অন্তরে তরণী—
বন্দি সে পদারবিন্দ, যুক্ত যুগ করে—
কহে পুণ্য পদ-প্রান্তে "কি হেতু জননি,
ঢালিছ অজস্র অশ্রু অধৈর্য্য অন্তরে?
হের মা, কিরীট শিরে,—সুবর্ণ-মণ্ডিত,
ভূষণ নহে মা, উহা, বিজয়-কেতন,
ইন্দ্র-জয়ী ইন্দ্র-ভূষা এনে ইন্দ্রজিৎ,
প্রীতি-ভরে, দাদা মোরে করেছে অর্পণ।
সাজাইলা ভ্রাতৃবধূ প্রমিলা-সুন্দরী
স্বকরে সমর-সাজে, ধন্য বীরাঙ্গনা,
জ্যেষ্ঠ-তাত অর্পে অসি, রাণী-মন্দোদরী,
পরাইলা মণিময় অলঙ্কার নানা।
তব পুত্র-বধূ করে উলঙ্গ কৃপাণ—
উন্মত্ত, স্বকরে অরি করিতে বিনাশ,
কাঁপায় বীরত্ব-দাপে দিগন্ত, বিমান,
বিদায় প্রদানে হাসি,—মনে রণোল্লাস ;
আর তুমি বীর-পত্নী,-বীরের জননী,
কর্ব্বুরেন্দ্র-ভ্রাতৃ-বধূ, গৌরব-আলয়

ইন্দ্রজয়ী ইন্দ্রজিৎ-পিতৃব্য-ঘরণী,
পুত্র-রণ-বার্ত্তা শুনি ত্রাসিত হৃদয় ।
ছি ছি ! মাতঃ, বড় দুঃখ উপজে অন্তরে,
যার বীর-দাপে-কাঁপে অমর-নিকর,—
হেন বীরে,—যে জননী ধ'রেছে জঠরে,—
সমরের নামে তাঁর ত্রাসিত অন্তর ?
উঠ মাতঃ,—উঠ ত্বরা,—কেশরী-বিক্রমে,—
দীক্ষা দিয়ে রণ-মন্ত্রে,—জাগাও ধমনী,—
কাঁপিবে,—কাঁপিবে,—তব পুত্র-পরাক্রমে
আতঙ্কে লঙ্কার যত শত্রু-অনীকিনী !

সরমা স্ব-নন্দের উত্তেজক বাণী,
উরগ-নিসৃত বিষ অনুমানি মনে,
সুত-অঙ্কে করি কাঁদে স্নেহাবেগে রাণী,
অশিব-ভাবনা দহে দাব-হুতাশনে,
সরমা কহিলা "বাছা, এ কাল সমরে
সজ্জিত, বধিতে কিরে অভাগা জননী ?
দুঃখিনী-অঞ্চল-নিধি স'পে দস্যু-করে
কেমনে ধরিব প্রাণ — কহ যাদুমণি !
হিত-ভাষ শুনাইলে জনক তোমার,
রক্ষো-রাজ-পদাঘাতে হ'য়ে অপমানী,
ত্যজিলা সখেদে যবে সোণার সংসার,
তোমা ধনে বক্ষে নিয়ে রহে অভাগিনী ।

চির-অস্ত হবে রক্ষঃ-গৌরব-তপন
অচিরে মজিবে পাপে মন্দোদরী-পতি
রক্ষো-বংশ-ধ্বংস-তরে রাম-নারায়ণ
অবতীর্ণ ধরাধামে,-কে রোধে নিয়তি ?
ছাড়, ছাড়, রণ-বেশ, অবোধ কুমার,—
কে আছে এ ভবে জিনে জানকী-জীবনে ?
বিষ্ণু, দ্বেষী, মহাপাপী, হ'লে দুরাচার—
কে তারিবে বল বাছা, শমন-তাড়নে ?
কার্য্য নাই এ ঐশ্বর্য্যে, তোমা বক্ষে-লয়ে
শরণ লইব রাম-পদ-কোকনদে,
নিষ্পাপ হইবে দেহ পূজিলে শ্রীহরি,
কি করিবে মোহময় পার্থিব সম্পদে ;
  অশ্রু-পূর্ণ নেত্রে সতী চুম্বি সুত-মুখে
খুলিলা সরমা সর্ব্ব সমর-ভূষণ,
অলঙ্ঘ্য জননী-বাক্যে ভাসি মনোদুঃখে
স্মরিলা মানসে বীর,-পতিত-তারণ।
ভক্তিভাবে মাতৃপদ করিয়া ধারণ
কহিলা তরণী "মাতঃ, এভব সংসারে
জন্ম, মৃত্যু, জন্ম-মাত্র বিধির লিখন,
না হ'তে পরমায়ুঃ-অস্ত কে বধিতে পারে ?
কর্ম্মক্ষেত্র ভবভূমি, নাট্যের ভবন।
যে যার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-সম্পাদন-তরে

বারংবার রূপান্তর করয়ে গ্রহণ,—
কর্ম্মান্তে, নিয়তি মতে, নব বেশ ধ'রে।
কেবা কার পিতা, মাতা, দুহিতা, নন্দন,
কেবা কার শত্রু, মিত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, জায়া,
পরমাত্মারূপে ব্রহ্ম সর্ব্ব-ঘটে রন,
জীবাত্মা উঁহার মাত্র ভ্রমাত্মক ছায়া।
পঞ্চভূত সর্ব্ব-জীব-দেহ-উপাদান,
একাত্মার অংশ যদি রহে সর্ব্ব ঘটে,—
আকার-বিভাগে মোহে জন্মে ভেদ-জ্ঞান,—
মমত্বের ধ্বংস মাত্র একত্ব সংঘটে।
যদি মোর কর্ম্ম-লীলা নাহি হয় শেষ,—
হ'লেও রাঘব বিষ্ণু,—ব্রহ্ম, বিশ্ব-পতি,
পরম পুরুষ তিনি,—নিয়ন্তা, পরেশ,
না আসিতে অন্তকাল বধে কি শকতি?
যদি মম নিয়তির এ অন্ত-সময়,—
বিধি, বিষ্ণু, মহেশ্বর নারিবে রক্ষিতে,—
বৃথা-চিন্তা করি কেন বিষণ্ণ হৃদয়?
মহা জ্ঞানবতী তুমি এ রক্ষো-পুরীতে।
হেরিব নয়নে মাতঃ, রাজিব-লোচন,
শ্যামল জলদ-তনু-গোলক-ঈশ্বর,
চিরারাধ্য পিতৃ-পদ করিয়া বন্দন
পবিত্রিব মোহময় কলুষ-অন্তর!

নিত্য যশোজ্জ্বল লঙ্কা বীর-প্রসবিনী
অভিষিক্ত রথী হ'লে বিমুখ সমরে,
গৌরবিণী মম দোষে হবে কলঙ্কিনী,
শিবা কি জন্ময়ে কভু বাঘিনী-উদরে ?";

অচিরে পূরা'তে ভক্ত-তরণী-বাসনা,
মায়াদেবী প্রবেশিলা সরমা-ভবনে ।
ভুলিল দনুজ-জায়া অশিব-ভাবনা,
জাগিল বিবেক-জ্ঞান মায়া-পরশনে ।

ভক্তিভাবে পুত্র-অঙ্গে রাম-নাম-মালা,
লিখিলা সরমা-সতী, পবিত্র চন্দনে,
"রণজয়ী হও বৎস", বলি আশীষিলা,
নমিলা ভকত-রক্ষঃ জননী-চরণে ।

কক্ষান্তরে পিতৃদেব-পাদুকা-যুগল
অর্চ্চিত কুসুম, ধূপ, দীপ, সচন্দনে,
বারত্রয় প্রণমিলা লোটা'য়ে ভূতল,
বিজ্ঞাপিলা পিতৃ-ভক্তি ত্রিলোকের প্রাণ ।

পুনঃ রণসাজে রক্ষঃ স্যন্দন-উপর
বসিয়া সদর্পে করে ভীম হুহুঙ্কার,
কাঁপিল ত্রিদিবে যত অমর-নিকর,
গর্জ্জিল ভৈরবারাবে জলধি অপার ।

নবম সর্গ সমাপ্ত ।

দশম-সর্গ

—:•:—

স্বর্ণ-লঙ্কা-প্রান্ত-গলে রথ-শ্রেণী-হার
দোলায় চৌদিকে যত রাঘব-বাহিনী,
বিরঞ্জিত স্যন্দনের ধ্বজ-পতাকার
কম্পন-তরঙ্গে খেলে রণ-তরঙ্গিণী।
অশ্ব, করী, রথীকুল, তৃণের মতন
তরঙ্গ-আবর্ত্তে রঙ্গে ভাসিয়া বেড়ায়.
শিবির-আকারে যেন কূর্ম্ম-অগণন
সলিল-উন্নত-শিরে উঁকি দিয়ে চায়।

সীতা-শোকে সন্তাপিত বিষণ্ণ বদন,-
নিষণ্ণ পশ্চিম-প্রান্তে রাঘবেন্দ্রবলী,
সঙ্গে মিত্র-বিভীষণ, অনুজ লক্ষ্মণ ,
অঞ্জনা-নন্দন আর জাম্ববান শূলী।
ভল্লুক-সৈনিক-বৃন্দ শৈল-মালা-প্রায়
বিবিধ আয়ুধ করে নিয়ত সজ্জিত,—
ভীম দর্পে, ভীম তেজে, বীরত্ব-প্রভায়
স্তম্ভিত, প্রদীপ্ত, করে গগন কম্পিত।
পূর্ব্ব দ্বারে মহাবীর নীল-সেনাপতি,
দক্ষিণে অঙ্গদ-সঙ্গে বানর-বাহিনী,—

উত্তরে কিষ্কিন্ধ্যা-নাথ সুগ্রীব সুমতি।
পঙ্গপাল-দল-প্রায় মর্কটের শ্রেণী।
নীলাম্বুর ঊর্ম্মি-সম নিম্না-প্রবাহিত,
স্রোতস্বিনী-স্রোত যথা অবিরাম-গতি,
তেমতি রাঘব-সৈন্য নিত্য নিয়োজিত—
সাধিতে শ্রীরাম-কার্য্য,—তুষিতে শ্রীপতি।
চারি দ্বারে চারি দল প্রচণ্ড বিক্রমে,
হুহুঙ্কারে প্রকম্পিত করিছে গগন,
কোটি-কোটি রথে রথী, পদাতি আক্রমে—
বহির্গত রক্ষোবীরে, কৃতান্ত যেমন।
শোক-মেঘে-আভাহীন রাম-প্রভাকর—
সঞ্চালিয়া রক্ত-স্রোত কামিনী-কারণ,
রণোল্লাস-বিরহিত, সন্তপ্ত অন্তর,
নিরন্তর ঝরে চারু কমল-নয়ন!

অকস্মাৎ লঙ্কা-মাঝে বিজয়-নিনাদ,
সৈনিকের আস্ফালন, কোদণ্ড-টঙ্কার,
করীর বৃংহন ঘোর, অশ্ব-হ্রেষা-হ্লাদ,
বিশ্ব বিনাশিতে যেন রোষে বিশ্বাধার!
শ্রবণে "ভীষণ ধ্বনি" কাঁপায় বিমান—
জানকী-রঞ্জন কহে অঞ্জনা-নন্দনে
"মকরাক্ষ-শোক-বহ্নি না হ'তে নির্ব্বাণ
কে সজ্জিত ঝম্প দিতে রণ-হুতাশনে?

গুপ্তভাবে গুপ্তবেশে পশি লঙ্কাপুরে
সবিস্তার সে বৃত্তান্ত করহ বর্ণন।”
রাম-পদ ধরি শিরে পুলক অন্তরে
“জয়-রাম-” নাদি হনু হ’ল অদর্শন!
সূক্ষ্মতম করি সেই প্রকাণ্ড শরীর
ভীষণ সে তেজঃ-পুঞ্জ গোপনে লুকায়,
জলদ-আবৃত যেন প্রদীপ্ত মিহির,
ভস্ম-সমাবৃত শিব কিম্বা শোভা পায়!
অতি দ্রুত উপনীত হেম-নিকেতনে,
নিরখিলা অগণিত সৈন্য-দল-মাঝে
সুরক্তিম বাজি-যুক্ত নীলিম স্যন্দনে
তারকা-বেষ্টিত যেন চন্দ্রমা বিরাজে,
শঙ্খ-নাদে কাঁপে তার দিগন্ত বিমান,
মস্তকে কিরীট দিব্য, করে তীক্ষ্ণ অসি,
বিবিধ আয়ুধ রথে,—পর্ব্বত প্রমাণ,
তেজে দীপ্ত দিবাকার-কর-লুপ্ত-মসী।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত তার রাজ-আভরণ,
সাজায় কটক ঠাট,—ভুবন অস্থির;
হস্তী, অশ্ব, ধরণীর উজ্জ্বল রতন,
মাতায় বীরেন্দ্রবৃন্দ,—কম্প পয়োধির।
মুখে মাখা মৃগমদ সুগন্ধ কস্তুরী,
নানাবর্ণ মণিহার গলে ঝল-মলে,

নীরদের অঙ্কে কিবা স্থিরা সৌদামিনী,
রত্ন-খণ্ড-সুমণ্ডিত রথ-ধ্বজদলে।
ঘর্ঘরে চলিল রথ, মাণিকের চাকা,
প্রভা প্রভাকর-প্রভা করিছে বিলয়,
কেতনে শমন-অস্ত্র রামনাম আঁকা,
হুঙ্কারি ঘোষিলা বীর শ্রীরামের জয়।
ভুবন-বিজয়ী করে কার্ম্মুক ধারণ,
সদর্পে রথীন্দ্র দিলে কোদণ্ড-টঙ্কার
"তরণী-বিজয়-নাদে" রক্ষোরথিগণ
কাঁপাইলা সুরপুরী, কম্প দেবতার,
এ সুযোগে সিদ্ধ করি স্বীয় মনস্কাম,
স্ব-অঙ্গ বর্দ্ধিত করি পর্ব্বত-প্রমাণ,
লম্ফত্যাগে পড়ে হনু বলি "জয়রাম"
প্রপাতে বসুধা-সতী হ'ল কম্পমান।
শিবিরে পশিয়া প্রেমে অঞ্জনা-নন্দন
নমিলা জানকী-কান্ত শ্রীরাম-শ্রীপদে,
প্রণমিয়া পূজ্যতম ঊর্ম্মিলা-রঞ্জন,
বন্দিলেন নরপতি সুগ্রীব-অঙ্গদে।
বিভীষণে করি প্রীত,—প্রীতি-সম্ভাষণে,
তুষিলেন ক্রমে রঘু-সেনাপতি সবে,
জাম্বুবানে করি তৃপ্ত প্রেম-আলিঙ্গনে,
শ্রীরামের পদ-তলে বসিলা নীরবে।

সস্নেহে হনুর করি মস্তক-আঘ্রাণ
কহিলা মৈথিলী-নাথ স্নেহ-মাখা স্বরে
"কহ বৎস" কোন বীর কাঁপা'য়ে বিমান,
হুঙ্কারি পশিছে রণে ঘোর আড়ম্বরে?"
ভক্তি-ভরে-যুক্ত-করে বন্দিয়া-চরণ
মারুতি কহিলা "প্রভো, শুন, সীতাপতি,
অঙ্গে রঙ্গে খেলে কত শশাঙ্ক-কিরণ
কভু নাহি হেরি হেন রাক্ষস-মূরতি।
পূর্ণ-সুধাকর-সম প্রফুল্ল বদন,
বীরত্ব-প্রতিভা যেন ফুটিয়া পড়িছে,
কমলজ-সুকোমল-দল চুনয়ন,—
বিভু-প্রেম-রসে যেন মগন রয়েছে।
নৃপেন্দ্র-লাঞ্ছিত অঙ্গে বিচিত্র বসন,
ললাটে তিলক, অঙ্গে লেখা রাম-নাম,
অগণ্য সায়কে পূর্ণ সুদিব্য স্যন্দন,
রসনা-উচ্চারে ঘোরে 'জয় জয় রাম।'"
"জয়ব্রহ্ম-সনাতন" অঙ্কিত নিশানে,
সঙ্গে রঙ্গে সাজে কোটি অশ্ব, রথ, হাতী,
পিপীলিকা-শ্রেণী-রথী কাঁপায় বিমানে,
শমন-কিঙ্কর-সম অসংখ্য পদাতি।
সবিশেষ পরিচয় আমি নাহি জানি
"তরণী" উহার নাম শুনিনু শ্রবণে,

রাবণ-আত্মজ হেন বেশে অনুমানি,
অঙ্কে করি সদা রাখি এ বাসনা মনে।
ছুটিল শ্রীরাম-মনে স্নেহ-প্রস্রবণ,
হইল রোমাঞ্চ তনু,—অবশ শরীর,
কাঁদিল কোমল প্রাণ, ঝরিল নয়ন,
বিভীষণে ক্ষুণ্ণ মনে কহে রঘুবীর,
"কহ মিত্র কোথা বাড়ী, কাহার নন্দন,
কি সম্পর্ক তার হয় লঙ্কা-অধিশ্বর,
কেমন প্রকৃতি তার, বীরত্বে কেমন ?
বিবরিয়া পরিচয় কহ মিত্রবর।"
উত্তরিল বিভীষণ "শুন রঘুপতি,—
বিষ্ণুভক্ত, মহাবীর, রাবণ-পালিত,
রক্ষেন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র, নৈকট্য সে জ্ঞাতি,
যার রণে সুরাসুর সতত ত্রাসিত।
নানা শাস্ত্রে পারদর্শী, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ,
লঙ্কেশের প্রাণ-সম,—রক্ষঃ-ইন্দু মানে,
রাজভক্ত, শান্ত চিত্ত, সুচারু দর্শন,—
করিবে সমর সবে অতি সাবধানে।
তরণী-সদ্গুণ-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
কহিলা শ্রীরাম তবে অনুজ লক্ষ্মণে,—
"হেন বিষ্ণু-ভক্তে স'পে শমন-সদন,
কি সুখে, এ শূন্য প্রাণ রাখিব ভুবনে ?

ত্যজিব জীবন ভাল নীলাম্বুর জলে,
সঁপিব সীতায় ঘোর পাতকীর করে,
তবু ভক্ত-অঙ্গ দহি তীব্র শরানলে,
বিজয়-বাসনা মম নাহিক অন্তরে;
হায়! আমি বৃথা করি জলধি-বন্ধন,
তুচ্ছ নারী-তরে আসি এ ঘোর সংগ্রামে
কত যে অমূল্য রত্ন দিনু বিসর্জ্জন,
কলঙ্ক অর্পিনু রঘু-অকলঙ্ক-নামে।"

এত বলি কেঁদে রাম ফেলি ধনুর্ব্বাণ—
উপবিষ্ট ত্যজি সর্ব্ব সমর-ভূষণ,
কহিলা শ্রীরামে তবে মন্ত্রী-জাম্বুবান
"দয়ার আধার প্রভো, ব্যাপ্ত ত্রিভুবন।
কি বুঝাব, নিজে জ্ঞানহীন পশু-জাতি,
তুমি ব্রহ্ম, সর্ব্ব ঘটে বিরাজ চিন্ময়,
কায়া-ভেদে হেরি মাত্র বিভিন্ন মূরতি,
ভক্তাভক্ত-স্রষ্টা তুমি, তোমাতেই লয়!
ভক্তের নিয়তি যদি, এ অন্ত-সময়,
তোমার কি অপরাধ,—উপলক্ষ তুমি,
নিজে নিজ-মৃত্যু জীব টেনে অঙ্কে লয়,—
নিয়ন্তা বা বিধানের তুমি অধিস্বামী।
এক দিন যে বিধান করেছ স্থাপন,
লঙ্ঘিতে না পারি তাহা ধর নরকায়,

নৈলে এ ব্রহ্মাণ্ড যেই করেছে সৃজন,—
সে কি দীন বেশে নাথ, বিপিনে বেড়ায়?
লভেছ জনম এবে ক্ষত্রিয়ের কুলে,
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম রক্ষা,—উচিত তোমার,
যুদ্ধ-নীতি রণ-ক্ষেত্রে ভাসা'লে অকূলে,
এ অকীর্ত্তি চিরকাল ঘোষিবে সংসার।
তোমার আশ্রিত যত রাঘব-বাহিনী,—
রণাদেশ-প্রতীক্ষায় রয়েছে নীরবে,
না দিলে সমরাদেশ রক্ষঃ-অনীকিনী—
নির্ব্বিরোধে একে, একে বিনাশিবে সবে!
তোমার সমক্ষে তব স্নেহাশ্রিত জন
থাকিতে বিপুল শক্তি,—হবে হত-প্রাণ,
আর তুমি ক্ষত্র হ'য়ে করিবে দর্শন,—
এই কি বৈদেহী-নাথ,—নীতির বিধান?
অতএব বৃথা চিন্তা কর পরিহার,
স্বকরে করহ প্রভো, কার্ম্মুক ধারণ,
হের, ঐ রক্ষঃ-সৈন্য করি মার-মার
আসিছে কৃতান্ত-সম ভীষণ দর্শন,
জাম্বুবান-হিত-কর শুনিয়া বচন—
পুলক-পূরিত-মনে প্রশংসিলা সবে,
শ্রীরাম সমরাদেশ করিলা অর্পণ,
মাতিল রাঘব-সৈন্য সমর-উৎসবে!

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ

—•:•:•—

সমর-দুন্দুভি বাজে স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে—
কাঁপাইয়া নীর-নিধি, সুনীল গগন,
মৃদঙ্গ, দামামা, কাড়া, শঙ্খ, শিঙ্গা-সুরে-
কম্পিত প্রান্তর, গিরি, বন, উপবন !
লক্ষ-লক্ষ জয়-ঢকা, কাংস্য করতাল,
সানাই, সমর-ভেরী, জগঝম্প, ঢোল—
স্বনোন্মত্ত, ত্রাস-গতি শ্বাপদের পাল,
আতঙ্কে মৃগেন্দ্র পায় মাতঙ্গের কোল
ভিন্দিপাল, শেল, শূল, মুষল, মুদ্গর,
পরশু, পট্টিশ, গদা, অসি, খরশান্,
সজ্জিত রাক্ষসবৃন্দ,—সংহারের চর,
বিবিধ আয়ুধে যেন বীরত্ব-নিশান।
অশ্বারোহী, গজচর, স্যন্দন-বিহারী,
নানাবর্ণ হয়, হস্তী, সঙ্গে রঙ্গে চলে,
সিংহনাদে সুরবৃন্দ কাঁপে থর-থরি,
ভীত-প্রাণ জলচর প্রবেশে অতলে।

পঙ্গপাল-দলে যথা আবরে মেদিনী,
পশিল সমরে যত কর্ব্বুর দুর্ব্বার,
কোদণ্ড-টঙ্কারে বিশ্ব-লয় অনুমানি—
গর্জ্জিল ভীষণ রবে জলধি অপার।
তারকা-বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর,
স্যন্দনে সম্মুখ-গামী সৈন্য-মধ্যভাগে—
"রাম-জয়" ভীমনাদে কাঁপায়ে অম্বর—
তরণী স্মরিলা রামে প্রেম-অনুরাগে।
ভীষণ নিনাদে তার রঘু-সৈন্যগণ—
প্রকম্পিত মনে কত পড়ে রসাতলে,
শ্মশানের "রামধ্বনি" শ্রবনে যেমন—
অন্তিম-আতঙ্কে নর কম্পিত ভূতলে।
কান্ত-শশধর-কান্তি চিত্ত-বিনোদন,
অন্তরে তরঙ্গ-লীলা প্রেম-পয়োধির,
গাম্ভীর্য্য নগেন্দ্র-সম,—নেত্র-প্রলোভন,
চারুচিত্র-শালা যেন নিসর্গ-রাজ্ঞীর।
হেরি রক্ষঃ,—সীতা-কান্ত বাৎসল্যে মগন,
কাঁদিল কোমল প্রাণ, রোমাঞ্চ শরীর,
নীহার-স্নেহাশ্রু-সিক্ত কমল-নয়ন,—
বিভীষণে, ক্ষুণ্ণ মনে, কহে রঘুবীর—
"চৌদিকে নেহারি মিত্র, নানা অলক্ষণ,
নিমগ্ন মানস মম ঘোর নিরাশায়,

অবিরত বাম নেত্রে স্পন্দন-পীড়ন,
বিষাদের সিন্ধু যেন অন্তরে খেলায় ;
সমীরণ স্বনে কর্ণে কি যেন হারাই,
অমঙ্গল অট্টহাসি বিকট আননে—
ক'রে নৃত্য, কহে ভীমা "কি যেন কি নাই,
বিহিত বিধান কর,—বাহিনী-রক্ষণে।"
আশ্বাস-ভাষণে তুষি জানকী-রঞ্জনে—
কহিলেন বিভীষণ "রঘু-রথিগণ,
রাঘবে বিষণ্ণ হেরি,—কেন ক্ষুণ্ণ মনে ?
দ্বিগুণ বিক্রমে রক্ষে,—কর আক্রমণ।
জ্বালাও সমর-বহ্নি দাবানল প্রায়,
কাঁপাও,—বীরত্ব দাপে সিংহল-গগন,
উড়াও,—যশের ধ্বজা,—বীর-প্রতিভায়,
দাঁড়াও, সম্মুখ রণে—কৃতান্ত যেমন।
প্রতিরথী-সনে রক্ষ সৈন্য চক্রাকার
ক্রমে আক্রমণে কর,—রক্ষঃ-দল-ক্ষয়,
আতঙ্কে কম্পিত-অঙ্গ কর বসুধার,
ত্রিভুবন গণে যেন,—আগত প্রলয়!"
সে ভীষণ উত্তেজক বিভীষণ-বাণী
শ্রবণে,—রাঘব-সৈন্য করে সিংহনাদ,
রণমদে সমুন্মত্ত রাঘব-বাহিনী,
দাশরথি ক্ষুণ্ণ-মতি, গণে পরমাদ।

নীল-গিরি-সম-কান্তি বিচিত্র দর্শন—
ধাইল বীরেন্দ্র নীল সসৈন্যে, সবলে
বিটপী, পর্ব্বত করে,—সমর-প্রাঙ্গন
সমাকীর্ণ হ'ল যেন অনন্ত অচলে।
মুহুর্মুহু অবিরাম পাদপ-পীড়ন,
বক্ষে বক্ষ, মুণ্ডে মুণ্ড,—হানে পরস্পর,—
ঘন ঘন আস্ফালনে ধ্বনিত গগন,—
অচিরে ঘর্ম্মাক্ত নীল,—অশক্ত কাতর।
শৈল-অঙ্গে গৈরিকের যথা নিস্বরণ,—
নাসারন্ধ্রে রুধিরের বহে নির্ঝরিণী,—
বীর-চূড়া-মণি নীল,—লোহিত বরণ,—
তরণী-পবনে উড়ে মর্কট-বাহিনী।

বৃষস্কন্ধ কিস্কিন্ধ্যার সুগ্রীব-নৃপতি
দীর্ঘ-গ্রীব,—উচ্চৈঃশ্রবা-হয়-গ্রীব-সম,
ভীম গদা করে,—হেরি নীলের দুর্গতি
আক্রমিল রক্ষঃ-সিংহে,—কৃতান্ত-উপম।
গম্ভীরে জীমূত যথা গরজে অম্বরে,—
গর্জ্জিলা কর্ব্বুর-হরি প্রকোপে ভীষণ,
গদার সম্পাতে ঘন স্বন ভয়ঙ্কর,—
তড়িদ্দাম-সম-দ্রুত অগ্নি উদগীরণ।
অবিশ্রান্ত ভীম দন্তে দন্ত-সংঘর্ষণ,—
পদ-নিপীড়িতা মহী, কম্পিতা, অধীরা,—

কুণ্ড-চক্রাকার-দ্রুত দেহ-আবর্ত্তন—
সমুত্থিত ধূলি,—রোধে প্রভাব দৃষ্টির !
তুহিনাদ্রি-শির-স্থিত মত্ত পঞ্চানন—
প্রমত্ত বারণে যথা দলি হুহুঙ্কারে,
কর্ব্বুর-কেশরী করি ঘোর নির্য্যাতন—
সুগ্রীবের বক্ষোপরি সিংহনাদ ছাড়ে।
ভূপতিত নৃপতির দুর্গতি দর্শনে
ক্রোধারুণ-নেত্রে বীর অঞ্জনা-নন্দন
জলদ-গম্ভীর-নাদে কাঁপায়ে গগনে
প্রচণ্ড বিক্রমে রক্ষে করে আক্রমণ।
নিরখি সহাস্য মুখে কহে নিশাচর—
"মৃত্যু-ভয়ে পিপীলিকা বিহরে অম্বরে,
শঙ্খিনী-বিবরে পশে,—ভ্রান্ত কাকোদর,
আয়ুঃ-হীন-মৃগ স্পর্শে কেশরী-কেশরে।
উড়ুপে সাগর-ত্রাণ হয় কি সম্ভব ?
পঙ্গুর বাসনা কেন,—গিরি-উল্লঙ্ঘনে ?
সাজে কি কোকিল-নীড়ে,—কাকের উৎসব ?
কেন যাবি মতি-ভ্রান্ত,—কৃতান্ত-সদনে ?"
বিদ্রূপ-ব্যঞ্জক-ভাবে হাসিয়া মারুতি—
কহিলা "রাক্ষস-জাতি বচনে পণ্ডিত,
আড়ম্বর-পূর্ণ বাণী,—রাক্ষস-প্রকৃতি,—
বক্তৃতায় উচ্চ জানি, কার্য্যে বিপরীত।

রাম-রণ-তরঙ্গিনী-অসিত-সলিলে—
নিয়তি-আবর্ত্ত-চক্রে, ডোবে নিশাচর,
কোন লাজে বল, সিংহ-আবাসে,—অচলে
মাতঙ্গের মদগর্ব্ব,—স্পর্দ্ধান্বিত স্বর ?"
কহে রক্ষঃ,—জ্বলি তীব্র গ্লানি-হুতাশনে-
"রাম-সঙ্গে বর্ব্বরতা না খণ্ডে বর্ব্বরে,
মলয়ে চন্দন-সার ধরে ক্রমগণে,
বংশ কিন্তু বংশ-দোষ কভু নাহি ছাড়ে" !"
এত বলি মহাবলী রক্ষো-ধনুর্দ্ধর—
লম্ফত্যাগে শত্রু-ব্যূহ-অন্তরে পশিল ;
হর্য্যক্ষ আক্রমে যথা প্রমত্ত কুঞ্জর,
আঞ্জনেয়-রণ-রঙ্গে,—সরোষে মাতিল।
মহীরুহ বিঘূর্ণনে ভীম প্রভঞ্জন—
বহিল প্রবল বেগে,—উড়িল বাহিনী,—
ধ্বনিল গগনে ধ্বনি "সন্, সন্, সন্",
প্রপাতে,—বহিল বেগে রক্ত-তরঙ্গিনী।
ঘূর্ণা-বাতে চূর্ণ-কায় যেমতি ভবন,
পড়িল মর্কট-সিংহ রাক্ষস-বিক্রমে,
প্রমত্ত বারণ যথা দলে তৃণ-বন,
দলিত বানর-বৃন্দ,—অনন্ত-বিরামে।
সমুজ্জ্বল অগ্নি-অঙ্কে যে দ্রব্য অর্পিত,
বিপরীত কৃষ্ণ-কায়,—সুষমা বিহীন,

রক্ষো-রণ-অগ্নি-বক্ষে হ'য়ে নিপতিত—
অঙ্গদ, সুসেন, নল,—নিষ্প্রভ, মলিন।
স্ব-তেজে তিমির-পাশ ছেদিয়ে যেমন,
প্রভাতে উদিত রক্ত-নেত্র দিবাকর,
দলিয়া বিপক্ষ-পক্ষ,—অরি-নিসূদন—
তরণী সম্মুখগামী,—কর্ব্বুর-ভাস্কর।
  কৃতান্ত-উপম রিপু হেরি বিদ্যমান
লক্ষ্মণ হানিলা গদা রক্ষো-বক্ষোপরে,
তরণী "শ্রীরাম-জয়ে" কাঁপায়ে বিমান—
কহে ক্রুদ্ধ ক্রোধান্বিত কম্পিত-অধরে,—
"ধন্য ক্ষত্র-কুল-গ্লানি ঊর্দ্মিলা-রঞ্জন,
আমি নহি শূর্পনখা,—নিরাশ্রয়া নারী,
বীরত্ব দেখাবি,—ক'রে অবলা-পীড়ন,
ইক্ষ্বাকু-কুলের ধ্বজা,—আহা,—বলিহারী!
এ রক্ষঃ-সমরে যম, যম-সম গণে,
ইন্দ্র ধায় মহাত্রাসে বৈজয়ন্তী হ'তে,
কি সাহসে এলি রক্ষঃ-সমর-প্রাঙ্গনে—
তারা-প্রায় ঊর্দ্মিলারে দেবরে অর্পিতে?"
  উত্তরিলা বীরদাপে সৌমিত্রী সুমতি—
"যুবতী যে কুলাঙ্গনা বিজন কান্তারে—
মোহিতা কুসুম-শরে,—হেরি পর-পতি,
"নাক কাটা" যোগ্য-খ্যাতি তাহার সংসারে।

ভ্রাতৃ-করে নিজ রাজ্য, শত্রু-করে জায়া,
গুরুতর কর্ত্তব্যতা উদ্ধার-সাধন,
কিস্কিন্ধ্যার চিত্রে দেখ,—রাজ-নীতি ছায়া,
লঘুতর পাপ বলি,—বালী-নিসূদন।
উৎকলে দেবর পতি,—শাস্ত্রের বিধান,
মর্কট-কুলের উহা আছে চিররীতি,
পরম পণ্ডিত রাম,—করুণা-নিদান,
রাক্ষসে বুঝিবে কিসে রাম-রাজ-নীতি ?
মানীর মর্য্যাদা-বোধ,—মানীর সদন,
ইতরে কি জানে কভু,—মহিমা উহার,
চন্দ্র-চূড় করে শিরে চন্দ্রমা-ভূষণ,
সে চন্দ্রে কবলে গ্রাসে রাহু দুর্নিবার।"

জলদ-প্রতিম স্বনে কহে ইন্দু-পতি
"নীতি-শাস্ত্র ধর্ম্ম-মর্ম্ম উচ্চ আলোচনে
তোর সঙ্গে নিরর্থক, রে ভীরু, দুর্ম্মতি,
কে বলে ধর্ম্মের নীতি তস্কর-সদনে ?
ভুবন-বিদিত যার যশঃ—সমুজ্জ্বল,—
অকলঙ্ক রক্ষো-বংশ সম্মুখ-সংগ্রামে,—
ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত দিব প্রতিফল,—
বর্ব্বরতা দোষ যেন দমে পরিণামে।"

এত বলি মহাবলী কর্ব্বর প্রবল
হানিলে সৌমিত্রী-বক্ষে মুষল ভীষণ—

ইন্দ্র-বজ্রে পড়ে যথা মৈনাক-অচল,—
সশব্দে পড়িলা ভূমে সুমিত্রা-নন্দন।
অন্তরীক্ষে দেব-বৃন্দ করে পলায়ন,
ভয়ে ভীত দিন-পতি জলদে লুকায়,
হাহাকারে কাঁদিলেন রাম-বিভীষণ,
ভ্রাতৃ-অঙ্কে,—কম-অঙ্গ ধরণী-লুটায়!
হতজ্ঞান জাম্বুবান আদি মহারথী
ছিন্ন-মূল দ্রুম-সম পতিত ভূতলে,
গত-প্রাণ মত্ত হস্তী, বিরথ সারথি,
সমরে প্রবল রক্ত-প্রবাহিণী চলে।
বিলুপ্ত খদ্যোত যথা তপন-কিরণে,—
ক্রমে যত রঘু-রথী হ'ল অদর্শন,—
সতেজে সমরাচলে আরক্ত নয়নে—
উদিল,—রক্তিম-আভ কর্ব্বুর-তপন।
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন-অন্বিত শ্যামল
বিমল মাধুরী রাম-দেহ-লতিকায়,—
অমিয় অন্তর-দ্যুতি বদনে উজ্জ্বল,—
পূর্ণ-শশধর-কান্তি চরণে বেড়ায়;
হেরি রক্ষঃ প্রেম-পূর্ণ সজল নয়নে
বন্দিলা বিরিঞ্চি-বন্দ্য নিত্য-নির্ব্বিকার,-
বিভীষণে পূজে মনে ভকতি-চন্দনে,—
আতঙ্কে কম্পিত-অঙ্গ স্বর্গে দেবতার।

অন্তরীক্ষে আখণ্ডল চিন্তায় বিহ্বল,
ভক্তিভরে যুক্ত-করে ভাবে মহামায়া,
"তরণী-নিধন-আশা হইল নিষ্ফল,
স্বগুণে বিপদে মাতঃ, দেহ পদ-ছায়া।"
নিয়তি-রূপিণী কালী মহামায়া-রূপে,
পশিল তরণী-হৃদে হেরি অন্তকাল,
ডুবিল বিবেক-জ্ঞান মত্ততার কূপে,
ধরিল ভীষণ মূর্ত্তি,—কালান্তের কাল।
রুদ্র-বলে ভীম শূল করি উত্তোলন—
ত্রিশূলীর প্রায় ধায় মহাক্রোধে জ্ব'লে,
অন্তিমে ভীষণ কায় কৃতান্ত যেমন,
কাঁপিল সভয়ে বিশ্ব, বাসুকি পাতালে।
রক্ষো-রথ হ'তে বিষ্ণু হ'ল অন্তর্দ্ধান
গর্জ্জিল অরক্ষ-বৃন্দ ভীষণ আক্রোশে
মাতিল রাঘব-রথী কাঁপা'যে বিমান,
লাগিল শ্রবণে তালি কোদণ্ড-নির্ঘোষে !
মৃগেন্দ্র আক্রমে যথা প্রমত্ত কুঞ্জরে,
কোপান্ধ রাক্ষস গর্জ্জে মহাভয়ঙ্কর।
ভীষণ ত্রিশূলাঘাতে রাঘব কাতরে—
পড়ে যথা বজ্রাহত মন্দার-শিখর।
বহিল কোমল-অঙ্গে রক্ত-নির্ঝরিণী,
বহু ক্ষণে সচেতন জানকী-রঞ্জন,

কোদণ্ড-টঙ্কারে কাঁপে রাক্ষস-বাহিনী
রণে মত্ত যমোপম বালী-নিসূদন।
দশ-দিশি অন্ধকার জলদ-গর্জ্জন,
সঘন অশনি-নাদে কম্পিতা মেদিনী,
তাড়িত স্ফুরিতে ধাঁধে,—অশক্ত দর্শন,
ভীম প্রভঞ্জন-স্বনে আকুল সেনানী।
প্রাবৃটের বারিধারা-বর্ষণে যেমন
মুহুর্মুহু অগণিত সায়ক-পতনে
শোণিতাক্ত, ত্যক্ত-প্রাণ রাম-রথিগণ,
লক্ষ-লক্ষ চলে দ্রুত শমন ভবনে।
চৌদিকে রাঘব-সৈন্য-শোণিত-ধারায়—
বহিছে তরঙ্গময়ী রক্ত-তরঙ্গিনী,—
সন্তরিছে হস্তী, অশ্ব,—তরঙ্গের ঘায়—
ক্ষণে ভাসে, ক্ষণে ডুবে, রাঘব-বাহিনী।
শকুনি, গৃধিনীকুল পুলকে পূর্ণিত .
পাক-সাটে তাড়াইছে সম-লোভী জীবে,
শিবার বিকট নাদে গগন ধ্বনিত,
দশনে টানিছে রথী সজীব, নির্জ্জীবে।
অচিরে সমর-ক্ষেত্র,—প্রেত-ক্ষেত্র-প্রায়,
হর্ষোন্মত্ত ভূতগণ "হাহা-হিহি"-রবে,
রঙ্গে ভঙ্গে নৃত্যশীল-কবন্ধ বেড়ায়,
প্রেতের প্রভাব ঘোর বীভৎস-উৎসবে

প্রলয় প্রারম্ভ জানি কাঁপিল মেদিনী,
গর্জ্জিল অনন্ত-সিন্ধু মহা ভীমাকার,
চিন্তিত ত্রিদশ-নাথ,—স্মরিলা শিবানী,
এ বিপদে মহামায়া,—কর সমুদ্ধার।
কহে মায়া শচীকান্ত,—রহ সুস্থমন,
অতি দ্রুত তরণীর এল অন্তকাল,
"বিষ্ণু হ'তে ভক্ত বড়,—অজেয় ভুবনে",
প্রদর্শিতে,—দামোদর ক্ষেপে মায়াজাল
নবীন শ্যামল-কান্তি রাম-জলধর
তরণী-সায়ক-নব-তপন-কিরণে
ধরিল অরুণ-আভা,—বিচিত্র সুন্দর,
শৈলেন্দ্র রক্তিম যথা গৈরিক-ক্ষরণে।
সঘনে কম্পিত অঙ্গ,—কহে বিভীষণে—
"অতি অলক্ষণ মিত্র, এ রক্ষঃ-সমরে,
বিহিত বিধান কর রক্ষো-নিবারণে,
রথি-হীন নহে হব এ অরাতি-করে।
প্রবল কর্ত্তব্য-রূপি-ভীম-প্রভঞ্জন
স্নেহের নীরদে যেন বেগে উড়াইল,—
রক্ষো-হৃদাকাশে জ্বলি দামিনী যেমন
তাড়িতে ত্বরিত-জ্ঞান-নয়ন ধাঁধিল!
কম্পিত অধরে রামে,—কহে রক্ষো-বীর
"ব্রহ্মাবরে রক্ষঃ-সিংহ মহাবলবান,

ত্রিভুবন এর রণে কম্পিত অস্থির
"ব্রহ্ম-বাণে, তব করে,—তরণী-নির্ব্বাণ"।
"ব্রহ্মবাণ" উচ্চারণে রাক্ষস-অন্তর
পদ্ম-পত্র-নীর-প্রায় সঘনে কাঁপিল,
অচল-হৃদয়ে দ্রুত স্নেহ-নীরধর—
বর্ষণে,—নয়ন-কোণে অশ্রু সঞ্চারিল,—
কাঁদিল পরাণ,—স্মরি নন্দন-বদন,
ইন্দুমতী সুত-জায়া স্মৃতি-দরপণে
নিরখি, অলক্ষ্যে বীর আবরে আনন,
দমিলা হৃদয়াবেগ অশেষ যতনে।
মিত্রে সচঞ্চল হেরি ত্রাসে রঘুপতি—
কহিলা "তুমি হে বন্ধু,—এ বিপত্তি-কালে,
তোমার দয়ায় যদি পাই অব্যাহতি,—
নতুবা ডুবিবে রাম রণ-সিন্ধু-জলে।
এতবলি মহাশূর কোদণ্ড-টঙ্কারি—
ব্রহ্মবাণ চাপে যবে চাপিল সুমতি,—
গর্জ্জিল ভীষণ অস্ত্র অনল উগরি,—
বাণ-অগ্রে সূক্ষ্মরূপে রাজে মৃত্যু-পতি।
স্বীয় মৃত্যু-বাণ হেরি তরণীর মন
কাঁপিল সভয়ে,—বীর ছাড়িলা নিশ্বাস,—
স্মরিলা অন্তিম জানি সরমা-চরণ,—
ইন্দুমতী-মুখ-ইন্দু ভাবিয়া হতাশ।

কহিলা, তরণী খেদে, "ক্ষত্র-চূড়ামণি,
হেন বীর্য্য বল নিয়ে রক্ষঃ-সনে রণ,
একশূলাঘাতে ভীরু,—পড়িলা ধরণী,
লক্ষ শূল বক্ষে মম তৃণের পীড়ন,
চির-অনাতঙ্ক-হৃদি-নগেন্দ্র-বিবরে
এত দিনে শঙ্কা-ফণী কৌশলে পশিল,
প্রমত্ত বারণ-দন্ত বিধি-চক্রে প'ড়ে
মৃণালিনী-আকর্ষণে, অকালে ভাঙ্গিল।
সপ্ত জন্ম তপস্যায় মিত্র-বিভীষণ—
বিপদ-বারিধি-ভেলা, বিধি মিলাইল,
মৃত্যু-সাক্ষ-দাক্ষা-মন্ত্রে করে পরিত্রাণ,
শিবার বীরত্ব-ধ্বজা সিংহলে উড়িল।
অন্ধের নয়ন-মণি-সিন্ধু-নিসূদন—
"অজাত্মজ" পিতা করে অজত্ব-বিকাশ,
বালী-গুপ্ত হত্যাকারী সুপুত্রে তেমন—
"অজ-কুল-কৃত্তিবাস" করিলে প্রকাশ।
দ্বিতীয়,—ডঙ্কার ধ্বনি,—লঙ্কার সমরে,—
সমুত্থিত ভীমরবে,—তরণী-নিধনে,—
যার যশঃ-রবি দীপ্ত অখিল সংসারে,—
সে কি রে ডড়ায় ভীরু, "অনন্ত-শয়নে?"
নিমিষে সে বাণ-বহ্নি কালানল সম—
ছাইল বিমান পথে;—ঘোর ধূমাবৃত—

বজ্র-সম তরণীর ভেদিল মরম,
সর্ব্বাঙ্গে বহিল ঘোর শোণিতের স্রোত।
তত্ত্ব-জ্ঞান জনমিল সুকৃতির ফলে,
হেরিলা অন্তিমে রামে,—বিষ্ণু-অবতার,
তরণী শমন-জয়ি-রাম-নাম ব'লে—
ছাড়িল অরক্ত-দেহ,—পার্থিব আকার!
ভীষণ সে শোক-বহ্নি হ'য়ে প্রজ্জ্বলিত—
গ্রাসিতে আগত যেন রক্ষঃ-বিভীষণে,—
চৌদিকে নেহারে ধূম-তমসা-আবৃত
নিরাশা-ভ্রুকুটি রাজে করাল বদনে।
হিমাধার সম যেই ধৈরয-আলয়
শোক-ভূকম্পনে আহা! সঘনে কাঁপিল,
শূন্য প্রাণে, শূন্য জ্ঞানে, আকুল হৃদয়,—
"হা পুত্র" বলিয়া রক্ষঃ ভূতলে পড়িল।
"হায় কি করিলে মিত্র, মৃত্যু-সন্ধি বলি?
প্রাণের তরণী মম হৃদয়ের ধন,
মিত্র-পুত্র, ভক্ত বধি কলঙ্কের কালী
নির্ম্মল ইক্ষ্বাকু-কুলে করিনু অর্পণ?
এর চেয়ে শত গুণে তরণীর করে
ছিল শ্রেয়ো,—রণ-ক্ষেত্রে,—অনন্ত-শয়ন,
কি ফল এ অনুতপ্ত ছার দেহ ধ'রে,
দুরাশা-মোহিনী-মোহে অকৃতি-ভাজন"।

এতবলি রামচন্দ্র ফেলি ধনুর্ব্বাণ
ভীষণ শোকের অঙ্কে পড়িলা ভূতলে,
বিগলিত অশ্রু-ধারা—আকুলিত প্রাণ,
ভাসিল ঊর্ম্মিলা-কান্ত বিষাদের জলে।

পড়িল রাক্ষস-দলে ঘোর হাহাকার।—
শোক-সিন্ধু-নীরে-মগ্ন রাঘব-বাহিনী,
গরজে সঘনে ঘন শোক-পারাবার,
কাঁদিলা আকুল-প্রাণে লঙ্কা-বিষাদিনী!

নাদিল দুন্দুভি-ধ্বনি বৈজয়ন্তী-পুরে,
নাচিল দিগ্বধূ-বৃন্দ আমোদে অধীর,—
মাতিল উৎসব-মদে অমর-নিকরে
হেরি চির-রাহু-গ্রস্ত কর্ব্বুর-মিহির।

রক্ষো-রাজ শিরঃ-স্থিত কিরীট সুন্দর
সহসা পড়িল খসি,—স্মরিলা শঙ্করে!
সরমার হাহাকার-পূর্ণ সৌধোপর
অমঙ্গল সংঘোষিল শকুনি-নিকরে।

কনক-প্রতিমা যেন, প্রাসাদ শিখরে,
রণ-ক্ষেত্রে-গত-নেত্র, অচঞ্চল,—স্থির,
তড়িদ্দ্যুতি ইন্দুমতী আকুল অন্তরে—
গ'ণেছে তরঙ্গ যেন রণ-জলধির;
বিন্দু-বিন্দু অশ্রুবিন্দু শোভিল বদনে
নিশার কমলোপরি হিম-কণা-সম

ক্লান্ত,—সুধা-কর-কান্তি,—কল্পনা-নয়নে—
হেরি,—ভ্রান্ত নিয়তির প্রকৃতি নির্ম্মম।
অকস্মাৎ সমুত্থিত অমঙ্গল ধ্বনি,
সঙ্গে-সঙ্গে যূথ-ভ্রষ্ট মাতঙ্গ যেমন—
হাহাকারে ধায় যত রাক্ষস-বাহিনী,
লঙ্কাপুরী শোকাম্বরা করিলে ধারণ,—
সেধ্বনি অশনি-সম পশিয়া শ্রবণে—
তাড়িত-প্রবাহ-প্রায়,—রোধিল ধমনী,
ইন্দুমতী ম্লান-দ্যুতী, কম্পিত চরণে
দাঁড়াইলা,—বাণ-বিদ্ধা-সুপ্তা কুরঙ্গিনী ;—
আলু-থালু মুক্ত-কেশ,—যেন উন্মাদিনী।
বিষাদিনী হেরে ঘোর রক্তিম নয়নে—
ভীষণ তমসাময়ী শোকের যামিনী
গ্রাসিছে যেন রে বিশ্ব,—করাল বদনে—
অসীম, অনন্ত,—সেই ঘোর অন্ধকার,
চৌদিকে ধ্বনিছে বায়ু,—নাই, নাই, নাই,
অমনি চমকি সতী,—করিয়া চীৎকার,
কহে দিয়ে করতালি,—নাচি ধাই-ধাই,—
"ঐ আছে!—জ্যোতির্ম্ময় দিব্য বেশধারী,'
দেবেন্দ্র দোলায় গলে মন্দারের হার,
উলু দেয় দিগঙ্গনা দাঁড়াইয়া সারি,
কি অপূর্ব্ব ছবি আহা! হৃদি-দেবতার!

দিব্য শঙ্খনাদে তৃপ্ত যতেক অমর,
ঐ যে স্যন্দনে,—হাসি-লহরী খেলায়,
প্রফুল্ল বদনে দীপ্ত পূর্ণ সুধাকর,
ঐ যে নয়ন-কোণে কহিছে আমায়,
"এস, এস প্রেমময়ি,—হৃদয়ের রাণি,
জীবন-সঙ্গিনী মম,—প্রফুল্ল বদনে,
ত্যজিতে কি পারি তোমা দিবস-যামিনী,
চির-অঙ্ক-লক্ষ্মী তুমি,—জীবন-মরণে।
কি মধুর। কি মধুর। সম্মোহিনী বাণী।
কেড়ে নিল অলক্ষিতে মনোবুদ্ধি-প্রাণ,
রূপ রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ-সঞ্চারিণী
সঞ্জীবনী-শক্তি যেন হয় তিরোধান।
ঐ যে ছুটিল রথ বিদ্যুৎ-গমনে
ক্রমে ঊর্দ্ধপানে,—খর্ব্ব,—ক্রমে খর্ব্বকায়,
মিশিল,—মিশিল বুঝি, অনন্ত-গগনে
চিরতরে চারু ছবি,—দিব্য নীলিমায়,—
দাঁড়াও,—দাড়াও নাথ,—নবীন নীরদ,—
এই যে উড়িল তব দাসী ;—চাতকিনী"
বলিমাত্র বৃন্ত-চ্যুত ইন্দু-কোকনদ
বিশুষ্ক গড়ায় ভূমে,—সুবর্ণ-নলিনী।

সমাপ্ত।

গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী-কাব্য

বা

পদ্য-কাদম্বরী

(প্রথম ভাগ)

"ইন্দুমতী"-কাব্য

প্রণেতা—

শ্রীরসিকচন্দ্র রায় মহাশয়

সাহিত্যার্ণব-কবিরত্ন-প্রণীত।

কলিকাতা

৮নং লাট্টু বাবুর লেন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

মূল্য ১।০ মাত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ দে,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌,
৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌,—কলিকাতা।

উৎসর্গ।

বিক্রমপুর তারপাশা-মহাশয়-বংশের

শেষ-প্রতিভাপন্ন জমিদার

সঙ্গীত-সাহিত্যানুরাগী দান-বৎসল

পুণ্য-চরিত আদর্শ-মহাত্মা

স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র রায় মহাশয়

পিতামহ-দেবের

পবিত্র চরণোদ্দেশে এই ক্ষুদ্র

গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী-কাব্য-কুসুম

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি—

স্বরূপ

উৎসর্গী-কৃত হইল।

———

বন্দনা

নমি মা, চরণাম্বুজে অম্বুজ-বাসিনি,
অম্বুজ-বদনা সিত-অম্ভোজ-বরণে,
অম্বুজ-চন্দ্রমা-চূড়-জটাম্বু-নন্দিনি,
বিতর করুণা-অম্বু অম্বুজ-নয়নে !
অর্চ্চিতে অচ্যুত-ময়ি,—অমূল্য-চরণ
অক্ষম,—বিমাতা বাম,—কৌশিক-বাহিনী,
দুর্লভ অর্চ্চনা-যোগ্য সদুপকরণ,—
অপূর্ণ-বাসনা,—তাহে নেত্রে নির্ঝরিণী ;
সুরূপে, সৌরভান্বিত ভক্তি-ফুল-দলে
সুকৃতি সন্তান তব পূজে অহরহ—
কাব্য-সরঃ-সমুদ্ভূত সুদিব্য কমলে
মানস-মধুপ-লোভি-পদ-সরোরুহ ।
ভাগ্যহীন তাহে আমি,—বিষণ্ণ অন্তর,
অন্য সুতগণে তোর নিরখি যখন,
সুকোমল তব অঙ্কে রহে নিরন্তর ;
হেথা আমি এক প্রান্তে মলিন বদন,
জ্ঞানহীন শিশু যথা রোষ-পরায়ণ
প্রতিদ্বন্দ্বি-দ্বন্দ্বে হ'য়ে একান্ত দুর্ব্বল
মাতৃ-কেশে কোপ-বশে করে আকর্ষণ,
অথবা নিক্ষেপে অঙ্গে সকর্দ্দম জল,
তেমতি এ অজ্ঞ সুত পূজিবে চরণ—
অযত্ন-সঞ্চিত তার দীন-উপচারে,
অঙ্গজে করিলে ব্যঙ্গ বুঝিবি তখন
কেহ অঙ্কে,—কেহ পদে,—কি সুখ অন্তরে ;

বাস তাই, মনোময়ি, মানস-স্যন্দনে
উন্মুক্ত কর মা,—চিত্ত-কল্পনা-অর্গল,
চালাও মোহাঙ্কে, যথা ঈপ্সিত গমনে
চলে অন্ধ,—চালকের ইঙ্গিতে কেবল !
"বাণে"র কবিত্ব-বীণা-মধুর-নিক্কণ—
সমাকুল প্রাণ মন হ'য়ে প্রণোদিত,
অদম্য বাসনা পশি সে কাব্য-কাননে
ভাষা-ক্রমে ভাব-ফল পীযূষ-রসিত ;
যে বিটপি-ছায়া-তলে শ্রান্ত পান্থজনে
কল্পনা-কোকিল-কণ্ঠে পঞ্চম ঝঙ্কারে,
মুগ্ধ মনে সম্মোহন স্বন-উদ্গীরণে
মোহিলা অমিয় ঢালি ভারত-অম্বরে,
অমর অগণ্য নর যার আস্বাদনে
সুবর্ণ-সঙ্গমে কাচে মারকতী-দ্যুতি
নির্গুণ সগুণ,—গুণময়ী-কৃপা-গুণে
অসারে চন্দন-সার মলয়-প্রকৃতি !
দেব-ভাষা-সুধা-পানে রসনা মধুর
বঙ্গ-পদ্য-অম্ল-তার বাসনা রসন,
রূপান্তরে রসান্তর, মাধুর্য্য প্রচুর,
পিক-ধ্বনি উদ্বেজিতে বায়স-কূজন ।

আশা-পদ্ম-মকরন্দে মত্ত ভৃঙ্গ-মন,
সম্ভবে কি পঙ্গু-ভাগ্যে হিমাদ্রি-লঙ্ঘন ?

গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী-কাব্য

প্রথম সর্গ

শোভিছে বিদিশা-পুরী বেত্রবতী-তীরে,
শূর-ইন্দ্র শূদ্রকের চারু রাজধানী,—
কনক-উৎপল যেন কারণের নীরে,—
প্রতিবিম্ব-সঙ্গে নাচে রঙ্গে তরঙ্গিনী।
ভুজঙ্গগতি স্রোতস্বতী-তরঙ্গিত-নীর—
পবন-প্রণয়ে মাতি করে অনুকার,
ভ্রূ-ভঙ্গী অপাঙ্গে যথা তথা সুমুখীর—
প্রেমিকের প্রেমাবেগ-আবেশ-হুঙ্কার!
রোমাকারে কদম্বের বিটপি-মণ্ডিত
রোম-কূপ-শত-গুহা শোভে যার গায়,
হরিত বসন অঙ্গে করিয়া জড়িত
পার্শ্বে শোভে "নীচ-গিরি," নীলাচল-প্রায়
গিরি-নদী-তটে শোভে বিস্তীর্ণ কানন,
প্রতিমাসে কুহকিনী প্রকৃতি রঙ্গিণী
মালিনী-রমণীগণে করে সম্ভাষণ
বিভিন্ন কুসুম-ধনে, মানস-মোহিনী।

নির্ঝরিণী-জল-পানে শান্ত করিদল
ঊর্দ্ধ-শুণ্ডে বিরচিয়া উৎস অনুক্ষণ,
নবীন-তপন-ছটা ফলায়ে বিমল
শত ইন্দ্র-ধনু সৃজে নয়ন-রঞ্জন !
শ্রেণীবদ্ধ তীরস্থিত মহীরুহ যত
উচ্চ শীর্ষে রত যেন গগন-চুম্বনে,
প্রতিবিম্ব নদী-বক্ষে হ'য়ে নিপতিত—
নাচিছে বিচিত্র ছবি তটিনীর সনে !
যেন ছায়া নারী-সম স্বভাব চঞ্চল,
স্বচ্ছ নীরে চারু ছবি হেরি আপনার
গৌরবে গর্ব্বিত-অঙ্গ,—রঙ্গে টলমল
স্থিতি-হীন রূপ-বিভা না করে বিচার !
তরুণ তপনালোকে নীরদের মালা
সু-নীল-গগন-পটে খেলিয়া বেড়ায়,—
সুবর্ণ-কিরীট-শিরে প্রকৃতি শ্যামলা
শিশির-মুকুতান্বিত-অঞ্চল ছড়ায় !
প্রসূন সম্পদ হরি মন্দ সমীরণ—
সম-ব্যবসায়ী ভৃঙ্গে কহে সনৃস্বনে,
সত্বর অন্যত্র অলি করহ গমন,
অমঙ্গল ঘটে, নিত্য অতি প্রলোভনে !
লাজ-যুত মধুব্রত পুষ্প-অভ্যন্তরে—
পশিতে নিরখি হাসি কুসুম তখন
সুবাস প্রদান তায় করি অকাতরে—
"হেথা নাই" কহে করি শিরঃ-সঞ্চালন !

রবিকর অলঙ্কারে নলিনী-সুন্দরী
বিচিত্র মোহিনী-বেশে মোহিলে ভুবন,
ঈর্ষায় আকুল প্রাণ,—শোক-ছবি ধরি,
অশ্রু-মুখী কুমুদিনী মুদিলা নয়ন!
ম্লান-মুখ চন্দ্রমার করি নিরীক্ষণ—
বিমান-পাথারে তারা সভয়ে ডুবিল,
সূর্য্য-করে বীর্য্যহীন ক্রমশঃ এখন,
মানাতঙ্কে শশ-অঙ্ক গগনে মিশিল।
দিবা-সতী ভানুকর-সম্মার্জ্জনী করে—
হৃদয়-রঞ্জন-অরি করিল তাড়ন—
কালের কুটিল চক্রে লজ্জিত অন্তরে—
আতঙ্কে পশিল ধ্বান্ত শৈলেন্দ্র-ভবন,
চন্দ্রার্ক-তড়িতে যাঁর বিভূতি বিরাজে,
মোহিনী-মাধুরী-মাখা প্রকৃতির গায়,
রবি-করে এ নগরী নব-রাগে সাজে,
অপাঙ্গে ত্রিভঙ্গ-প্রেম-পীযূষ বিলায়।

উঠিছে "শূদ্রক-রাজা" শয্যা-পরিহরি,
রাজপুরী সচকিত, অনুচরগণ—
ছুটিছে চৌদিকে দিব্য নিজ-বেশ পরি—
করিবারে নিয়োজিত কার্য্য সম্পাদন।
সুরম্য কুসুম-মাল্যে সজ্জিত সুন্দর
গৃহ-পথ, দ্বার, রথ, মাতঙ্গ-নিচয়,
মণ্ডিত কনক-দণ্ডে ধ্বজ মনোহর—
কম্পনে কম্পিত করে অরাতি-হৃদয়।

মঙ্গল-আরতি-ধ্বনি ধ্বনে সুললিত
মিশ্রিত ললিত-রাগে দামামা মৃদঙ্গ,
প্রেমাবেগে মাতোয়ারা বৈতালিক যত
বালক-বালিকা নাচে করি অঙ্গ-ভঙ্গ।
হেম-বিমণ্ডিত চারু প্রাসাদ-শিখরে
কাঁপায়ে ককুভ নাদে দুন্দুভি গভীর,
টঙ্কারে কার্ম্মুক যত সৈনিক-নিকরে—
রাজ-বর্ম্মে, শ্রেণীবদ্ধ সুসজ্জ-শরীর!
দ্বারদেশে দিব্যগজ ঐরাবত-প্রায়,—
পৃষ্ঠোপরি মণিময় শোভে আবরণ,—
গল-ঘণ্টা-রবে যেন চৌদিকে জানায়—
অচিরে ঘটিবে হেথা "রাজ-আগমন"।
গরজে গম্ভীরে শঙ্খ রাজ-সভা-তলে,—
অমনি সুযন্ত্র-ধ্বনি মিলিল মধুর,—
বর্দ্ধিত বিপুল নাদ গগন-মণ্ডলে—
ব্যাপিল, আশ্রয়াভাবে, পূর্ণ করি পুর!
সানন্দে মহেন্দ্র যথা অমর-সভায়—
স্নিগ্ধ-দরশনে ফুল্ল করে সুরপুরী,—
তেমতি সে রাজেন্দ্রের দেহের প্রভায়—
সমুজ্জ্বল সভা-তলে বিতরে মাধুরী!
বসিলা শূদ্রক রাজা রত্ন-সিংহাসনে
নীল চন্দ্রাতপ-তলে,—রত্ন-কান্তি-ছটা,
ঝালরে মুকুতা-মালা ঝলসে নয়নে
নীলাম্বরে আভাময়ী তারকার ঘটা!

নয়ন-রঞ্জন চারু কাঞ্চন তোরণ,
লম্বমান মণি-স্তম্ভে ফুল্লফুল-হার,
নানাবর্ণে বিরঞ্জিত নয়ন-নন্দন,
মণির প্রভায় দীপ্ত কত দীপাধার।
দুলিছে কুসুম-মাল্য চন্দ্রাতপ-গায়
মকরন্দ-লোভে অন্ধ ভ্রমে মধুকর—
মানস-বিভ্রমে যেন নন্দনে বেড়ায়
বন্দী-সনে "গুণ-গানে" তুষিছে অন্তর!
পদ্মরাগ, মরকত, হেমময় হার
শোভিছে দেউল-গাত্রে নেত্র ঝলসিয়া,—
বিচিত্র আধারে রাজে কুসুমের ঝার
সুষমা-সুগন্ধে নেত্র-চিত্ত মাতাইয়া!
হীরক-মণ্ডিত মঞ্চ শোভিছে পুলকে,
"ময়ে"র নৈপুণ্য যেন মানসের ভ্রম,
বিদিশার শৌর্য্য-বীর্য্য বিখ্যাত ভূলোকে-
ইন্দ্রপ্রস্থ হেন ঘটে নয়ন-বিভ্রম।
শমন-কিঙ্কর যেন দৌবারিক যত—
সশস্ত্র রক্ষিছে দ্বার,—মুরতি ভীষণ,
বিষণ্ণ অমাত্যকুল, সেনাপতি কত,
"কুমার-পালিত" মন্ত্রী প্রিয়ঙ্গু যেমন।
সচকিত সভ্যবৃন্দ নৃপতি-সদনে
রয়েছে আসীন কত প্রদেশাধিপতি,
ডুবালু প্রবাল-লুব্ধ সন্ত্রাসিত মনে
নক্র-ভয়ে নীল-নীরে নিমজ্জে যেমতি।

রম্ভা-জিনি নিতম্বিনী তাম্বূল-ধারিণী
তাম্বূল-করঙ্ক-করে রহে যেন রতি,
রূপসা উর্ব্বশী-সম, চারু সুহাসিনী
দোলায় চামর বামা অবিরাম গতি !
মণিময় স্বর্ণ-ছত্র ধরে ছত্রধর;
প্রভায় নয়ন ধাঁধে বিমোহিয়া মন,
উচ্চাসনে সুখাসীন ব্রাহ্মণ-নিকর
অবিরত বেদ-ধ্বনি করে উচ্চারণ !

অমাত্যে সম্ভাষি অতি মধুর বচনে
কহিলা বিদিশা-নাথ "কহ মন্ত্রিবর,
রাজ্যবাসী প্রজাপুঞ্জ রহে ত কল্যাণে,
নত-শির আততায়ী দুর্বৃত্ত-নিকর !
"নীচ-গিরি"-বক্ষে রাজে গুহা-অভ্যন্তর
সম্মিলিত দস্যুদের কলুষিত থানা,
বণ্টন করিত যথা রতন-অম্বর,—
ভুবন-ব্যাপিত রহে কু-কাহিনী নানা।
তাই মনে চিন্তা-স্রোত বহিছে প্রবল—
রহি রম্য হর্ম্ম্যোপরি বিলাসে মগন,
নিরীহ প্রজার পুনঃ তপ্ত-নেত্র-জল;
কখন বরষে কর্ণে গরল ভীষণ।"
কহিলা বিনীত ভাবে অমাত্য প্রধান—
"যাঁর বীর-দাপে ধরা রহে প্রকম্পিত,
পুত্রাধিক প্রজাবৃন্দে যাঁর চির-জ্ঞান,
সে রাজ্যে দুর্বৃত্ত-ধ্বনি ধ্বনে শ্রুতি-গত।

হে রাজেন্দ্র, তব রাজ্যে মিথ্যা, ব্যভিচার,
কাপট্য, ছলনা, চৌর্য্য, নামে মাত্র রয়,
কাম্য ফল-দানে কল্পলতা বসুধার ;
ঘোষে মাত্র 'রাজ-পুণ্য-ফল-অভ্যুদয়' ;
স্বচ্ছন্দে করিছে বাস দেশবাসী যত,—
দ্বিজগণ মহাসুখী স্বধর্ম্ম সেবনে—
নিরুৎপাত,—আশীর্ব্বাদ প্রদানে নিয়ত ;
সুখ-শান্তি প্রজা-পক্ষে রাজ-সুশাসনে।"
এত বলি মন্ত্রি-শ্রেষ্ঠ বসিলা আসনে,
কহিলা প্রফুল্ল মুখে বিদিশা-ঈশ্বর—
"সুশাসন ঘটে শুধু সুমন্ত্রীর গুণে,—
উপলক্ষ রাজা মাত্র—জ্ঞাত মন্ত্রিবর।"
কুমার-পালিত কহে, করুণ বচনে,—
সজল নয়নে, "প্রভো,—বিপরীত রীতি,—
হেন বাণী অভিনব শুনিনু শ্রবণে,—
রাজ-গুণে শুভাশুভ,—সুখ্যাতি অখ্যাতি ;
মন্ত্রী পারে দোষ-গুণ করিয়া বিচার
প্রদর্শিতে হিতাহিত,—বিনীত বচনে,
কার্য্যতায় পরিণতি রাজ-অধিকার,
না মানিলে কিবা ফল অরণ্য-রোদনে।
হ'লেও পরম বিজ্ঞ অমাত্য-মণ্ডলী,—
ন্যায়-দৃষ্টি-হীন নৃপ করে অবহেলা,
মন্ত্রীর পাণ্ডিত্য-গুণে পড়ে জলাঞ্জলি,
প্রজা-পুঞ্জে ঘটে তুঙ্গ ক্রন্দনের মেলা।"

অমাত্যের হেন উক্তি হ'লে অবসান,
প্রতিহারী কহে "নৃপ,—ক্ষম এ কিঙ্করে,—
দাক্ষিণাত্য-বাসী এক নারী সুলক্ষণ—
সমাগতা দ্বারে,—বাঞ্ছা হেরে নরেশ্বরে।
চৌদিক করিছে আলো রূপের প্রভায়,
অচঞ্চলা-রূপে যেন চঞ্চলা মুরতি,
কাল সৌদামিনী-ছটা সু-অঙ্গে বেড়ায়,
রসনায় বসে যেন আপনি ভারতী!
কুতূহলে কহে নৃপ "সম্ভ্রমে যতনে
অভ্যাগতা দেবী-জ্ঞানে করিবে প্রেরণ,
বিচিত্র সৌন্দর্য্য কত বিরাজে ভুবনে
কত ছলে,—কে করিবে তার নিরূপণ?"
বেণু-যষ্টি-ধ্বনি শুনি সবে চমকিত,
সবার দর্শণাকৃষ্ট হ'ল সেই পানে,—
কাননে মাতঙ্গ-যূথ যেমতি চকিত—
নিপতিত তাল-ধ্বনি শুনি সন্নিধানে।
নিমিষে সকাশে আসি চণ্ডাল-কুমারী
বন্দিল নৃপেন্দ্রে যেন আশিসের ছলে
সভা-গৃহ বিমোহিত, হেরি সে মাধুরী,
যেন ছদ্ম-বেশে পদ্মা আগত ভূতলে।
হীনজা গণিয়া বিধি না রচিয়া করে—
আমরি! নির্ম্মিলা যেন কল্পনা-নয়নে,
নীচোদ্ভবা ভাবি যেন বিশুদ্ধির তরে—
নিজ-রূপ সমর্পিলা অগ্নি আলিঙ্গনে!

সপ্ত-স্বরা বীণা যথা মধুর ঝঙ্কারে—
বরষে অমিয়-রাশি মোহিয়া শ্রবণ,
নীরবে হেরিলা সবে স্থধার আধারে,—
ধরা-ধর-শিরে যেন অচল ভুবন।
কহিল রমণী-সঙ্গী "অবনী-মণ্ডলে
একছত্রী নৃপ কেবা তোমার মতন ?
তাই বহুদূর হ'তে আগত এ স্থলে
চির-বাঞ্ছা স্থদুর্লভ রাজেন্দ্র-দর্শন।
অনন্ত মাণিক্য যাঁর সঞ্চিত ভাণ্ডারে
স্বীয় বীর্য্য-বলে, নৃপ, - অতুল ধরায়
কর-দানে ভূপবৃন্দ বন্দিছে আগারে,
আপনি কমলা যার আবাসে বেড়ায়,
প্রভু-কন্যা হীনাগণ্য,—চণ্ডাল-নন্দিনী—
কি দিয়ে তুষিবে তব রাজোচিত মন,—
স্বগুণে কৃতার্থ কর,— পূজ্য নৃপমণি,—
অমূল্য বিহগ-রত্ন করিয়ে গ্রহণ।
যতনে পালিত শুক আপন-সদনে—
রক্ষিবে আদরে, প্রভো, এ দীন-মিনতি.
তুষিবে বিহঙ্গ তোমা বিশ্রাম-ভবনে—
মন্ত্রী-হেন আলোচিয়া কূট রাজ-নীতি।
নৃত্য-গীতি-কলা-বিদ্যা-কলাপ-কুশল
বেদ, পুরাণাদি, ন্যায়, অলঙ্কার, স্মৃতি,—
সাংখ্যাদি, বেদান্তে দক্ষ পণ্ডিত-প্রবল
জাতিস্মর বিহঙ্গম,— জ্ঞানে বৃহস্পতি !

নমিয়া বিনয়ে বৃদ্ধ নৃপতি-সদনে
সুবর্ণ পিঞ্জর যবে যত্নে সমর্পিল
দক্ষিণ-চরণ তার দ্রুত উত্তোলনে
"জয়োঽস্তু রাজেন্দ্র", বলি শুক সম্ভাষিল।
প্রশস্তি-বচনে কহে ধরণী-রঞ্জনে—
"সপত্ন-রমণীবৃন্দ বর্জ্জিত ভূষণ—
ক্রন্দন-নিনাদ-ছলে অশ্রু-সিক্ত স্তনে
ভবদীয় যশোগানে ব্যাপিল ভুবন ;—
সে গরিমা-মদোন্মত্তা সুভগা অবনী
শূন্যবক্ষে সমকক্ষ নাহি হেরি জন—
কীর্ত্তি-বিভা-সু-সৌরভে চির আমোদিনী,
পরমা সুখিনী যেন করে আলিঙ্গন !
যথা পঞ্চবটী-বনে রাম-জটাধারী
স্তম্ভিত সুবর্ণ-মৃগ-মনুজ-ক্রন্দনে,
তেমতি এ বিহঙ্গের বচন-চাতুরী
বিস্ময়-সলিলে মগ্ন করিলা রাজনে।
কহে ভূপ "মন্ত্রি, হের নিপুণ নয়নে
বিচিত্র বিহঙ্গ-কায় এ যেন ব্রাহ্মণ—
দ্বিজ-রীতি পরিজ্ঞাত রাজ-সম্ভাষণে
কভু নাহি হেরি হেন অদ্ভুত দর্শন !
এ চির ধারণা মনে,—কাটায় জীবন—
বিহগ নিরত ভয়, আহার, মৈথুনে,
এ যে হেরি স্বভাবের পূর্ণ বৈলক্ষণ—
দ্বিজগণ-সম-সুধী বিদ্যা-আচরণে !

উত্তরে অমাত্য-শ্রেষ্ঠ "শুন মহীপতি, —
পুরাকালে শুক-সারী বিহঙ্গমগণ
নর-তুল্য ছিল বাক্যে অভ্যস্ত-প্রকৃতি,
অগ্নি-শাপ রসনার বৈগুণ্য-কারণ!
নহে অসম্ভব প্রভো, আছে হেন রীতি,—
অদ্যাপি বিহঙ্গ পেলে শিক্ষা-চমৎকার—
মনুজ-সদৃশ ধরে বাগ্মিতা-বিভূতি,—
ক্ষেত্র-গুণে প্রাক্তনের ফলে সংস্কার!
মন্ত্রি-বাণী—অবসানে দুন্দুভির ধ্বনি—
ধ্বনিলে গগনে বেলা দ্বিতীয় প্রহর,—
ইঙ্গিতে বহিল শুকে তাম্বূল-ধারিণী—
অন্তঃপুরে, স্নানাহারে,—তুষিতে অন্তর!
ত্যজি রত্ন-সিংহাসন প্রীতির নয়নে—
নিরখিলা যবে নৃপ চণ্ডাল-নন্দিনী—
দাঁড়াইলা সভ্যবৃন্দ আবিষ্ট দর্শনে—
শ্রবণে অমৃতময়ী-বিমোহিনী-বাণী।

নীলোৎপল-দল নয়ন-যুগল
বিহঙ্গ-বিচ্ছেদ-তাড়নে—
করে ছল-ছল কমল-কোমল
আসার-নীহার নয়নে!
পূর্ণ-মনোরথ বামা নিজ-পথে
গমনে কামনা জ্ঞাপিয়া—
হইলে নীরব সভাসদ্ সব
মোহিত সৌজন্য ভাবিয়া!

ব্যস্ত নরপতি কহে বামা-প্রতি,—
"ধন্য নারি, তুমি ভুবনে,
বিমুক্ত ভাণ্ডার, যে বাঞ্ছা তোমার,—
লহ ধন, রত্ন, ভূষণে।"
অনিমেষ দরশন, অবনত দু'নয়ন,
বিমুদিত পঙ্কজিনী যেন নীরে ডুবিল ;
"প্রতি দানে আশা নাই, সম্প্রতি বিদায় চাই,"—
নৃপতি-সদনে শুধু নিবেদন করিল।
আশিসি নৃপেন্দ্রে ছলে, স্থানান্তরে বামা চলে,
নৃপ বলে 'কায়মনে ঈশ-পাশে কামনা,—
রহ সুখী চিরদিন, বিষাদ করুণ লীন,
জগত-কারণ ঈশ পূরাইবে বাসনা।''
রমণীর অদর্শনে নরেশ বিষণ্ণ মনে—
কামিনী-সৌজন্য-বাণী মনে মনে স্মরিয়া ;—
যথা স্বপনের পরে— উঠে নর ক্ষোভ-ভরে,—
আকুল হইলা নৃপ,—অঘটন ভাবিয়া।
অথবা দশমী-দিনে মণ্ডপ প্রতিমা বিনে—
শূন্য বিষাদের ছায়া নিজ অঙ্গে মাখিয়া—
কাঁদায় যেমতি প্রাণে,— কামিনীর তিরোধানে,—
কাঁদাইলা সভা-গৃহ নিজে যেন কাঁদিয়া!
বাহিরে আসিয়া সতী, নেহারে বিচিত্র ভাতি,
মণি, মরকত, কত নাহি যার গণনা—
দুলিছে বলভি-'পরে, চৌদিক উজল ক'রে,—
অজ দুলি ব্যঙ্গ করে চন্দ্রমার অঙ্গনা!

তড়িতের আভা সম, কি সু-কান্তি অনুপম,—
বসেছে মহিলা কত মুক্ত-বেণী-কুন্তলে,—
অপরূপ রূপ-ছটা,— বিকাশি লাবণ্য ঘটা,
বসন-সমীর-ভরে মুক্ত-কুচ-কমলে।
ঘুম-ভাঙ্গা রাঙ্গা আঁখি, চলে কত বিধুমুখী,
যামিনীর প্রেম-কেলী, একে অন্যে বণিয়ে,
মৃণ্ময়ী-কলসী কক্ষে, আধ-উনমুক্ত বক্ষে,—
মদনের মহোৎসব চারু নেত্রে রটায়ে।
রসিক পবন তায়— ঠেকায় লাজের দায়,
কুন্তল-নীরদে ঢাকি সে বদন-চন্দ্রমা,
কভু বাস উন্মোচিত, কভু অর্দ্ধ-আবরিত,—
বিকাশে লাবণ্যময় যৌবনের গরিমা!
উপকণ্ঠে—উপবন, শাখে গায় পাখিগণ,
সে গানে প্রাসাদ যেন "বেত্র"-নীরে নাচিছে;
কনক-রচিত-কেতু লাবণ্য-বিলাস-হেতু,—
চূড়-স্থিত স্বর্ণ-মূর্ত্তি সে তরঙ্গে খেলিছে!
যেন ক্ষীরদের নীরে,— অম্বুজা জনক-ক্রোড়ে—
বালিকা-সুলভ রসে আজি যেন ভাসিয়া,—
ক'রে নানা অঙ্গ-ভঙ্গ দোলায় কনক-অঙ্গ,
সে সু-রঙ্গে দর্শনাঙ্গ রহে যেন ডুবিয়া।
আনন্দে উৎফুল্লকায়,— নগরীর সুষমায়,
তরঙ্গ-তাড়নে রমা তরী-সঙ্গে নাচিল,
গুরজে গম্ভীর শঙ্খ,— কাঁপায়ে দিবার অঙ্ক,
"সভা-ভঙ্গ" এ বারতা চারিদিকে রটিল।

প্রথম-সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ

পশ্চিম গগনে মগ্ন বঙ্কিম তপন,—
আলোক-অম্বর ত্যজি, ধূসর-রসনে সাজি
দিবা বিরহিনী সাধে সতী-আচরণ.
সুধা-কণ্ঠ বিহঙ্গম-কল-ধ্বনি-ছলে
স্বজন-বিরহ-গীতি গাইছে বিহ্বলমতি,
নয়ন মুদিয়া খেদে পঙ্কজিনী জলে।
মেঘ-অঙ্কে ক্ষণপ্রভা বিকাশি বদন
লজ্জায় লুকায় কায় চপলা চপলা প্রায়
নব-উন্মেষিত প্রেমে অঙ্গনা যেমন—
কিম্বা অস্ত-সূর্য্য-রেখা নীরদের গায়
হেরি যেন ঈর্ষা-ভ'রে চমকি মলিন করে
পর-প্রেম-চিহ্ন লুপ্ত নভো-নীলিমায়
যৌবন-সাগরে যথা প্রেমিকার খেলা।
রূপের পসরা খুলি প্রণয়-কলঙ্কে ভুলি
উদ্যানে গুঞ্জনে মিলে কুসুমের মেলা।
অশোক, অপরাজিতা, চাঁপা, নাগেশ্বর,
রক্তোৎপল, শতদল, কুমুদ, কহ্লার, নল,
কৃষ্ণকেলী, কুরুবক, মাধবী, টগর;

মালতী, কাঞ্চন, জবা, কুরোচ, বকুল,
গোলাপ, পারুল, জাতী, কৃষ্ণচূড়, দ্রোণ, যুথী
সৌরভ-সুষমা করে মানস আকুল।
রবি-কর-স্বর্ণ-চূড়ে তরু শোভা পায়,—
কম্পিত সমীর-ভরে সঙ্কেতে আহ্বান করে,—
সন্ধ্যা-বধূ-প্রতি প্রেম-সম্ভাষা জানায়।
প্রেমানন্দে সান্ধ্য-সতী সাজি তারা-হারে
পতি-প্রেমে সিক্ত করে আনন্দ-নীহার-ধারে
অর্দ্ধ-মুকুলিত দিব্য পদ্ম-পয়োধরে।
বিরহ-মদিরা-মত্ত-বামা পুষ্পবনে,
অঞ্জলি-অঞ্জলি করি ফুল্ল ফুল বক্ষে ধরি
কুসুমে দমিতে চায় কুসুমেষু-বাণে!
আলু-থালু বেশ হেরি, রঙ্গ-পিয়াসায়—
করে ব্যঙ্গ কেতকিনী,— সমীরণ-সোহাগিনী—
সেফালি রসের ডালি ছুটে পড়ে গায়।
কৌতুকিনী কুমুদিনী হাসে খল-খল
কমলিনী বিষাদিনী মুঁদে আঁখি আধখানি
সম-বেদনায় যেন ঢালে নেত্র-জল।
অশোক, কিংশুক হাসে হিংসুকের প্রায়,
কদম্ব বাড়ায় রঙ্গ অনাবৃত হেরি অঙ্গ
কুসুম-পীনাঙ্গ যেন সু-রঙ্গে দোলায়।
গোলাপ-কণ্টকে করি জড়িত বসন,
অতসী-ঘুঙুর-ছলে সমীরণ সু-কৌশলে
কিঙ্কিনী-বাঁধনে করে রহস্য-জ্ঞাপন!

অঙ্গে স্নিগ্ধ পদ্ম-রেণু করি বিলেপন,—
কোকিল-কাকলী-তানে হলাহল ঢালে প্রাণে,
দগ্ধ করে মুগ্ধা নারী মলয় পবন!
নগরী-নিতম্বে হেরি দীপ-চন্দ্রহার,—
মাধবী কৌমুদী-রেখা নিরখি কলঙ্ক-মাখা
পলাইলা রসবতী আলয়ে যে যার।
হেনকালে শুকে রাজা মধুর বচনে
কহিলা "হে দ্বিজোত্তম,— নবীন অতিথি মম,
হয়েছে ত তৃপ্তি তব আহার্য্য-অশনে?"
উত্তরিলা শুক "তব মহত্ত্ব যেমন,
যোগ্যা তব পাটরাণী রূপে লক্ষ্মী, গুণে বাণী,
ততোঽধিক মনোরম শিষ্ট আচরণ;—
মহাযত্ন-সমর্পিত রাজ-ভোগ্য ফলে,
রসনা সু-তৃপ্ত অতি লভিনু পরমা প্রীতি
পরম উদার হেরি পুরন্ধ্রী-মণ্ডলে।"
প্রফুল্ল নৃপেন্দ্র কহে "মহত্ত্ব তোমার,
সম্ভ্রান্ত অতিথি যেবা প্রাপ্ত হ'য়ে হীন সেবা
সেবকের সুখ্যাতি সে করয়ে প্রচার;—
অধুনা প্রার্থনা দ্বিজ তোমার সদনে,
হেরি তোমা বিজ্ঞ অতি জ্ঞানে দেব-বৃহস্পতি,
নিরখি বিহগাকৃতি বড় খেদ মনে।
হেন বিড়ম্বনা তব ঘটে কি কারণে—
ভূলোক-দুর্লভ তত্ত্ব জানিতে ব্যাকুল চিত্ত
অধীর শ্রবণ তৃপ্ত করহ বর্ণনে!"

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি কহে শুক তবে,
"জীবন-রহস্য কথা শ্রবণে জন্মিবে ব্যথা
হতভাগ্য মম সম কেহ নাহি ভবে,
পরম করুণাময় তুমি নরপতি,
সিক্ত হবে নেত্র-নীরে ধীরতা পালাবে দূরে
শঙ্কিত বর্ণনে তাই বিষাদ-ভারতী।"
নৃপ কহে "তব ক্লেশে ক্লিষ্ট এ হৃদয়,
ভাসিলেও দুঃখ-জলে শুনে ব্যথা বন্ধু হ'লে
অকপটে কহ শুক,—স্বীয় পরিচয়।"
বিহঙ্গম নৃপ-পাশে আখ্যা আরম্ভিল,
সন্তপ্ত হৃদয়-তাপে সঘনে সে চঞ্চু কাঁপে
বিষাদে নয়ন-প্রান্তে অশ্রু সঞ্চারিল;
"কটিবন্ধ ভারতের বিন্ধ্য নামে গিরি,
স্তরে স্তরে সুশোভিত নিসর্গ সুষমাবৃত
চরণ-চুম্বন-রতা নদী-গোদাবরী,
দলে দলে ক্রীড়া-রত কল-হংসগণ,
প্রফুল্ল কমল-সঙ্গ করে তায় কত রঙ্গ
আবর্ত্ত-নাভীর পাকে করি সন্তরণ,
মাতঙ্গ-দম্পতি ফুল্ল মৃণাল-অশনে,
করে কর সম্মিলনে উৎস সৃজে প্রতি ক্ষণে
জল-স্তম্ভ প্রতিবিম্ব পান্থ-দরশনে।
কনক-লতিকা সম শাখে লতাগণ—
স্রোত-জলে মরকার কভু উত্তোলিত প্রায়
সিক্ত ভাস্কর-করে নয়ন-রঞ্জন।

নীলাম্বর সম্বৃতাঙ্গী মোহিনী প্রকৃতি,
বিকচ প্রসূনদলে নিমগ্ন মধুপ-কুলে
সুশোভিত স্রোতস্বতী মেখলা-বিভূতি ;
তটিনী-পশ্চিম-তীরে জাবালি-আশ্রম
সন্নিহিত বিন্ধ্যাটবী বর্ণনে আসক্ত কবি,
বিচিত্র প্রকৃতি-রাজ্যে নন্দন-বিভ্রম !
বিশাল শাল্মলী-তরু কানন-ভিতর,
অসংখ্য বিবর-মাঝে, নানাজাতি পক্ষী রাজে
আলবাল হেন মূলে সাজে অজগর ;
অতীব প্রাচীন ক্রম প্রায় পত্র-হীন,
সজ্জিত বিহঙ্গগণে কেহ ফল, পত্র, গণে
দর্শনে সে বিহীনতা হয়ে যায় লীন !
বিরঞ্জিত বিটপির নিবিড় কোটরে—
জন্ম এই অভাগার ক্ষরে না রসনা আর,
গত-প্রাণ মাতা মম প্রসবের পরে।
পৃথিবীর সুখ-দুঃখ-দৃঢ়-সম্মিলিত,
নির্ম্মম নিয়তি-বিধি সৃজিলা দারুণ বিধি,
পুত্রলাভ, জায়া-শোক, দ্রুত সংঘটিত ;
একে ত স্থবির পিতা জীর্ণ অতিশয়,
হৃদয়ে শোকের তাপ নিশি-দিন মনস্তাপ
ক্রমশঃ করিল ম্লান,—স্নেহের নিলয় !
বিগত বিমান-গামী সামর্থ্য তাঁহার,
তবু বদ্ধ মায়া-জালে নীবারে শাবকে পালে
সঙ্কুচিত সঙ্কুলিত স্বকীয়-আহার।

অণুমাত্র এ কৃষাণ্ না হ'তে নির্ব্বাণ,
মৃগয়া-নিনাদ-বাণ শব্দভেদী খরসান—
সম বিদ্ধ করে বৃদ্ধ জনকের প্রাণ !
দিগন্ত ব্যাপিল ঘোর হাহাকার ধ্বনি,
সিংহ-অঙ্কে পড়ে করী হরি ত্যজি স্মরে হরি,
অন্তিম-আতঙ্কে পড়ে ভেক-অঙ্কে ফণী।
ছাইল গগন যত বিহঙ্গম গণে,—
প্রাণ-ভয়ে আকুলিত তবু স্নেহে পরিপ্লুত
আবরে অধমে পিতা পক্ষ-আবরণে।
ভীম প্রভঞ্জন-অন্তে যেমতি ধরণী,
হ'লে গত কতক্ষণ নিবৃত্ত করুণ-স্বন
ধরিলা প্রশান্ত ছবি ঘোর অরণ্যানী !
পিতৃ-পক্ষ-অন্তরাল হ'তে অপসৃত—
মেলিনু সভয় আঁখি দর্শনে জীবন-পাখী
আতঙ্কে সঘনে ঘোর হ'ল প্রকম্পিত।
কৃতান্ত-কিঙ্কর কিম্বা পাপ-সহচর,
অথবা নরক-দ্বারী অনুরূপ মূর্ত্তিধারী
কালান্তক "মাতঙ্গক" দৃষ্টির গোচর।
ভীষণ বিরাট মূর্ত্তি, সঙ্গে ব্যাধগণ,
যেন ভূতগণ-মাঝে শঙ্কর সংহার-সাজে
সুরা-সিদ্ধি-পানে রক্ত পিঙ্গল নয়ন !
ঘর্ম্মাক্ত শোণিত-সিক্ত ভীম কৃষ্ণ-কায়,—
শোভে যথা শৈলগণে গৈরিকের প্রস্রবণে
রক্তাক্ত কুন্তল পিঙ্গ, বীভৎস-ছটায় !

শ্মশানে প্রেতের প্রায় সারমেয়-দল
করে ঘোর টিট্‌কারি, কম্পিত অরণ্যচারী
নিষণ্ণ শাল্মলী-মূলে রাক্ষস প্রবল !
পাশ-শল্য-বাগুরায় কিরাত-নিকর।
শূণ্য ক'রে অরণ্যানী বিনাশি অগণ্য প্রাণী
কঠোর মৃগয়া-শ্রমে ক্লান্ত কলেবর !
পম্পার তুষার-শীত সলিল, মৃণালে—
তৃষ্ণা-শ্রান্তি অপহরি গেলে স্থান পরিহরি,—
থর্ব্বাঙ্গ শবর ক্রূর রহে বৃক্ষ-মূলে !
বার্দ্ধক্য-বিকল-শক্তি শীকারে অক্ষম,
সবে হ'লে অন্তর্হিত করে দৃষ্টি সঞ্চালিত
আপাদ-পাদপে পাপী,—অন্তে যেন যম।
সে ক্রূর-কটাক্ষ হেরি বিহঙ্গম কুল
চমকি কম্পিত প্রাণে উড়িল বিমান-পানে,
শাবক অন্তিম-চিন্তা-পাবকে আকুল !
নৃশংস কণ্টকাকীর্ণ, শীর্ণ তরু-পরে—
উঠিল অম্লান তনু ক্লেশে ক্লিষ্ট নহে অণু,—
সোপান-আশ্রয়ে যেন রম্য হর্ম্ম্য-চূড়ে !
বিবরে ভুজঙ্গ-পাণি-পীড়ন-দংশনে—
নির্দয় পাষাণ মন, সংহারি শাবকগণ
নিক্ষেপে অবনী-প'রে লতার বন্ধনে।
একেত বার্দ্ধক্যে জীর্ণ জনক-শরীর,—
আসন্ন সঙ্কট হেরি পক্ষে মোরে রক্ষে ঘেরি
আতঙ্কে কম্পিত চঞ্চু বিশুষ্ক অধীর।

দুর্জ্জয় দানব-সম ভীম করে ধরি
জনকে সংহার ক'রে, নিক্ষেপিলা ভূমি' পরে,
দুর্ভোগ সম্ভোগ ভালে, মৃত্যু-করে ভরি;
হে রাজন্, কেবা পাপী আমার মতন
যে জনক মোর তরে, রহিলা কোটরান্তরে,
সুত-স্নেহে নিজ মায়া ক'রে বিসর্জ্জন,
অভিনয়-প্রায় হেরি তাহার নিধন,
হায় স্নেহময়ে ফেলি, অন্তরালে দ্রুত চলি,
রক্ষিনু লাঞ্ছনাময় ঘৃণিত জীবন!
অন্তর্হিত হ'লে দুষ্ট ভূমে বিলুণ্ঠিত,
মৃদু চলি, পক্ষ-হীন, জলহীন যেন মীন,
উৎকণ্ঠায় কণ্ঠ শুষ্ক, অন্তর কম্পিত।
মধ্যাহ্নে বালুকা-কণা কৃশানু আকার,
ত্বষ্টৃ-যন্ত্রে ভ্রমি শ্রান্ত যেন সে নলিনী-কান্ত
ছড়াইলা অস্তকারী অংশু-কণা তাঁর!
সৌর-কর-সমুত্তপ্ত বালুকা প্রখর—
যেমতি রাজেন্দ্র হ'তে অনুচর প্রতাপেতে
প্রজা-পুঞ্জে ভুঞ্জে তুঙ্গ ক্লেশ নিরন্তর।
অগ্নিকাণ্ডে বায়ু চণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের রীতি
অপাঙ্গে অনল-অঙ্গ, অংশু-অঙ্গ দহে অঙ্গ,
উত্তপ্ত অনঙ্গ-হৃদ-শ্বাস বায়ু-গতি!
আত্মজে অন্তিমে যবে করিনু স্মরণ
সুকুমার কান্তদেহ করুণা-মণ্ডিত স্নেহ
সমাগত তথা মুনি জাবালি-নন্দন!

মহাত্মা হারীত নাম বিখ্যাত ভুবনে,
সহ-স্ব-বয়স্ক কত তপঃ-কান্তি অলঙ্কৃত
পথ-প্রান্তে হেরি মোরে স্নানার্থ গমনে,—
বিকলাঙ্গ সন্দর্শনে দয়া উপজিল,
নিয়ে পম্পা সরোবরে সলিল সিঞ্চন ক'রে
চঞ্চু-পুটে বারিবিন্দু যত্নে প্রদানিল।
নীর পানে প্রাণে শান্তি লভিলে তখন-
নিরখি জাবালি সুত, জটা-জুট সমন্বিত,
প্রাণ-দাতা যেন তিনি সে ভূত-ভাবন !
ভস্ম, ত্রিপুণ্ড্রক ভালে, কমণ্ডলু করে,
শ্রবণে স্ফটিক-মালা পদে কোটি চন্দ্র-কলা
কৃষ্ণাজিন স্কন্ধে, গলে যজ্ঞসূত্র ধরে !
তেজে প্রভাকর-প্রভা করিছে বিলয়,
বিমল অন্তর-দ্যুতি বদনে বিকাশে ভাতি
কোটি কাম ভীত যেন পদে পড়ি রয় !
স্নান-সন্ধ্যা-বন্দনান্তে পূ'জে অংশুমালী,
রক্তজবা নিয়ে করে অর্ঘ্য দিয়ে দিবাকরে,
মোরে নিয়ে স্ব-আশ্রমে সবে গেলা চলি।
তপোবন-সন্নিধানে আগত যখন,
নিরখিনু মনোলোভা বিরঞ্জিত কুঞ্জ-শোভা
প্রফুল্ল কুসুমে মত্ত ভ্রমর-গুঞ্জন।
মধ্যম-মূর্চ্ছনে যেন পূর্ণ তপোবন,
কোকিল পঞ্চমে গায় সুধা ঢালে পাপিয়ায়
ঝাউ-শিরে তানপুরা বাজায় পবন !

মল্লিকা-মালতী-যূথী-অশোকের কলি
হ'য়ে অর্দ্ধ-বিকশিত আধ-লাজে বিজড়িত
নব যুবতীর প্রায় ঠেলে ফেলে অলি!
সমীর-চুম্বনে প্রেম-তরঙ্গে মাতায়,
প্রফুল্ল কুসুম যত হ'য়ে প্রেমে আকুলিত
পাংশুলা ঢলিয়া পড়ে এ উহার গায়!
হিংসা-দ্বেষ-চিহ্ন মাত্র লুপ্ত তপোবনে,
হরিণ-শাবক-সনে সিংহ-শিশু আলিঙ্গনে
ক্রীড়া রত,—সিংহী পোষে সম-স্তন্য দানে!
বনজ মহিষোপরি কত বন্য নর—
রাজে যেন অস্ত-কান্ত তপোধন তপে শান্ত,
শার্দ্দূল বিহারী রাজে বানর-নিকর!
করস্ত-কেশর ধরি টানে পঞ্চানন,
নকুলী ভূজঙ্গ-হারে নিমজ্জিত শান্তি-ধারে
বিলাসিনী হাসে নৃপ-নন্দিনী যেমন!
হেরিলে দর্শক-মনে ঢালে প্রেম-জল,
তুচ্ছগণে স্বর্গধাম স্মরয়ে কৈলাস নাম,
বিচিত্র বৈভব কত নিসর্গ কোমল!
মুনি-সুত পুলকিত আগত আশ্রমে,
রক্তাশোক তরু-তলে রাখি মোরে দ্রুত চলে,
দ্বিজেন্দ্র-বন্দিত-পূজ্য পিতৃ পদে নমে।
আসীন অশোক-তলে জরাজীর্ণ মুনি,
যেন শৈল-শৃঙ্গ মাঝে, অসিত নগেন্দ্র রাজে,
জটাভার, রোমভার,—শুভ্রতার খনি।

ললাটে ত্রিবলী, শ্লথ-দীর্ঘ গণ্ড স্থল,
ধমনী-পঞ্জর গুলি আছে যেন অঙ্গ তুলি,
শুভ্র রোম-অভ্রে ঢাকা শ্রবণ দুর্ব্বল !
প্রশান্ত মূরতি যেন করুণার রসে—
করে বিগলিত অঙ্গ হেরি শান্ত সে অপাঙ্গ
চরিতার্থ দর্শনাঙ্গ হয় ভক্তি-বশে !
অধম-দর্শন-বার্ত্তা বর্ণিলে নন্দন,
নয়ন কোটর গত, চর্ম্ম করি উত্তোলিত
মহাতপা অভাগারে নিরখি তখন
কহিলা এ দ্বিজ-সুত স্ব-কর্ম্মের ফলে
ভুঞ্জিতেছে এ দুর্গতি, ইহার কাহিনী অতি
দুঃখময়,—অভিষিক্ত কৌতুকের জলে !
শ্রবণে আগ্রহ মনে মুনি-পুত্রগণ,
সুধায় বিনীত স্বরে, সে আখ্যান বর্ণিবারে
মুনিবৃদ্ধ কহে "উহা' সুদীর্ঘ কথন" ;
যামিনীতে সান্ধ্য-কৃত্য সাধিয়া সকলে—
বসিলে কৌতুক মনে মহর্ষি জাবালি সনে,
কথারম্ভ করে মুনি মহা কুতূহলে !
বাজিল প্রকৃতি-বীণা ওঁকারে মধুর—
ঝঙ্কারিয়া প্রেম-মাখা সাধনার সুর ।

———

তৃতীয় সর্গ

কহে মুনি উজ্জয়িনী সুরম্য নগরী,
উছলি শিপ্রার জল পদ করে সুশীতল
চারুতায় লাজ পায় বৈজয়ন্তী-পুরী।
রাজ-কুল-অলঙ্কার তার নৃপমণি—
"তারাপীড়" নামে ধন্য ক্ষত্র-কুল-অগ্রগণ্য,
ধনে লক্ষ্মী অঙ্ক-লক্ষ্মী,—গুণে বীণাপাণি।
প্রবল প্রতিভা-বলে হয়ে হীনবল
পৃথিবীর রাজা যত নত-শির, অনুগত
কর-দানে তোষে তায়, জেনে মহাবল;
যেমতি দিগ্‌দেশগামী তরঙ্গিনীগণ—
একতানে নীর-দানে সন্তোষে সাগর-প্রাণে।
ক্ষীরোদের তুষ্টি-আশে ব্যস্ত অনুক্ষণ।
রাজ-অনুরূপ যোগ্য আমাত্য প্রধান,
শুকনাস নামে ধীর মূর্তি জ্ঞান-পয়োধির
ধীষণ-প্রতিম-বিজ্ঞ প্রিয়জ্ঞ ধীমান;
সোদর-সদৃশ-নৃপ-স্নেহের ভাজন,
রাজ্য-ভার সমর্পিয়া বিহরে মহিষী নিয়া
নিমগ্ন যৌবন-রসে ধরণী-রঞ্জন!

মহিষী-"বিলাসবতী" কমলা ধরায়,
রূপে, গুণে অনুপমা রাজেন্দ্রের মনোরমা—
নিরপত্য-দুঃখ-নীরে ভাসিয়া বেড়ায় !
বিধাতার কি বিচিত্র রচন-চাতুরী !
পূর্ণ জ্ঞান-মান-ধনে কিম্বা মনোমত জনে
অভাব-ভূধর-হত আনন্দ-লহরী !
চিরানন্দ-নীর-মগ্ন নাহি ভবে আর,
বিনে সেই, প্রেমময়ে আত্ম-চিত্ত-বিনিময়ে
যে আঁকে আনন্দ-ছবি বিশ্ব-নিয়ন্তার।
সুবর্ণ পর্য্যঙ্ক ত্যজি নৃপেন্দ্র-রঞ্জিনী
পরিহরি আভরণ অশ্রুপূর্ণ দু-নয়ন
বাম করে বাম-গণ্ড রেখে বিষাদিনী,
মেদিনী-আসনে বসি, আলু-থালু কেশ,
বিষাদ-কালিমা-মাখা চন্দ্রমা-বদনে আঁকা—
কলঙ্কের রেখা যেন, বিগলিত বেশ।
অথবা সুষমাময়ী বনদেবী হেন
হিমের প্রাবল্য-বলে ত্যজি পত্র, ফুল, ফলে
সাজহীনা বিমোহিনী নিরানন্দে যেন।
কিম্বা দশরথ-প্রিয়া কৈকেয়ী যেমতি
মন্থরার উপদেশে ভরতের রাজ্য-আশে
নৃপতি-ছলনে ধরে ব্যাকুলা মূরতি !
শোভিছে কপোলে চ্যুত অশ্রু-বিন্দু শত
নীহার-পঙ্কজ-দলে নিশার মাহাত্ম্যে ছলে
হেনকালে মহীপাল তথা উপনীত !

নিরখি বণিলা খেদে উজ্জয়িনী-পতি
"হায় প্রিয়ে আজি কেন, অশ্রু পূর্ণ সুনয়ন,
আনন্দ-চন্দ্রমা অঙ্কে বিধুন্তুদ-ভাতি?
কি দোষে বঞ্চিত প্রিয়ে সু-হাসি দর্শনে?
এ কোমল ভুজ ছাড়ি কেন ভূমে গড়াগড়ি
রসনা অলস কেন পীযূষ বর্ষণে?
কপোল রক্তিম যেন কুঙ্কুম-লেপনে,
সাপিনী-তাপিনী বেণী মুক্ত-গ্রন্থি বিষাদিনী
নীরদ-লহরী বহে ইন্দু-নিভাননে!
আসার অঞ্জন-রাগ করে প্রক্ষালন,
বল কিবা অপরাধ, নহে কে সাধিল বাদ,
অসম্ভব কাল-ফণী-শিরে করার্পণ!
অষ্টম মঙ্গল কার রন্ধ্র-গত শনি,
কোন মৃগ স্পর্দ্ধা ভরে কেশরী-কেশর ধরে,
কে নিল সাধিয়া শিরে অব্যর্থ অশনি?
স্বেচ্ছায় কে ঝাঁপ দিল দীপ্ত হুতাশনে?
শাণিত এ তরবারে সে মুণ্ড দ্বিখণ্ড ক'রে,
নিমিষে প্রেরিব তায় শমন-ভবনে।"
নিষ্ফল সাধনা যত,—রাণী নিরুত্তর,
যেমতি কঠিন জনে বৃথা দুঃখ-নিবেদনে
অবিরত বারি-পাতে নিশ্চল প্রস্তর!
চিন্তার সরিৎ-স্রোত হেরে নরপতি,
রাজ্ঞী-প্রিয় সহচরী, কাতরে বিনয় করি
কর পুটে নিবেদিল বিষাদ-ভারতী।

"অদ্য চতুর্দ্দশী তিথি সহচরী-সনে
মহেশ-মন্দিরে রাণী পুরাণের সু-কাহিনী
শ্রবণে নিমগ্ন রহে শান্তির জীবনে,
হেনকালে অপুত্রক-পাপী-নির্ম্মজ্জন
পুন্নাম-নরক-বাণী শ্রবণে, কম্পিতা রাণী
বিষাদ-বারিধি-নীরে হ'য়ে নিমগন,
উন্মনা, উৎকণ্ঠা-স্রোতে ঢেলে দিয়ে কায়
অমনি এ ধরাসনে বসেন বিষণ্ণ মনে,
অপ্রিয় বলিবে,-কার হি-শির মাথায় ?"
তাম্বুল-করঙ্ক-করা চতুরা রমণী
কহি হেন গেলা দূরে তু'লে নৃপ অঙ্কে ধ'রে
বসায় পর্য্যঙ্ক-অঙ্কে অঙ্ক-সুশোভিনী ;
কহিলা এ কার্য্য প্রিয়ে, বিধি-নিয়োজিত,
অপ্রতিবিধেয় কাজে কি হেতু সন্তাপে ম'জে
অযথা শোকের স্রোতে হ'লে বিচলিত ?
দৈব-দুর্ব্বিপাক-পঙ্কে অঙ্কিত প্রকৃতি,
কর্ম্মময় এ সংসার চিত্র মোহ-মদিরার,
জ্ঞানের বিমল ভাতি বিহীন সম্প্রতি ;
অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন মানব মলিন
কর্ম্ম করি ফল-আশে মত্ত অহমিকা-বশে
হতাশ মানসে হয় ক্লেশের অধীন ;
বিধানিছে কর্ম্ম-ফল নিয়ত নিয়তি,
ফল-কাম-পরিহরি কর্ত্তব্য-মানসে করি
কর্ম্ম-ফল সমর্পিবে শ্রীপতির প্রতি ;—

দেব দ্বিজগণে সেবা কর অনিবার
সাধহ আতিথ্য-ব্রত, অন্ন-সত্র খোল শত
কর দীন-দুঃখী-তরে উন্মুক্ত ভাণ্ডার।
প্রতিষ্ঠিত কর বহু বেদ-বিদ্যালয়,
রোগীর শুশ্রূষা-তরে ধন-দানে অকাতরে
রাজ্যময় পীড়িতের দুঃখ কর লয়!
দৈহিক-দুষ্কৃতি-রাশি ক্রমে হ'লে লীন,
আপনিই ভব-পতি হবেন প্রসন্ন মতি
পূরাবে বাসনা সতি, ঘটিলে সুদিন।''
নৃপতি-আশ্বাস-ভাষে তুষ্টা রাজরাণী
আদেশিলা রাজ্য-মাঝে রাজ-নিরূপিত কাজে;
দেশময় হ'ল ব্যাপ্ত সুকার্য্য-কাহিনী।
সে পুণ্যের মহা-ধ্বনি ধ্বনিলে গগনে
উল্লাসে নাচিল যত দিগঙ্গনাগণে!
বিজ্ঞাপিলে চন্দ্রলোকে এ পূত-বারতা,
বিদ্যাধরীবৃন্দ নৃত্য-সঙ্গীত-নিরতা,
চন্দ্রমা-বদনে ভাতে পূর্ণ-ইন্দু-হাসি,
হরষে বর্ষিল পুষ্প-দিধীতির রাশি;
সে সুধাংশু-অংশু-বক্ষে আনন্দের ভরে
নাচিলা জলধি তুলি তরঙ্গের করে;
বেলা-প্রণয়িনী-কণ্ঠ করি আলিঙ্গন
অম্বুধি করিলা প্রেম-উচ্ছ্বাসে গর্জ্জন।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ

সুর-বালা-সুধাহাসি ফুটে প্রতিবিম্ব রাশি
সুনীল-গগন-জলে,-তারা-কুমুদিনী,
কিম্বা মানবের যশঃ দিক্‌-দশ করি বশ
প্রদীপ্ত তারকা-রূপে মোহিল যামিনী।
বিমল গগন-গলে চন্দ্রমা-ভূষণ জলে
যেন মাধবের গলে কৌস্তভ-রতন,—
ঈর্ষায় আকুল মতি, অদর্শনে প্রাণ-পতি,
বিরহিনী সরোজিনী ঢাকিল বদন!
পুষ্প-গন্ধে আমোদিতা ফুল-সাজে সুসজ্জিতা
প্রকৃতি-সুন্দরী পরে তমো নীলাম্বরী,—
ইন্দু-কর-অঙ্গ-রাগে রঞ্জে অঙ্গ অনুরাগে
গৌরাঙ্গিনী-অঙ্গ-সঙ্গী যেন নীল সারি!
রঞ্জিত সিন্দুর-বিন্দু যেন ভালে পূর্ণ-ইন্দু,
স্বেদ ঝরে পীনোন্নত পদ্ম-পয়োধরে,
রত্ন-মেখলার প্রায় দীপ-মালা শোভা পায়
পিক-কণ্ঠে সুধা-স্বর-লহরী কুহরে!
কিরণ স্ব-অঙ্গে মাখি কুঙ্কুমে প্রদানে ফাঁকি
কাদম্বিনী পাখী হেন বিচরে অম্বরে,
শশধরে অঙ্কে ধ'রে বদন চুম্বন ক'রে
কভু আধ অঙ্গ তার আবরে অম্বরে।

কভু তায় পরিহরি অনুগামী সহচরী—
প্রতি বলে "অনুরূপ সাধিতে ইঙ্গিতে,"
পতিকে বালক-হেন স্নেহ করে দেখে যেন—
সরমে তারকা ঢাকে বদন চকিতে।
গত নিশি আদ্য যাম সুত-লাভ মনস্কাম
রাজরাণী স্তুতি করে মহাকাল-মন্দিরে,
বিচিত্র দৈবের রঙ্গ নাচে বামা বাম অঙ্গ
বাম-তর দর্শনাঙ্গ সম তানে অধীরে ;
"সুপ্রসন্ন মহাকাল পাবে পুত্র মহীপাল"
সমীরণ যেন কর্ণে সঙ্গোপনে বর্ণিল,
মহিষী বিলাসবতী অন্ধা যেন দৃষ্টিবতী
বন্ধ্যা-দোষ যাবে ভাবি সুখ-গন্ধে মাতিল।
সুবর্ণ পর্য্যঙ্কোপর সুপ্ত-অঙ্গ নৃপবর
রাণী-সম্মোহিনী-বাণী শুনি মগ্ন উল্লাসে,
বহিল আনন্দ-ধারা আবরি নয়ন-তারা
প্রেম-ভরে নতি করে ভব-দারা-সকাশে।
নিশীথে স্বপন-রঙ্গ করে নৃপ-দুঃখ ভঙ্গ
হেরে ইন্দু-সুধা-অঙ্গ মহিষীর আননে—
বিমল সু-স্নিগ্ধ করে চৌদিক উজ্জ্বল ক'রে—
প্রবেশিল সুশায়িনী প্রীতি-ফুল্ল বদনে!
চমকিত নরপতি সৌধ-শিরে দ্রুত-গতি
শায়িতা মোহিনী-পাশে স্বপ্ন-বাণী বর্ণিল,
সুশায়িনী রাজরাণী শ্রবণে অমিয়-বাণী
বামন চন্দ্রমা যেন নিজ-করে ধরিল!

শুভ নিশি জাগরণে বঞ্চিয়া নন্দিত মনে
উষাকাশে শুকনাসে করিলা আহ্বান
শুনি মন্ত্রী রাজ-বাণী— কহে "তুষ্টা ভব-রাণী—
নরমণি,—এ সকলি তার অনুষ্ঠান!
বিধি যবে অনুকূল অসম্ভব সুপ্রতুল,—
কি বিচিত্র নারিকেলে সলিল সঞ্চার;
সম্পাদ-সম্পদ-সনে আসে প্রেম-আলিঙ্গনে,
বিচিত্র বিলাসময়ী লীলা বিধাতার!
গত নিশি অন্তকালে স্বপন কুহক-জালে,
হেরিনু শয়নে সুপ্তা পত্নী-মনোরমা,
উৎসঙ্গ-প্রদেশে তার দেবী-মূর্ত্তি চমৎকার
বিকশিত পুণ্ডরীক অর্পে নিরুপমা,
হৃদয়ে সচ্চিদানন্দ ঢালে সুধা-মকরন্দ,—
পূর্ণ-কলা সুখ-চন্দ্র হৃদাকাশে ভাসিল,
কহে শাস্ত্রকারগণ "এ সকল সু-লক্ষণ—
মঙ্গল-সূচক-রূপে ছায়া সঞ্চারিল!"
অমাত্যের স্বপ্ন-বাণী সুধাময় সে কাহিনী
স-সচিব ভূপ কহে মহিষীকে অন্দরে,
ক'রে নানা অঙ্গ, ভঙ্গ নৃপ করে রস-রঙ্গ
বিবসাঙ্গ প্রায় যেন,—সুখোচ্ছ্বাস-সঞ্চারে—"
শুনি রাণী কুতুকিনী যেন ফুল্ল সরোজিনী
সুহাসিনী তবু লাজে লুকায় বদন;
রাজেন্দ্র রহস্য-ভরে চারু চন্দ্রানন ধরে
আনন্দে উন্মুক্ত করে মুখ-আবরণ!

বহু হাস্য-পরিহাসে অমাত্য রাজার পাশে

বহুক্ষণ সমাদরে হ'য়ে অ প্যায়ি

স্ব-পুরে-পশিয়া যত কহে করি সুরঞ্জিত

মনোরমা হাস্য-মুখী আনত লজ্জিত।

ক্রমে দিন গত, তটিনীর স্রোত, রাজরাণী গর্ভবতী,

পাণ্ডুবর্ণকায় মাধুরী বিলায় রস-ভারে রসবতী!

যেন নীর-ভারে নীরদ-মাঝারে ফলিত বিমল শোভা;

স্বচ্ছ সরোজলে নীলোৎপলদলে যেমতি অমল আভা!

ফুটিলে মন্দার নন্দন কান্তার ভুলায় নয়ন-মন,—

বসন্তে প্রকৃতি ফলফুলে সতী যথা চারু-দরশন!

অলস শরীর উদগার গম্ভীর রসনায় উঠে জল,

রাজ-হংস-গতি অম্লে প্রীত-মতি শয়নে বাঞ্ছা প্রবল।

পুর-নারী যত সুখ-প্রমোদিত জিজ্ঞাসিলা সমাচার,—

এ শুভ-লক্ষণ ধরণী-রঞ্জন-হৃদে ঢালে সুধাধার!

আনন্দ-হিল্লোলে সুখ-কোলাহলে পূরিল এ রাজধানী,

কথান্তর লয় সদা রাজ্যময় আলোচিত এ কাহিনী।

আমোদের দিন পক্ষযুত-জিন সৌদামিনী হেন ধায়,

রাণী-অঙ্কাকাশে সুত-চন্দ্র হাসে মাধুরী-মাধুরী-প্রায়!

ধনী পুত্র-ধনে নৃপতি-আননে বিকাশে মুখের ছটা,

মহোৎসবময় হ'ল রাজালয় অনন্ত আনন্দ-ঘটা!

কেহ নাচে গায় কেহ বা বাজায় কেহ দেয় করতালি,

নাহি ভেদাভেদ, মর্য্যাদা-প্রভেদ, কুটিল মানের কালী;

গীত-মন্ত্রী-দল উৎসাহে প্রবল বাদ্যোদ্যমে পূরে পুরী;

ক্রমে মুখরিত করি জন-স্রোত ভাসাইল এ নগরী!

বন্দী কারামুক্ত, দ্বিজ দৈন্যমুক্ত কুমারে আশিস করে,
মন্ত্রী "শুকনাস" করে দুঃখ-নাশ বিনয়ে অমিয় স্বরে।
অন্নবস্ত্র-দানে করুণা-কৃপাণে দীনতা-দানবে নাশে,
সু-যশ-মালিকা অর্দ্ধ-চন্দ্র-রেখা মানস-অম্বরে ভাসে।
দৈবজ্ঞ-মন্ত্রণে "চন্দ্র-নিকেতনে" "আনন্দ-লক্ষণ-ক্ষণে"—
নৃপ মন্ত্রী সনে সুত-চন্দ্রাননে দর্শনে কৃতার্থ গণে;
যেন প্রাংশু করে বামনে বা ধরে অন্ধ-ভাগ্যে দরশন;
ছল-ছল আঁখি মনে দিয়ে ফাঁকি করে দৃষ্টি আকর্ষণ।
নানা পুষ্প-ধন অঙ্গজ ভূষণ চ্যুত-ফুলে মধু-প্রীতি—
তেমতি নন্দন তোষে নৃপ-মন তুচ্ছগণে রত্ন-কীর্তি!
অমাত্য প্রধান করি প্রণিধান-নিরখি সে রাজ-সুতে
কহে মহারাজে "শিশু-অঙ্গেরাজে রাজ-চিহ্ন মহীপতে!
শঙ্খ-চক্র-রেখা করতলে আঁকা, পতাকা চরণ-তলে,—
প্রশান্ত ললাটে, লোল দেহপাটে সৌভাগ্য বেড়ায় ছলে,
এ রাজ-নন্দন ধরণী-রঞ্জন যেন কোন দিব-বাসী,
শাপ-সংপীড়নে মরত-ভুবনে লীলা-ছলে জন্মে আসি!
এহেন সময়ে-'মঙ্গল' বিনয়ে কহে নমি—"নরপতি,
গত কতক্ষণ প্রসবে নন্দন মন্ত্রী-মনোরমা সতী"!
বহুরত্ন-দানে প্রীতি-সম্প্রদানে তুষিলা রাজেন্দ্র তারে,
সচিব সংহতি করিলেন গতি ভাসি সুখে পারাবারে
শুনি হেন বাণী পুরস্ত্রী-রমণী আরম্ভিল হুলুধ্বনি!
"জয় জয়" রবে মঙ্গল আরাবে পরিপূর্ণ উজ্জয়িনী!

হেন মতে দিবা রাতি, আনন্দ উৎসবে মাতি
নগরী করিল যেন বধির শ্রবণ;—

অন্নাসন, নিষ্ক্রামন, ক্রমে হ'ল সম্পাদন
"চন্দ্রাপীড়" পঞ্চ বর্ষে করে পদার্পণ।
সু-দক্ষ শিক্ষক-করে মন্ত্রী সুত সে কুমারে
অর্পে রচি শিপ্রা-তীরে চারু বিদ্যালয়,
ক্রমশঃ বয়স-সনে ক্রমে বুদ্ধি যুক্তি-গুণে
সু-শিক্ষিত রাজ সুত-অমাত্য-তনয়,
যেন বিদ্যা-মন্দাকিনী শত মুখে স্রোতস্বিনী
আপ্লুত করিলা দ্রুত বালক যুগল ;—
শিক্ষক-ভাণ্ডার শূন্য বিদ্যা-দানে করি গণ্য
বহিল হৃদয়ে সুখ-প্রবাহ প্রবল।
সু-বসন্তে বসুন্ধরা ফলপুষ্পে মনোহরা
কুমার যৌবনে কান্তি লভিলা তেমন—
যেমতি শারদাকাশে যবে পূর্ণ চন্দ্র হাসে
উপমান-উপমেয় কৃতার্থ যেমন।
ব্রাহ্মণ দুর্ব্বল অতি ক্ষত্র বলে মহীপতি
জানি প্রকৃতির রীতি যেন অনুপম—
যেমনি মন্দার, মাল্য জ্ঞান, বাসে সমতুল্য
যুবা-দ্বয় মধ্যে বিপ্র সমরে অধম!
উভয়ে সখ্যতা-বশে নিমগ্ন প্রীতির রসে
একত্র নিবাস, পান, ভোজন, শয়ন ;—
অনুরূপ জ্ঞানরাশি, সৃজিলা বিধাতা হাসি—
এক বৃন্তে বিকসিত কুসুম যেমন!
যত অধ্যাপকগণ নরনাথে নিবেদন
করিলা হরষে হেন শুভ সমাচার,

"নানা শাস্ত্রে বিজ্ঞ অতি গুণ-জ্ঞানে মহামতী—
চন্দ্রাপীড়-অধ্যাপনে নাহি অধিকার !"
শ্রবণে রাজেন্দ্র-মনে সুধা-মেঘ বরিষণে
অভিষিক্ত হ'ল গণে সার্থক জীবন ;—
সু-যোগ্য শিক্ষকগণে বিবিধ রতন, ধনে
বিদায় করিল মানে মানস রঞ্জন।
মহোৎসব-আয়োজন সুত-ভবনাগমন
আরম্ভিল অনুচর অতিদ্রুত সাধিতে,
সু-রঙ্গে সচিব-সঙ্গে নৃপ পুলকিত অঙ্গে
অন্তঃপুরে দ্রুত গেলা মহিষীকে বর্ণিতে ;
মুহুর্মুহু জয়-ধ্বনি বাদ্য-নাদ-প্রতিধ্বনি,
দিঙ্মণ্ডল হ'ল ব্যাপ্ত,-নাগরিক কম্পিত,
পতি-বক্ষে সুনিদ্রিতা কম্পকায় সচকিতা
যুবতী-মৃণাল-ভুজে পতি-কণ্ঠ জড়িত !
বালক-বালিকাগণ সভয়ে ক্রন্দনে মন
ব্যস্ত নেত্রে উঠে সতী ক'রে ক্রোড়ে সান্ত্বনা ;
নিদ্রাদেবী ভয়ে ভীতা পলাইলা প্রকম্পিতা
উজ্জয়িনী ছাড়ি যেন নিশান্তে এ মন্ত্রণা।

চতুর্থ-সর্গ-সমাপ্ত

পঞ্চম সর্গ

তারকা-মালিনী মধুর যামিনী
ইন্দু-বিলাসিনী কুহক-ছলে
মত্ত জাগরণে মানস-রঞ্জনে—
নিরখি শয়নে গগন-ত'লে
ত্যজিলে অবনী ঊষা-সুহাসিনী
সুধা-বিধায়িনী বদন-ছটা—
পূরব গগনে নবীন ভূষণে
রঞ্জিলা মধুর লাবণ্য-ঘটা।

দিগঙ্গনা-ধ্বনি মোহিল ধরণী—
পঞ্চম-ঝঙ্কারে কোকিল-তানে,
নাচিল খঞ্জন, বৈতালিক গণ
মাতায় ভুবন ললিত-গানে।
কুঞ্জে পুঞ্জ-ফুলে ভুঞ্জে অলিদলে
রঞ্জন গুঞ্জিত প্রণয়-তান,
মত্ত ভৃঙ্গ-রসে অন্তর-আবেশে
স'পিলা কুসুম যৌবন-প্রাণ।

শিপ্রা-নীরে স্নাত কমল-সঙ্গত
পদ্ম-গন্ধ-অঙ্গে উষা-সমীরণ —
নগরে বিহরে প্রতি ঘরে-ঘরে
শ্রবণে বিতরে মরাল-কূজন।
পর্য্যঙ্ক-উপর মুক্ত-পয়োধর
সুষুপ্তি-কাতর অঙ্গনাগণ —
শিহরে অমনি পঞ্চ-শর গণি—
প্রণয়িনী পতি করে আলিঙ্গন
অম্বরে অনঙ্গ রম্য স্থান ভঙ্গ
প্রণয়-তরঙ্গে করিলে বালা—
নির্ব্বাপিলে বাতি কঙ্কনের ভাতি
হীরক উজলে দ্বিগুণ জ্বালা।
চন্দ্রকান্তমণি গলিত যেমনি
চন্দ্র-করে চন্দ্র-বদনে জল
নিশার উৎসবে শ্রান্ত কান্তা যবে
মেঘ-মুক্ত যেন ইন্দু-সুবিমল!

পাতালে নলিনী-প্রেমে দিনমণি ত্রিযামা যামিনী যাপিয়া সুখে—
গবাক্ষ-ভিতরে নিরখি অন্তরে চমকে,“নীহার কমল-মুখে”
আলু-থালু কেশ বিগলিত বেশ অম্বর সম্বরে সরমে বালা
অনিচ্ছায় পতি ত্যজিলা যুবতী অরুণ-কিরণ বাড়ায় জ্বালা।
রঞ্জিত বসন রক্তিম নয়ন যামিনী-সম্ভোগে স্ফুরিত বুক ;—
সে ভাব নিরখি বাঁকাইয়া আঁখি ননন্দা অম্বরে আবরে মুখ।
সিন্দুরে রঞ্জিনী মুখ-সরোজিনী “পিউধ্বনি”-ছলে পাপিয়া হাসে,
পিক করে‘কুহু’ আহা উহু-উহু “চোকগেল” পাখী রহস্যে ভাষে.

সরমে বিনত হেরি মুখ নত "বউ কথা কও" বিহগ গায় ;
লজ্জিতা রমণী পালায় অমনি সরোবর-নীরে ডুবায় কায়।
এ হেন সময় "নৃপতি-তনয় আনন্দ-তরঙ্গ-প্লাবনে—
ভাসাবে এ পুরী, রূপের মাধুরী মোহিবে অচিরে ভবনে,"
হেন শুভ-ধ্বনি ব্যাপিল অমনি কোলাহল ফুল্ল বদনে,—
গায় কলরবে বিহঙ্গম সবে সুমঙ্গল-গীতি গগনে।

হয়-হস্তী-আদি রম্য অসংখ্য বাহন—
নানা দিক দেশাগত, আগত নৃপতি কত,
পঙ্গপালে আবরিল নগরী যেমন!
শিষ্টাচারে তুষ্ট করি নরপতি সবে,
সমাগত জন-সঙ্গে "বলাহক" মনোরঙ্গে
চতুরঙ্গে সাজে অতি বিচিত্র বৈভবে!
ইন্দ্রায়ুধ-তুরঙ্গম কুমার-বাহন
দিব্য সাজে সুশোভিত পুষ্প-মাল্যে অলঙ্কৃত
ইন্দ্র-তরে উচ্চৈঃশ্রবা সজ্জিত যেমন!
সেনাপতি-সহ কত নৃপতি সদলে'—
শ্রেণী-বদ্ধ জন-স্রোত ধরা-অঙ্ক প্রকম্পিত
উপনীত বিদ্যালয়ে মহা কুতূহলে!
সেনাপতি বিজ্ঞাপিল রাজ-অনুমতি,—
"মোদের সৌভাগ্য-ফলে সুশোভিত জ্ঞান-ফলে :—
স্ব-পুরে কুমার আজি কর শুভ-গতি।
অনুগত কিঙ্করের শুন নিবেদন
উজ্জয়িনী-সিংহাসনে, আরোহণে সুশাসনে
পৈত্রিক মর্য্যাদা-কীর্ত্তি কর সংরক্ষণ।

পালিবে পিতার সম অনুচর যত,
সুতস্নেহ-পরকাশে বাঁধিবে মমতা-পাশে
করুণা-অমিয় ঢালি প্রজায় নিরত
মহামান্য অনুগত ভূপতি সকলে—
হেরিবে বন্ধুর মত, শিষ্টাচারে অবিরত ;
দর্শাবে শিক্ষার গুণ এ মহীমণ্ডলে"।
এত বলি বলাহক নমিলে চরণ,—
অতীব প্রসন্ন মতি সুভাষে তুষিয়া অতি—
সংবর্দ্ধনা করিলেন নৃপতি-নন্দন !
গভীর আনন্দ-ধ্বনি ধ্বনিল গগন,
সেনাপতি-অভিপ্রায়ে সঙ্কেতে পুলক কায়ে
সৈন্য-শ্রেণী তরবারি করে উত্তোলন !
যারে হেরি ইন্দ্রায়ুধ ঘোটক-প্রধান
কৌতূকে কুমার বলে হেরি নাই কোন কালে
এ হেন সুন্দর বাজী নাগেন্দ্র-সমান।
ঈষৎ হাসিয়া কহে রাজ-সেনাপতি—
"সিন্ধু এর জন্মস্থান, মহারাজে করে দান
লভিবারে অনুকম্পা পারস্যাধিপতি !
নরনাথ জ্ঞান-গুণে যেন রত্নাকর
ঘোটক-সৌভাগ্য-বশে এসেছে পিতার পাশে
গম্ভীর, উদার জানি যেন ক্ষীরধর।"
ফুল্লাননে করি নতি তুরঙ্গ-উপর—
আরোহিলে চন্দ্রাপীড় অশ্ব-নেত্রে প্রীতি-নীর
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যেন দেব-পুরন্দর !

অমনি বাজিল ভেরী, শঙ্খ অগণিত
বাজি-নাদে তূর্য্যধ্বনি নভো নাদে প্রতিধ্বনি,
গভীর বিজয়-রবে প্রদেশ কম্পিত !
ভীষনাদে সৈন্তবৃন্দ গর্জিল ভীষণ—
তীক্ষ্ণ তরবারি-পাকে বিজলী উজলে ঝাঁকে,—
মন্ত্রি-সুত বাম-পার্শ্বে নয়ন-রঞ্জন,—
দক্ষিণে সমর-সাজে রাজ-সেনাপতি,
রাজসূয়-যজ্ঞ-স্থলে ভীমার্জ্জুন-মধ্যস্থলে
কুমার শোভিল যেন ধর্ম্ম-নরপতি।
মহোল্লাসে কুমারের পুর-আগমন --
দরশনে সমাকুল ধাবিত কামিনী-কুল
বিমুক্ত কুন্তল-কারু উন্মুক্ত ভূষণ,
নেত্র-ভঙ্গী-ভ্রূ-বিলাস-অভ্যাস-বিহনে—
অন্তর-সারল্য-আভা বদনে বিকাশে বিভা,
বিমল হৃদয়ানন্দ বিম্বিত নয়নে !
নিতম্ব ত্যজিয়া নিম্নে মেখলা আকুল,—
কুচ ত্যজি হেম-হার সঙ্কোচ বিকাশে তার
মুখ-চন্দ্রে ঢাকে মেঘ-কুন্তল ব্যাকুল !
ধাবনে-পবনোন্মুক্ত বিচিত্র বসন—
পীনোন্নত পয়োধরে সরমে বর্জ্জন ক'রে
প্রকাশিছে রস-হীন স্থবির-লক্ষণ !
কোন বামা অসম্পূর্ণ কবরী বন্ধনে—
আগতা লজ্জায় হাসি কেশ-পাশ-মুখে আসি
তুরঙ্গিনী ছোটে যেন মুখস-বদনে !

গবাক্ষ-গগনে শোভে তারকা-অঙ্গনা,
অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে ব'সে হেরি দৃশ্য অনিমেষে
মোহিতা কুসুম-শরে কহে সুলোচনা,—
"কে বলে সুষমা-রাশি শারদ-চন্দ্রমা ?
সতত কলঙ্কময় কুমারের পদে রয়
আহা মরি ! নাহি হেরি সুযোগ্য উপমা !
ধন্য, সে রমণী ধন্য,—মজে যার রূপে,—
শুভাঙ্গ অনঙ্গ যারে, সু-অঙ্গ প্রণয়-হারে,
সাজাইবে মরি ! মগ্ন হ'য়ে প্রেম-কূপে" !
অপরা কহিছে,—"সখি কেন উচাটন ?—
যোগ্য-পাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুধু দেব-ভোগ্য,
ভেকের লালসা-রসে বাড়ায় ক্রন্দন— !
রত্ন-হার শোভে সুধু মহিষী-গলায়,
অসিত নিশীথে সতি, বিকাশে কৌশিক-ভাতি,
ব্যাধাঙ্গনা সুমনা পুঁতির মালায় ;
পরম লাবণ্যময় যেমতি কুমার,—
লভিবে সে অর্দ্ধাঙ্গিনী, তিলোত্তমা রূপে যিনি,
বামনের করে ঘটে চন্দ্রমা কি আর ?
যা লভেছ ভাগ্য-ফলে সুখী থাক তায়,—
নহে গিয়ে নিকেতনে, প্রশ্ন কর দরপণে,—
সে নিপুণ মোর চেয়ে,—তর্ক-মীমাংসায় ।"
সালঙ্কার বাক্য-বাণে কুপিল রমণী—
মুখ-ভঙ্গী সৃষ্টি-ছাড়া, অরুণ নয়ন-তারা,
"হাত-নাড়া, পদ-ঝাড়া", দন্ত-বিকাশিনী,

ধাইলা বিকটা,—ভূমে অঞ্চল লোটায়,
হাসি কহে প্রমোদিনী, "কেন এত বিষাদিনী,
ও বদনে কোটি চন্দ্র মাধুরী বিলায়,
নহি দোষী আমি সখি, দোষ এ আঁখির,
হেরে পেচকার ছবি, বর্ণিতে অশক্ত কবি
তমসা-রঞ্জিনী-কান্তি,—অদৃশ্য রবির !"
উঠিল কোলাহল ধ্বনি কাঁপায়ে ভবন,—
নারদের সহচরী বন্দ-রঙ্গে অবতরি —
সভ্যতার উচ্চ সীমা করে প্রদর্শন !
নগরীর রম্য শোভা করি নিরীক্ষণ—
ক্রমে রাজ-নিকেতনে উপনীত ক্ষুণ্ণ মনে
পুর-নারী-সন্নিধানে নৃপতি-নন্দন !
নিরখি রমণী-বৃন্দ করে হুলুধ্বনি—
দাঁড়া'য়ে প্রাসাদ-শিরে লাজ-পুঞ্জ, পুষ্প-নীরে—
বরষে হরষে শিরে কত সুহাসিনী !
কণক-কদলী-তরু শোভে দ্বার-পাশে,
পূর্ণ-কুম্ভ-শ্রেণী কত সিন্দুর-রাগ-রঞ্জিত
সারি-সারি "জয়-ধ্বজা উড়িছে উল্লাসে।
সু-সজ্জিতা নৃপ-দত্ত বসন-ভূষণে—
সুবর্ণ কলসী-কক্ষে দাঁড়ায়ে উন্নত বক্ষে
বার-বিলাসিনী,—"কাম-কটাক্ষ-অঞ্জনে।"
বলাহক অগ্রগামী প্রদর্শক রূপে,—
মন্ত্রি-সুত ভুজ-ধারী কুমার প্রবেশে পুরী
চারুতায় যুবা মগ্ন বিস্ময়ের কূপে।

রম্য পুরী-মধ্য-খণ্ড তুল্য মনোরম
সম্মুখে কৃত্রিম শৈল জল-যন্ত্র-ছলে—
ইন্দ্র-ধনু নির্ঝরিণী-উৎসে অনুপম
সরোনীরে সরোজিনী চুম্বিত মরালে,
মরকত-শিলাময় সোপান সুন্দর,—
নীল-কান্তি উদ্ভাসিত হরিত তোরণ,
সু-বিকচ কাঞ্চনাভ কমল-নিকর,—
নানা বর্ণ মীন জলে,— রঞ্জিত জীবন।
কলা মাত্র কলানিধি যেমতি মলিন,—
ক্ষীণ জ্যোতিঃ মানহীন বিরস বদন,—
বিরহিনী কুমুদিনী তেমতি শ্রী-হীন,—
যৌবনের অবসানে পীনাঙ্গ যেমন !

তীরে উপবন-মাঝে মৃগ-শিশুগণ
কুরঙ্গিনী-আশে-পাশে সু-রঙ্গে বেড়ায়
কনক-কদলী-পত্র-সঘন-কম্পন
রবি-করে ;—সৌদামিনী-মাধুরী খেলায় !
হেম-দণ্ড স্ফটিকের ফলক-অন্বিত
স-পেখম তদুপরি শিখীর সিঞ্জন
মসৃণ শিলায় মূল-বেদী সুমণ্ডিত
রঞ্জিত রক্তিম-রাগে চারু কুঞ্জবন !
অনন্তর নৃপতির বিলাস-ভবন
স্ফটিকের শৈল যেন গগন-চুম্বনে,
বলভী-আশ্রয়ে দোলে রত্ন-মণিগণ,
প্রভায় তারকা-অঙ্কে অঞ্জন-অঙ্কনে !

গৃহ-অভ্যন্তরে নানা চিত্র মনোহর,—
সুবাসিত ফুল-হার দেউলের গায়,
ঊর্দ্ধভাগে রত্নোজ্জল চাঁদোয়া সুন্দর
আলোদানে রত্ন-কান্তি নয়ন ভুলায়।
খচিত প্রবাল-মণি-মানিকের ঝার—
দুলিছে সুষমারাশি নেত্র ঝলসিয়া,
মর্ম্মর-মণ্ডিত কত গৃহ-সজ্জ আর
নৃপতি-দর্শন শিল্পে রাখে আকর্ষিয়া।

রাজ-কক্ষে স্বর্ণময় পর্য্যঙ্ক-উপর,—
দুগ্ধ-ফেননিভ চারু কোমল শয্যায়—
উপবিষ্ট নরনাথ উৎসুক অন্তর,
পন্থা-নিপতিত-নেত্র,—সুত-প্রতীক্ষায়!
চন্দ্রাপীড়-আগমনে পুরবালাগণ—
উল্লাসে করিলা যবে ঘন হুলু-ধ্বনি,
স্নেহের প্রাবল্যে নৃপ হ'লে, উচাটন
প্রতিহারী "আগমন" বর্ণিল অমনি!

পশিয়া কুমার কক্ষে ভকতি-চন্দনে-
রঞ্জিলা নৃপেন্দ্রে,— করি চরণ-ধারণ,—
প্রেমাশ্রু-পূর্ণিত নেত্রে গাঢ় আলিঙ্গনে
বক্ষে ধরি নরপতি জুড়ায় জীবন!
স্নেহ-বশে মন্ত্রি-সুতে করি আলিঙ্গনে,
বাৎসল্য-উচ্ছ্বাসে নৃপ ভুলে বসুমতী,
অনিমেষ নেত্রে হেরে উভয়-বদন,
ধন্য বিধি যে রচিল স্নেহের মূরতি!

নৃপতি-আদেশ-লভি জননী-সদনে,
কুমার মিত্রের সনে হ'য়ে উপনীত
ভক্তি-বশে প্রণমিলে মাতুল চরণে,—
মহিষী পুলকে-নীরে হ'ল নিমজ্জিত!
নন্দন-রঞ্জিত-অঙ্ক শশাঙ্ক-বদনা
কহে "জ্ঞান-প্রভাকর-কর-সমুজ্জ্বল-
হেরি বৎস,—মুখ-পদ্ম সফল বাসনা,—
সিঞ্চিবে অমিয়,-বধূ-মুখ-পরিমল!
শত রাজ্য-লাভে ছার আনন্দ সঞ্চার,
আজি আমি ভাগ্যবতী ইন্দ্রানী যেমন,
লভিনু জয়ন্ত-সম সুত জ্ঞানাধার
সুধন্য জঠর মম, সার্থক জীবন!
সুধা-মাখা মাতৃ-নাম পুণ্য উচ্চারণ
ভুলে গেছি বহুদিন চির বাঞ্ছা মনে
জ্ঞান-বৃদ্ধ চন্দ্রাপীড়,—জনক যেমন—
সাজিবি জননী-রূপা বধূ-সম্মিলনে।
লাজ-অঙ্ক-মুখ-চন্দ্র সঘন চুম্বনে
ভাসিলা বিলাসবতী মহানন্দ-নীরে,
শির-ঘ্রাণ, স্নেহ-মাখা প্রীতি-সম্ভাষণ,—
সিঞ্চিলা অমৃত-ধার মন্ত্রি-সুত-শিরে;
সুধায় "বৈশম্পায়নে বহু ভাগ্য-ফলে
লভিনু বাঞ্ছিত যোগ্য যুগল রতন
মনোরমা ভগ্নী-সমা দ্বি-মুরতি ছলে,—
এক প্রাণ,—তুমি তার প্রাণের নন্দন,

অকপটে অসঙ্কোচে সহোদর-সম
উভয়ে করিবে পাশে সম-আবদার,
হেরিলে বৈষম্য-ভাব বিমাতা-উপম
বিষাদ-দহনে হৃদি দহিবে আমার" !
এত বলি নিরখিলে মহিষী তখন,—
হরষে অমাত্য-সুত শ্রদ্ধা-প্রদর্শনে—
বিনয়ে তুষিলা অতি মহিষীর মন ;
উভয়ে সুভাষে তোষে পুরস্ত্রী স্বগণে !
কুমার জননী-পাশে লভিয়া বিদায়,
সম্ভোষিলা বহির্দ্দেশে অনুচরগণে,—
মন্ত্রি-সুত-সহ অতি পুলকিত কায়
দ্রুত-পদে উপনীত অমাত্য-ভবনে,—
নিরখিলা রাজোচিত মন্ত্রীর আলয়,—
সভা-মঞ্চ করে আলো অমাত্য-প্রধান,
শৈলেন্দ্র-সমাজে যেন রাজে হিমালয়,—
চৌদিক বেষ্টিত যত নৃপ-ম্রিয়মান !
হেন কালে চন্দ্রাপীড় তথা উপনীত—
দাঁড়াইলা সভ্যবৃন্দ অতি সসম্ভ্রমে,—
কুমার বিনয়ে তুষি, মানে নৃপোচিত
সম্বর্দ্ধনা করিলেন যত নরোত্তমে !
ভকতি-কুসুমে পূজি অমাত্য-চরণ—
উভয়ে হইলা যবে প্রীতি-প্রণোদিত,—
শুকনাস যুগপৎ করি আলিঙ্গন—
তুষিলা অমিয়-ভাষে স্নেহ-সম্বলিত,—

"আজি চন্দ্রাপীড়, তোমা কৃত-বিদ্য হেরে
মিলিল অন্ধের যেন যুগল নয়ন,
পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত যত সুকৃতি-লহরী
অমিয়-সিঞ্চনে করে কৃতার্থ জীবন!
বহু পুণ্য-ফলে তুমি সুযোগ্য নন্দন—
জন্মিলে পরম যোগ্য নৃপতির ঘরে,
পতিভাবে যে করিবে চরণ-বন্দন
পরমা সৌভাগ্যবতী সেই বসুন্ধরে!
ভূভার-বহন-তরে যথা ভগবান—
অবতীর্ণ ভব-ধামে ধরা ভাগ্যফলে,—
তেমতি তুমিও সাধ দেশের কল্যাণ,—
পুণ্যময় রাজনীতি দর্শা'য়ে ভূতলে।
বৃদ্ধ-মন্ত্রী করি স্নেহে মস্তকে চুম্বন—
বসাইলা অঙ্কোপরি নন্দনের প্রায়,—
অনন্তর সুতে করি স্নেহ-সম্ভাষণ—
অতুল আনন্দ-স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়!
কুমার নমিয়া মানে মন্ত্রীর চরণে—
সম্ভাষিয়া যথা-যোগ্য রাজন্য-মণ্ডলী—
উপনীত মনোরমা-চরণ-সদনে,
বন্দিলা জননী-সম করি কৃতাঞ্জলি!
সুতাধিক স্নেহ-বারি করি বরিষণ—
তুষিলা আশীষে শত, মন্ত্রী-মনোরমা,—
সুত অঙ্কে করি রমা আনন্দে মগন,
মাতৃ-স্নেহ ধরা-ধামে অযোগ্য উপমা!

বহুক্ষণ মন্ত্রিপুরে ক'রে অবস্থান,
নিরখি গগনে বেলা দ্বিতীয় প্রহর,,
স্নানার্থে কুমার পুরে করিলা পয়ান
নির্ব্বাচিত "শ্রীমণ্টপে" হরষ অন্তর।
ক্রমে বেলা অবসান,-সায়াহ্ন আগত,
দিঙ্মণ্ডল ধরে কান্তি লোহিত বরণ
রঞ্জিত গগনে শোভে চক্রবাক যত,
বিটপি ধরিলা শিরে কণক-ভূষণ।
"নীচ পদে মানীজন নহে অভিলাষী,
যদি বা সে বিধি-চক্রে সঙ্কট-সঙ্কুল,"
বিজ্ঞাপিতে হেন নীতি কমল-বিলাসী
অস্তকালে আরোহিলা উচ্চ শৈলকুল।
সূর্য্য-সিংহ অস্তাচলে অন্তিম সময়,
তমঃ-দণ্ডী চির-রিপু, করি আস্ফালন,
জগত করিলা নিজ-আয়ত্ত -বিজয়,
মানবের ভাগ্য-চক্রে হেন আবর্ত্তন।
বিচ্ছেদে অধৈর্য্য অতি হ'য়ে কমলিনী
অলিরূপ অশ্রুজল করে বিসর্জ্জন
সখেদে মুদিলা আঁখি ম্লান বিরহিণী
ঈর্ষা-ভরে কুমুদিনী প্রফুল্ল বদন।
চন্দ্রাপীড় দীর্ঘ কাল জননী-সদনে
যাপিয়া,-তৎপরে তৃপ্ত করিলা নৃপতি,
প্রত্যাগত পুনঃ সেই বিশ্রাম ভবনে,—
অতুলিত পিতৃভক্তি আদর্শ-মূরতি।

পঞ্চম-সর্গ-সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ

তরুণ তপন রক্তিম নয়ন
নীহার-আসার কমলে—
তমঃ-অরি ভরা হেরিয়া এ ধরা
কুপিত প্রকোপ-অনলে,—
সুবর্ণ-শলাকা— তাড়নে তারকা
বিলুণ্ঠিত কায় সদলে—
গগন-অঙ্গন স্খলিত যেমন
ডুবিল সুনীল অতলে!
সখি-দুঃখে দুঃখী মগ্ন অশ্রুমুখী
কুমুদিনী শোক-জীবনে;
বিটপি-নিকরে হেম ময় করে
রঞ্জিত কনক-ভূষণে।
ভ্রমর-গুঞ্জন তানপুরা-স্বন
গুঞ্জিল কামিনী-কাননে
মানস-মোহিনী সাজে ফুল-রাণী
মুকুতা-রঞ্জিত বসনে!

গন্ধামোদে অন্ধ গন্ধবহ মন্দ অরবিন্দ-হিম চুম্বনে
করে বিনিময় স্ব-তাপ-নিচয় সুহাসি সরোজ-বদনে !
প্রণয়ের দান করি অভিমান বিলাইতে চারু নগরে —
যাচে জনে জনে গাঢ় আকিঞ্চনে সমীর সরস অন্তরে !
এহেন সময় রাজার আলয় কোলাহল-ফুল্ল আননে—
কহে সুকুমার নরেন্দ্র-কুমার—"মৃগয়া গমন কাননে" !
চলে গজ-বাজী, নানা সাজে সাজি, সু-মিত্র সু-বেশ-ভূষণে,—
ধরণী-রঞ্জন নরপতিগণ রঞ্জিত মৃগয়া অঙ্কনে !
নানা অস্ত্রধারী মৃগায়ুর সারি হিংস্র সারমেয় চীৎকারে,—
গরজনে সাদী নিনাদে নিসাদী পদাতিক-গুণ-টঙ্কারে
উর্জ্জ তূর্য্য-ধ্বনি নভঃ-প্রতিধ্বনি গর্জ্জনে সৈনিক সদলে,
কাঁপিলা মেদিনী শুনি ঘোর ধ্বনি মীন পশে ভয়ে অতলে,
কুমার কাননে পূর্ণ শরাসনে পশিয়া হেরিলা নয়নে—
গিরি-গুহা-মাঝে নির্ভয়ে বিরাজে মৃগেন্দ্র নৃপেন্দ্র গঞ্জনে।
ভীষণ শার্দ্দূল বধে মৃগকুল আক্রমিয়া ঘোর গর্জ্জনে,
বরাহ-নিকর বেগে তীব্রতর ধাবিত দশন—কর্ষণে।
বন্য করিদল প্রমত্ত প্রবল দলিছে কদলী-কাননে
নক্ষত্রের প্রায় শশকুল ধায় শঙ্কিত চরণ-দলনে !
আরক্তিম আঁখি মহিষ নিরখি নির্ভীক-হৃদয় কম্পিত,—
ভল্লুক গণ্ডার ভীতির ভাণ্ডার গর্জ্জনে আতঙ্ক গর্জ্জিত !
নাভি-গন্ধ-ভরা মৃগী মনোহরা সৌরভ-মদিরা পবনে,—
দেবদারু চয়-ঘর্ষণে উদয় হুতাশন-শিখা গগনে।
ফাটে কাষ্ঠ-খণ্ড গ্রন্থিল প্রচণ্ড বিমানে উল্কার আকর,—
সে অনলে পুচ্ছ ভস্মশেষ গুচ্ছ চমরী-গৌরব অগার !

ঝরে ঝর্-ঝর্ নির্ঝর-নিকর শিলাঘাতে নীর উত্থিত—
ভেবে যেন হায় উর্দ্ধমুখে ধায় "বসুধা কলুষ-স্পর্শিত"।
দাবানল-তপ্ত কাল-দন্তে গুপ্ত পতিত নাগিনী সেঁ জলে,—
নিরখিলে মন কাঁপে ঘন ঘন নীর-অঙ্গ-সঙ্গ গরলে!
এহেন বিপুল সঙ্কট-সঙ্কুল ভয়াবহ ঘোর কাননে,—
আতঙ্ক রহিত, করে প্রকম্পিত রাজ-সুত বাণ-তাড়নে;
বধে শত শত হিংস্র পুঞ্জীকৃত জীবিত কুরঙ্গ-নিকরে—
ক্ষিপ্র-আরোহণে লতিকা- বন্ধনে বাঁধিলা কৌতুক-অন্তরে!
উড্ডীন বিহঙ্গ কত সঙ্গ-ভঙ্গ বিকলাঙ্গ চুমে ধরণী,
কুমারের বাণে কি মোহিনী জানে ভেবে সবে ভুলে অবনী।
অদম্য উদ্যমে মৃগয়ার শ্রমে কুমার স্বেদাক্ত শরীরে—
ফুল-রেণু সঙ্গ "অঙ্গ-রাগ"-রঙ্গ রঞ্জিত প্রবাহ রুধিরে।
ফেন-পুঞ্জ মুখে "ইন্দ্রায়ুধ"-দুঃখে শ্রমে শ্রান্ত নৃপ-মণ্ডলী,
স্বকর রচিত পর্ণ-ছত্র শত কুমার-প্রীতির অঞ্জলি।
সৌজন্যের ধারা সুধা-উৎস-ছড়া, সিঞ্চিল মৃগয়া-রঞ্জনে
করি জয়-ধ্বনি কাঁপায় অবনী সবে বদ্ধ প্রেম-বন্ধনে!

মৃগয়ান্তে রাজ-সুত রাজ-পুরে উপনীত
রাজধানী পূর্ণ গুণ-গানে
রাজা-রাণী সে বারতা সৌজন্য অমায়িকতা
শ্রবণে অমিয় ঢালে প্রাণে।
অপার দুঃখের পরে বামনের চন্দ্র করে
আশাতীত এ-যশঃ-কাহিনী,
বহে নেত্রে প্রেম-জল দর দর অবিরল
হৃদে নাচে প্রীতি-মন্দাকিনী।

সুখে গেল নিশি, দিন, আঁধার হইলে লীন
পশে ঊষা অরুণ নয়নে—
প্রভাতিক সমীরণ ফুল-রাণী তোষে মন
চন্দ্রাপীড় বিহরে উদ্যানে।
এ হেন সময়ে শুনি দূরে অলঙ্কার-ধ্বনি
রাজ-সুত চিত চমকিত ;—
কৈলাস-কঞ্চুকী-সঙ্গে ভুবন-মোহিনী রঙ্গে
দিব্যাঙ্গনা ভূষণ-ভূষিত।
কুমার নিরখি মনে অবনত দুনয়নে—
চিন্তিলা এ ত্রিদিব ললনা
রম্ভা কি উর্ব্বশী হবে ত্যজে কিবা মনোভবে
ভবে এল মদন-অঙ্গনা!
কিবা রূপ আহা মরি, আঁকিলা তুলিকা ধরি
বিধাতা কি কল্পনা নয়নে?
স্বকরে গড়িলে ভুল হ'তে পারে অপ্রতুল,
স্বরগের লাবণ্য-রঞ্জনে!
চতুর কঞ্চুকী ছলে ঈষৎ হাসিয়া বলে—
"শুন, প্রভো, মহিষী—আদেশ,
কুলুত-নৃপতি-সুতা মম সাথে উপনীতা,
রাজ্য জয়ে লভিলা নরেশ ;
পালিতা এ অন্তঃপুরে রাণীর আদর-নীড়ে,
স্বভাবে এ অতি নিরুপমা,
হেরিবে সখীর মত, হবে গুণে বশীভূত
অচিরে,—এ রূপে অনুপমা!"

কুমার তুষিল তারে মিষ্ট বাক্য ব্যবহারে,
"মাতৃ-আজ্ঞা করিনু পালন";
আসক্তি-রঞ্জিত ভাষে কঞ্চুকী অন্তরে হাঁসে,
পত্রলেখা সার্থক জীবন

ষষ্ঠ-সর্গ-সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ

চন্দ্রাপীড় মন্ত্রি-পুরে হ'লে উপনীত,
শুকনাস যথাযোগ্য সম্ভ্রম-দর্শনে
বসা'য়ে আপন-অঙ্কে স্নেহ-বিগলিত
কহিলা কুমারে অতি মধুর বচনে,—
"অধীত হয়েছে তব শাস্ত্র সমুদয়,
শিখেছ যতনে কলা-কলাপ প্রচুর,
তব তুল্য পুত্র-লাভে নরেন্দ্র হৃদয়
খেলিছে আনন্দ-সিন্ধু তরঙ্গে মধুর।
চির শুভ-অনুধ্যায়ী পিতার তোমার
বৃদ্ধ আমি কহি তাই কর্ত্তব্যানুরোধে—
হেরি তব অঙ্গে নব যৌবন-সঞ্চার,
বিচলিত করে যায় সুমতি সুবোধে।
বিমল-চন্দ্রমালোক হইলে বিম্বিত,
স্ফটিক-স্তম্ভেতে যথা সুষমা-উদয়,—
তবাদৃশ হৃদে হ'লে নীতি সঞ্চারিত—
ধরিবে অতুল দীপ্তি,—জ্ঞানালোকময়!

জন্মিলে মহৎ কুলে হবে যে সুজন
জ্ঞানী কভু হেন বাণী না করে প্রত্যয়,-
চন্দন-সংঘর্ষে দীপ্ত যেই-হুতাশন—
দাহিকা শকতি-হীন কভু কি সে রয়?
উর্ব্বর ভূমিতে জন্মে কণ্টকিত তরু—
কর্দ্দমে লাবণ্যময় পঙ্কজ-সৃজন,—
শিক্ষা, দীক্ষা, সঙ্গ-বীজে স্বভাব সুচারু,
ক্ষেত্রভেদে গুণ-ভেদ নহে কদাচন!
যৌবনের অন্ধকার ভানুর কিরণে
রত্নের সে নেত্র-হরা স্নিগ্ধময়ী দ্যুতি,
অগণিত প্রভান্বিত দীপিকা-তাড়ণে
বিদূরিত নাহি হয় মালিন্য আকৃতি!
যৌবন-জোয়ারে পড়ে মানব-তরণী
কাণ্ডারী বিহীন যেন ঘোরে নীর পাকে,
কত জ্ঞানি-দেহ-তরী শুনেছি কাহিনী,—
নিমগ্ন হয়েছে এর তরঙ্গ-বিপাকে!
যৌবনে মানব যেন মত্ত দন্তী-প্রায়
অবহেলা করে নিত্য কণ্টকের পথে,
সংসার-বিপিনে দলি ন্যায়ে সে বেড়ায়
সমাচ্ছন্ন অন্ধকূপে পড়য়ে বিপথে!
করিয়াছ পদার্পণ সে বিষম কালে,
ধরে জ্ঞানী জ্ঞানাঙ্কুশ বিবেক-সংহতি
দমিতে সে ভীমবেগ,—ধৈরয-সম্বলে,
নহে ঘটে নরাকারে পাশব-প্রকৃতি।

চঞ্চল যৌবন হ'তে ত্রিগুণ ভীষণ—
সম্পদ সদ্‌গুণগ্রাসি অবিবেক চর—
চাটুগুণে পুষ্ট-অঙ্গ মোহ আভরণ
নির্ম্মিয়া পাপমতি আবরে অন্তর।
কু-কার্য্যে নিরত তবু প্রশংসার ফলে
বর্দ্ধিত স্বদোষ, যেন প্লাবনে তটিনী
গর্ব্বী কৃতী, গুণী, জ্ঞানী, অভিমান-বলে
জ্বলে অগ্নি-সম, শু'নে বিপরীত বাণী!
একান্ত দুর্ভাগ্যবন্ত আঢ্যবন্ত জন,
অধঃপাত গতোন্মুখ নিরখি নয়নে—
কেহ না সুধায় যায় সুনীতি বচন,
বর্ণিলেও হিত বাক্য অহিত সে গণে;
এহেন দারুণ ব্যাধি ঔষধ বিহীন,
একমাত্র তীক্ষ্ণবুদ্ধি-মণ্ডিত যে জন
চাটুবাণী উপহাসে যে করে বিলীন
রক্ষিতে সক্ষম স্বার্থ সেই মহাজন।
যৌবন অস্থায়ী অতি ততোঽধিক ধন,
প্রভুত্ব ধনের চির নিত্য অনুচর,
সময়ান্তে রিপুত্রয় হ'লে অদর্শন,
সে কুকীর্ত্তি পাপবৃত্তি রহে নিরন্তর।
কমলা চঞ্চলা, তাঁর হেন ব্যবহার,
সুজনে বর্জ্জিয়া করে হীনে আলিঙ্গন,—
অতি যত্নে রক্ষিলেও করি পরিহার—
অসঙ্কোচে করে গতি অধম-সদন!

অতএব ধনৈশ্বর্য্য অতি অকিঞ্চন,—
স্থখের সোপান মাত্র দুদিনের তরে,
সুকৃতি, সুনাম, নিত্য, স্থায়ী অনুক্ষণ
প্রদীপ্ত অনন্তকাল, অবনী-ভিতরে ! ৫
কহিনু সুযোগ্য নীতি দুর্লভ বচন,—
অসারে অর্পিত বীজে নহে ফলোদয়,
অবিরত বারি-পাতে অজস্র বর্ষণ—
পাষাণে না হয় কভু পঙ্কের উদয় !
অমাত্যের সার-গর্ভ শুনি হিত বাণী—
আনত বদনে তায় করিয়া প্রণতি—
চন্দ্রাপীড় ম্রিয়মান স্মরিয়া কাহিনী.
কহে সর্ব্ব পিতৃ-পদে ক'র সুবিবৃতি !
সুতমুখে শুনি উচ্চ মন্ত্রী উপদেশ,—
নরনাথ মহাপ্রীত চিন্তিলেন মনে—
"হেন বিজ্ঞ মন্ত্রী যার ধন্য সেই দেশ,
ধন্য রাজা,-যার গুণে বিখ্যাত ভুবনে !"
কহিলেন "স্থির চিত্তে শুন চন্দ্রাপীড়,—
মন্ত্রী সখা-সম, মম, ব্রাহ্মণ-নন্দন,
কাল ধর্ম্মে যদি হয় মানস অধীর,
স্মরিও নৃপতি-মান্য অমূল্য বচন !
"চির মাননীয় বিপ্র-শুভকর-বাণী,
ততোঽধিক পূজ্য রাজা—জনক-আদেশ,
মিশ্রিত নির্ম্মাল্য ত্রয় শিরোধার্য্য মানি
রক্ষিতে,প্রয়াসীভবে কে নহে নরেশ ?

কিন্তু পিতঃ, জ্ঞান হীন সন্তান-ধারণা
শুভাশুভ কর্ম্মোৎপত্তি দৈবের অধীন,
নিমিত্ত-কারণ মাত্র অবিদ্যা-গঞ্জনা,
নর শুধু দোষ-গুণ-ভাগী চিরদিন!
তাই পদে এ মিনতি আশীস সন্তানে,
সে কবচে রক্ষে যদি বংশের গরিমা,
নতুবা বিষয়ে মুগ্ধ যুবকের জ্ঞানে
নিয়ত প্রদানে মোহ কলঙ্ক-কালিমা,"
এত বলি চন্দ্রাপীড় করিয়া প্রণতি—
স্নানার্থ বিশ্রাম-গৃহে করিলা গমন;
সুতের সু-যুক্তি চিন্তি উজ্জয়িনী-পতি
মহোৎসাহে সুখ-নীরে হ'ল নিমগন।

দিগন্ত দুন্দুভি-নাদে আনন্দে অধীর,
যৌবরাজ্যে অভিসিক্ত বীর চন্দ্রাপীড়!

সপ্তম-সর্গ-সমাপ্ত।
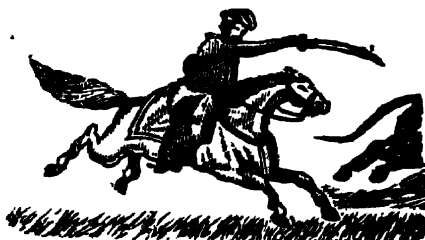
অষ্টম সর্গ

প্রদীপ্ত সুমেরু-শৃঙ্গে যেন শশধর,
অধিষ্টিত চন্দ্রাপীড় রত্ন-সিংহাসনে—
ধরিলা বিচিত্র কান্তি নেত্র-মনোহর,
বিকসিত পূর্ণ চন্দ্র বাসন্তী-গগনে!
লতা যথা শাখা-যোগ-সূত্র-অনুসরি—
বৃক্ষান্তরে করে সদা আশ্রয় গ্রহণ,—
কুমারে সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী অংশ-ক্রমে ধরি
গন্ধ, মাল্য, রত্ন-দানে ক'রে আলিঙ্গন!
নব অভিষিক্ত বিজ্ঞ সুযোগ্য কুমার—
সন্তোষিলা জনপদে স্বীয়-সুশাসনে;
নৃপবৃন্দ ত্যজে দ্বন্দ্ব প্রেমে অনিবার—
প্রজা পুঞ্জে বাঁধে তুণ্ঠ স্নেহের বন্ধনে:
বহিল নৃপতি-হৃদে সুখ-তরঙ্গিনী,
মহিষী বিলাসবতী-আনন্দে মগন,
কুমারের প্রীতিবদ্ধা পুরন্ধ্রী-রমণী
অমাত্যের মনে বহে সুধা-প্রস্রবণ!

পঞ্চনদ, পঞ্চনদী, পঞ্চ-তীর্থ-নীর
পঞ্চ পাত্রে পঞ্চামৃত, পঞ্চরত্ন আর—
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে বারি সপ্ত পয়োধির
পুণ্যনির্ঝরিণী-বারি, ভূমি গণিকার
দিগ্বিজয় যাত্রাযোগ্য সামগ্রী সম্ভার
সংগৃহীত হ'লে, শুভ দিন নির্ব্বাচনে,
নানা দিগ্ দেশাগত নৃপতি-নিকর
সমাগত হেরি সবে শুভ নিমন্ত্রণে,
যথা-দিনে শুভলগ্নে সচিব সংহতি
সমবেত পুরোহিত কুটুম্ব নিকরে
পরিবৃত সভা-গৃহে বৃদ্ধ নরপতি
দিগ্বিজয়ে বরে সুতে বিধি-অনুসারে!
ঘন-ঘটা-ঘন-ঘোর ঘর্ঘর নিনাদে
গরজে দুন্দুভি-ধ্বনি গগনে গভীর,
প্রতিধ্বনি সঙ্গে রঙ্গে নাদিল আহ্লাদে
সৈন্য-কোলাহলে যেন শ্রবণ বধির।
বহু দেশাগত যত ধরণী রঞ্জন—
সমবেত করী, অশ্ব, সসৈন্যে সদলে,
উষ্ট্র, হস্তী, রথ, রথী, অশ্ব-অগণন—
আবরিল উজ্জয়িনী যেন পঙ্গ-পালে।
বিবিধ রতনে সাজি বিবিধ ভূষণে—
পত্রলেখা-সনে সাজে নৃপতি-তনয়—
স্বর্ণ-ভূষা-বিভূষিত করী আরোহণে
দিঙ্মণ্ডল প্রধ্বনিত জয়-শব্দময়!

মন্ত্রি-সুত আরোহিয়া অন্য হস্তী'পরে
ধ্বনিলা গমনোদ্দেশী শঙ্খ-ধ্বনি যবে,
ছাইল বিমান চারু পতাকা-নিকরে ;
সমীরণ পূর্ণ মদ-গন্ধের বৈভবে !
মুহূর্ত্তে ধরণী-তল তুরঙ্গম-ময়,—
দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত মাতঙ্গ-নিকরে,
অন্তরীক্ষ চারু ছত্রে চিত্র শোভালয়,
সৈন্য-পদ-ভরে ধরা কাঁপে থর-থরে !
সুশাণিত অস্ত্র,-শস্ত্রে, ভানুর কিরণে—
শিখি-শিখা-কলাপের বিচিত্র রঞ্জন,
করীর বৃংহণ, অশ্ব-সৈন্য গরজনে
ধরিল প্রলয়-কাল-মূরতি ভীষণ !
ইন্দ্রপ্রস্থে চলে যথা পাণ্ডুর নন্দন
সদর্পে কাঁপায়ে ধরা বসুধা-বিজয়ে
অশ্বমেধ মহাক্রতু করিতে পূরণ—
সঙ্গে করি সখা-কৃষ্ণ মঙ্গল নিলয়ে।
চলিল বাহিনী কাঁপে স্থাবর জঙ্গম,—
ধূলি-রাশি আবরিল গগন-মণ্ডল,
সৈন্য-ভারে ভীতা ধরি পক্ষ অনুপম
উঠে যেন বসুমতী ত্যজি ধরাতল !
সন্ধ্যা-সমাগমে যুবা অপূর্ব্ব প্রদেশে
যামিনী যাপিলা পট-মন্দির অন্তর
প্রত্যূষে উল্লাসে ঊষা যবে পূর্ব্বাকাশে—
সুহাসিনী বিকাশিলা দীপ্তি মনোহর !

অষ্টম-সর্গ- সমাপ্ত

নবম সর্গ

উদ্ভাসিত "স্বর্ণপুর" অরুণ-কিরণে—
চৌদিকে শ্যামল গিরি, প্রকৃতি-সুন্দরী
নানা জাতি ফল-লতা-কুসুম-ভূষণে—
সাজিয়া নয়ন রমে অতুল মাধুরী।
নির্ঝরিণী-জল-কণা সদা মাখি গায়,
সুবাস-"প্রণয়-দান" করি বিতরণ—
মনোহর গন্ধামোদে মানসভুলায়
মৃদু মন্দ প্রবাহিত স্নিগ্ধ সমীরণ।
অবিরত ফুলে ফুলে অলির ঝঙ্কার,
প্রণয়-সঙ্গীতে মত্ত যেন ফুলরাণী;
বিহগ-কূজনে সুধা ঢালে অনিবার,
বেড়ায় আনন্দে যত বন-কুরঙ্গিনী।
সহসা সমর-ভেরী নাদিল গভীর
কাঁপাইয়া "হেম-জট" কিরাত-ভবন,—
কাঁপাইয়া স্থির-মূর্ত্তি নিসর্গ-রাজ্ঞীর—
কম্পিত প্রান্তর, গিরি, বন, উপবন!

সসৈন্য-সজ্জিত দ্রুত কিরাত-নৃপতি—
ছুটিলা সমর-মদে উন্মত্ত যেমন,—
রক্ষিতে স্ব-রাজ্য, মান-বিমলা-মূরতি,—
সঙ্গে সঙ্গে রণ-শিঙ্গা ধ্বনিল গগন!
বাজিল দামামা, কাড়া, সানাই, সারেঙ্গ—
শত শত জয় ঢক্কা জগঝম্প ঢোল—
তীক্ষ্ণ তরবারি-পাকে বিজলীর রঙ্গ—
আতঙ্কে মৃগেন্দ্র চুমে মাতঙ্গের কোল।

রণ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ নৃপতি যখন
সম্মুখীন হেরি লক্ষ অরাতি-নিকরে,—
"উজ্জয়িনী-জয়-নাদে" ধ্বনিল গগন,—
কহিলা বৈশম্পায়ন ঘোর হুহুঙ্কারে;—
"শুন,শুন, বিশ্বজয়ী সঙ্গী বীরগণ,
ভ্রমিয়াছ বহুদেশ গিরি, প্রস্রবণ।
সহিয়াছ শূন্য শিরে নীরদের ধারা,—
অশনি-নিনাদ কর্ণে, বাসবের কাড়া,—
বহু রণ-জয়ে অঙ্গ রুধিরে প্লাবিত,—
রয়েছে "বিজয়-আঁকা" শায়কের ক্ষত।
তোমাদের বাহু-বলে ধরা কম্পমান,
অকলঙ্ক চন্দ্রাপীড়,—বিশ্বজয়ী মান;
কিন্তু এক কথা মনে করিবে স্মরণ,—
কিরাতে করাও যদি পৃষ্ঠ-প্রদর্শন,—
কলঙ্কী দ্বিখণ্ড করে কুমারের মান,
রক্ষিবে সঙ্কোচহীন উন্মুক্ত কৃপাণ!"

মন্ত্রি-সুত বীরোচিত শুনি হেন ধ্বনি—
বীর-মদে সৈন্যবৃন্দ করে সিংহনাদ—
চন্দ্রাপীড় শঙ্খ-নাদে কাঁপায় অবনী,
পলায় অরণ্য-চর গণি পরমাদ।
ভীষণ সমরে হেরি বীরত্ব-মাধুরী।
বিজয়-সুগন্ধ-মাল্য করি সম্প্রদান,
প্রেমোন্মাদে মন-সাধে চন্দ্রাপীড়ে ধরি
আলিঙ্গনে রাজ্যলক্ষ্মী স্নিগ্ধ করে প্রাণ।
বিজয়-আনন্দ-সিন্ধু-তরঙ্গে অধীর—
সসৈন্যে পশিলা যুবা দিব্য রাজধানী,—
ধন্য নাম "স্বর্ণপুর" বিচিত্র পুরীর,—
মোহিলা "মোহিনী"-সম,—সুষমার খনি।
যেমতি সন্তুষ্টচিত্ত বীর ধনঞ্জয়—
নিবাত-কবচে বধি ত্রিদিব-বৈভবে
লভিলা বিরাম-সুখ বাসব-আলয় ;—
নিমগ্ন কুমার তথা আনন্দ-অর্ণবে।
বৈচিত্র্য এ সংসারের নিত্য পরিণাম,
শুভাশুভ কর্ম্মোৎপত্তি কারণোপদানে
ফলিত ঘটনা-পটে ঘটে অবিরাম—
জ্ঞান-গুণ-অভিমানে অঞ্জন-প্রদানে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা করিবে খণ্ডন—
সহসা কুমার-চিত্ত মত্ত মৃগয়ায়
ইন্দ্রায়ুধ-বাজি-পৃষ্ঠে করি আরোহণ
পশিলা কান্তারে ঘোর দুর্গম ধরায়।

হেনকালে নেত্র-পথে কিন্নর-মিথুন—
বিকাশিলে অপরূপ লাবণ্যের ছটা,
কৌতুক-মদিরা-মত্ত,—ছুটিলা দ্বিগুণ
অশ্ব-সঞ্চালনে ভ্রষ্ট নক্ষত্রের ঘটা!
দিগ্বিজয়-অন্তে যথা রঘু উচাটন—
অযোধ্যার পানে ধায় প্রবাসের পরে,—
অথবা নলের মন ছুটিল যেমন
দয়মন্তী-স্বয়ম্বরে বিদর্ভ-নগরে;
বায়ু-গামী সমকক্ষ উভয়ের দল
কুমার বিভ্রান্ত মতি দ্রুত সঞ্চালনে
"ধরিল, ধরিল" যেন, ভরসা প্রবল,
অন্তর্হিত নব দৃশ্য, গিরি আরোহণে;
অনভ্যস্ত ইন্দ্রায়ুধ শৈল-অতিক্রমে,
ভগ্নোৎসাহ চন্দ্রপীড় হায়রে! তেমন—
মৎস্য-লক্ষ্য-ভেদে যথা ব্যর্থ পরাক্রমে
পাঞ্চালী-নৈরাশ্য-মগ্ন রাজা দুর্য্যোধন;
কিরাত-বাগুরা-মুক্ত বন-বিহঙ্গিনী
অচিরে লুকায় যথা বন-অভ্যন্তরে,
কিন্নর অভ্যস্ত চির তেমতি সঙ্গিনী
লুপ্ত-অঙ্গ উত্তীরণে শৃঙ্গ-শৃঙ্গান্তরে!
উপত্যকা-ভূমে বীর হেরি উর্দ্ধপানে
মুহূর্ত্তে অদৃশ্য যবে বঞ্চিল নয়ন,—
হতাশ মানসে, শঙ্কা-পীড়িত পরাণে
ভাবিলা এ কি কুকার্য্য করিনু সাধন।

অদূরে কৈলাস শৈল,—এ বিজন বন
শ্বাপদ-সঙ্কুল ঘোর অজ্ঞাত দুর্গম,
প্রবেশি প্রবাসি-পক্ষে শমন-ভবন,—
কেমনে করিব হেন পন্থা অতিক্রম !
ভবিষ্যৎ না চিন্তিয়া কৌতুকের বশে,
বিপদ-সাগরে আত্ম-বিসর্জ্জন করি,
পশিনু এ ঘোর বনে মৃগয়া হরষে,—
ভাবি নাই কিবা লাভ এ কিন্নর ধরি !
না জানি নির্গম-পথ, তৃষ্ণার্ত্ত আবার
দ্বিতীয় প্রহর বেলা,—নিরখি গগনে,
ইন্দ্রায়ুধ-অঙ্গে বহে তীব্র স্বেদ-ধার,
ঘটিবে সঙ্কট স্থির এ গহন-বনে !
চির-অনাতঙ্ক-হৃদি-নগেন্দ্র-বিবরে,—
দুঃসাহসে শঙ্কা-ফণী কৌশলে পশিল,
বীরত্ব, গাম্ভীর্য্য-বুদ্ধি,-বিধি চক্রে পড়ে—
জীবন সহিত বুঝি অতলে ডুবিল !
রাজ-সুত চিন্তাযুত ব্যাকুলিত মনে—
তুরঙ্গম-অবতীর্ণ,-কম্পিত চরণ,—,
ছায়ায় রক্ষিয়া অশ্ব, লতার বন্ধনে,—
নব দুর্ব্বাদলোপরি করিলা শয়ন !
পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক,—তাহে উৎকণ্ঠায়
শোষিছে শোণিত যেন,—বিদগ্ধ ধমনী ;
নীর-হীন পদ্ম যথা লুণ্ঠিত ধরায়
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড করে বিশুষ্ক মানিনী !

পথ-ক্লান্তি অপনয়ে উদ্বিগ্ন মানসে
ইতস্ততঃ ব্যস্ত দৃষ্টি করি সঞ্চালন,
করি-পদ, মদ-চিহ্ন যুবা এক পাশে
ছিন্ন-কায় মৃণালিনী করে নিরীক্ষণ—
যথা বহু দিন পরে যুবক—ভবনে
শয়ন-মন্দিরে শুনি অলঙ্কার ধ্বনি
প্রণয়িনী-আগমন গণে ফুল্ল মনে,—
মেঘাগমে কিম্বা প্রীতা যথা চাতকিনী ;
সমীপস্থ সরোবর-অস্তিত্ব-লক্ষণে,—
চিহ্ন-অনুগামী ধায় নৃপতি-নন্দন,
অনুসরে পদ-চিহ্ন জল-মগ্ন জনে
তীর-উত্তীরণে যথা লভিতে ভবন !

হেরিলা পন্থায় যুবা পথ দুই পাশে—
প্রশান্ত প্রশাখাকীর্ণ মহীরুহ কত,—
বাহু প্রসারিয়া যেন পথিক-সকাশে
প্রকাশে আতিথ্য ব্রতে দীক্ষিত নিয়ত !
স্থানে স্থানে লতা-গৃহ দিব্য কুঞ্জবন
নিম্নে কত সুমসৃণ মর্ম্মর মণ্ডিত
জল-কণ-বর্ষী বহে মন্দ সমীরণ,—
ফুল্ল অরবিন্দ-গন্ধে চিত্ত আমোদিত—
কল কণ্ঠে কোকিলের পঞ্চম-ঝঙ্কারে
নিনাদিত বন-স্থলী, অতুল বৈভব,
মধুর নিনাদ-সুধা কণ্ঠে পাপিয়ার,
প্রেমালাপে শুক-সারী নাচে শিখী সব,

কল কলে মরালের কূজনে বর্ণন
ত্রৈলোক্য-মোহিনী-কর-দর্পণ-স্বরূপ
কিম্বা বসুমতী-গৃহ-স্ফটিক-ভবন
"অচ্ছোদ"—নামেতে সরঃ অতি অপরূপ!"
ষোড়শী-রূপসী হেন সরসী সুন্দর,
কোকনদ যেন পদ, কুমুদ বদন,
শৈবাল কুন্তল-সম, পদ্ম পয়োধর,
লহরী-নিনাদ যেন নূপুর-নিক্কণ।
নৃপ-সুত হে'রে প্রীত,—বারি সুনির্ম্মল,—
সুহাসিনী সরোজিনী তরঙ্গে খেলায়
"গুণ"-তানে প্রেম-গানে ভ্রমে অলিদল,
সমীরণ ফুল-রেণু কস্তুরী বিলায়!
অর্দ্ধ-স্ফুট কুমুদিনী, কহ্লার নিকর—
সলিল উন্নত শিরে উঁকি দিয়ে চায়;
নিরখিতে তীর-স্থিত দৃশ্য মনোহর-—
ঊর্দ্ধমুখ কূর্ম্ম যেন জল-নিম্নকায়!
বিচিত্র সোপানাবলী মর্ম্মর মণ্ডিত,
তীরে শোভে কুঞ্জরাজি,—দিব্য উপবন,
কবির কল্পনা যায় নিত্য পরাজিত,
ধরা উজলিছে যেন নন্দন কানন!
তীরে তুরঙ্গম-পদ পাশ-বদ্ধ করি—
নিমগ্ন সরসী-জলে তুষার-শীতল,
মৃণাল-ভক্ষণে,—নীরে পথক্লান্তি হরি,
কমলের দলে রচি শয্যা সুকোমল,—

শয়ন করিলা যুবা চারু কুঞ্জবনে,
পরিশ্রান্ত হেরি যেন মন্দ সমীরণ—
বৃক্ষ-পত্র তাল-বৃন্ত দ্রুত সঞ্চালনে,
সুষুপ্তির অঙ্কে তায় করিলা অর্পণ!

নিদ্রার আবেশে যেন বীণা-তন্ত্রী-ধ্বনি
শ্রবণ-বিবরে আহা! অমিয় ঢালিল,
সচকিতে রাজ-সুত চাহিলা অমনি,—
অদর্শনে কুতূহল দ্বিগুণ বাড়িল।
ইন্দ্রায়ুধে করি ক্রমে শব্দানুসরণ,—
চন্দ্র-প্রভ-সম-কান্তি চন্দ্র-প্রভ গিরি,—
নিম্ন স্তরে,—সুমন্দিরে করিলা দর্শন,—
সুদিব্য বিগ্রহ-মূর্ত্তি,—দেব ত্রিপুরারি!
সুধা-সৌধ ধবলিম স্ফটিক-মন্দিরে
কুন্দেন্দু-সুন্দর স্তম্ভ বিম্বিত সাত্তবী
বিভূতি নিন্দিছে যেন শারদ-অম্বরে
চন্দ্রমা-চন্দ্রিকা চুম্বি তারাবৃন্দ ছবি!

প্রতিমা-সম্মুখে এক অপূর্ব্ব রমণী-
নির্ম্মৎসরা, বিনির্ম্মলা, অমানুষাকৃতি,
ব্যাঘ্র-চর্ম্ম-সমাসীনা শিব-আরাধিনী—
বীণা-লয়ে সংসাধিছে দেব-দেব-স্তুতি।
কাশ-হাসি সুধারাশি-লাবণ্য হরিয়া—
নিন্দিত অনঙ্গ-কান্তা-কান্তি নিরমিল,
দুগ্ধ-ফেণ-নিভ-শুভ্র কৌমুদী রঞ্জিয়া
শশি-রাশি খসি যেন ভূতলে পড়িল!

নিরুপমা মনোরমা রমার প্রতিমা—
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা লজ্জিত তুলনে
বিম্বিত কপোলে রক্ত যৌবন-গরিমা
কমল-কামিনী যেন নলিনী-আসনে !
জ্ঞান-প্রভাকর-ফুল্ল পঙ্কজ-বদনে
সুন্দর অপাঙ্গ-কান্তি কুসুমেষু-শর,—
নবীন যৌবন লুপ্ত, যেমতি গগনে
সেন্দ্রধনু নীরধরে চপলা সুন্দর !
ভূষণ-বিহীনা তায় লাবণ্য-মহিমা,
বসন্তে সিতেন্দু যথা বিমল গগনে,
কুন্দ-কান্তি-সরোজাঙ্গে চন্দন কালিমা,
স্বভাব-সুষমাময়ী কলঙ্ক-ভূষণে !

মৃণাল-ধবল অঙ্গে শোভে শুক্লাম্বরী,
বিশদ-কৌমুদী-হাসি যথা সুধাকরে,
বিভু-প্রেমে মগ্ন যেন বাণী বীণা ধরি
শান্তি-বিধায়িনী শান্তি-সঞ্চিত অন্তরে।
ভুবন-মোহিনীরূপে প্রদীপ্ত ভবন—
জটাজুট স্কন্ধে, গলে রুদ্রাক্ষের মালা,
ভস্ম-বিভূষিত অঙ্গ,—নীরদে তপন,
হর-প্রিয়া যেন হর-সাধনে,—বিমলা।
অপরূপ সন্দর্শনে নরেন্দ্র-কুমার—
অপূর্ব্ব বচনাতীত ভাবের আবেশে—
রোমাঞ্চ কম্পিত তনু, নয়নে আসার—
স্তম্ভিত,—সচ্চিদানন্দ-মহিমা বিকাশে ;

দৃষ্টিমাত্র ত্রিদিবের শান্তি-প্রণোদিত
প্রেমাশ্রু-পূরিত নেত্রে নমে প্রেমময়ে,
অনিমেষ-নেত্র হেরি রমা অচিন্তিত
স্বপন-বিবশে যেন,—ডুবিলা বিস্ময়ে ;
ভুলিল কুমার বিশ্ব,—স্থাবর জঙ্গম,—
নিদ্রিত, জাগ্রত কিম্বা শয়নে, স্বপনে,
চরাচরে,—কিবা রহে শৈলে মনোরম
চিত্র-পুত্তলিকা-সম ভুলি আত্ম-মনে !

মোহ-অন্তে ভাবে যুবা কিন্নর-ধাবনে
হেরিনু মানবারাধ্য পার্ব্বতী-রমণ,
নিরখিনু সরশ্চারু,—দিব্য কুঞ্জবনে,
সৌভাগ্যে স্বর্গীয় ছবি মোহিল দর্শন।
নহে এ মানবী স্থির ধরণী-মণ্ডলে
সম্ভবে কি সৌদামিনী স্থির সবিভব,
যদি না লুকায় দ্রুত দৃষ্টি অন্তরালে,—
সঙ্গীত-প্রসঙ্গ-অন্তে নিবেদিব সব।
বীণার ঝঙ্কার হ'লে নিস্তব্ধ নীরব,
উঠি প্রদক্ষিণ করি দেব শূল-পাণি—
স্বাগত জিজ্ঞাসি বালা বসুধা-সুলভ,—
আশ্রম-গমন-বাঞ্ছা জ্ঞাপিলা অমনি !
কুমার কৃতার্থ জ্ঞানে লোটায়ে ধরণী—
প্রণতি করিলা গণি দেবীর মূরতি,
চলিলা পশ্চাৎ যথা গুর্ব্বিণী-রমণী—
পদাঙ্ক রাখিয়া শিষ্য করে অনুগতি !

চিন্তিলা পন্থায় ধীরে বীর চন্দ্রাপীড়
আতিথ্য-গ্রহণে যবে করে অনুরোধ,—
বুঝি বা এ দেবী,—শাপে মানবী-শরীর,—
অশ্রুত অচিন্ত্য-দৃশ্যে হরিল যে বোধ।
আগত তমালাবৃত গিরির গুহায়—
পার্শ্বে ঝরে সুধা-স্বরে প্রেমে নির্ঝরিণী
কমণ্ডলু, ভিক্ষা-পাত্র পতিত যথায়
দৃষ্টিমাত্র বহে হৃদে শান্তি-প্রবাহিনী।
আশ্রমে পশিয়া বামা অর্ঘ-পাত্র করে,—
অতিথি সৎকার-তরে হ'ল সমুত্থিত,—
কহিলা কুমার তব দর্শনে অন্তরে—
হ'য়েছি কৃতার্থ নিজে, শান্তি-নীরে পূত!
অর্ঘ-সম্প্রদানে কোন নাহি প্রয়োজন,—
অসঙ্কোচে স্ব-আসনে নিষণ্ণ দর্শনে,—
সমধিক প্রীতি-নীরে হ'ব নিমগন,—
কেন তোষ সম্ভাষণে স্নেহাশ্রিত জনে?
তপস্বিনী কহে ইহা শাস্ত্রের বিধান,
অভ্যাগত দেব-তুল্য আশ্রমের রীত,
কুমার-সৌজন্য-গুণে হইয়ে অজ্ঞান,
কেমনে সাধিব কার্য্য বিধি-বিপরীত?
সীমন্তিনী-অনুরোধ এড়াইতে নারি—
বিনীত কুমার অর্ঘ করিলা ধারণ—
বামা-উপরোধে নিজে পরিচিত করি
শিলা-তলে উপবিষ্ট তাপসী-সদন।

তপস্বিনী বহির্দ্দেশে ফল-বৃক্ষ-তলে
সুরসাল পক্ক ফলে পূরিয়া ভাজন,
আনীত সুমিষ্ট-সুধা দেব-ভোগ্য ফলে—
অতুল আতিথ্য-কৃত্য করে:সম্পাদন।
হেরি চমৎকৃত যুবা তপের প্রভাব—
অচেতন অনুমতি পালে অনুক্ষণ,
কিঙ্কর-সদৃশ যেন অনোকহ সব,
তপের নিগড়ে বদ্ধ এ তিন ভুবন!

শান্ত চিত্তে কহে যুবা পেয়ে অবসর,
সতত চঞ্চল মতি মানব-প্রকৃতি,—
প্রভুর প্রসন্ন ছবি হে'রে অনুচর
সহসা অধীর হয় গরবিত মতি,—
ভবদীয় অনুগ্রহ ক'রে সন্দর্শন—
অদম্য মানস কিছু জিজ্ঞাসার তরে,
বাঁধা-হীন যদি, আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন—
করিলে কৃতার্থ জ্ঞান করিব অন্তরে।
দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্বের কোন মহাকুলে
উজলিলা কহ দেবি,—জনম গ্রহণে—
পুষ্পোপম এ নবীন বয়সে আকুলে,—
একাকিনী কেন বনে তপঃ-আচরণে?

তাপসী স্তম্ভিত,—ক্ষণ রহিয়া নীরবে,—
ছল-ছল নেত্রে করে অশ্রু বরিষণ,—
ভাবিলা কুমার শোক-আয়ত্ত কি সবে,
টলিতে সক্ষম হেন দেবী-তুল্য মন?

শোক-উদ্দীপন-হেতু নিজে মনে গণি—
অপরাধী নিজে হেন করিয়া বিচার,
নির্ঝরিণী-নীর আনি রাখিলা অমনি,—
প্রবোধ-সূচক বাণী—কহে বারংবার!

বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি কহে তপস্বিনী
"পাপিনীর সে বৃত্তান্ত শ্রবণে কুমার—
উথলিবে হৃদে তব শোক-প্রবাহিনী,—
দুর্ভাগিনী মম সম কেহ নাহি আর!
দেব-লোকে আছে যত অপ্সর বসতি,—
চতুর্দ্দশ কুল তার, আছে নিরূপণ,
পদ্ম-যোনি-মন হ'তে যে কুল-উৎপত্তি,—
অনল, ভূতল, দেব, অমৃত, পবন,—
সূর্য্য-রশ্মি, চন্দ্র-দ্যুতি, মৃত্যু, সৌদামিনী—
ইত্যাদি মকর-কেতু একাদশ কুল,
অরিষ্টা ও মুনি,—দুই দক্ষের নন্দিনী—
গন্ধর্ব্বের সমাগমে দু-কুল অতুল।
সবে মাত্র চতুর্দ্দশ কুলের নির্ণয়,
বর্ণিত মুনির গর্ভে চিত্ররথ নাম—
জন্মিলা প্রভাবশালী একটি তনয়,
গুণে বন্ধ সুরপতি,—রূপে জিনি কাম।
বৈকর্ত্তন করে তাঁরে গন্ধর্ব্বের পতি,
হেমকূটে রাজধানী ক'রে নির্ব্বাচন,
ভারতের উত্তরেতে যাঁহার বসতি,
কিম্পুরুষ-বর্ষে,—স্থান নয়ন-রঞ্জন!

কোটি গন্ধর্ব্বের তিনি যোগ্য অধিপতি,
যাঁহার নির্ম্মিত চৈত্ররথ-উপবন,
অচ্ছোদ-সরসী আর জগতের ভাতি—
শূলপাণি এই মূর্ত্তি, যে করে স্থাপন।
বর্ণিত-অরিষ্টা-গর্ভে জগতে অতুল
জন্মিল গন্ধর্ব্ব এক "হংস" নামে খ্যাত,
চিত্ররথ নিজ-গুণে কিয়দংশ স্থল—
রাজ্য হ'তে সমর্পিয়া করিলা বিখ্যাত।
নিবসতি তাঁহার ও হেমকুট পুরে,
গৌরী নামে পত্নী তাঁর সুদিব্য রমণী,—
অভাগিনী মহাশ্বেতা তাহার জঠরে—
জন্মেছে কেবল কন্যা,—চির-বিষাদিনী!
বাল্যকাল ক্রীড়া-রঙ্গে পরম আদরে—
অঙ্ক হ'তে অঙ্কান্তরে করি বিচরণ—
জনক-জননী-মন তুষি আধ-স্বরে—
পরম সৌভাগ্য-সুখে করিনু যাপন।
স্নেহ করুণার সিন্ধু জনক-জননী
অভাগিনী ইহ-জন্মে না সেবিবে আর,
সেই দেব-দেবী-মূর্ত্তি এ হতভাগিনী
দহিয়াছে হৃদে ঢালি জলন্ত অঙ্গার।
বাল্যের সে সুখ-স্বপ্ন হেন মনে পড়ে,-
স্থলে স্থলচর সহ ভ্রমি উপবনে
করিতাম কত ক্রীড়া আনন্দ অন্তরে,
জলে জলচর সহ রত সন্তরণে,—

তরঙ্গে সে বাপী-অঙ্গে ডুবিয়া ভাসিয়া
মৃণাল-চয়নে কত করেছি ভক্ষণ,
কত বা মরাল-অঙ্গ নীরে ডুবাইয়া
সুখোচ্ছ্বাসে করিয়াছি ধ্বনিত গগন,
কখন বা উপবনে কুসুম-চয়নে
উন্মুক্ত কুন্তলে ভ্রমি অঙ্গ দোলাইয়া
গোলাপ-কণ্টকে বদ্ধ নিরখি বসনে—
সমীরণে কত গালি দিয়াছি গর্জ্জিয়া ;
কভু বা কুসুম-কম কক্ষ-গালিচায়
কুসুমিত লতা-কুঞ্জ করিয়া রচন,
পুত্তলিকা উদ্বাহের আনন্দ-সভায়
বর-কর্ত্তা সাজিয়াছি যুবক যেমন।
ভাঙ্গিল সুখের স্বপ্ন জনমের তরে,
কিশোরের কান্তি-অঙ্গে হইল বিলয়,
ডুবাইতে চির-তরে শোকের সাগরে,—
সুখের যৌবন ভাগ্যে গরল-আলয় ;—
বসন্তে বিটপি যেন দুঃখিনী-শরীরে—
যৌবনের কমকান্তি লভিল বিকাশ,
পৌর্ণমাসী সমাগমে শারদ-অম্বরে—
শশীর সুষমা-রাশি যথা সুপ্রকাশ।
একদা সে মধুমাসে মলয়-হিল্লোলে-
কম্পিত কমল-বন হ'লে বিকসিত,—
পঞ্চম-ঝঙ্কারে পিক শাখা-অন্তরালে,
কুঞ্জে-কুঞ্জে পুষ্প-পুঞ্জে ভ্রমর-গুঞ্জিত।

বকুল মুকুলোদ্গত শ্রবণে ঝঙ্কার—
অশোক-মঞ্জরী তায় প্রফুল্ল আনন—
বনানিলে আলিঙ্গনে প্রণয়-বিহার—
—বিহ্বল,—সুগন্ধ-সুধা করে বিতরণ !
অচ্ছোদ-সরসী-তীরে মাতার সংহতি—
কুক্ষণে—আসিনু যবে স্নানের কারণ—
মনোন্মাদ-কর-দৃশ্য সচঞ্চল মতি—
কুঞ্জে কুঞ্জে উন্মাদিনী করিনু ভ্রমণ ;—
সহসা মন্দার সম সুগন্ধ পবন—
মাতাইল প্রাণ-মন নিমেষ ভিতরে,—
পরম তেজস্বী যুবা,—স্বরূপে মদন—
সুকুমার-মুনি-সুত হেরিনু অদূরে !
সঙ্গে তার সমকান্তি মুনির নন্দন
স্নানার্থ আগত দোঁহে স্বচ্ছ সরোবরে,
মূর্ত্তিমান-মনোভব স্বভাব গোপন
করি যেন সমাগত মধু-সহ চরে।
আহা মরি ! সে সু-কান্তি হরি প্রাণ-মন,
নিমেষে আকুল করে অবশ শরীর,
পরিমল-লোভে মত্ত ভ্রমর যেমন,—
ফুল-বাণে কণ্টকিত হইনু অধীর।
নিরখিনু এক মনে অনিমেষ-আঁখি,
মানস-পিয়াসা যেন ক্রমশঃ দ্বিগুণ,
মনে লয় লাজ-ভয় ত্যজি প্রাণ-পাখী—
বক্ষে নিলে নিভে যদি মনের আগুন !

ত্রিলোকের পূজ্য ইনি ,ব্রাহ্মণ-নন্দন—
যদ্যপি কুপিত হন হেরে ব্যাকুলিনী—
মনে ভাবি করি দ্বিজ-চরণ-বন্দন
হেরিনু কৃপাদ্র তিনি হেরি অভাগিনী।
স্তম্ভন, রোমাঞ্চ, দেহে স্বেদের সঞ্চার,
সাত্ত্বিক-লক্ষণ যত হ'ল সমুদ্ভূত,
অধীর নিরখি তাঁরে আশস্ত অন্তর
জিজ্ঞাসিনু সহচরে হ'য়ে খেদাপ্লুত,—
প্রণামান্তে নত শিরে বিনীত বচনে—
কহিনু কি নাম প্রভো,—কাহার নন্দন,—
কোথায় বসতি তাঁর,—কি ফুল শ্রবণে
মোহন সৌরভে যার সমাকুল মন!
কাতরা নিরখি মোরে সেই তপোধন—
কহিলেন শ্বেত-কেতু নামে মহামুনি—
স্বরূপে যাঁহার নাই ভুবনে তুলন,—
কমল-চয়নে গেলে নীরে মন্দাকিনী,—
রূপ-মোহে মুগ্ধ হ'য়ে কমল-বাসিনী—
প্রেম-ভরে করে তায় দিব্য আলিঙ্গন,—
সমাগমে সমুৎপন্ন এই মহামুনি,—
ত্রিদিব-নিবাসী ইনি বিদ্যায়, রতন।
স্নানার্থ গমন পথে নন্দন-বাসিনী—
করি নতি ভক্তি-ভরে করিলা অর্পণ—
মন্দার-পুষ্প-মঞ্জরী,—ভুবন-মোহিনী —
সখা পুণ্ডরীকে হেরি প্রিয়-দরশন!

হেন বাণী অবসানে কমলা-কুমার—
কহে মোরে সুধাময়ি,—ব্যস্ত কৌতুকিনী—
এত পরিচয়ে বল কি ফল তোমার?
আছে সাধ,—ধর পুষ্প,—অয়ি সুবদনি!
সমস্বরে শত-বীণা-মধুর-ঝঙ্কারে—
যেমতি করয়ে হৃদে অমৃত বর্ষণ,—
অদ্যাপি বিরাজে যেন শ্রবণ-মাঝারে—
মন-উন্মাদক সেই সম্মোহন স্বন!
শ্রুতি-মূল হ'তে পুষ্প করি উত্তোলন—
পরাইলা স্বীয় করে মম কর্ণ-মূলে;
অঙ্গ-স্পর্শে অবশাঙ্গ টলে তপোধন,
কর-স্থিত অক্ষ-মালা লজ্জা-সহ গলে।

অক্ষ-মালা ভূমিস্পৃষ্ট না হ'তে ত্বরিত—
ধারণে,—করিনু উহা কণ্ঠের ভূষণ,—
হেনকালে ছত্রধরী তথা উপনীত—
কহিলা "রাজ-নন্দিনি,—চল নিকেতন";—
রাজ্ঞীর স্নানাদি ক্রিয়া হ'ল সমাপন—
রহেন দাঁড়ায়ে শুধু তব অপেক্ষায়,
বিলম্বে হইবে তাঁর বিরক্তি-কারণ—
অবস্থান হেথা তব নাহি শোভা পায়!"
নব-ধৃতা মাতঙ্গিনী অঙ্কুশ-তাড়নে—
যেমতি বিরক্তি যুত,—কিঙ্করী-বচন—
ততোঽধিক ত্যক্ত করে সন্তাপিত মনে,
অতি কষ্টে আকর্ষিনু আকৃষ্ট দর্শন!

অনুরাগ-মত্ত-আঁখি স্নানার্থ গমনে
অগোচরে পিছু-পানে সঘনে তাকায়,
কমলা-কুমার-সখা এ ভাব দর্শনে—
ব্যাকুলিত পুণ্ডরীকে সুমিষ্ট ভাষায়—
কহে "সখে আজি কেন চিত্তের বিকার—
হেরিনু, কি অসম্ভব, নির্ব্বিকার চিতে,—
মূঢ় হয় রিপু-পর-তন্ত্র অনিবার,—
পারে কি মনীষী-অঙ্গ অনঙ্গ স্পর্শিতে ?"
কাম-লুব্ধ মূর্খ সদা কুপথে চালিত,
জ্ঞান-হীন সদসৎ বিচারে অক্ষম,
চাঞ্চল্য-প্রাবল্যে তাই হয় প্রণোদিত,
পশু-প্রতি কন্দর্পের পূর্ণ পরাক্রম!
তুমি যদি লজ্জা, ধৈর্য্য, বিবেক-বিহীন
গাম্ভীর্য্য,—বৈরাগ্য,—নীতি-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত,—
মদন-তমসাচ্ছন্ন কুকর্ম্মী প্রবীণ,
কোথায় দ্বিজত্ব বল হবে সংরক্ষিত ?
কোথা তব নীতি-শিক্ষা, ব্রহ্মচর্য্যাচার,
কে হরিল অক্ষ-মালা, বঞ্চিয়া তোমায় ?
তোমা হেন তত্ত্ব-দর্শী-হেন-ব্যবহার,
কে আর রক্ষিবে জ্ঞান-বিদ্যা-মর্য্যাদায়" ?

পন্থায় অদূরে হ'লে অশনি পতন—
যেমতি পথিক স্তব্ধ-চিত্ত চমকিত,
অথবা সুষুপ্তি-অন্তে চকিত শ্রবণ,—
অক্ষ-মালা অদর্শনে তপস্বী স্তম্ভিত!"

উত্তরিলা পুণ্ডরীক "আশীবিষোপম—
কুসুম-শরের তীব্র ভীষণ-পীড়নে—
বিমুক্ত যে,—সুখী মাত্র সেই নরোত্তম
সক্ষম পীড়িত-প্রতি সু-নীতি-কথনে।
কোপ-ছলে দ্বিজ-সুত কহিলা আমায়
"অক্ষ-মালা অপহরি চলিছে অবলা,
রমণী-সুলভ বটে,—বিপ্র অবজ্ঞায়—
কিন্তু কেন ভীতি-শূন্য,—তুণীতে চপলা।"
মোহিতা কুসুম-শরে,—এমতি আকুল
অক্ষ-মালা পরিবর্ত্তে একাবলী হার—
প্রদান করিয়া খেদে ভাসিয়া ব্যাকুল
স্নানান্তে ভবনে চলি,—চৌদিক আঁধার।

স্ব-পুরে যে দিকে মম তাঁকায় এ আঁখি
পুণ্ডরীক মূর্ত্তিময় সে দিক নয়নে,
আকুল,—উড্ডীন-বাঞ্ছা যথা প্রাণ-পাখী,
শূন্য-প্রাণে শূন্য-জ্ঞানে রহি উচাটনে।
কি কর্ত্তব্য নাহি জ্ঞান, সুপ্তি জাগরণে,
উত্থানে, ভ্রমণে কিবা,—সুধু মনে পড়ে,—
নিশেধিয়া সখীগণে পশিতে সদনে,
প্রেমাবেগে আরোহিনু প্রাসাদ-শিখরে;
মহারত্ন- অধিষ্ঠিত অমৃতের রসে—
নিমজ্জিত চন্দ্রোদয়ে যে সুরম্য দেশ—
বারংবার নিরখিনু উদ্‌ভ্রান্তির বশে,—
তপস্যায় অনুরক্তি,—ঘুচিল বিদ্বেষ।

প্রিয়তম-ক্রিয়াসক্ত,—মন পক্ষপাতী,—
চন্দ্রমার পক্ষপাতী যেন কুমুদিনী,
ময়ূরী নীরদ-গুণে আকৃষ্ট যেমতি,
কিম্বা রবি-প্রেমোন্মত্তা যথা পঙ্কোজিনী।
হেনকালে কহে মম তাম্বূল ধারিণী—
"যবে গত, সুকুমারি, অচ্ছোদের তীরে,—
যে মুনি পুষ্প-মঞ্জরী মনঃ-উন্মাদিনী—
পরাইল কর্ণে তব,—কহে এ দাসীরে,—
"দেখিতে বালিকা বট, অচঞ্চলমতি,
তাই বাঞ্ছা জিজ্ঞাসিতে গুপ্ত বিবরণ,—
স্নান-কালে সঙ্গে তব ছিল যে যুবতী,—
কাহার নন্দিনী,—তার কোথায় ভবন" ?
বর্ণিয়া সে পরিচয় কৃতাঞ্জলি করে
কহিনু "হে মহাত্মন, তব সম্বোধনে—
কিঙ্করী কৃতার্থ আজি,—যে বাঞ্ছা—অন্তরে—
অকপটে কহ প্রভো,—দাসীর সদনে !
স্নিগ্ধ-দৃষ্টি প্রসন্নতা করিয়া জ্ঞাপন
পরিধেয় বল্কলাংশে তমালের রসে,
অঙ্কিত করিয়া লিপি করে সমর্পণ—
প্রদানিতে যবে তুমি নির্জ্জন নিবাসে ;
সম্মত হইয়া যবে নমিনু চরণ—
বিমল সুধার রাশি হেরিনু নয়নে,—
আশীষে তুষিলা মোরে দ্বিজের নন্দন,
গোপনে সাপিনু লিপি কুমারী-সদনে"।

হর্ষোৎফুল্ল নেত্র-কোণে অশ্রু সঞ্চারিল,
আগ্রহে করিনু পাঠ লিপিকা তখন,
নেত্র-নীরে নেত্র-পথ রোধিতে লাগিল,
বহু ক্লেশে করিলাম পাঠ সমাপন।

"হংস-যথা মুক্তা-ফলে মৃণালের ভ্রম,—
প্রতারিত তথা অক্ষ-মালা বিনিময়ে
একাবলী হারে চিত্তে ঘটায় বিভ্রম,—
হরিল নয়ন-মন ওরূপ নিলয়ে"।

চার্ব্বাক দর্শনে যথা নাস্তিকের মন,—
উন্মাদের সুরা-পান ভীষণ যেমতি,—
পত্র-মদে সমুন্মত্ত হৃদয়ে তেমন—
করিনু কতবা প্রশ্ন তরলিকা-প্রতি,—
"কোথায় পাইলে তারে,—কিরূপ হেরিলে,—
কি কহিল, ছিলে তুমি তথা কতক্ষণ,
আমাদের প্রতি মনে কি ভাব দেখিলে,
কত দূর করেছিল মমানুসরণ"?
প্রলাপ-বচনে কত জিজ্ঞাসিনু তারে,—
যত শুনি মনাকুল শ্রুতি পিয়াসায়,—
বহুক্ষণ আলোচনা করি বারংবারে—
অন্য সখী স্থানান্তরে করিয়া বিদায়!

মমরাগে অনুরাগী পশ্চিম গগন,
বিষাদে বিষণ্ন-মতি কমলিনী-পতি
অস্তাচল-অন্তরালে করিলা শয়ন
মম খেদে দিবা-সতী মলিন-মুরতি!

বিষাদে বিহগ-কুল উড়িয়া বিমানে
সরবে অন্তর-জ্বালা করিলা জ্ঞাপন,
মম-সম বিরহিণী কমলিনী-প্রাণে—
জ্বলিল অন্তর-দাহী দুঃখ-হুতাশন
হিম-কণ-বর্ষী বহি মন্দ সমীরণ
শান্তি-আশে করে অঙ্গে ব্যজন চামর
উদ্দীপ্ত-বিরহ-বহ্নি ব্যজনে ভীষণ—
দাবানলে দগ্ধ যথা কুরঙ্গী-নিকর।

সঙ্কট-সঙ্কুল সেই জ্বালাময় কালে—
কহিল ছত্র-ধারিণী নমিয়া চরণ—
যাঁর সখা পরাইল পুষ্প কর্ণ-মূলে
দ্বারে উপনীত সেই দিব্য তপোধন।
কহিলা কুমারী-পাশে করিতে জ্ঞাপন—
"এসেছেন অক্ষ-মালা গ্রহণ-মানসে,"
"তপোধন" উচ্চারণে ব্যাকুলিত মন,—
কহিনু আনিবে বহু সম্মানে সকাশে!
পরিজ্ঞাত মনিসুত তাঁর সহচর,—
সমীরণ-সহগামী যেমতি অনল,
সব্যসাচী-সহচর যথা চক্রধর,
মকর কেতন সখা যৌবন প্রবল।

মুনি-সুত-আগমনে, চিনিলাম দরশনে—
পরম সুশীল কপিঞ্জল;
হেরি তাঁর ম্লান-মুখ, বিকাশে মনের দুঃখ
হৃদে যেন চিন্তার অনল।

দাঁড়ায়ে প্রণতি করি, বসা'য়ে আসনোপরি,
ধৌত করি পঙ্কিল চরণ,—
কহিতে বাসনা যেন তরলিকা পানে হেন—
নিরখিতে হেরিনু তখন।
কহিনু "নির্ভয় চিতে, প্রিয় সখী-উপস্থিতে—
কহ প্রভো যাহা লয় মনে,—
না করি বিভিন্ন জ্ঞান অকপটে মতিমান,—
মন খুলে মম সন্নিধানে।"
কপিঞ্জল কহে "সতি, না হয় বচনে রতি,
স্কন্দ, মূল, ফলাহারী জনে,—
ভাবি নাই স্বপ্নে যাহা, চাক্ষুষ হেরিনু তাহা,
মনোভবে দহিবে সে মনে!
প্রগাঢ় ধীশক্তিমান্ হারাবে গাম্ভীর্য্য-জ্ঞান,
অপবর্গে মন নহে ভীত,—
হ'য়ে জটা-জুট-ধারী তপঃ-শালী ব্রহ্মচারী—
ফুল-শরে হবে নিপীড়িত!
না হেরি উপায় আর সমাগত এ আগার,
লজ্জা-ভয়ে দিয়ে জলাঞ্জলি,
লইনু শরণ তব রাজ-পুত্রি,—কিবা কব,
বন্ধু-তরে মানে দিতে বলি।
মরাল-গমনে চলি তুমি এলে কত বলি,—
সখা তায় রহি নিরুত্তর,—
ক্ষণ পরে অন্তর্হিত হেরে মন চমকিত,
"কুঞ্জে কুঞ্জে খুঁজি অনন্তর :—

না পেয়ে সন্ধান তার, মনে ভীতি-পারাবার,
ভাবিনু কি ঘটে জানি আর?
মদনের উৎপীড়নে, কেহ মরে উদ্বন্ধনে,
কুলে বালা প্রদানে অজায়।
তনয়ে জননী বধে প্রণয়ীর অনুরোধে,
পতি-বক্ষে ছুরিকা আঘাত!
জগতে দুক্রিয়া যত, কাম-বাণে সমুদ্ভূত,
ধর্ম্ম-শিরে অশনি-সম্পাত;
নিরখিনু পরিশেষে কুঞ্জের নিবিড়-দেশে—
বিন্যাসিয়া বাম গণ্ড করে,
ভাসিছে অশ্রুর জলে ঘন ঘন শ্বাস চলে,
পাণ্ডু-প্রভা বদনে বিহরে।
স্পন্দন-বিহীন কায়, ফুল-রেণু-লালসায়—
শ্রবণ-বিবরে অলি রয়,—
তথাপি সে সংজ্ঞা-শূন্য সুধী-কুল-অগ্রগণ্য,
না জানি বা ঘটে বিপর্য্যয়।
অবশেষে তব পাশে বিবরণ-পরকাশে,
করিলাম কর্ত্তব্য-ধারণ,
বন্ধু-প্রাণ-ত্যজে পাছে, লাজ-ভয় রাখি পিছে—
বিজ্ঞাপিনু যথা-বিবরণ!
ধর একাবলী-মালা, সদুপায় রাজ-বালা—
কর ত্বরা কর্ত্তব্য-নির্ণয়;
সখা-প্রাণ ক্ষীণ অতি, কি আর কহিব সতি,—
বিলম্বিলে ব্রহ্ম-বধ-ভয়!

উত্তরের প্রতীক্ষায় ক্ষণেক তাঁকায়ে হায়!
বালকের প্রায় মুখ-পানে;
রাণী-আগমন জানি ত্রস্ত পদে মহাজ্ঞানী—
কহিলা "চলিনু নিজ-স্থানে;—
সায়াহ্ন আগত প্রায় থাকা নাহি শোভোপায়,
করিও,—যা ভাল ভাব মনে;"
শুনি অনুরাগ-কথা লাজে হ'য়ে অবনতা,
হর্ষ-প্রভা বিকাশে আননে,
এক দিকে কুল-মান ওদিকে দ্বিজের প্রাণ,
বিষম সমস্যা-সংঘর্ষণে,
করিল বিফল অঙ্গ অনঙ্গে দহিছে অঙ্গ,
মনো-ভঙ্গ কর্ত্তব্য-ধারণে।
ক্ষণপরে অচৈতন্য মনে নাহি পরে অন্য
জ্ঞানোদয়ে হেরিনু সম্মুখে,—
তরলিকা বৃন্তকরে ব্যজন বীজন করে
দীন আঁখি অশ্রু ঢালে মুখে।

নবম সর্গ সমাপ্ত

দশম সর্গ

নবোদিত চন্দ্রমার বিমল কিরণ—
অন্ধকার মাঝে মাঝে হ'লে নিপতিত,
জাহ্নবী-জীবনে যথা যমুনা-জীবন,—
আলোক-দশনা-নিশি হাসে পুলকিত!
পরম গাম্ভীর্য্যশালী স্থির রত্নাকর—
চন্দ্রাগমে তরঙ্গের বাহু প্রসারিয়া—
বেলা-ভূমি আলিঙ্গনে নিরত তৎপর,
অচঞ্চল রহে কিসে অবলার হিয়া?
বসন্তের প্রিয় সখা মলয়-পবন
প্রসূন-পরাগ-রাশি স্ব-অঙ্গে মাখিয়া—
মদন-আহ্বানে রত করি ঘন স্বন,—
আকুল কোকিল ডাকে,—থাকিয়া, থাকিয়া!
প্রিয়-জন-আকিঞ্চণে যেন ফুল-ধনু—
করে করি সম্মোহন তীব্র ফুল-বান—
ধরা মাঝে উপনীত অর্পিতে কৃশানু—
বিরহিণী মনে যেন গরল-সমান।

এতক্ষণ অন্ধকারে লক্ষ্য নির্দ্দেশনে,—
অক্ষম,—মদন যেন ছিল লুকাইয়া—
চন্দ্রালোকে দ্বিগুণিত উৎসাহিত মনে—
ফুল-বাণে সমাকুল করিল আসিয়া !

অবশাঙ্গ হ'ল মম কম্পিত অধর,
বহিল হৃদয়ে যেন স্বেদ-নির্ঝরিণী,
ভেটিতে সরমে কাঁদে পীন পয়োধর,—
প্রিয়-সমাগম ভয়ে কেঁপে আতঙ্কিনী !
যেন নব-কুল-বধু পতি-সমাগমে,—
বাসর-গমনে কেঁদে হৃদয় ভাসায়,
সরমে কম্পিত অঙ্গ হেরে প্রিয়তমে
কম্পিত চরণে, ননদিনী তাড়নায়,
প্রেম-সম্ভাষণ আশে চকিত শ্রবণ
উৎকণ্ঠিত আশা-পথে রহে উচাটনে,
রসনা-বিশুষ্ক, রস করিতে শোষণ
ব্যস্ত হ'য়ে রহে প্রেম-সুধা-আস্বাদনে !

ছুটিনু সে তরলিকা নিয়ত-সঙ্গিনী—
সঙ্গে করি,—প্রতি-পদে স্খলিত চরণ,
প্লাবন-পীড়নে যথা ছোটে মন্দাকিনী—
কুল-ঐরাবতে ফেলি, প্রস্তরে ভীষণ ;
পরিধান রক্ত-বস্ত্র, অক্ষ-মালা গলে,
কর্ণমূলে প্রিয়-দত্ত কুসুম-মঞ্জরী,—
প্রমোদ-কানন-দ্বার খুলি সুকৌশলে—
অভিসারে নারী যথা ত্যজে সহচরী।

কহিনু সখীরে মোর "চন্দ্রমা যেমন—
অনায়াসে নিয়ে চলে পথ-প্রদর্শনে,
তেমতি সে প্রিয়তমে করি আনয়ন—
কেন লো বিরত সখি,—শান্তি দিতে মনে ?"
কহে তরলিকা, "তব রূপে, বিমোহিনি,
মোহিত চন্দ্রমা, করে বদন-চুম্বন,
ও অঙ্গ সম্ভোগে অন্যে, শুন সুহাসিনি,
সহে কি তাহার প্রাণে ?—ঈর্ষাপূর্ণ মন !"
এহেন রহস্যালাপে কৈলাস-শিখর—
প্রবাহিত চন্দ্রকান্তমণি-প্রস্রবণে—
প্রক্ষালিত পদ যবে, হেরি বৃক্ষোপর-
চক্রবাকী বিরহিনী চকোর-বিহনে।
অভিসারে যক্ষ নারী বিমুক্ত কবরী
বেণী-চ্যুত মুক্তা কত ভূতল-শয়নে,—
কিম্বা ঘন কুচাঘাতে কণ্ঠ-পরিহরি
ছিন্ন-সূত্র ভূমি-গাত্র স্পর্শে মুক্তাগণে !
প্রফুল্ল-প্রসুন-দাম লুণ্ঠিত-অবনী,
ত্যজে পত্র লতা যেন বসন্ত-বিহনে,
কর্ণ হতে কর্ণ-ভূষা পতিত ধরণী,
"অশিব এ দৃশ্য" হেন গণিলাম মনে !
উৎসাহ-বারিধি-ঘন-ভীষণ-মন্থনে
অভাগিনী ভাগ্যে যেন উঠিল গরল,
অকস্মাৎ দক্ষিনাঙ্গ স্পন্দন-পীড়নে
ধ্বনিল করণে যেন বার্ত্তা অমঙ্গল।

সহসা সে সরোবর-পশ্চিম-পুলিনে,
অস্ফুট রোদন-ধ্বনি শ্রবণে পশিল,
স্পষ্ট উপলব্ধি-হীন দূরত্ব কারণে,—
তথাপি অন্তরে যেন সঘনে কাঁপিল।
ধাইনু আকুল চিতে যেন উন্মাদিনী,
ক্রন্দনের ধ্বনি-লক্ষ্য বিবশা ব্যাকুলা,
পশিল শ্রবণে পরে "হা-হতোস্মি-ধ্বনি,
"পাপীয়সী মহাশ্বেতে,—হাধিক চপলা,'
"রে চণ্ডাল চন্দ্রকলা," "হা ধিক মদন,
"এই কি রে মলয়জ ছিল তোর মনে,"
"মহাতপা-শ্বেতকেতু-প্রাণের নন্দন"
"অকালে পাঠালি তোরা শমন-সদনে"!
"হারে ধর্ম্ম! এতদিনে হ'লে নিরাশ্রয়"
"ওরে তপঃ, এতকালে আশ্রয়-বিহীন,"
"বাগ্বাদিনি, অনাথিনী হইলি নিশ্চয়,"
"সুর-লোকে এত দিনে সম্পদ-বিলীন!"
"চির-প্রেমে যে বাঞ্ছিত নিত্য সহচর,
এমন প্রণয়ি-জনে দিয়ে বিসর্জ্জন—
হা ধিক জীবন তুই দেহ অভ্যন্তর
কি সুখ সম্ভোগ-আশে রহিস এখন?
এহেন বিলাপে রত দেব-কপিঞ্জল,—
শ্রবণে করিল মম চিত্ত আকুলিত,
মুক্ত-কণ্ঠে তুলি ঘোর ক্রন্দনের রোল
প্রিয়-পদে সংজ্ঞা হীনা হইনু পতিত!

নিরখি এ অভাগিনী,—সখার রোদন,—
তুলিল দ্বিগুণ ধ্বনি,—ধ্বনিল গগনে,—
হরিল বিবেক জ্ঞান,—সুষুপ্তি যেমন,—
জ্ঞানোদয়ে হেরি নিজে পতিত চরণে।
কঠিন পাষাণোপম অবলার প্রাণ,
তাই চির-দুঃখানল ধরি বক্ষস্থলে—
রহিল সে ঘোর দিনে, শোকের নিশান—
বিলুণ্ঠিত কর্দ্দমাক্ত কায়ে-নেত্র-জলে !

করিনু বিলাপ কত করি সম্বোধন—
পিতা, মাতা, সখীগণে,-আকুল অন্তরে,
সে ঘোর বিকট-নাদে পূরিল গগন,
কণ্ঠ রোধ ক্ষণে ক্ষণে সেই উচ্চৈস্বরে।
"জীবিতেশ, কোথা গেলে ছেড়ে অনাথিনী,
কি সুখে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে,
জাতি, লজ্জা, কুল, মানে অর্পিয়া অশনি—
আগত এ অভাগিনী চরণ-দর্শনে !
উঠ নাথ,—উঠ ত্বরা,—হের নেত্র মেলে,
যার তরে এত ক্লেশ সহিলা আপনি,
হের সেই পাপীয়সী লুণ্ঠিত ভূতলে,
কোথায় যাইবে ক'রে চির অনাথিনী ?
নহে কর অধিনীরে সঙ্গের সঙ্গিনী,
মহা-তপা মহা জ্ঞানী, তুমি তপোধন,
এসেছি তোমার তরে যেন উন্মাদিনী,
আশ্রিতায় রক্ষা করা সাধুর লক্ষণ ;

রে বক্ষঃ,—এখনো তুই এ তাপে ভীষণ—
ভস্মীভূত না হইয়ে হলি রে প্লাবিত,
রে যৌবন,—এ সৌন্দর্য্য কাহার কারণ ?
রহিলি কি সুখ-আশে দেহে সুসজ্জিত ?
প্রলাপ-তরঙ্গে বক্ষঃ-তটে করাঘাত—
কত যে হ'য়েছে ক্ষণে না হয় স্মরণ,—
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অন্যায় ব্যাঘাত—
সে ভীষণ জ্বালাময় শোক-সংজ্ঞাপন !
উদ্বেলিত-পূর্ব্ব-স্মৃতি-মন্দার-পীড়নে—
মহা-শ্বেতা-শোক-সিন্ধু,—অধীর জীবন,
ছিন্ন-ক্রম-সম-বালা উন্মত পতনে,
যুবরাজ-ভুজ-পাশে করিলা বেষ্টন !
বহুক্ষণ অবিরত সলিল-সিঞ্চন,—
পরিধেয় বল্কলের সঘন ব্যজনে—
সঞ্চারিল সংজ্ঞা, বামা মেলিলে নয়ন,
কুমার কহিলা তায় অমিয়-বচনে—
"ভীষণ শোকের বহ্নি পুনরুদ্দীপনে—
কি কুকর্ম্ম সংসাধিনু, শ্রবণ কাতর,—
না চাহে শুনিতে আর,—যাহা নির্ব্বাসনে
ছিল গুপ্ত বহ্নি-প্রায় ভস্ম-অভ্যন্তর !
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি কহে মহশ্বেতা—
"নিদারুণ মর্ম্মভেদী অশনি-পতনে—
জীবন্মৃত দেহ-তরু নহে নির্ম্মূলিতা,—
শুকাবে কি এ জীয়সী নিদাঘ-পীড়নে ?

মৃত্যুও নির্দ্দয় মোরে,—জে'নে অনাথিনী,—
পাষাণীর শোক-দুঃখ সকলি অলীক,—
কহিনু যে অন্তর্দ্দাহী-ভীষণ কাহিনী,
কি আছে অবর্ণনীয় এ হ'তে অধিক ?
যে দুরাশা-মৃগ-তৃষ্ণা সু-অবলম্বনে—
অকৃতজ্ঞ দেহ-ভার করিনু ধারণ—
অত্যদ্ভুত পর-ভাগ ঘটনা বর্ণনে—
করিব এ আত্ম-তত্ত্ব-কথা সমাপন !

পূর্ব্বোক্ত বিলাপ-অন্তে প্রিয়তম-সনে—
অনুমৃতা হইবারে অদম্য মনন,—
তরলিকা প্রতি কহি "চিতা প্রজ্জ্বলনে"—
দমিতে মরণাধিক যাতনা ভীষণ !"

হেন কালে দিব্য-কায় পুরুষ-প্রধান—
অবতীর্ণ আচম্বিতে দিব্য-লোক হ'তে,
শ্রবণে কুণ্ডল, শুভ্র বাস পরিধান,—
বক্ষঃস্থলে মতি-হার,—কেয়ূর বাহুতে !
সর্ব্বাঙ্গে ত্রিদিব-জ্যোতিঃ,—প্রদীপ্ত গগন,—
সুবাসে চৌদিক যেন হ'ল আমোদিত,
কর-দ্বয়ে প্রিয়-দেহ করি আকর্ষণ—
কহিলেন "মহাশ্বেতে, কেন বিচলিত ?
ক্ষান্ত হও দেহ-ত্যাগে, অয়ি সুচরিতে,
পুণ্ডরীক-সঙ্গে, তব ঘটিবে মিলন,"
কহি অন্তর্হিত তিনি দ্রুত আচম্বিতে,—
স্তম্ভিতা হইনু হেরি অদ্ভুত দর্শন !

আকস্মিক চিন্তাতীত অদ্ভুত দর্শনে—
হতবুদ্ধি কিং কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ-তরে,—
জিজ্ঞাসিনু প্রিয়তম-সখা তপোধনে,
স্তব্ধকায় তিনি,—ক্ষণ রহি নিরুত্তরে;
কহিলা গম্ভীর নাদে "ওরে দুরাত্মন্,—'
কোথায় পালাবি দুষ্ট, বন্ধু-শব লয়ে,—
এত বলি উর্দ্ধ-পানে করিলা গমন,—
নিমেষে মিশিলা নভঃ-অনন্ত-নিলয়ে!

বিহ্বলা নিরখি মোরে তরলিকা-সখী-
কহিলা পীযূষ-সম আশ্বাসিত স্বরে,—
"নিশ্চয় এ দিব্য-বাসী জে'ন বিধুমুখি,
যে মূর্ত্তি দেখিনু আহা! মিশিল অম্বরে।
অব্যর্থ দেবের বাণী জানিবে নিশ্চিত,—
না ত্যজ জীবন দীপ্ত তীব্র শোকানলে,—
প্রিয়তম দৈব-বলে হ'লে সঞ্জীবিত—
অচিরে ভাসিবে, সখি, প্রণয়-সলিলে।
অন্ততঃ সে কপিঞ্জল প্রতি-আগমন—
প্রতীক্ষা করহ,—জানি বৃত্তান্ত সকল,
প্রিয়তম সঞ্জীবিত, হ'লে সংঘটন
দহিবে কি স'পে পুনঃ মদন-অনল!"

অলজ্ঘ্য জীবন-তৃষ্ণা অবলা-সুলভ
সংকীর্ণতা,—দুরাশার মোহময় জালে—
আচ্ছন্ন, এ মতি-ছন্ন;—জীবন-দুর্লভ—
লভিতে রক্ষিনু প্রাণ,—দুর্ভোগ কপালে।

মনে ঘোর বৈরাগ্যের হ'লে অভ্যুদয়,—
করি স্নান ক্ষণ অন্তে অচ্ছোদের নীরে
পতি-ত্যক্ত অক্ষমালা বিরহ-আলয়—
পরি গলে, কমণ্ডলু ধরি ছার করে,—
আরম্ভিনু ব্রহ্মচর্য্য ভবেশ-মন্দিরে,—
ত্যজি পিতা, মাতা, চির-প্রিয়-সখীগণ,
বিলাস-বাসনা, তিতি নয়নের নীরে—
নিয়ত করিনু শিব-মহিমা-কীর্ত্তন।
জননী-সুলভ স্নেহে মাতা কত দিন,
যাপিলেন বুঝাইতে, ত্যজিতে সন্ন্যাস,
অবশেষে হেরে আশা নিরাশায় লীন—
প্রস্থান করিলা গৃহে হইয়া হতাশ।
মম সম কেহ নাই দুক্রিয়া-কারিণী,
ব্রহ্ম-হত্যা পাপে মোর নাহি মনে ভয়,
ভাসাইনু শোক-জলে জনক-জননী'
কুল, মান, জাতি, ভয়, হ'য়েছে বিলয়!
এতবলি মহাশ্বেতা চন্দ্রমা-বদন—
বিষাদ-নীরদ-জালে যেন আবরিল,
হৃদয়-উত্তাপ-তাপে গলিয়া যেমন
বারিদ নয়ন-ধারা নয়নে বর্ষিল।

মহাশ্বেতা-আত্ম-বার্ত্তা শুনি সমুদয়,—
চন্দ্রাপীড় ভাবিলেন রমণী-রতন,
সরলতা, পবিত্রতা, স্নেহ ও প্রণয়—
মূর্ত্তিমতি ক'রে বিধি করিলা সৃজন।

প্রীতি-প্রপূরিত-চিত্তে কহিলা কুমার,—
প্রণয়ের উপযুক্ত কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে—
বিরত-যে,-সদা ঢালে নয়ন-আসার,
অকৃতজ্ঞ সেই নারী, সুবোধের জ্ঞানে।
অকপট অনুরাগ, প্রকৃত প্রণয়,—
জ্ঞাপক নবীন পন্থা করি উদ্ভাবন,—
ত্যজি চির পরিচিত স্বগণ-নিচয়,
ত্যজি সুখ, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাবলম্বন—
ক্রিয়ায় অতুল কীর্ত্তি রাখিলে ধরায়,
কেন রাজ-বালা নিজে কর হীন জ্ঞান,
জীবন, যৌবন-সুখ, ক'দিন দাঁড়ায় ?
রহিবে অনন্ত কাল সতীত্ব-প্রমান !
পতি-সহ অনুমৃতা হইয়ে কি ফল ?
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সে নহে উপায়,
পতির সদ্গতি তায় হয় কি সফল ?
শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি তায় নাহি রক্ষা পায় !
উপযুক্ত পতি-প্রীতি দেখা'য়ে ভূতলে
সংসাধিছ অবিরত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
নাহিক রমণী হেন এ মহীমণ্ডলে
জ্ঞান-গুণে নিরুপমা তোমার সমান !
রহ সতি, শান্তমনে অচিরে তোমার-
মনঃ সাধ ত্রিপুরারি করিবে পূরণ
হর-কোপানলে ভস্ম হ'য়ে সেই মার
জন্মান্তরে করে রতি-মানস-রঞ্জন !

মহা জ্ঞানবতী দেবী, সতীত্ব রূপিণী
শাপ-বশে জন্মিয়াছ এই ভূমণ্ডলে,—
পবিত্র সতীত্ব জ্যোতিঃ বিকাশে ধরণী—
ধ'রেছ শোকের ছবি দেবী-মায়া ছলে!
জন্মান্তরে ছিল মম পূণ্যের সঞ্চয়,—
তেই তুমি নিজ গুণে দেখা দিলে মোরে,
হ'ল এ পার্থিব দেহ নিষ্পাপ নিশ্চয়!
কহ, তরলিকা তব কোথায় কি করে?
সম্পদ-বিপদে যেই চির সহচরী—
এহেন প্রণয়ি-জনে ত্যজি একাকিনী,
শোক-চিন্তা-নীরে মগ্না দিবা-বিভাবরী,
নিবিড় বিজনে কেন, কহ সুবদনি?
জ্ঞানবতী মহাশ্বেতা বুঝিলা অন্তরে
কথান্তরে করিবারে দুঃখ-ভার লয়
চন্দ্রাপীড় সে আখ্যান কহে বর্ণিবারে,—
প্রীত মতি,—তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পেয়ে পরিচয়!
কপোল-পঙ্কজে মুক্তা ঝরে আঁখি-নীর,
আরম্ভিলা উপখ্যান রত্ন পৃথিবীর।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ

কহিলেন মহাশ্বেতা শুন মহাশয়,—
প্রস্তাবের আদ্য-ভাগে, কহিয়াছি মহাভাগে।
অপ্সরার এক কুল "অমৃতে" উদয়!
সে কুলে মদিরা-নামে জনমে নন্দিনী,
সুযোগ্য গন্ধর্ব্ব-পতি, চিত্ররথ মহামতি,
গুণে বশ-করে তায় অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী!
কালক্রমে ভাগ্যবতী হ'য়ে গর্ভবতী,—
নির্ম্মল:শশাঙ্ক মেলা, রূপে জিনি চন্দ্রকলা,
"কাদম্বরী" নামে কন্যা প্রসবে সে সতী!
সিত পক্ষে বাড়ে যথা ক্রমে শশধর—
রূপ-গুণে রাজ-বালা সুরম্য প্রীতির মালা
নিয়ত সঙ্গিনী ছিনু অতি প্রিয়তর
একত্র কৌতুক,ক্রীড়া,নৃত্যাদি বিদ্যায়
থেকে রত অনুক্ষণ, কেহ ছায়া কেহ জন
অকৃত্রিম ভালবাসা সহোদরা প্রায়;—
হ'লে মম হেন দশা বিধি-বিড়ম্বনে,
ভীষণ প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ নিজে শোকাচ্ছ্বাসে
যত দিন হ'ব দগ্ধ শোকের দহনে,—

গুরুজন করে যদি বিবাহানুষ্ঠান—
জলে কিম্বা হুতাশনে, অথবা সে উদ্বন্ধনে,—
করিবে তখনি তার আত্ম-বলি-দান।
নিরুপায়ে দুঃখ মতি সে রাজ-দম্পতি,—
কঞ্চুকী সে ক্ষীরদাকে প্রেরিলেন স্নেহ শোকে
অপরে অশক্ত তার প্রবর্ত্তিতে মতি।
সস্মিত মধুর কান্তি, তরুণ যৌবন—
সান্ধ্য কমলিনী সম ঢলিবে মাধুরী কম
কেমনে সহিবে প্রাণে এ দৃশ্য ভীষণ,
হ'য়ে বিষাদিনী সেই ক্ষীরদার সনে
প্রেরিনু সে তরলিকা তাই হের মোরে একা
অর্দ্ধাঙ্কিত লিপি সহ প্রীতি-সম্ভাষণে,
প্রাণের আবেগে হ'লে অশক্ত, কাতর,—
অসম্পূর্ণ লিপি নিয়ে ক্ষীরদা চলিল ধেয়ে
হেম কুটে, যবে একা-কাঁদিনু বিস্তর ;—
হেন কালে উপনীত ভবেশ-মন্দিরে,
কুমার অতিথি-বেশে, পরম সৌভাগ্য-বশে ;
সমর্পিতে শান্তি-বারি অশান্ত শরীরে !
চলিতে, চলিতে হেন কথোপকথন,
নিশানাথ আস্য মেলি লইয়া সুষমা-ডালি—
আলোকিত করিলেন সুনীল গগন !
যামিনী পতির প্রেমে হ'য়ে সমাকুল,
অসংখ্য তারকা-ছলে হিরণ্ময় হার গলে,
হাসিলা চকোর-কুলে করিয়া ব্যাকুল !

নিদ্রা-অঙ্কে মহাশ্বেতা নিরখি নয়নে,
মন্ত্রি-সুত চিন্তে তথা, ভাবি "পত্রলেখে কথা,
অনুচরগণ ব্যস্ত রহে উচাটনে।"
চিন্তায় একান্ত যুবা হইলা বিভোর,
জুড়া'তে এ সব জ্বালা, সুষুপ্তি শান্তির মালা,
পরাইলা অঙ্কে করি কাটি চিন্তা-ডোর!
নিশান্তে আহ্নিক আদি কার্য্য সমুদয়
সমাপিয়া তপস্বিনী, নমি দেব-শূলপাণি,
নিষণ্ণ আশ্রমে যবে প্রসন্ন হৃদয়!
হেনকালে গন্ধর্ব্বের দ্বারপাল-সনে—
সমাগত তরলিকা রূপে চিত্ত পুত্তলিকা,—
বিকাশে কমল-দল কোমল নয়নে!
সরলতা-দেবী যেন আবরিয়া মনে
চন্দ্রাননে প্রতিভাত বিকাশে লাবণ্য কত
মূর্ত্তিমতী হ'য়ে রয় নয়নের কোণে!
সুবিমল চারুতায় পূর্ণ কলেবর—
পীনোন্নত-পয়োধরা যৌবন মাধুরী ভরা
যুবকের মর্ম্ম-ভেদী সুশাণিত শর!
কুঞ্জর-গমনে সখী-সন্নিধানে তরলিকা ধীরে আসি
ভাবে মনে মন যুবক রতন মরি কি শোভার রাশি।
যেন বা অনঙ্গ ধরিলেন অঙ্গ নহে রোহিণী-রঞ্জন,
ধরি পূর্ণ কলা সুষমার ডালা অবতীর্ণ এ ভবন!
নরে হেন রূপ লাবণ্যের কূপ কভু না প্রত্যয় হয়,
দেবের অঞ্জন-রঞ্জিত নয়ন ভ্রমাঞ্জনে অভ্যুদয়।"

হেন ভাবি চিতে বসে বিচলিতে মহাশ্বেতা-সন্নিধানে
গন্ধর্ব্ব-যুবক বিপুল পুলক বিস্ময় গণিলা মনে !
সে বিশাল কায় বীর-গরিমায় নাচিল উৎসাহ-রঙ্গে
ধ্বনিল পিধান অসি খরশান,-তাড়িত প্রবাহ অঙ্গে !
কুমারের পানে যত চায় প্রাণে আনন্দ-সরিত চলে,—
ভাবিতে ভাবিতে অসংলগ্ন চিতে বসে চারু শিলা-তলে।

জপ-সমাপনে নমি পঞ্চাননে মহাশ্বেতা কহে "সখি
কহত স্বজনী মেনেছে কি বাণী, কুশলেত বিধুমুখী" !
কহে তরলিকা "সে নহে বালিকা, কাঁদিয়া হ'ল আকুল,—
সখী-কাদম্বরী অসামান্যা নারী গন্ধর্ব্ব-কুলের ফুল।
কেয়ূরক বল বারতা সকল দুঃখে না সরিছে বাণী,—
বিধাতার মনে কি আছে কেমনে বর্ণিব কি নাহি জানি।

নিবেদিল কেয়ূরক হ'য়ে বদ্ধাঞ্জলি—
"প্রণয়ের সম্ভাষণ, জানাইয়ে অগণন,
কহিলেন সখী তব অশ্রু-নীরে গলি,—
"যা লিখেছে প্রিয়-সখী তরলিকা-সনে
গুরুজন-অনুরোধে, কিম্বা পরীক্ষার বোধে,
নতুবা নিরখি মোরে সুদিব্য ভবনে ;—
এ সকলি মোর পক্ষে তীব্র তিরস্কার,
জানিয়ে মনের কথা, কেন দিল মর্ম্মে ব্যথা,
লিখিতে কি লজ্জা কিছু হ'লনা তাহার ?
প্রিয়তম রবি হ'লে অস্তাচল গত—
কমলিনী বিরহিনী, হেরি খেদে চকোরিণী,—
বিহঙ্গিনী হ'য়ে রয় সুরতে বিরত;

সখী হ'য়ে কোন প্রাণে আমোদে মাতিয়া—
ভুলিব সজনী-ক্লেশ, দহে শোকে নির্ব্বিশেষ,
শান্তি-রসে ডুবে কিলো অনুতপ্ত হিয়া ?
যে মন ব্যাপিত সখী-সন্ন্যাস-কালিমা—,
কোন লাজে সে আসনে, নর্ম্ম-সুখ-প্রলোভনে,
বসাইব সুধাময়ী প্রণয়-প্রতিমা !
এত বলি কাদম্বরী করিলা ক্রন্দন ;
নাহি লাভ বাক্য ব্যয়ে, ভাবিয়া আসিনু ধেয়ে,—
পদ-প্রান্তে নিবেদিতে দুঃখ-বিবরণ।
কেয়ূরক-বাণী ক্ষণ ক'রে অনুধ্যান—
মহাশ্বেতা কহে "তবে সখী-পাশে নিবেদিবে,
"পৌছিব অচিরে আজি সখী-সন্নিধান।"
প্রণামান্তে কেয়ূরক লভিলে বিদায়,—
রাজ-বালা নম্রমতি, কহে কুমারের প্রতি,
"রাজ-পুত্র, অনুরোধ জানাই তোমায়,—
বিজ্ঞ-পাশে প্রার্থনায় বিফল মঙ্গল,
অধমে সাধিয়া সিদ্ধি, লভিলেও নহে বিধি,
কথন সংহরে মান ভয় অবিরল !
চিত্ররথ-রাজধানী হেমকূট নাম
অতি রমণীয় স্থান, দর্শনে জুড়ায় প্রাণ
রাজ-বালা কাদম্বরী-নয়নাভিরাম !
বিশেষ কর্ত্তব্য যদি নহে প্রতিকূল,—
যত্তপি দর্শনে আশ, পূর্ণকর অভিলাষ,—
সঙ্গী হ'য়ে,—ক'রে মম যাত্রা সুপ্রতুল !

ভবদীয় ব্যবহারে দুঃখ-ভারানত—

জলন্ত অঙ্গার সম, শোক-তাপ উপসম,

সৌজন্য করিল মোরে প্রীতি-প্রণোদিত!

মহতের সঙ্গ-বাসে সুধাময় ফল

যে সময় সঙ্গে পাই, গণিব সৌভাগ্য তাই,

দুখানলে সমর্পিবে স্নিগ্ধ শান্তি জল!”

চন্দ্রপীড় নিবেদিল “শুন ভগবতি,

দেহ মন সমর্পিত ঐ রাঙ্গা পায়,

যথা রুচি দেহ নিয়ে করিবেন গতি,—

যে আদেশ সংসাধিব,—শিরোধার্য্য তায়!

অনন্তর মহাশ্বেতা করিয়া সঙ্গিনী—

চন্দ্রাপীড় উপনীত গন্ধর্ব্ব-নগরে,

ভুলে নেত্র, চারুতায় বৈজয়ন্তী জিনি,

অচিরে পশিলা সুখে রম্য অন্তঃপুরে।

নিত্য সমুজ্জ্বল কান্তি হিরণ্ময় পুরী,

শত শত স্বর্ণ হর্ম্ম্য রতন খচিত,

কতবা স্ফটিক-শুভ্র অভ্রের মাধুরী,

কত কত রৌপ্য-গৃহ প্রবাল মণ্ডিত!

অলিন্দে আনন্দময়ী কনক-প্রতিমা

কত বা বিরাজে চূড়ে নানা রত্নময়,

বলভী আশ্রয়ে রাজে মাধুরী গরিমা,

নীল, কৃষ্ণ, শ্বেত, পীত, মাণিক-নিচয়।

হিন্দোল-রাগ-রঞ্জন, সম্মোহন ধ্বনি,
অপর কক্ষেতে দীপ্ত দীপকে পঞ্চম—
মল্লারে মধ্যমে মৃদু,—শ্রুতি-বিমোহিনী
বীণা-করে মূর্ত্তিমতী রাগিণী-সঙ্গম।
মানবীয় কল্পনার অতীত মাধুরী—
নিরখি বিস্ময়ে মগ্ন নৃপতি-নন্দন,
তাতোঽধিক তান-লয় সঙ্গীত-লহরী—
আকুল করিল মন, যেমতি নয়ন!

ত্রিতল সুরম্য কক্ষে দিব্যাঙ্গনাময়
বিচিত্র রজত শুভ্র কোমল শয্যায়
সুবর্ণ পর্য্যঙ্ক চারু করি জ্যোতির্ম্ময়
সুশায়িতা কাদম্বরী,—কমলার প্রায়।
বিচিত্র চামর করে চামর-ধারিণী,—
সখীগণ নানাবিধ বাদ্য-যন্ত্র করে—
নীরব, নিস্তব্ধ, বামা-কণ্ঠের রাগিণী
আয়াসে বিরাম সুখ লভিছে অন্তরে!
রাজ-বালা কেয়রকে করি সম্বোধন
রহেন শ্রবণে ব্যস্ত স্বজনীর কথা,—
আগন্তুক যুবকের সর্ব্ব বিবরণ
নাম, ধাম, কি কারণ—উপনীত তথা!
পন্থা-নিপাতিত নেত্র, চকিত অমনি;—
হেন কালে চন্দ্রাপীড়ে হেরে উপনীত;
স্তম্ভিত, কুমার হেরি রূপ সম্মোহিনী
দৃষ্টিমাত্র প্রেম-কূপে মন নিমজ্জিত:

যেন পুষ্পাধারে পদ্ম শোভিছে সস্মিত সম্ভ
সুষমায় আলো ক'রে আনন্দ-ভবন
অথবা সে মধুমাসে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে
সমুজ্জ্বল যথা নীল নির্ম্মল গগন,
অতুল লাবণ্য ছটা বিস্মিত নীরেন্দ্র ঘটা
রাজ-বালা ঢালে হৃদে অমিয় তরল—
গন্ধামোদে অঙ্গ পূর্ণ মোহিনী বা অবতীর্ণ
বিমোহিতে সুধা-লোভি-দিতিজের দল!
দিব্য সাজে বিরঞ্জিতা চিত্ররথ-রাজ-সুতা
রত্নাঞ্চলা সমুজ্জ্বলা অঙ্গে নীলাম্বরী,
অঞ্জনে রঞ্জিত আঁখি লাঞ্ছিত খঞ্জন-পাখী
ইন্দু-ভালে বিন্দু-সম অলকা-মাধুরী!
চুনী, পান্না, মরকত, প্রবাল হীরক-যুত
মনোমত বিভূষিত পুষ্প-আভরণ,
নীল-কৃষ্ণ-সিত-ছটা লোহিত-পীতের ঘটা
ধাঁধে আঁখি ঝল-মলি উজ্জ্বল রতন।
সাপিনী তাপিনী অতি বিবরে অলস-গতি
চিক্কন কুন্তলে হেরি মুক্তাময় বেণী,—
গজ-মতি-হার গলে হীরক মুকুটে জ্বলে
মুকুতা-কুণ্ডলে শ্রুতি গঞ্জিত গৃধিণী
রত্ন-সিঁথি সমুজ্জ্বলা রঞ্জিত বকুল মালা
বলয়ে প্রবাল কান্তি করে ঝল মল,
ইন্দীবর-মনোলোভা ভূজে কেয়ূরের শোভা,
ইন্দু-নিভ চন্দ্র-হারে কটি সমুজ্জ্বল!

কটিবন্ধে রত্ন-খণ্ড, হরি-মান করে খণ্ড
পীনোন্নত পয়োধরে রতন কাঁচলি—
আঁটিতে অশক্ত ব'লে মৈনাক সাগর জলে
মরি যেন ঝম্প দিল বিষাদে সে জ্বলি!
নাসায় বিনতা-সুত সখেদে বৈকুণ্ঠ গত
কণ্ঠ হেরি কম্বু পশে অম্বুধির জলে,
অরুণ সে বিম্বাধরে তাম্বুলে অলক্ত ঝরে
অঙ্গুরীয় পাণিতল-রক্ত-শত-দলে
অধরে সুধার বাসা সুধাধর ভগ্ন-আশা
উরু দ্বয় মনে লয় রাম-রম্ভা তরু,
কিম্বা করি-কর শোভা হেরি হেন মনলোভা
গমনে মাতঙ্গী-মন করে উরু উরু;
নয়নে হরিণী বনে নলিনী সন্তাপ মনে
কটাক্ষে কুসুম-চাপে গুপ্ত ফুল-বাণ,
রতন মুকুরে পদ যেন ফুল্ল কোকনদ
দেহ-ভাতি "ক্ষণ-ভাতি" চপলার মান;
কুমারের আগমনে শশব্যস্ত স্ব-বসনে
করে বালা কাঞ্চনাভ অঙ্গ আবরণ,—
সরম-বাসনা মাখা নেত্র-দরপণে আঁকা
"সারল্য-মূরতি,—করে বাণ সম্মোহন",
চন্দ্রকলা সন্দর্শনে বারিধি যেমন
প্রেমাবেগে মাতোয়ারা তরঙ্গে খেলায়,
ততোহধিক রাজ-সুত আনন্দে মগন,
হৃদয় ডুবা'য়ে প্রেম নয়নে বেড়ায়!

মনে মনে চিন্তে যুবা কিবা শুভ দিন,
অপূর্ব্ব রমণী-রত্ন হেরিনু নয়নে,—
জীবন স্বার্থক আজি,—দুষ্কৃতি বিলীন
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পূণ্যে গন্ধর্ব্ব-ভবনে !
বিধাতা করিত যদি অঙ্গ নেত্র ময়,—
হেরিলে পূরিত বাঞ্ছা সহস্র লোচনে,
মিটিল না, যত হেরি মুখ প্রেমময়—
দ্বিগুন পিয়াসা দ্রুত উপজয় মনে !
কোথায় পাইল বিধি রূপ-পরমাণু ?
হেন রম্য উপাদান বিরল ভুবনে,
কাদম্বরী রূপ গড়ি, ত্যজ্য যত অণু—
উপাদান বুঝি পদ্ম-কুমুদ-রচনে !
ক্রমে চতুষ্টয় আঁখি হইলে মিলন,—
কাদম্বরী মনে মনে ভাবিলা অমনি,
কেয়ূরক যে যুবার কহে আগমন,
বুঝি বা ইনি ই সেই সুষমার খনি।
আহা মরি কি সুকান্তি ! না হেরি নয়নে,
গন্ধর্ব্ব-নগরে হেন অপরূপ রূপ,
শারদ-চন্দ্রমা কিবা উদিল ভবনে
মনোহর কি লাবণ্য মাধুরীর কূপ !
উভয়ের অসামান্য সৌন্দর্য্য দর্শনে,—
মজিল হায় রে মরি উভয়ের মন,
শারদ-চন্দ্রমা হাসি নেহারি নয়নে,—
যেমতি সে কুমুদিনী আনন্দে মগন !

বসন্ত-সম্ভোগ-শীলা প্রকৃতি-সুন্দরী,
বসন্ত-পূর্ণিমা-চন্দ্র করি নিরীক্ষণ,
ভুবন-ভুলান হেরি রূপের মাধুরী,
মত্ত দোহে হাসে ধরা, যামিনী যেমন,
তেমনি সে চন্দ্রপীড় কাদম্বরী-সনে,
মিলন-নয়ন-ভঙ্গী হেরি মহাশ্বেতা—
বিপুল পুলকে মগ্ন ; হাসিলেন মনে,
রূপের প্রভায় কক্ষে দামিনী চকিতা ?

যথা বহু দিন পরে প্রাণ-পতি এলে ঘরে
বিরহিনী সীমন্তিনী পুলকিত মন,—
মহাশ্বেতা-সন্দর্শনে, তথা কাদম্বরী মনে,—
উথলিল সুখ-সিন্ধু আকুল নয়ন !
অমৃত-নন্দিত মনে, পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গনে,
যেন মন দরশনে তৃপ্তি নাহি হয়,—
বদনে বদন রূহে, বিরহে তথাপি দহে,
বহুক্ষণে শান্তি-লভে অশান্ত হৃদয় !
মহাশ্বেতা কহে সখি, "শুন, শুন, বিধুমুখি,
মহামতি তাড়াপীড় ভারত-ঈশ্বর,—
চন্দ্রাপীড় তারসুত, রূপগুণে অতুলিত,
দিগ্বিজয়ে উপনীত,—প্রদেশে উত্তর।
কিন্নর-মিথুন তরে ছুটিয়া কৌতুক-ভরে,
নীর-ভরে সমাগত অচ্ছোদের তীরে,
শুনি মম বীণা-ধ্বনি, মম-পাশে সুবদনী,
আচম্বিতে উপনীত মহেশ-মন্দিরে।

দরশন মাত্র মন, করে চুরি দরশন,
কি কারণ তাহা সখি,—বুঝিতে না পারি,
নির্ম্মাণ-কুশল-বিধি, গড়েছেন হেন নিধি,
সৌন্দর্য্যের সার-রসে গুণ চূর্ণ করি ;—
মিশা'য়ে মমতা-রস, বিস্তার মথিত যশঃ,
রূপে কৃষ্ণ মূরতি মোহিনী,—
যাহার নিবাস স্মরি,— মর্ত্ত্যগণে সুরপুরী,
সৌজন্য-তরঙ্গময়ী হৃদে মন্দাকিনী !
রূপ-গুণ-সমাহার, হের নাই একাধার,
কর নাই রূপ-বিদ্যা-বারিধি দর্শন,
অনুরোধে বাধ্য ক'রে, তাই এ গন্ধর্ব্বপুরে,
আনিয়াছি তব-পাশে অমূল্য রতন !
বর্ণিনু তোমার কথা, মম-শোকে মর্ম্মব্যথা,
রূপ, গুণ, মহত্ত্বাদি করিয়া বিস্তৃত,
নহে ইনি দৃষ্ট-পূর্ব্ব, তবু লজ্জা ত্যজি সর্ব্ব,
নিঃশঙ্কে আলাপ কর স্বগণের মত।
এত বলি মহাশ্বেতা, পরিচয়, প্রবীণতা,
চন্দ্রাপীড়ে মহা যত্নে অর্পে সিংহাসন,—
নিজে প্রিয় সখী-সনে, সু-পর্য্যঙ্কে দুইজনে
আরম্ভিলা প্রণয়ের গাঢ় আলাপন।
কুমারের রূপ হেরি গুণের মাধুরী স্মরি,
কাদম্বরী-প্রণয়-সঞ্চার ;
হেরিতে মুখারবিন্দ, মত্ত পানে মকরন্দ,
মন-ভৃঙ্গ র'ত অনিবার।

সমাকুল দু'নয়ন, অনিমেষ অনুক্ষণ,
হেরে নব নবীন মাধুরী ;—
না মিটিল মনঃ-আশা, উপজে দ্বিগুণ তৃষ্ণা,
চক্ষে চক্ষে নূতন চাতুরী।
উভয়ের হেরি ভাব, মনোভব-আবির্ভাব,—
সহজে বুঝিলা মহাশ্বেতা,
তাম্বূল-প্রদান-ছলে, হাসিয়া সখীরে বলে,
অগ্রে হও অতিথি নিরতা ;—
অতিথি সৎকার আগে, দেও ভক্তি-অনুরাগে,
সর্ব্ব অগ্রে অতিথির মান,
শুনিয়া সখীর বাণী, কাদম্বরী সুহাসিনী,
কহে করি সরমের ভাণ,—
"অপরিচিতের করে,— তাম্বুল প্রদান তরে,
লজ্জা মোরে করিছে বারণ,—
হইয়ে আমার সখি, তুমি দেও বিধুমুখি,
লজ্জা-হীনা প্রগল্ভা-লক্ষণ !"
হাসি কহে মহাশ্বেতা "নিজের আবশ্যকতা
সম্পাদন নিজে করা ভাল,—
"নিজে শক্ত, প্রতিনিধি" শাস্ত্রে নাই হেন বিধি
প্রতিনিধি অযোগ্যে জঞ্জাল !"
বারংবার অনুরোধে ঠেকে যেন উপরোধে,
লাজে যেন হ'য়ে অবনতা,—
তাম্বূল প্রদান-তরে উত্থিতা প্রসারি করে,
যেন লাজে লজ্জাবতী লতা !

গর্ব্বিত গমন-ভঙ্গী, স্বরূপের চির সঙ্গী,
অঙ্গে অঙ্গে কিবা রঙ্গে মাধুরী বিলায়,
নব যৌবনের ছটা, তরুণ অরুণ-ঘটা
সে তরঙ্গে মনোহরা মাধুরী বিলায়।
কুমার ঈষৎহাসি, বিলা'য়ে প্রণয় রাশি
ধীরে কর করে প্রসারণ,—
জানিয়ে সময়-গুণ ফুল ধনুধরি গুণ—
ফুল-বাণ হানিলা তখন !
কতবা রহস্য-ছলে কতবা সরমে গ'লে
রস-রঙ্গ চলিল কৌতুক ,—
যেমন সুযোগ্য তরী, তেমন কাণ্ডারী তারি,
সে যৌবন যৌতুকে উৎসুক !
কৃত্রিম কোপের ছলে, কালিন্দী-সারিকা বলে,
হেন কালে বিষাদে মানিনী,—
"ত্যজিব জীবন মম, স্পর্শিলে বিহগাধম,
এ শপথ, গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি,—
নিবার সে দুর্ব্বিনীতে, মম-সঙ্গ বিবর্জ্জিতে,
শ্রবণে নন্দিত রাজ-বালা ;—
বুঝিতে না পারি মর্ম্ম, শুক করে কি কুকর্ম্ম,
সারিকার কেন এত জ্বালা,—
প্রীতিফুল্ল মহাশ্বেতা , সবিস্ময়ে কৌতুকিতা,
জিজ্ঞাসিলে কারণ ইহার,—
''মদলেখা' ফুল্লমতি, কহে "শুন গুণবতি,
প্রেম-লীলা সখীর তোমার,—

"পরিহাস" শুক-সনে, উদ্বাহের সু-বন্ধনে,
সারিকায় করিয়া বন্ধন,—
অনুরাগ-উদ্ভাবিনী, চতুরা রাজ-নন্দিনী
করিলা এ রহস্য-সৃজন !
অদ্য নিশি-অবসানে, সারিকা বসেছে মানে,
শুক-তমালিকা-পরিহাসে,—
ঈর্ষা-বশে বিহঙ্গিনী, বাক্-হীনা বিষাদিনী,
নাহি আসে "পরিহাস"-পাশে !
প্রবোধেও বারংবার, নাহি ঘুচে মান তার,
অভিমানে রমণী যেমন,—
হৃদয়ে আবেগ-ভার, না সহিতে পারি আর,
তাই করে কোপে নিবেদন।"
বীণা-বিনিন্দিত স্বরে, কুমার রহস্য-ভরে,
কহে "দোষী গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী,—
'তমালিকা' শুকাশক্ত, জে'নে চির অনুরক্ত,
অন্যায্য এ প্রণয়-কাহিনী,—
হ'য়েছে অন্যায় কর্ম্ম, ঈর্ষা-বশ নারী-ধর্ম্ম,
হেন শুকে সারিকা অর্পণ —
হয় এবে সমুচিত, নিবারি সে দুর্ব্বিনীত,
এ দুষ্কর্ম্মে দাসীকে শাসন !"
সু-হাস্য রহস্যভরে, সপ্রেম কটাক্ষ করে,
কুমার-নয়ন প্রেম-ফাঁদে—
তৃষিত-চকোরী-প্রায়, প্রেমিকা-নয়নে ধায়,
বাঁধিল মিলন-সুখ- চাঁদে !

মূল-তলে তটিনীর, সুধা-ধারা-সম-নীর,
কাদম্বরী-হৃদয়ে পশিল,—
বহিল নয়ন-কোণে, প্রেম-অশ্রু-প্রস্রবণে
লাজে বামা অলক্ষে মুছিল !
এ কালে কঞ্চুকী আসি, কহিলা বিনয়ে হাসি,
মহাশ্বেতা-দরশন-আশে
নৃপতি-দম্পতি ব্যস্ত, সুকুমারি,—চল ত্রস্ত ;
মহাশ্বেতা কহিলা সু-হাসে—
"আমিত চলিনু সখি, কোথা রবে, বিধুমুখি,
এ সময় এ রাজ-নন্দন ?"
অকপটে কহে বালা, "দৃষ্টি মাত্র এ অবলা,
সপিয়াছে জীবন-যৌবন, –
যা'তে মম অধিকার, সর্ব্বস্ব আয়ত্ত তাঁর,
যথা-রুচি করুন বিশ্রাম—
নহে তাঁর হ'য়ে তুমি, নির্ব্বাচ আবাস ভূমি,
সহচর-মনোমত-ধাম।"
হাসি কহে মহাশ্বেতা "প্রসাদ পশ্চাৎস্থিতা
ক্রীড়া-শৈল-মূর্ত্তি মনোহর,—
যাহার শিখরোপরে, মণি-মন্দিরাভ্যন্তরে,
বসন্ত-আমোদ নিরন্তর ;—
নির্ব্বাচিনু বাস-স্থান, কেয়ূরক অবস্থান,
করে যেন প্রহরীর প্রায় ;
বীণা-নিবাদিনী কত, রহিবে সঙ্গীতে রত,
কুমারের জে'নে অভিপ্রায় !

সখী-সম্ভাষিয়া সতী, দ্রুতপদে করে গতি,
চন্দ্রাপীড় বিশ্রামে চলিল ;—
কাদম্বরী শয্যা'পরে, মনে মনে চিন্তা করে,
লজ্জা যেন শ্রবণে বর্ণিল ;—
বিদেশী কুমার-সঙ্গে, এ হেন রহস্য-রঙ্গে
নাহি থাকে কুল-বালা-মান,—
না জানি স্বভাব তাঁর, চিত্ত-বৃত্তি, ব্যবহার,
কেন আগে সপিলাম প্রাণ ?
অবলার অল্প জ্ঞান, যাহ'ক স'পিনু প্রাণ,
মনোভাব প্রকাশিয়া হায়—
ডুবা'নু প্রতিজ্ঞা মম, প্রিয় সখী প্রাণোপম,
মনে কিবা ভাবিল আমায় ?
প্রণয় আবার কাণে, কহে যেন অভিমানে,
"জে'নে তোমা ছল অনুরাগী—
চন্দ্রাপীড় দুঃখ-ভরে, চলে যায় দেশান্তরে,
তব প্রেমে হইয়ে বিরাগী !"
অমৃত সেবনে বিষে, দহে অঙ্গ অবশেষে
অবলার এমনি কপাল,
কুসুমে কীটের বাস ফণী কমলের পাশ,
কণ্টকিত প্রণয়-মৃণাল !
পুনঃ ভাবে সে নবীনা, রমণী প্রণয় বিনা,
"অনাবিকা তরী" কহে কবি,—
প্রেম-মধু-সুধা-ধারা, অভিসিক্তা নহে যারা
গন্ধ-হীনা কিংশুকের ছবি !

নয়নে নয়নে রূপ, মরমে প্রণয়-কূপ,
অলক্ষিতে মন নিল হরি!
প্রবল বাসনা মনে, লভিবারে মহাধনে
মুক্তা-লোভে নক্রে কেন ডরি?"
গবাক্ষে অলক্ষে আঁখি, বিমুখায় দিয়ে ফাঁকি,
ধায় ক্রীড়া-শৈল-অভিমুখে,—
মদনের নিত্যব্রত, রঙ্গ-লীলা নানা মত,
মন-মঞ্চে সায়ক-ময়ূখে।

দ্বাদশ সর্গ

সু-শায়িত চন্দ্রাপীড় মণির মন্দিরে—
শিলা-তল-সুবিন্যস্ত কোমল শয্যায়,—
একমনে নিমজ্জিত ঘোর-চিন্তা-নীরে,—
রাজ-নন্দিনীর ভাব-অনুধাবনায় !
"যে সকল হাব-ভাব প্রকাশে সুন্দরী—
এ সব কি স্বাভাবিক বিলাস তাহার,—
নহে বা মকর-কেতু হীনে কৃপা করি—
উৎপীড়নে প্রকাশিলা লীলা আপনার !
নারী চেনা, মণি চেনা, দুর্ঘট ভীষণ ;—
মহীতে মাধুরীময় সুধার সকাশ,—
কোমল মানসে গুপ্ত কৌটিল্য-দহন
প্রাণান্তে বাসনা যার রহে অপ্রকাশ !
কিন্তু মরি ! হেন নারী না হেরি নয়নে,—
যে মাধুরী মনঃ-প্রাণ করিল চঞ্চল,—
সরল কটাক্ষ রত সুধা-বিতরণে,
সৌজন্য সঞ্চারে হৃদে স্নিগ্ধ প্রেম-জল !

নয়নে নয়নে হ'লে ক্ষণেক মিলন—
অমনি আনত করে বদন-চন্দ্রমা,—
অন্যাশঙ্ক দৃষ্টি হেরি কটাক্ষ ক্ষেপন,—
ছল ক্রমে কথান্তরে হাসে অনুপমা!
মনোভাব যদি নাহি হ'ত অনুকূল
ত্যজিত কি লাজ-ভয়, অবলা-গৌরব,
এ চাতুর্য্য অসম্ভব,—বিধি স্বানুকূল
মদন-সদনে লাজ মানে পরাভব!
গন্ধর্ব্ব-রাজের ইনি প্রাণের নন্দিনী,—
সুরূপ যৌবনে ধন্যা,—অতুল ভুবনে,
পূরা'বে বাসনা কি সে জগত-বন্দিনী,—
অধম মানবে স্নেহ-সলিল সিঞ্চনে?
অলীক সংকল্প ত্যজি,—পরীক্ষা করিয়া,—
অনুমাত্র মনোভাব না করি প্রকাশ—
ব্যবস্থা করাই ভাল,-অবস্থা বুঝিয়া,—
পরে যেন চঞ্চলতা না পায় বিকাশ"!
মানসে এ হেন যুক্তি করিয়া সুস্থির,
সঙ্গীতে ইঙ্গিত করে অনুচরী গণে,
মুহূর্ত্তে মূর্চ্ছনাময়ী মূর্ত্তি রাগিণীর
ভবন ভরিয়া সুধা সঞ্চরে গগনে।
তান-লয়-অবসানে মরকতাসনে,—
নিষণ্ণ যুবক যবে চারু শিলা-তলে
পরিবৃতা তরলিকা আদি পরিজনে
সুহাসিনী মদলেখা আগতা সে-স্থলে;—

করে সদ্যো বিকসিত মালতীর মালা,
নানা বিধ অঙ্গরাগ, বিচিত্র বসন,
নানারূপ বিলেপন, পাদুকা ধবলা
মুক্তা-হার, দীপ্তি যার উজলে গগন!
কাদম্বরী প্রাণোপমা শ্রেষ্ঠ সহচরী—
মদলেখা হ'লে ক্রমে সমীপবর্ত্তিনী—
চন্দ্রাপীড় যথা যোগ্য সমাদর করি—
সিঞ্চিলেন প্রীতি-ধারা,— মগ্ন প্রমোদিনী
শশাঙ্ক-নিন্দিত কান্তি কুমারের অঙ্গে
মনোরঙ্গে অঙ্গ-রাগ রাঙ্গিয়া তখন
দুকূল বসন-মাল্য প্রীতির তরঙ্গে—
অর্পণ করিয়া সখী করে নিবেদন,—
"ভবদীয় আগমন, স্বভাব সরল,
প্রকৃতি-মধুর-গুণে হ'য়ে আপ্যায়িত,
কাদম্বরী প্রণয়ের চিহ্ন এ সকল—
প্রকাশে বয়স্য-ভাবে হ'য়ে প্রণোদিত!
এ নহে ঐশ্বর্য্য-ধন-সম্পত্তি-জ্ঞাপক—
গৌরবের নিদর্শন,—শুধু সরলতা,
স্বীয় অনুকম্পা-গুণে, প্রণয়-সূচক
রত্ন-হার পরি, কর চিরানুগৃহীতা!
দেবাসুর যবে করে সমুদ্র মন্থন,—
বিবিধ রত্ন,—উহা ছিল শেষ,—
"শেষ-হার" নাম তাই বরুণ অর্পণ—
করিলা গন্ধর্ব্ব-রাজে,—প্রণয়ে বিশেষ!

অর্পিলা গন্ধর্ব্ব-পতি অতি স্নেহ-বশে,
তাই অধিকারী এর গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী,—
অভিসিক্তা আজি স্নিগ্ধ সুধা-প্রেম-রসে
এত দিনে যোগ্য-পাত্রে অর্পে প্রমোদিনী !"
এত বলি হার-রত্ন পরায় গলায়—
দাক্ষিণ্য-সৌজন্য হেরি কুমার বিস্মিত
করি তৃপ্ত সখীগণে প্রণয়-ভাষায়—
কহিলা "প্রসাদ-জ্ঞানে হ'ল সুগৃহীত !"
রাজ-সুত কাদম্বরী-প্রসঙ্গালাপনে—
সুখিনী করিলা যত আগত স্বজনী,—
কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়-মেঘ-অদর্শনে—
আরোহিলা সৌধ-শিরে যেন চাতকিনী,
নিরখিলা শৈল-চূড়ে মদন-মোহন
বিচরিছে দিব্য-বেশে "শেষ-হার" গলে
কুমুদিনী প্রমোদিনী নিশীথে যেমন,
প্রিয়তম-মুখ-চন্দ্র হেরে প্রেমে গলে।
প্রকাশিয়া নানারঙ্গ অঙ্গ-সঞ্চালনে,—
জানা'য়ে প্রণয়-রঙ্গ-ভঙ্গী চমৎকার ;
উভয় কমল-নেত্রে যেন ফুল-বাণে—
পাতিল ভুবন-জয়ী শরাসন তাঁর।
কাদম্বরী উচাটন রস-রঙ্গে সমীরণ
বাস-ভঙ্গে রসিকতা ইঙ্গিতে জানায়—
নাভি-ঊর্দ্ধ সে ত্রিবলী মদন-সোপানাবলী
যৌবন-উত্থান-তরে কক্ষ-দরজায়?

নাভি-তল কূপাকার, পুষ্ট নিতম্বের ভার
বহনে সে মধ্য-ভাগ গেছে ক্ষীণ হ'য়ে,
উন্নত কুচ-কমল বক্ষে ঢালে স্বেদ-জল
ফুল-বাণে কেঁপে কেঁপে নিম্নমুখী র'য়ে!
যেন বা মন্দির-পানে পশে কাম সঙ্গোপনে
কুচ-চন্দ্র-চূড় অরি করি সন্দর্শন—
বক্ষ-রোমাবলী-ছলে আকর্ষণে সে কুন্তলে
অঙ্গে তার স্বেদ-শূল করিল ক্ষেপণ!
কুঙ্কুম-স্বেদের ধার নিম্ন অঙ্গে বহে তার—
সুধন্য সে রত্ন-সৌধ পদাঙ্ক-শোভায়,
যেমতি ত্রিভঙ্গ হরি ভৃগু-পদ-চিহ্ন ধরি
ত্রৈলোক্য পূজিত, ধন্য—বিপ্র-গরিমায়।
কুসুমে সজ্জিতা বালা হেরিয়া রূপের ডালা
ভ্রমে অলি সগুঞ্জনে পরিমল-আশে
কোমল কমলোপম কপোলে কুসুম-ভ্রম
পড়ে ভৃঙ্গ অবশাঙ্গ সে অঙ্গ-সভাষে;
লম্পটের প্রেম-গানে বিরক্তি সতীর প্রাণে
জ্বালাতনে স্বঅঞ্চলে সঘনে তাড়ায়—
করি-কুম্ভ সে নিতম্ব গমনে মন্থর রঙ্গ
মৃগী-প্রায় ক্ষণ ভীতা চকিতা চিন্তায়।
ক্রমে দিবা-অবসান, মরীচি-মালিনী—
সাজায় রক্তিম রাগে অনুরাগ তার,
প্রবাসী-বিদায়-কালে যেন বিনোদিনী—
ভোযে সুরক্তিম-নেত্রে ঢালিয়া আসার!

সূর্য্য-সিংহ অস্তাচলে করিলে গমন—
ধ্বান্ত-করী দিঙ্মণ্ডলে প্রতিভা বিস্তারে,
দর্শনে-অশক্ত যবে হৃদয়-রঞ্জন,—
কাদম্বরী প্রবেশিলা শয়ন-আগারে!
সুধাংশুর সুধাময় দীধিতি-সঞ্চারে—
প্রভাময় ধরাধাম হইল যখন,
চন্দ্রাপীড় সুশায়িত সে মণি-মন্দিরে,—
কেয়ূরক নিবেদিল "প্রিয়া-আগমন!"
সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া কুমার—
সখীগণ-সুবেষ্টিতা হেরি কাদম্বরী—
সম্ভোষিলা যথাযোগ্য করি সমাদর,—
বসাইয়া প্রীতি-বাক্যে অমিয় সঞ্চারি!
কুমার কহিলা "দেবি,—প্রসন্নতা তব—
দর্শনে ঝরিল মনে প্রীতি-নির্ঝরিণী,
অনুগ্রহ-উপযুক্ত সদ্‌গুণ-বৈভব—
আমাতে না হেরি কিছু,—গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি,
এ কেবল উদারতা সৌজন্য তোমার,—
শিষ্টাচার-অলঙ্কারে মহত্ত্ব-মণ্ডিত,
চির-স্মরণীয় তব হেন ব্যবহার,
দাস-জ্ঞানে স্মৃতি-পটে রেখ সমঙ্কিত,—
জগত-কারণ পাশে প্রার্থনা আমার
যাত্রান্তরে হেরি যেন স্বামী-সোহাগিনী"
চন্দ্রাপীড়-অনুনয়ে অমিয়-আধার—
লাজে অধো-মুখী হ'ল গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী।

রাজ-পুরী, উজ্জয়িনী, নৃপতি-দম্পতি,
পুরবাসী-সংঘটিত আলাপে মগন,
মন্ত্র-মুগ্ধ সবে যেন লভিলা সম্প্রীতি,
মহানন্দে যামিনীর দ্বিযাম কর্ত্তন !
কেয়ূরকে পাহারায় ক'রে নিয়োজিত,—
কাদম্বরী স্বীয়-কক্ষে করিলা গমন,
সুশীতল শিলা-তলে কুমার শায়িত
স্মরিলা মহত্ত্ব-ভাতি রমণী-রতন।

কুহকিনী স্বপনের বিমোহিনী মায়া—
আঁকিলা অমৃতময়ী প্রেমিকার ছায়া।

প্রথম-ভাগ

গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী-কাব্য

বা

পদ্য-কাদম্বরী

[দ্বিতীয় ভাগ]

(সম্পূর্ণ)

"ইন্দুমতী"-কাব্য—

প্রণেতা—

শ্রীরসিকচন্দ্র রায় মহাশয়

সাহিত্যার্ণব-কবিরত্ন-প্রণীত।

কলিকাতা

৮ নং লাটুবাবু লেন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী-কাব্য

দ্বিতীয়-ভাগ

প্রথম সর্গ

তারাপতি সারারাতি করি জাগরণ—
প্রভাতে নিভৃত দেশে,—সুনিদ্রার অভিলাষে ;
নিরজন অস্তাচল করে অন্বেষণ !
মালতী-কুসুম-রেণু করিয়া হরণ—
সুপ্তোত্থিত নরগণে তুষিবারে সমীরণে
ইতস্ততঃ পরিমল করে বিতরণ !
শিশির-নীহার-বিন্দু মুকুতার প্রায়
পত্র-অগ্রে শোভে হাসি অতুল সুষমারাশি
অরুণ-স্যন্দনে রবি বিকাশিলা কায় !
ম্লান-মুখ চন্দ্রমার করি নিরীক্ষণ—
কুমুদিনী-নেত্রে নীর কমলিনী প্রেমাধীর
ঈর্ষায় বিদ্বেষ-হাসি করে প্রদর্শন ।
ভাতিল সোনালী ছটা সে মণিমন্দিরে
শাখী-শাখে পিকধ্বনি চকিত কুমার শুনি
শয্যা পরিহরি দ্রুত আগত বাহিরে,

বালার্ক-কিরণে দীপ্ত দিব্য সরোবর,
স্তবকে স্তবকে কত তীরে ক্রম সুশোভিত
ফল, পুষ্প, লতা, গুল্ম সোনালী সুন্দর,
শিলায় বিছেছে হাসে যেন [illegible]
বিহঙ্গম সন্তরণে জলজ কুসুমগণে
কম্পিত, সুকণ্ঠে রচে আনন্দ-কানন !
সহসা ধ্বনিল শিঙ্গা, ডমরু মধুর
সদলে গন্ধর্ব্বগণ করে শিব-সংকীর্ত্তন
ব্যাপিল নগরময় সাধনার সুর

প্রাভাতিক অনুষ্ঠান করি সম্পাদন
রাজবালা অন্বেষণে প্রণয়-পূরিত মনে
রাজপুত্র কেয়ূরকে করিলা প্রেরণ।
অচিরে গন্ধর্ব্ব যুবা হ'য়ে প্রত্যাগত
কহে প্রিয়-সখিদ্বয়, অঙ্গন-বেদীতে রয়
মন্দার-প্রাসাদ-নিয়ে পুরন্ধ্রী বেষ্টিত।

উপনীত চন্দ্রাপীড় হেরে বামাগণ
পাশুপত ব্রতাচারী পরিহিতা বল্ক সারি
বুদ্ধ, জীন, কার্ত্তিকেয় স্তবে রত মন !
মহাশ্বেতা সমাদরে আসন প্রদানে
অন্তঃপুর-বাসিগণে তুষিতেছে সম্ভাষণে
কাদম্বরী সুনিবিষ্টা পুরাণ শ্রবণে !
চন্দ্রাপীড় সুআসনে হ'য়ে সমাসীন—
চেয়ে মহাশ্বেতা-পানে হাসিলেন চন্দ্রাননে,—
বুঝিলা হাসির ভাব তাপসী-প্রবীণ—

কহিলেন মহাশ্বেতা শুন কাদম্বরি,
সখিজন-বাসস্থিত রাজ-সুত অন্তাহিত,
কুমারে আবাসে রাখা সাজে না সুন্দরি,—
চাহেন হাসির ছলে গমনানুমতি;
শিষ্টাচারে বশীভূত কখনে অশক্ত চিত
“চন্দ্রকান্ত” চন্দ্র-করে গলিত যেমতি।
যদিও সুদূর দেশে বসতি ইহার,—
কায়মনে করি স্তুতি “ভক্তাধীনা ভগবতী
করুন এ দয়া সতি,—ভিক্ষা অবলার
কমুদ-বান্ধব আর যথা কুমুদিনী;—
উভয় অন্তরীভূত প্রণয় অবিচলিত—
চিরস্থায়ী এ পীরিতি করুন ভবানী” ।

“অধীন হ’য়েছি সখি, দর্শন অবধি,
অনুরোধে প্রয়োজন হয় যদি ভিন্নজন
আদেশ-পালনে রত রব নিরবধি” ।
কাদম্বরী কহি দেন, গন্ধর্ব্বানুচরে—
আদেশিলা সসম্মানে, যুবরাজে যথাস্থানে
রক্ষিবারে যথা যোগ্য যত্ন-সহকারে ।

মহাশ্বেতা-স্থানে লভি কুমার বিদায়,—
সম্বোধিয়া কাদম্বরী, বহুল বিনয় করি
কহে “দেবি, বহুভাষী-বিশ্বাস হারায়,
পরিজন-কথা মনে হইলে স্মরণ—
স্বকীয় মহত্ত্ব-গুণে স্মরিও অধমে মনে,
“উহার ভিতরে আছি আমি একজন” ।

এত বলি পুরী হ'তে গমন-উদ্যত—
প্রেম-সিক্ত দুনয়নে হেরিয়া রাজ-নন্দনে
কাদম্বরী দুঃখ-নীরে হ'ল নিমজ্জিত।
বহিস্তোরণাবধি পুরনারীগণ—
রাজ-পুত্র-গুণ স্মরি সু-অনুসরণ করি
অদর্শনে-সবে হ'ল' বিষাদে মগন।
দশমীতে প্রতিমায় করি বিসর্জ্জন
শোক ছায়া বক্ষে ল'য়ে ফিরে যথা নিজালয়ে
তে মতি সকলে করে প্রতি আগমন!

ইন্দ্রায়ুধ-আরোহণে কেয়ূরক-সনে,—
কুমার অবশ-অঙ্গে হেরে যেন দর্শনাঙ্গে
কাদম্বরী মূর্ত্তিময় চৌদিকে ভুবনে!
বিরহ-বিধুরা অতি গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী
অনুগামী ধেয়ে যেন কহে ব্যাকুলিনী হেন
"কোথা যাও প্রিয়তম; ত্যজি অভাগিনী,—
আবার সম্মুখে যেন স্ব-ভুজ প্রসারি
আকুলিনী বিরহিনী, মুক্তকেশী উন্মাদিনী,—
রোধিছে গমন পথ শোকে ভয়ঙ্করী!
শূন্য-প্রাণে, শূন্য-জ্ঞানে, আকুল হৃদয়
তাপসী-আশ্রম হেরে কুমারের নেত্র ঝরে,
হেরিলা অচ্ছোদ সরঃ; শোভার আলয়;
রম্য উপলব্ধি নহে বিন্দু মাত্র তার,—
মানস গন্ধর্ব্বপুরে শরীর আগত দূরে
কে হেরিবে নেত্রময় লাবণ্য প্রিয়ার!

যথাকালে স্কন্ধাবারে যুবা উপনীত,
বাহিনী প্রফুল্ল মন, জয়-ধ্বনি করে ঘন
মন্ত্রি-সুত, পত্রলেখা অতি উল্লাসিত!
বর্ণিয়া কুমার সবে বিলম্ব কারণ,—
গন্ধর্ব্ব-কুমারগণে তুষি শিষ্ট আচরণে,—
শূন্য মনে চলে স্বীয় আবাস-ভবন!
গন্ধর্ব্বের শিষ্টাচার ঐশ্বর্য্য বর্ণনে—
বঞ্চিয়া কিঞ্চিৎকাল পরে যুবামহীপাল
অশনান্তে উপনীত শয়ন-সদনে;
সারা নিশি, সারা দিন করি জাগরণ,—
কাদম্বরী সে লাবণ্য ভিন্ন চিন্তা নাহি অন্য
সহিলা সে দুর্ব্বিসহ বিরহ-পীড়ন।
প্রভাতে কুমার যবে সুপট-মন্দিরে,
র'য়েছেন উপনীত বিরহে অধীর,
হেন কালে সন্নিধানে কেয়ূরক বীরে—
নিরখি পুলকে যেন নাচিল শরীর।
আজানু-লম্বিত চারু বাহু-প্রসারণে,—
পরম বান্ধব-জ্ঞানে করি আলিঙ্গন,
সম্ভাষিলা চন্দ্রাপীড় গন্ধর্ব্ব-নন্দনে,
সুধাইলা মহাশ্বেতা-মঙ্গল কথন,—
কদম্বরী, পুরনারী, যত সখীগণ,—
কুশলে রহেত সবে, পুলকিত কায়;
নিবেদিলা কেয়ূরক "এ রাজ নন্দন;—
প্রীত যারে,—অমঙ্গল অন্তরে পলায়!

কাদম্বরী কৃতাঞ্জলি করে অনুনয়ে—
অনুরোধ জ্ঞাপিলেন তাম্বূল-গ্রহণে,—
প্রেরিত সুগন্ধি আর বিলেপন ল'য়ে,—
কৃতার্থ করিবে তায়,—স্ব-অঙ্গে ধারণে।
মহাশ্বেতা-নিবেদন শুন যুবরাজ,
"রাজেন্দ্র-নন্দন যার বঞ্চিত দর্শনে
সে জন সৌভাগ্য-সুখে করিছে বিরাজ,—
দৃষ্টি-পথে পড়ে নাই যার এ রতনে।
যে নগরী রঙ্গে চির উৎসবে মগন,
আনন্দ-সরিত-স্নাত উল্লাসিত কায়,
বিমল ও মুখ-চন্দ্র না ক'রে দর্শন,—
অমা-নিশি-সম এবে অন্ধকার গায়।
ম্লান-মুখী কাদম্বরী দিবা বিভাবরী,
নিয়ত স্মরণে রত ও মুখ-কমল,
ক্রমশঃ অসুস্থ-কায়, শয্যা প'রে পড়ি,—
সর্ব্বত্যাগী এ তাপসী বিষাদে বিহ্বল!
সখীর সম্প্রীতি-চিহ্ন "শেষ" নামে হার,—
বিস্মৃতির মূলে ছিল পতিত শয়নে
চামর-ধারিণী-করে সেই উপহার,—
ধারণে কৃতার্থ ক'র,—কৃপা-পদার্পণে।
অতি আনন্দিত চিত শুনি হেন বাণী
স্বহস্তে তাম্বুল আর হার, বিলেপন
গ্রহণে-স্মরিয়া প্রিয়া-প্রণয়-কাহিনী—
যুবরাজ মন্দুরায় করিলা গমন।

পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৃষ্টি ঘননিরীক্ষণে—
প্রতিহারী বুঝে তায় প্রভুর মনন
রোধিলা গমন-পথ অনুচরগণে,—
কেয়ূরক পশে মাত্র কুমার-সদন।
মন্দুরায় প্রবেশিয়া কহে চন্দ্রাপীড়—
"বল কেয়ূরক, আমি করিলে গমন
কিরূপে বিগত কাল রাজ-কুমারীর,
মহাশ্বেতা করে কিবা মম আলোচন।
কেয়ূরক নিবেদিল "শুন মতিমান্—
কুমার ত্যজিলা যবে গন্ধর্ব্ব-নগরে
কাদম্বরী সখীগণ-সহ অধিষ্ঠান
করিলেন ব্যস্তনেত্রে প্রাসাদ-শিখরে!
নেত্র-পথাতীতে এলে অনেক সময়
গতি-গত নেত্রে রমা রহে তাকাইয়া,—
অনন্তর অবতীর্ণ হ'য়ে ক্রীড়ালয়—
কুমার শয়নাগারে রহিল বসিয়া!
কভু বা মন্দিরে বসে, কভু বা বাহিরে,
কভু বা প্রাসাদ-শিরে নেহারে প্রান্তর,
কভু উপবন-পানে নিরখি অধীরে
অঞ্চলে মুছয়ে অশ্রু,—ঢালি নিরন্তর!
সারাদিন অনশনে কাটিয়া যুবতী
সায়ংকালে মহাশ্বেতা-যত্নে উৎপীড়নে
বসিলা আহারে মাত্র বিষাদিত মতি
চন্দ্রোদয়ে নেত্র ধারা বর্ষিল নয়নে।

বামকরে বাম গণ্ড করিয়া স্থাপন—
নিবিষ্ট চিন্তায় কাটে অনেক সময়,
নিশীথে শয়নাগারে করিলে শয়ন
উত্তপ্ত বালুকা-বোধ শয্যা সমুদয়!
নীরব বাঁশরী বীণা, মুরজ মন্দিরা,—
সঙ্গীত বিহনে ভূমে রহিছে হেলায়,—
আভরণ অঙ্গ-চ্যুত শয়নে, অধীরা,—
বসন্ত বিহনে বন সুষমা হারায়!
পূর্ব্ব-রাগ-বার্ত্তা শুনি রাজ-নন্দিনীর
কুমার-সন্দিগ্ধ-মন হ'ল পুলকিত
পত্রলেখা সঙ্গে চলে রঙ্গে অতিথির
ইন্দ্রায়ুধে হেমকুটে হ'ল উপনীত।

শ্যামলা সুষমা-ডালা করে করি বন-বালা
বরিল, মোহিল শৈল পত্রলেখা-আঁখি,
যে দিকে পতিত নেত্র আকর্ষণে সে বৈচিত্র
দর্শন-আকুল,-ভাবে "কার মন রাখি?"
নির্ঝরিণী-উৎসজলে শত ইন্দ্রধনু ফলে
সরস বেতসে পূর্ণ গিরির চরণ—
ডালে-ডালে ডাকে পাখী সুধাবর্ষে থাকি থাকি,
ভাসায় হৃদয় কত কোকিল-কূজন!
গুহা উত্তীরণে মন বংশ-রন্ধ্রে সমীরণ
তুলিছে কিন্নরী-সনে গান্ধারের তান
পুষ্প গন্ধে আমোদিত গন্ধর্ব্ব-যুবতী যত
চঞ্চল-মানসে পশে ফুল-ধনু-বাণ!

যক্ষ-বালা কি কুহকী ফুল তুলি দেয় উঁকি,
বনে যেন মনোরম্য কুটিল কমল,
পত্র স্বন, কিঙ্কিরব জানায় বৈভব সব,—
"নিসর্গ রাজ্ঞীর রাজ্য দুঃখ-হয় জল।"
কাদম্বরী দ্বার-দেশে কুমারে নিরখি হেসে
প্রহরী প্রণতি করে ভক্তিভাবে তায়,—
যথায় গন্ধর্ব্ব-বালা হিম-গৃহে বিনির্ম্মালা
গ্রীষ্মাবাসে বর্ত্তমান আবাস-জানায়!
কেয়ূরক অগ্রে চলে পত্র লেখা-নেত্র টলে
ইন্দ্রালয় যিনি রম্য দিব্য নিকেতন
সরসীর তীর-স্থিত হিম-গৃহ সুনির্ম্মিত
তরু, গুল্ম, ফল, ফুলে চারু উপবন!
কদলী পত্রের শোভা শ্যামলা নয়ন-লোভা
সমীরণে হেলে দোলে সেকমল কায়,—
তমালে কোকিল-তান ফুল্ল ফুলে অলি-গান
গুণ-গুণে গর্ব্ব মনে পবনে জানায়,—
"চারি দিকে সরোবর হিম-গৃহ-অভ্যন্তর
সুশীতল বরুণের জল-কেলী-স্থান,
অথবা নন্দন বলি ভ্রম হয় বলি বলি
অকারণ সমীরণ,—হেথা নাহি যান।"
হিম-গৃহে শিলা-তলে, বিন্যস্ত শৈবাল-দলে
সদ্য-ফুল্ল নলিনীর কোমল শয্যায়—
সুশায়িতা কাদম্বরী তবু তাপে ধড় ফড়ি
গাত্র দাহে পার্শ্বান্তরে নিরত গড়ায়!

যেন ক্ষুণ্ণ কমলিনী প্রিয়-শোকে বিরহিনী
নিশি-যোগে দুঃখ-ভোগে,—ঢালে নেত্র-জল,
প্রভাত কুমুদ-প্রাণ যেমতি বিচ্ছেদে ম্লান
বিমলিনা সম-খেদে তারকার দল!
কুমারে নিরখি মাত্র ত্রস্ত ভাবে তুলি গাত্র
প্রিয়-পাত্রে কাদম্বরী করে সমাদর—
মেঘাগমে চাতকিনী তেমতি সে বিনোদিনী
হৃদে ঝরে প্রেমময় সুধা দর্-দর্!
আসনে নিষণ্ণ হ'য়ে পত্রলেখা-পরিচয়ে
কুমার সুমিষ্ট ভাষে তুষ্ট করে সবে,—
অতুল লাবণ্য হেরি চমৎকার গণে নারী
অপ্সরী যে পত্রলেখা সৌন্দর্য্য-বৈভবে!
নবাগতা ভক্তি-ভরে উভয়ে প্রণতি করে
সখী-জ্ঞানে সম্ভাষণে জানা'য়ে সম্প্রতি,—
মহাশ্বেতা-কাদম্বরী সাদরে সুভূজে ধরি
কমঅঙ্কে-ধরে স্নেহে নবীনা যুবতী।
কুমারীর দশা হেরে কুমার অন্তরে স্মরে
"পুরুষ-পাষাণ-সম কঠিন হৃদয়,
মনোরথ ফলোন্মুখ তথাপিও পরাঙ্মুখ
চাক্ষুস-প্রমাণে ও যে না হয় প্রত্যয়।
বিকাশি কৌশল দেখি কি বলে এ বিধুমুখী
বিধির বাসনা কিবা নির্ব্বন্ধ কি রয়?
জিজ্ঞাসিলা "কহ দেবি, কি ঔষধে বল সেবি,
কি হ'তে এ অচিন্তিত ব্যাধির উদয়!

বদন-কমল ম্লান ওষ্ঠাগত যেন প্রাণ
হিমোপম স্বেদে কম্প প্লাবিত শরীর
যেন নীরদের দল ঢাকে শশী সুবিমল
আচম্বিত মেঘে কিবা আবরে মিহির !
এ হেন সুবর্ণ লতা দুঃখে হেরি অবনতা
দহে প্রাণ সুবদনি, বিষাদ-দহনে,—
আমা হ'তে প্রতিকার যদি কিছু থাকে তার
অকপটে, নিঃসঙ্কোচে তোষহ বর্ণনে,—
যদি মম দেহ-দানে কিম্বা প্রাণ বিসর্জ্জনে
যে কোন উপায়ে হয় এর প্রতিকার—
করিব সৌভাগ্য জ্ঞান,— তৃপ্ত হবে মনঃ প্রাণ,
এ দৃশ্য দর্শন প্রাণে নাহি সহে আর !
নিয়ত প্রস্তুত জন আজ্ঞাকারী অনুক্ষণ
অনুগতে সুলোচনে, করনা বঞ্চনা,—
না সহে বিলম্ব আর হৃদি পূর্ণ দুঃখ-ভার
ত্বরা কর রোগোৎপত্তি-কারণ বর্ণনা'।
স্বভাব-বিমুগ্ধা বালা হৃদয়ে মন্মথ-জ্বালা
তবু বুঝি সার মর্ম্ম ভাবার্থ কথার
না করি উত্তর মুখে মৃদু হাসি চন্দ্রমুখে
প্রকাশিলা সুকৌশলে উত্তরের সার !
মদলেখা নম্রাননে কহে ছলে "ত্রিভুবনে
এ হেন অদ্ভুত ব্যাধি না হেরি নয়নে,—
প্রফুল্ল নলিনীদলে বিগুণিত গাত্র জ্বলে
হেন কভু না হেরিনু,—না শুনি শ্রবণে !

হিম-কর দিনকর, চুয়া-নীর বিষধর,
সর্ব্বভুক-শিখা-কর সুস্নিগ্ধ চন্দন,
শৈবালে সন্তাপে জ্বলে অনিলে অনল বলে,
হলাহল গণে যেন কোকিল-কূজন।
কনক-চম্পকোপম বরণ অঙ্গনসম,—
নাহি হেরি এ রোগের কি ঔষধি আছে?
সরলা অবলা জাতি গোপনে যাদের ভাতি
জিজ্ঞাসিব সদুপায় মোরা কার কাছে?"
এহেন উত্তর শুনি চন্দ্রাপীড় ম্রীয়মাণী,
তব বিদোলিত মন সন্দেহ-দোলায়—
"যদি এই রাজসুতা হত মম অনুরতা
প্রকাশিত মনোভাব সরল কথায়!"
এ হেন ভাবিয়া মনে, সুখে মহাশ্বেতা সনে
নানাবিধ সুমধুর প্রীতি-আলাপনে
ক্ষণকাল ক্ষেপ করি, পত্রলেখা পরিহরি
ঐকান্তিক কাদম্বরী আগ্রহ-বন্ধনে,—
স্কন্ধাবারে উপনীত নিরখিলা সন্নিহিত
কান্তিহারা উজ্জয়িনী দূত উপস্থিত,—
পিতা, মাতা, বন্ধুজন, অমাত্য, স্ব-পুরজন
ক্রমান্বয়ে সুমঙ্গল জিজ্ঞাসে ত্বরিত!
করি বহু নতি কহে বার্ত্তাবহ
"বহু দিন প্রভো, বিদেশ বাসে
হায় উজ্জয়িনী শ্মশান যেমন,—
মহারাজ, রাণী অর্দ্ধ উপবাসে,—

চন্দ্রমা যেমন রাহুর পীড়নে—
ভেবে ভেবে দোঁহে বদন কালা—
মন্ত্রী, মনোরমা, পুরন্ধ্রী-মণ্ডলী,—
সবার গলায় বিষাদ-মালা !
জনপদবাসী হাসি বিরহিত,
চৌদিকে খেলিছে বিষাদ-ঢেউ
অশন-শয়নে উপেক্ষা নিয়ত,—
ভাবনা-রহিত না রহে কেউ।
মোরা অনুচর তাপিত নিয়ত
কুমার যাদের নয়ন-তারা,—
কিবা অবিদিত কি করে কিঙ্কর
রাজা, রাণী যেন ফণী মণিহারা !
কহিনু সংক্ষেপে নরনাথ-বাণী,—
নৃপতি-অমাত্য-লিখন করে,
এত বলি চর করিয়া প্রণতি
প্রদানে লিপিকা বিনয় ভরে !
পিতৃ-পত্র শিরে ধরি অগ্রে উন্মোচিত করি—
কুমার জানিলা বিবরণ ;
অপরে মন্ত্রীর পত্র পাঠে জ্ঞাত সমস্তত্র;
মূল-বার্ত্তা "ভবন-গমন।"
হেথায় গন্ধর্ব্ববালা ধরাসনে বিনির্ম্মিলা,
জর্জ্জরিত মনোভব-বাণে,—
শ্রবণে, প্রস্থান মম— নির্দ্দয় পাষাণ-সম,
বিরহিণী না বাঁচিবে প্রাণে !

কেন বিধি নিদারুণ,— ঘটাইলা অঘটন,
কেন গেনু সে গন্ধর্ব্বপুরে ?
মিত্রদ্রোহী মহাপাপ, ঘটিল এ মনস্তাপ,
বধিনু সরলা অবলারে !
পিতার আদেশ-সম কর্ত্তব্যতা শ্রেষ্ঠতম,
ধরণীতে আর কিছু নাই" ;—
ভাবি স্থির করি মনে, মেঘনাদে সুবচনে—
কহে "বৎস, তোমাকে জানাই,—
পত্রলেখা সঙ্গে করি কেয়ুরকে বাধ্য করি—
অতি দ্রুত এখানে আসিবে,—
অনতিবিলম্বে পরে যাবে নিয়ে নিজ-ঘরে,
অবশ্য এ আদেশ পালিবে।
পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি চলি ত্বরা নিজপুরী,
মহাশ্বেতা কাদম্বরী সনে,
সাক্ষাতের নাহি কাল, ব্যস্ত অতি মহীপাল,
দেহবদ্ধ জনক-চরণে।
মন মম হেমকুটে, দংশে হৃদি কালকুটে,
সাক্ষাৎ না হওয়া ভাল ছিল,—
অসতের নাম যাবে তাহারা সকলে লবে,
"চন্দ্রাপীড় সে সঙ্গে মিশিল।"
বলিয়ে এ সব কথা, জানাবে মরম-ব্যথা,
মহাশ্বেতা-কাদম্বরী পাশে ;—
বলিবার কিছু নাই, মঙ্গল-কামনা তাই,
করি সুধু বিভুর সকাশে।"

এত বলি, মন্ত্রি-সুতে— কহে "চলি স্বপুরীতে,
নরনাথে কহি সে কাহিনী,
পশ্চাৎ বাহিনী-সনে এস মিত্র,—অন্তবনে,
চন্দ্রাপীড় বিদায় এখন।"

প্রথম-সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ

—:*:—
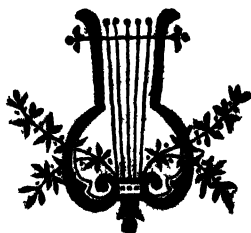
ভীষণ শ্বাপদাকীর্ণ নিবিড় কানন—
প্রকাণ্ড পাদপ-লতা-জাল-সুমণ্ডিত,
স্থানে-স্থানে গজভঙ্গ শাখা অগণন
দর্শনে অন্তরে পান্থ একান্ত শঙ্কিত!
ঋজু-গতি দেবদারু উত্থিত কৌতুকে
নিরখিতে দৈত্য-অরি দেবেন্দ্রের পুরী
বীর-পুঞ্জ তাল-কুঞ্জ সমর-উৎসুকে
প্রভঞ্জন-রণে ঘোষে দানব-চাতুরী,—
সুপ্রচণ্ড শাল কাণ্ড-বাহু প্রসারিয়া—
নাচিছে সমর-মদে পবনের সনে,
রণোন্মাদে ঝাউবৃন্দ উঠিছে গর্জ্জিয়া
দেব-সনে চির-বার্ত্তা প্রকাশি গগনে।
চন্দন স্ববাহু-শাখে ভুজঙ্গ-জড়িত,—
সাঁপুড়িয়া সাজি করে ভীতি-প্রদর্শন,
মহাকাল শক্তিহীন অবলা ঈর্ষিত
রক্ত ডিম্ব ফলে করে রহস্য-জ্ঞাপন।

শিশু যেন নব-কুশ শ্যামল সুন্দর
প্রত্যাগে প্রবল-ভিন্ন মরকতের মণে,—
মারুতির পিতা গণি গর্জ্জে ভয়ঙ্কর,
অশ্বত্থ যে অশ্বত্থামা ভীমাক্রোশ মনে ;
স্থানে স্থানে জীর্ণ-কূপ বিবর্ণ সলিলে
অৰ্দ্ধপূর্ণ,—পুরোভাগ জঙ্গল-আবৃত
কোথাও বা গিরি-নদী, নির্ঝরিণী জলে
নিয়ত ঝর্ঝর-রবে বিভু-গুণ-গীত ।

এ হেন কান্তার ক্লেশে করি অতিক্রম
যুবরাজ হেরে যবে সায়াহ্ন আগত—
সম্মুখে বিরাজে দিব্য ধ্বজ মনোরম
রত্ন-কান্তি-বিরঞ্জিত, সমীরে দোলিত ।
সবেগে কেতন-লক্ষ্যে ছুটিলা কুমার,—
হেরে পরে সারি-সারি বিটপী খর্জ্জুর,—
মধ্যভাগে সু-মন্দির দেবী চণ্ডিকার—
ঘন বৃক্ষে শ্যাম-শোভা অটবী প্রচুর ।
রক্তোৎপল বিল্বদলে চর্চ্চিত চন্দনে
অর্চ্চিত মঙ্গল-কুম্ভে স্বয়ম্ভু-সুন্দরী
বিতরে শান্তির সুধা পথিকের মনে,
গুপ্ত তায় মায়াময়ী কুহক-চাতুরী ।
মোহান্ত দ্রাবিড়ী এক স্থবির ব্রাহ্মণ,
লোকাগমে অবিরত তারা-নাম স্মরে
নিয়ত রুদ্রাক্ষ-মালা জপে নিমগন
যক্ষ-কন্যা-রূপ-প্রভা বিহরে অন্তরে ।

বশীকরণাদি চূর্ণ পরিব্রাজিকায়
কুটিল কটাক্ষে অর্পে,—মুখে দেবী-নাম
অন্তরে অনঙ্গদেব মাধুরী বিলায়
দর্শায় পথিকে রক্ত ধরমে নিষ্কাম।
কুমারের সৈন্যবৃন্দ হ'লে উপনীত
কপটী কলহ-রত ক্রোধে কম্পমান ;
চন্দ্রাপীড় মন্দিরের হ'য়ে সন্নিহিত
তুরঙ্গম-অবতীর্ণ নমে ভক্তিমান্।
এ হেন কৌতুক-প্রদ দৃশ্য-দরশনে—
কাদম্বরী-বিরহের দীপ্ত হুতাশন
দমিলে কিঞ্চিৎ যুবা মিষ্ট আলাপনে
দুষ্ট ক্রোধানলে করে সলিল সিঞ্চন,—
আলোচনে বিদ্যা-বুদ্ধি পে'য়ে পরিচয়—
এত দুঃখে কুমারের উপজিল হাসি,—
ভাবিলা অনন্ত এই বিশ্বে মায়াময়
র'য়েছে অদ্ভুত কত রহস্যের রাশি !
আহা মরি ! বিধাতার বিচিত্র রচন,—
অমৃতে নিহিত কত গুপ্ত হলাহল,
কুসুমে নিয়ত ঘটে কীটের সৃজন,
চিন্তিলে তাপিত চিত্তে ঢালে শান্তি-জল !
আরোহিলে অস্তাচলে রক্তিম তপন,—
ধূসর-বসনা দিবা হ'লে অন্তর্হিতা,—
বিহগ ঘরবে করে শোক সংজ্ঞাপন
সম-শোক কমলিনী বিকলা মুদিতা।

দ্রুত ক'রে করে সবে বহ্নি প্রজ্জ্বলিত
বৃক্ষ-শাখে ঘোটকের রজ্জিয়া পর্য্যাণ—
যুবরাজ-অনুচর হইলে শায়িত,—
শয্যায় আশ্রিত পরে যুবা মতিমান্ !
নিশ্চিন্ত নিরখি যেন চিন্তা-নিশাচরী
বিকট বদনা করি ভ্রুকুটি ব্যাদান
আরম্ভিল কুহকিনী ছলনা চাতুরী,
আতঙ্কে কম্পিত ঘন কুমারের প্রাণ !

প্রভাতে সে মোহন্তকে ধন-রত্ন-দানে
করি প্রীত, করি নতি দেবী-চণ্ডিকায়
চলিলা স্বদেশ-পানে প্রেম-ভঙ্গপ্রাণে
নিরখি চৌদিক যেন নিরাশা বেড়ায় !

কতিপয় দিন-অন্তে বহু পর্য্যটনে—
উজ্জয়িনী নগরীতে যুবা-উপনীত,—
নগরী আলোকময় কুমারাগমনে,—
রাজা-রাণী প্রীতি-নীরে হ'ল নিমজ্জিত !
ভকতি-চন্দনে পূজি জনক-জননী,
করি প্রীত পুর-বাসী-সীমন্তিনী গণে,—
বন্দিলা অমাত্য-সহ অমাত্য-রমণী
বাঁধিলা ভকতি-গুণে সচিব-ভবনে।
বর্ণিয়া সে প্রাণোপম মিত্রের মঙ্গল
কহিলা "পশ্চাতে-সখা,—সঙ্গে অর্দ্ধাঙ্গিনী,"—
শ্রবণে প্রবাহ বর্ষে সুধা-সুবিমল
সচিব-দম্পতি-হৃদে প্রীতি-মন্দাকিনী।

অনন্তর স্বভবনে দিবা-অবসানে
পিতৃ-আজ্ঞা পালনান্তে হ'লে অবসর,
গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী সুপ্তা বিরহ-শয়নে
প্রেমময়ী মূর্ত্তি ছায় কুমার-অন্তর
জাগ্রতে, স্বপনে কিম্বা রহেন ভ্রমণে,—
গগনে, কাননে কিম্বা ক্ষীরোদের গায়
অশ্বে, গজে অথবা কি তরী-আরোহণে
উপলব্ধিহীন যুবা নিমগ্ন চিন্তায় !
কুহকিনী মোহে মুগ্ধ মোহিনী-মূরতি
অন্তিম শয্যায় যেন প্রলাপে ভীষণ
কহিছে "কোথায় যাও ধূর্ত্ত, দুষ্টমতি,
প্রেম-পাশে বেঁধে শেষে করিয়া বর্জ্জন ?
সুদূর-বিশ্রুত কিবা সঙ্গীত মধুর—
উঠিল ভাসিয়া যেন সে বিজন বনে
অথবা অমৃতময় বাঁশরীর সুর—
বিতরিল সুধারাশি পিয়াসী শ্রবণে
অথবা সে শশাঙ্কের অঙ্ক-বিহারিণী
বিষাদ-জলদাবৃত চকিত চঞ্চল,
আবার, আবার কহে সম্মোহিনী বাণী,—
আবার ঢালিল হৃদে সুধা নিরমল !
"দাঁড়াও, দাঁড়াও নাথ, দাঁড়াও বিজনে,
হের কণ্টকিত মম যুগল চরণ,—
কম্পিত চরণে, [illegible] শোকাচ্ছন্ন মনে
কেমনে করিব দ্রুত পদানুসরণ ?

বিচ্ছেদ-উচ্ছ্বাসে যেন রুদ্ধ কণ্ঠস্বর,-
রোধিল অমিয়-ধারা প্রেম-মন্দাকিনী,
শান্তির ত্রিদিব-লতা মলিনা কাতর,
পতিতা সে পদ-প্রান্তে, লোটায়ে ধরণী।
চমকিত যুবরাজ উন্মত্তের প্রায়,—
পদসঞ্চারণে পূর্ণ সে ঘোরা যামিনী
যাপিলেন চিত্ত দগ্ধ বিরহ জ্বালায়
পলায় অশক্তা যবে তপ্ত নিশীথিনী !

পূরবে উদিল পুনঃ রক্তিম তপন
হাসিল সুখদা উষা,—হাসে কমলিনী,
আবার পশ্চিমাচলে কমল-রঞ্জন
কাঁদাইলা পতি-প্রাণা দিবা বিষাদিনী !
সুনীল গগনে ভাতে হিমাংশু-কিরণ,
হাসিলা সরসে মত্ত ফুল্ল কুমুদিনী,
চকোর-দম্পতি স্নিগ্ধ প্রফুল্ল বদন,
বিরহ-বিধুর তুল্য দিবস-যামিনী !
সমভাবে দিবানিশি যাপিছে কুমার,
কিছুতেই সমাকৃষ্ট নহে ব্যস্ত মন
ক্রমে শীর্ণ বিবর্ণাঙ্গ নিরখি রাজার—
অন্তরে ঘটিল ঘোর সন্দেহ-সৃজন !

কতিপয় দিন-অন্তে মেঘনাদ সনে—
পত্রলেখা উন্মাদিনী হ'লে উপনীত,
সংকেতপত্র কাদম্বরী-কুশল শ্রবণে—
নহে তুষ্ট কুমারের সন্তাপিত চিত্ত !

নিরজনে যুবরাজ কহে "পত্রলেখে,
অকপটে কহ মোরে ছিলে দিন কত,
কি ভাবে গন্ধর্ব্বপুরে, সুখে কিম্বা দুঃখে,
কেমন আদর-যত্নে হ'লে আপ্যায়িত ?
পত্রলেখা কহে "তথা অতি আকিঞ্চন,
কাদম্বরী-নিত্য-নব প্রসাদানুভবে
মহা সমাদরে কাল করিনু কর্ত্তন,—
এত স্নেহ, এত যত্ন,—কোথা নাই ভবে !
আদর্শ দয়ার মূর্ত্তি গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী,—
মায়া-মাখা, স্নেহ-ছাকা, আঁকা তুলিকায়,
যাপিলাম মহাসুখে দিবস-যামিনী
রূপে, গুণে ধন্য তিনি,—অতুল ধরায় !
একদা যে মায়াময়ী বিষাদে মগন,—
আকুলা তটিনী যেন প্লাবন-পীড়নে—
কেন হেন স্বভাবের পূর্ণ বৈলক্ষণ
নিরখি,—দারুণ শঙ্কা উপজিল মনে,
প্রমোদ-বেদীকা'পরে মলিনা নলিনী,
যেন অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবেশে
সঘনে কম্পিত তনু,—স্বেদ-সঞ্চারিণী,
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম শোভে কপোল-প্রদেশে,
কমল-করুণ-নেত্রে ঝরে নেত্র-নীর,
নীহার রাজিল যেন পঙ্কজের দলে,
অকস্মাৎ হেন ভাব নিরখি অধীর—
কহিনু করুণ কণ্ঠে,—নমি পদতলে,—

"কেন হেন বিষাদিনী গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি,
উদিল এ দুঃখ কেন? কহ সুলোচনে,
না সহে হেরিলে ম্লান ফুল্ল কমলিনী,—
চন্দ্রমা মলিন কিবা রাহুর পীড়নে?
বহুক্ষণে অশ্রুজল করিয়া মোচন
কহিলেন প্রিয়সখি,—তুমি প্রাণোপমা,—
সহোদরা ভগ্নীসম সুহৃদ্ আপন
দরশনাবধি ভাবি,—গুণে নিরুপমা;
আপন না হ'লে কভু দুঃখের পসরা
অংশী হ'য়ে বহিতে কি পারে অন্যজন?
তাই তোমা কহি সখি,—হইয়ে অধীরা,
নতুবা মানব নহে বিশ্বাস-ভাজন।
যুবরাজ চন্দ্রাপীড় দয়া-বিবর্জ্জিত,
লোক-মাঝে নিন্দনীয় করিল আমায়,
যুবক-সুলভ বল প্রকাশে নিয়ত,
কুমারী-কোমল-মনে হেরে অসহায়!
গুরুজন-অন-অনুমোদিত পন্থায়,
কেমনে কহলো সখি,—করি পদার্পণ,
সমাদৃত কুল-গত বিনয়, লজ্জায়,—
দু'করে আবরে পথ, কর়য়ে বারণ।"
দুর-অবগাহ তার গুঢ় অভিপ্রায়—
বুঝিতে না পারি কহি "সুধামুখি সখি,
কি দোষে কুমার দোষী প্রকাশি আমায়
কহ, তাঁরে অকারণ দোষ বিধুমুখি।

শুনিয়া সকোপে কহে গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী
"ধূর্ত্ত যুবরাজ তব, শয়নে, স্বপনে
কুপ্রবৃত্তি দেয় কত, হ'য়ে আকুলিনী
চমকি চৌদিক খুঁজে না হেরি নয়নে !
পুনরায় যবে সখি, সুষুপ্তি-সলিলে
হেয়ে নিমজ্জিত সেই কপটী দুর্জ্জন,—
নির্দ্দেশি সঙ্কেত-স্থান হেসে খল-খলে
মদন-লেখন সখি, করয়ে প্রেরণ,—
কখনো বা লোক-মুখে প্রণয়-বারতা —
বর্ণিয়া অসৎ বৃত্তি করে উত্তেজন,—
উন্মিলিত করি আঁখি, হ'য়ে জাগরিতা
তিরস্কার করি শত করিয়া বারণ।"
কহে পত্রলেখা তবে হাসিয়া তখন—
কাদম্বরী মনোভাব বুঝিয়া অমনি
"দুরাত্মা কুসুম-চাপ-চাপে বিড়ম্বন,
একের দোষেতে অন্যে দোষ সুবদনি ।
উত্তরিলা মমভাষে তবে রাজবালা—
"রূপ, গুণ, স্বভাবের করহ বর্ণন,—
তবে ত বুঝিতে পারি কেবা দেয় জ্বালা,
না সহিতে পারি আর হেন নির্য্যাতন ।"
কহিনু সে ভাবময়ী রমণী-গৌরবে
"অঙ্গহীন যার নাম নিঠুর অনঙ্গ
রূপ তাঁর মোর পাশে কিরূপে শুনিবে ?
গুণ তাঁর রতি বিনে নহে বামা-অঙ্গ !

ভুবন-বিজয়ী বীর করে ফুলবাণ,
যুবতী ললনাবাঞ্ছী নিরদয় মন,
শঙ্করের যাঁর বাণে নাহি রহে মান,
ইচ্ছাময়ী ভগবতী হ'ন উচাটন" ।
কহে কাদম্বরী "তুমি যা কহিলে সখি,
হ'তে পারে মদনের এ ঘোর পীড়ন,
কি কর্ত্তব্য উপদেশ দেও বিধুমুখি,
আর না সহিতে পারি হেন জ্বালাতন !
কহি আমি "প্রিয় সখি না হও কাতর,
বিখ্যাত বংশীয়া যত বয়স্থা ললনা,
নিজ মতে বরে বর করি স্বয়ম্বর,
নহে কলঙ্কিতা তারা ; শুন সুলোচনা ?
সু-অঙ্কিত ক'রে লিপি মনের মতন,
প্রদান আমার সঙ্গে কুমার-সদনে,
বহু রাজগণে ক'রে শুভ-নিমন্ত্রণ,
বরিবা কুমারে মাল্যে, – সভা-বিদ্যমানে !
কুমার এ কার্য্যে যদি না হ'ন সম্মত,—
চরণে ধরিয়া তাঁর লইব সম্মতি,—
ভাব মোরে সুবদনি,—ভগিনীর মত,
আনিব কুমারে আমি, আপন-সংহতি !
শ্রবণে এহেন বাণী গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী,
পিরীতি-প্রফুল্ল মনে ক'রে অনুধ্যান,—
ক্ষণ-পরে কহিলেন সে নব নলিনী,
তোমার আকার-নীরে স্নিগ্ধ-তপ্ত প্রাণ ;

কিন্তু বল, অবলার হৃদয়ের জ্বালা,
নিজ করে লিখা অতি লজ্জার বিষয়,
স্বয়ম্বরে পতি-গলে সমর্পিব মালা,
জনকের কর্ণে দিতে আরো লজ্জা-ভয় !
বেশ-বণিতারা পারে হৃদয় খুলিতে,—
কুল-বালা-পক্ষে উহা মরণ-সমান,,
যখন কুমার এল, অসুখ হেরিতে,
প্রাণ যায় তবু রাখি সরমের মান ।
পুনরায় যদি তাঁর হয় আগমন,
পারিব যে মনোভাব করিতে প্রকাশ
কি বিশ্বাস ?—পুনঃ তিনি করিলে গমন
জ্বলিব বিরহানলে করি হা হুতাশ !
অতএব, ভাল, মন্দ, কিছু নাহি জানি,
সখীর জীবন-রক্ষা রুচি যদি হয়,—
আপন কর্ত্তব্য-জ্ঞানে করহ স্বজনি,
হিতাহিত বিহ্বলার বোধায়ত্ত নয় !”

কহিলেন পত্রলেখা “শুনহ কুমার,
আমিও রমণী-জাতি, নারীর প্রকৃতি—
জানি ভাল তোমা হ’তে ধর্ম্ম অবলার,
মৃত্যু-মুখে নাহি ছাড়ে সরমে,—যে সতী ;—
এ হেন লবঙ্গলতা আসন্ন শয্যায়,
বিচ্ছেদ-রাহুর গ্রাসে হিমাংশু যেমন,
অর্পণে তুহিন-রাশি কমলের গায়—
নৃপোচিত কার্য্য ইথে হয়নি সাধন !”

এত বলি পত্রলেখা কাঁদিলা নীরবে,—
স্মরিয়া লাবণ্যময়ী-দুঃসহ যাতন,—
চন্দ্রাপীড় নিমজ্জিত বিরহ-অর্ণবে,—
কহিলা "এ সব ঘোর বিধি বিড়ম্বন!"

হেনকালে প্রতিহারী নমিয়া তথায়
নিবেদিল "পত্রলেখা আগত শ্রবণে,
মহিষী আগ্রহ মনে আহ্বানে তাহায়—
ব্যাকুলিনী কুমারের বদন-দর্শনে!"
মাতার আদেশমাত্র পশিলে শ্রবণে
কুমার অমনি ব্যস্ত প্রক্ষালিয়া মুখ
পত্রলেখা-সহ চলে জননী-সদনে
মাতৃ-ভক্তি-রসে ঘুচে বিরহ-অসুখ।

"চন্দ্রাপীড়, তুমি ধন্য অবনী-মণ্ডলে,
মাংস-পিণ্ড, কৃমিময় এ দেহ ধারণে—
স্বীয় সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে অবহেলে
যে আগত,—মাতৃ-পিতৃ-চরণ-বন্দনে!
আহার, মৈথুন, ভয়, আত্মসুখে রত,
মনুষ্যত্ব-হীন নর পশুত্বে মণ্ডিত।"

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ

বহিছে শিপ্রার জল তর্ তর্ তরে ;
জলচর নভোচর খেলিয়া বেড়ায়
অনিল-হিল্লোলে নাচে তরঙ্গনিকরে
সঙ্গে রঙ্গে বঙ্কে করি অপরে নাচায়।
"বিভুর প্রেমিক যথা ভক্ত মাতোয়ারা
বিলায় সে প্রেম-ছড়া জগতের গায়,"
সাধুর প্রসঙ্গে প্রেম-রঙ্গের এ ধারা
নাচে ধরা, নীর-ধরা তরঙ্গে জানায় !

কাদম্বরী-বিরহ-বিধুর বিধু-মুখ
মলিন বিমল কান্তি চিন্তায় আকুল
চন্দ্রাপীড় গৃহে, সৌধে শান্তিতে বিমুখ
শূন্য প্রাণে ভ্রমে বীর তটিনীর কুল।
যে দিকে ফিরায় আঁখি নেহারে অতুল
বিমল সুষমা-রাশি প্রকৃতির গায়,
তবু উপলব্ধি-হীন মানস ব্যাকুল
নিরাশ অন্তরে সুধু চৌদিকে তাকায়।

একদিকে পিতৃ-মাতৃ মমতার রাশি,
অন্যদিকে প্রণয়িনী আসন্ন শয্যায়,
কর্ত্তব্যতা সমস্যায় প্রাণাকুল ভাসি,
ধীরতা, গাম্ভীর্য্য, বুদ্ধি হৃদয়ে পলায়।
হেনকালে আচম্বিতে অশ্বপদ-ধ্বনি
কুমারের চিন্তা-স্রোতে বাধা প্রদানিল;
ব্যস্ত মনে দরশনে হাসিলা অমনি
মরু-হেন মনে যেন বারিদ বর্ষিল।
যেমতি প্রবাসী যদি বহু দিনান্তরে
দূর দেশে হেরে পাশে দেশবাসী জন
অচিন্তিত আগমন আনন্দ বিতরে,
ফুল্ল যুবা হেরি তথা গন্ধর্ব্ব-স্বগণ।
কেয়ূরকে হেরি যুবা প্রফুল্ল বদনে
জিজ্ঞাসিলা শুভ বার্ত্তা করি সম্ভাষণ,
বন্ধু হেন সম্ভোষিলা গাঢ় আলিঙ্গনে,
তুষিল গন্ধর্ব্ব গণে প্রীতির বচন।
হরিল সে পান্থ-নেত্র তটিনীর শোভা,
প্রবাহে মরালকুল করে কলধ্বনি
তরঙ্গ-তাড়নে হাসে চারু মনোলোভা
কেঁপে-কেঁপে কৌতুকিনী যত পঙ্কজিনী;
স্নাত-কায় পদ্ম-গন্ধ অঙ্গে সমীরণ—
নিদ্রিতা মহিলাগণে সুখ-স্পর্শ দানে,—
হংসের কূজন সহ পশিয়া শ্রবণ—
মাতায় অবলা-মন মন্মথের বাণে,

তীরে রম্য কত হর্ম্ম্য উদ্যান অন্বিত,
সজ্জিত খুলিছে যেন ছবির পসার,
ফল-পুষ্পে বার মাস সম-আমোদিত,
নৃপতি-নিলয় হেন ভ্রান্তি শোভা যার!
নগরীর উপকণ্ঠে উদ্যান সুন্দর
অর্দ্ধেন্দু-শেখর-মূর্ত্তি শোভায় আলয়
যার শিরশ্চন্দ্রালোকে সৌধ নিরন্তর
দিবা-নিশি সমভাবে নিত্য সমুজ্জ্বল!
পুর-সুন্দরীরা সুর-সুন্দরীর প্রায়
দিব্য বেশে অলক্তকে রঞ্জিয়া চরণ
লাক্ষা-রসে বিরঞ্জিছে চূড়, অলিন্দায়
গন্ধর্ব্ব বিভ্রম, যেন গন্ধর্ব্বিনিগণ!

রাজদূত সমাগতে যথাযোগ্য স্থানে
সবিশেষ সমাদরে করিয়া যতন
বিশ্রামার্থ সংরক্ষিয়া রম্য নিকেতনে,
কেয়ূরকে নিয়ে চলে শয়ন-ভবন!
পশিল গন্ধর্ব্ব-যুবা ত্রিতল প্রাসাদে,
"শ্রীমন্দির" নাম যার রম্য অন্তঃপুরে,
শ্রী-রূপিনী লক্ষ্মী কিবা নিবসে আহ্লাদে
সুষমায় মুগ্ধ,—ত্যজি বৈজয়ন্তীপুরে!
পরম লাবণ্যময় কক্ষ চমৎকার,
নানাবর্ণ রত্নহার দেউলের গায়,
সুচিত্রিত ঊর্দ্ধভাগে চন্দ্রাতপ যার
ঝালর মুকুতা পাতি নয়ন ভুলায়!

গৃহ-অভ্যন্তরে নানা চিত্র মনোহর
দোলিছে দেউল-গাত্রে কুসুমের হার,
গুণতানে অবিরত-ভ্রমে মধুকর,
ঝাঙ্কার ললিত তানে অমিয় সঞ্চার!
মর্ম্মর, দ্বিরদ-রদ বিবিধ আসন,
উজ্জ্বল কণক-কান্তি দিব্য উদ্ভাসিত,
দীপাধারে দীপ্তিময় মাণিক রতন,
সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে রম্য শয়ন সজ্জিত!

বিরাম-ভবনে যুবা বিবিধ যতনে—
নানা উপচারে করি পথ-ক্লান্তি দূর,—
সংস্থাপিয়া কেয়ুরকে সুযোগ্য আসনে
অনুরোধে সমাচার বর্ণিতে প্রচুর!

উত্তরিলা কেয়ুরক "শুন নরমণি,—
এ'নে দিয়ে পত্রলেখা তব স্কন্ধাবারে
কহিনু "কুমার যাত্রা করে উজ্জয়িনী,—
নিমজ্জিত শুনি সবে শোক-পারাবারে;—
মহাশ্বেতা হেন বাণী শ্রবণে অমনি
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি চাহি ঊর্দ্ধপানে
উচ্চারিলা "উপযুক্ত কর্ম্ম" এই ধ্বনি,—
অবিলম্বে সমাগত আশ্রম-ভবনে!
স্তম্ভিত পথিক যথা অশনি-নিনাদে
শ্রুতি-মাত্র কাদম্বরী নেত্র নিমিলিতা,
অবসন্না, সংজ্ঞা-শূন্যা অসহ্য বিষাদে,—
বহুক্ষণে সচেতন, হ'য়ে সুসেবিতা!

কহিলা সখেদে চারুনেত্র উন্মিলনে "
"শুনিলে ত চন্দ্রাপীড় যে কর্ম্ম করিল,
অর্পিতে কি পারে হেন এ তিন ভুবনে
ভালবাসা-প্রতিদানে,—তীব্র হলাহল ?
তদবধি মৌন-ব্রতী, রুদ্ধ বাক্যালাপ,
মুখ-চন্দ্রে নিদারুণ: বিষাদের ছায়া,
না জানি নিশীথে কত করেছে প্রলাপ,—
পরদিন সংজ্ঞা-হীনা,—অবাক্ হেরিয়া !
হেনরূপে যাপি কাল দিবা নিশীথিনী
ভূমি-শয্যা ত্যজিবারে অশক্ত, বিরত,
হয়েছে কঙ্কাল-সার ফুল্ল সরোজিনী
"ধুক ধুক" বহে ক্ষীণ জীবনের স্রোত ;
পুরাতন পত্র-পাতে সরসী-জীবন
যেমতি বিমল কায় সমল আকার,—
বিরহ-তাড়নে তপ্ত কাঞ্চন বরণ
পাণ্ডু-প্রভা মুখে, গণ্ডে করে অধিকার !
কাহারো কথায় কোন নাহি প্রত্যুত্তর,—
অবিরল অশ্রুধারা বর্ষিছে নয়নে,—
কিছুই কেহকে নাহি বলিয়া সত্বর—
উপনীত দ্রুত আমি কুমার সদনে"।

কোমল শয্যায় সেই বীর চন্দ্রাপীড়—
বাক্য-অবসান মাত্র হ'ল সংজ্ঞা-হীন,—
সিঞ্চনে চন্দন, চুয়া, সুবাসিত নীর,
তাল-বৃন্ত ব্যজনান্তে মোহ হ'লে লীন,—

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলা কুমার
"কাদম্বরী-মন-প্রাণ আমাতে আকুল—
পূর্ব্বে নাহি জানি আমি মনেভাব তার,
সে কারণে প্রাণ তার সঙ্কট সঙ্কুল!
অনিবার্য্য এ সকল দৈব-বিড়ম্বনা—
নির্ব্বন্ধ-নিহিত কার্য্যে যত অসম্ভব
সম্ভাবিত হ'য়ে দেয় বিবিধ লাঞ্ছনা,
চিন্তিলে মনীষি বুদ্ধি মানে পরাভব!
কোথা বা গন্ধর্ব্বপুরী,—কোথা উজ্জয়িনী,
কেন বা ছুটিনু বনে কিন্নর দর্শনে—
কেন বা হেরিয়ে সেই তাপসী-কামিনী
সঙ্গে যে'য়ে বিনাশিনু অমূল্য রতনে!
হায়! আমি মহাপাপী, নারকী, কুজন,
বাঁধিয়া প্রণয়-পাশে হেন অবলায়,
নিষ্ঠুর, পিশাচ-সম করিয়ে বর্জ্জন,
চিরকাল এ কলঙ্ক রাখিনু ধরায়!
এ সকল বিধাতার ভীষণ চাতুরী—
এখন কি ক'রে রক্ষি জীবন উহার,
কহ কেয়ুরক, সেই অমল-মাধুরী
ঘটিবে কি দেখা ভাগ্যে এই অভাগার'?
আহা মরি! বিধাতার বিচিত্র গঠন,
মূরতি গ'ড়েছে যেন করুণা ছানিয়া,
নহে কেন এ নির্ম্মমে স'পে প্রাণ-মন,
কাঁদিবে আকুল প্রাণে বক্ষঃ ভাসাইয়া!

হায়! আমি কি করিনু প্রতিশ্রুতহারায়,
বজ্র-সম কি কঠিন এ দারুণ হিয়া,—
প্রতিদানে হৃদে হানি জ্বলন্ত অঙ্গার
এখনও হর্ম্যে আছি নিশ্চিন্তে বসিয়া?
কহ কেয়ূরক মোরে সে নব-নলিনী—
বিরহে ত শুককায় নহে এ সময়,
হেরিতে কি হবে ভাগ্য মমতারূপিণী,
সতত সহাস্যময়ী সুধার নিলয়?

এত বলি চন্দ্রাপীড় শয়নে পতিত,
পত্রলেখা দ্রুতগতি সুগন্ধি-সু-নীরে—
সিঞ্চিয়া কোমল তনু করে সুসেবিত,
তাল-বৃন্ত-বিজনিসা নায়বে সুধীরে।

সজ্জান নিরখি কহে গন্ধর্ব্ব যতনে,—
আশাই জীবের মাত্র জীবনের মূল,
আশা-তার ভর করি সংসার জীবনে,—
সহে লোকে দুর্ব্বিষহ অশান্তি অতুল;—
অধৈর্য্য হইয়া প্রভো,—নাহি কোন ফল,
সুখ, দুঃখ, শোক, তাপ,—বিধির লিখন,
কর্ম্ম-ধর্ম্ম মাত্র আছে দেহীর সম্বল,
শুভাশুভ-ফল-লাভ বিধি-নিয়োজন;—
অতএব বৃথা চিন্তা করি পরিহার,
সত্বর গন্ধর্ব্বপুরী গমন-কারণ—
সুব্যবস্থা যাহা হয় করুণ বিচার,
বিজ্ঞজনে বহু-ভাবনা অকারণ!"

সুযুক্তি কেয়ূর-উক্তি করিয়া শ্রবণ—
ভাবিলা "এক্ষণে প্রত্ত শুক রাজাজ্ঞার
জনক-অজ্ঞাতে যাত্রা অসার-লক্ষণ,
গেলেও সঙ্কট-শাস্তি পিতৃ-অবজ্ঞায় ;
কাদম্বরী ক্ষীণপ্রাণা,—শায়িতা শয্যায়,
না গেলে রমণী-হত্যা, পশিব নরকে,—
কেমনে নির্লজ্জপ্রায় রসনা জানায়
জনক-সকাশে,—ঘোর পড়িনু বিপাকে।"
হেনরূপ নানা চিন্তা জাগিয়া অন্তরে—
আপ্লুত করিল অতি কুমারের মন,
কেয়ূরকে সংস্থাপিয়া শয়ন-আগারে
আহারের সুব্যবস্থা করে সংসাধন।
চিন্তায় সরিতে স্নাত নবোজ্জ্বল রবি
সারা নিশি প্রেমময় মূর্ত্তি স্মৃতি-পটে
হেরিলা স্বপনে কত বিভীষিকা-ছবি
অমঙ্গল কত বাণী কহে অকপটে!
প্রভাতে সত্বর করি গাত্র উত্তোলন
স্কন্ধাবারে "দশপুরী" আগত শ্রবণে—
শত রাজ্য-লাভে যেন নন্দিত আনন—
কেয়ূরকে কহে বীর হর্ষোৎফুল্ল মনে—
"আমার পরম মিত্র সে বৈশম্পায়ন,
এসেছে অনতিদূরে,—আর চিন্তা নাই,—
শ্রবণে গন্ধর্ব্ব-যুবা আনন্দে মগন,
কহিলা "ঘটিবে শুভ",—লক্ষণে, জানাই,—

কিন্তু মন্ত্রিসুত এসে পরামর্শ মতে,—
গমন করিতে কিছু হবে কাল-ক্ষয়,
রাজবালা নিপতিতা সঙ্কট-শয্যাতে,
কুমার-গমন-বার্ত্তা বলা যুক্ত হয়,—
কোমল কুসুম যথা মাধুর্য্যে বিনত
সংরক্ষয়ে কলেবর বৃন্তে ক'রে ভর,—
বিরহিণী-প্রেম-নত প্রাণ সেইমত
আশার নির্ভরে রহে দেহে নিরন্তর ?
আশার সঞ্চারে রবে জীবন-সঞ্চার,
নিরাশা-কাতরা-প্রতি এই যে ঔষধি
কান্ত-আগমন-দিন জ'পে অনিবার,
শ্রবণ-সুখদ বাণী রক্ষে প্রাণ যদি !

কেয়ূরক হেন উক্তি যুক্তি-যুক্ত বলি
বিজ্ঞ বলি সম্ভোষিলা সস্নেহে কুমার,—
"পত্রলেখা, মেঘনাদে নিয়ে যাও চলি
রক্ষহ জীবন সেই বক্ষঃ-প্রতিমার !"
কহি হেন কেয়ূরকে তুষি আলিঙ্গনে,
বহুমূল্য "কর্ণ-ভূষা" করিলা অর্পণ,—
বিনয়ে তুষিয়া সর্ব্ব গন্ধর্ব্বে যতনে,
পত্রলেখা; মেঘনাদে, করিলা প্রেরণ !
সমুৎসুক চন্দ্রাপীড় বন্ধু দরশনে,
ধৈর্য্যহীন আগমন-কাল-প্রতীক্ষায়—
যাত্রা-অনুমতি-তরে নরেশ-সদনে
উপনীত হ'য়ে,—নতি করে পিতৃ-পায় ।

সস্নেহে করিয়া নৃপ বদন-চুম্বন,—
শুকনাসে কহিলেন "শুন মন্ত্রিবর,—
চন্দ্রাপীড় শত্রুরাজি উদ্ধি এখন,—
উদ্বাহের আয়োজন সাধহ সত্বর!"
মহানন্দে মন্ত্রী কহে সুযোগ্যকুমার—
অশেষ বিস্তার গুণে দিব্য সুশাসনে,
বিরাট-সাম্রাজ্যে করে প্রতিভা বিস্তার;—
অচিরে কমলা-বধু তোষিবে নন্দনে!"
নম্রশির চন্দ্রাপীড় করিলা চিন্তন,—
কি সৌভাগ্য! কাদম্বরী লাভের উপায়—
করিলা বিধাতা বুঝি হেরি আলাতন,—
সে বৈশম্পায়ন এলে বাঁধা ঘুচে যায়!
করি নতি রাজপদে লভি অনুমতি—
যাপিলা দিবাম নিশি শয়ন-ভবনে;—
যামিনী প্রভাত-পূর্ব্বে সমুৎসুকমতি,
নিনাদিলা শঙ্খ-ধ্বনি কাঁপায়ে গগনে!
বাহিনী সুসজ্জ হ'য়ে এ'লে রাজপথে—
চন্দ্রমা-প্রভায় দীপ্ত বিমল গগন,
চন্দ্রাপীড় তীব্রগামী সিদ্ধ-মনোরথে
অচিরে আগত যথা সচিব-নন্দন।
অদম্য আবেগ-দামিনী-বিকাশে
কুমার আগত স্কন্ধাবার-পাশে,—
দামিনী-গমনে উল্লাস-বিলাসে
নিনাদিলা শঙ্খ-ধ্বনি গগনে!

সুনীল বসনা সুবেশ-গুণ্ঠনে
সীমন্তিনিগণ গল্প-আলাপনে,—
নিমগ্ন প্রণয়-সরিত-জীবনে
না নমে অচেনা রাজ-নন্দনে !
প্রিয়তমা-প্রেম-মোহিনী-মূরতি—
আবরিয়া মন সুবিকাশে ভাতি,—
কুহক-দশনে মুকুতার পাতি—
করে ক্ষীণ-ভাতি জ্ঞান-গরিমা,—
তাচ্ছিল্য দর্শনে নহে ক্ষুণ্ণ মন,—
কুমারের মন অতি উচাটন
জিজ্ঞাসিলা "কোথা সে বৈশম্পায়ন—
সচিব-নন্দন, কহ উত্তমা।"
অমল অধরে বিদ্রূপ-অলক্ত—
বর্ণিল রমণী সম্ভাষে বিরক্ত,—
কুটিল কটাক্ষে যেন চির-ভক্ত
মোহন মদন-বাণ-অঞ্জনে,—
"কোথা কার কেবা সচিব ঘচিব,—
রমণী-সদনে সজীব নির্জ্জীব,
কে চিনে বা তায়,—বকিছ এ সব,—
বাতুল-বৈভব হেরি গঞ্জনে !
মনোমাঝে যার বহে প্রেমধারা
কৌতুকের রস ভাসে আত্ম-হারা
মান-অপমান নাহি দেয় সাড়া
চিন্তা-কাড়া বাজে যুবা-অন্তরে,—

কুমার চঞ্চল চলে কত স্থল
জিজ্ঞাসে সকলে মিত্রের মঙ্গল,—
না পেয়ে সন্ধান নেত্র সুকোমল
সন্দেহ-সলিল ঝরে সঘনে।
অন্তে কতক্ষণ রথী কত জন—
সুগঠন,—ধীরে নমিলে চরণ—
মলিন-মূরতি,—কুমারের মন
আশঙ্কা-ঝটিকা ভীম-তাড়নে,
করিল বিরস রসনা অলস,—
সন্তাপ-পবনে কম্পিত বিবশ ;—
কাঁদিল পরাণ স্মরি মহাযশঃ
প্রণয়-পরশ-জন-বিহনে।
কম্পিত বচনে নৃপতি-নন্দন
কহে বীরগণে করিতে বর্ণন—
উৎকণ্ঠিত মনে,—"কোথা চন্দ্রানন",—
জীবন মগন শোক-সাগরে,
"যম-আগমন-অন্তে কি সমর,—
বাধিল ভীষণ কিম্বা ঘোরতর—
ব্যাধির পীড়ন,—কাল বিষধর—
দংশনে কি মিত্র প্রাণ সংহারে ?
কি ঘটিল বল,—নাহি করি ছল,—
শমনে কি হরে জীবন-সম্বল,—
চির কি অমল সে মুখ-কমল
দর্শনে বঞ্চিত রব ভুবনে !"

আর কি সে প্রেম-গলিত রসনা
"বন্ধু সম্বোধনে" প্রণয়-ঘোষণা
করিবে না আর পুরা'য়ে বাসনা,
ঢালিবে না প্রেম-সুধা জীবনে ?"

দিয়ে কর্ণেকর কহে বীরবর "জীবন রয়েছে তাঁর,—
অশিব ঘটনা বিধি-বিড়ম্বনা কহি প্রভো, ক্রমে আর,—
শুনি শুভকথা হৃদয়ের ব্যথা ঢালিল অমৃত জল,—
সে রাজ- নন্দন পশিল নন্দন, বাণী গণে পরিমল !
কুমার সুধীরে হেরি মন স্থিরে কহে বীর "নরনাথ,—
ভবন-গমন করিলে রাজন,-মোরা রহি তাঁর সাথ—
সচিব-নন্দন কহে "বীরগণ,—সরসী অচ্ছোদ নাম',—
পুরাণেতে শুনি পবিত্র কাহিনী বিশেষ তীর্থের ধাম,—
তীরে ভগবান্ ভবেশ ঈশান দরশনে মনে আশ,
নিকটে আগত, আলস্য নিরত হ'য়ে কি যাবনা পাশ ?"
এতেক বলিয়া প্রেমেতে মজিয়া উপনীত সরঃ-তটে,—
বাসিত কুসুম নীর অনুপম, কুঞ্জ যেন চিত্র-পটে,—
শ্রেণী-বদ্ধ তরু, লতা-গুল্ম চারু, নিয়ত বসন্ত খেলে,
ফুলে ফুলে অলি "গুণ"-তান তুলি শ্রবণে আমিয় ঢালে !
ফলতঃ কুমার, ভুবন-মাঝার এমন সুখের ঠাই,—
দরশনে মনে প্রেমের বন্ধনে বাঁধে হেন ভবে নাই !
দেখে হেন শোভা মুনি-মনোলোভা বন্ধু তব আত্ম-হারা,
যেন পরিচিত অন্বেষণে রত, সুস্থির নয়ন-তারা !
ভূমিষ্ঠ,—উন্মনা রম্যবস্তু নানা হেরি কি বিকার-বশে,—
যৌবন জঞ্জাল, আগত সে-কাল ম'জে বা মদন-রসে,—

কি জানি কি ভাবে, মাতি কোন ভাবে,— বন্ধু তব শূন্য মনে
চিত্র পুত্তলিকা যেন পটে আঁকা অনিমেষ দুনয়নে,—
কত বা কাকুতি করিনু যে তুমি আনিবারে, কতবারে—
ক'য়ে একশেষ চেষ্টা বিশেষ দেখিনু নানা প্রকারে !
রহে নিরুত্তর, অপরে উত্তর করিলা বিরক্ত মতি—
"কেন ত্যক্তকর,—অবশ অন্তর,—উজ্জয়িনী কর গতি,—
যেই চন্দ্রাপীড়ে ক্ষণতরে ছে'ড়ে দিবা গণি রাতি প্রায়,—
তাহার সদন গমন-কারণ হ'তে প্রিয় কি ধরায়,
স্থান দরশনে কর্ম্মেন্দ্রিয় গণে ত্যজে বল আপনার,—
করেছে অবশ,—একান্তঅলস,—অন্তিম-ভীতি-সঞ্চার !
প্রিয় চন্দ্রাপীড়ে আর এ শরীরে হেরিবার আশা নাই—
নাহি পুণ্য হেন সেই চন্দ্রানন নয়নে রবে সদাই !
তোমরা সকলে সে মুখ-কমলে নিরখি থাকগে সুখে,—
করিলে যন্ত্রনা জীবন রবেনা উত্থান-চালন্-দুঃখে" !

গমনে অশক্ত তবু অন্যাশক্ত কি যেন খুঁজিতে রত,
গেল দিনত্রয় অনশনে রয়,—অশনে সাধিনু কত !
কুমারের সম তাঁর প্রিয়তম ভুবনে দ্বিতীয় নাই—
রাখি সৈন্য শত রক্ষণে নিয়ত,—বর্ণিতে প্রভুর ঠাই
হ'য়ে নিরাশ্বাস আনিতে হতাশ, নিরাশ পরাণে চলি
এসেছি হেথায়, করুণ উপায় ত্বরায় আদেশ বলি !"
ঘটনা সংক্ষেপে আবেগ, আক্ষেপে কহি নমে বীরগণ
অতি অচিন্তিত অবস্থা ঘটিত চিন্তে শোক-বিবরণ ।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত

চতুর্থ সর্গ

দূত-মুখে চন্দ্রাপীড় শু'নে বিবরণ
ছিন্ন-লতিকার সম ঢলিল মাধুরী কম
পড়িলা ভুজঙ্গ-দষ্ট পথিক যেমন !
কম-অঙ্গ স্কন্ধাবারে নীত অনন্তর,—
বহুক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে, সজল নয়ন চেয়ে
কহিলা কুমার "শুন ওহে বীরবর !
চিন্তার অতীত তব দুঃখ-সমাচার—
অসম্ভব এ কাহিনী যেন স্বপনের বাণী
বন্ধুর যৌবনে হ'ল বৈরাগ্য-বিকার ?
কহি নাই এ জীবনে অপ্রিয় কখন,
অন্তে বলা অ[illegible] ভাবার আ[illegible]ত্ত সব,
সবে জ্ঞাত "প্রাণ সম মম প্রিয় জন"
তৃতীয় আশ্রম-কাল নহে উপনীত,—
অদ্যাপি অবিবাহিত, দেবী পিতৃ ঋণান্বিত,-
নহে মূর্খ,—হবে ভ্রমে উন্মার্গ নিরত ;"

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি পটের মন্দিরে—
কহি হেন পার্শ্বান্তরে পড়া'সে শয়নে ;
আদ্যোপান্ত সে বৃত্তান্ত চিন্তিলা গভীরে ;
না'পে'য়ে ইয়ত্তা-বিন্দু চিন্তা-জলধিরে
হ'লে অবসন্ন কায়, ভাবে মিছা ভাবনায়
কি ফল;—সংপ্রতি করি কর্তব্য সুস্থির !
যদি নাহি উজ্জয়িনী করিয়া গমন
চলি সে বন্ধুর পাশে রাজা-রাণী-মন্ত্রি-বাসে
শোকাচ্ছন্ন হবে সবে, শুনে বিবরণ !
অমাত্য-দম্পতি আর মাতা, নরনাথে
প্রবোধি আশ্বাস-ভাষে,—লভিয়া বিদায় পাশে,—
দ্রুত চলি যাওয়া ভাল অভ্যোমের পথে ;—
অকার্য্য করিয়া রুদ্ধ থাকিয়া সে স্থানে
ক'রেছে মিত্রের কার্য্য, প্রিয়া-শোক অনিবার্য্য
রক্ষিলা, দর্শ'য়ে ছলে চারু চন্দ্রাননে !
এ হেন সুযোগে যুবা বন্ধুর কারণ—
না হ'য়ে উতলা আর, ভাবে বন্ধু প্রেমাধার
আনিব প্রণয়-পাশে করিয়া বন্ধন ।
অনন্তর আহারাদি করি সমাপন
বাহিরে নেহারে বীর শান্ত মূর্ত্তি পৃথিবীর
প্রচণ্ড মার্ত্তাণ্ড-তাপে অশান্তি-লক্ষণ !
অশক্ত নয়ন-পাত গগনের পানে
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ হেন অংশুমালি-অংশু যেন—
দহিছে চৌদিকে—বন,— [illegible]

একে নিদাঘের বেলা দ্বিতীয়-প্রহর ;
চৌদিকে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, উত্তাপে দহিছে নেত্র
মরুভূমি-সম-সাজে বালুকা-নিকর !
একান্ত-নিবিড় স্থান,—নীরব অবনী,—
চাতকের কণ্ঠধ্বনি প্রকৃতি জাগ্রত গণি,—
জল-ভ্রমে ভ্রান্ত ছুটে প্রান্তরে হরিনী !
নিদাঘ-প্রকোপে বায়ু অনল-সমান ;
গাত্রে ঝরে স্বেদ-জল, জলে করি সুশীতল
কুমার আবাস-স্থল, করে অবস্থান ;
দিবসের শেষ-ভাগ অতি রমণীয়
মন্দ মন্দ সমীরণ অঙ্গে করে বরিষণ
সুখ-স্পর্শ শান্তি-প্রদ অমল অমিয় ;—
চন্দ্রমা-আলোকে যবে ভুবনালোকিত
প্রস্থান-সূচক শুনি সুগভীর শঙ্খ-ধ্বনি
সৈন্যবৃন্দ উজ্জয়িনী গমনোল্লাসিত ;—
অবিরত পথ-শ্রমে সম্পূর্ণ যামিনী
চন্দ্রমা বিষাদে ম্লান তারাগণ ক্ষীণমান
সরবে বিষাদ-প্রায় যত বিহঙ্গিনী !
উজ্জয়িনী রম্য পুরী পরি শোকাম্বরী
যুবরাজ আগমনে, রহে তবু কুমনে
অমঙ্গল অট্টহাসি করে টিটকারী !
অশ্ব-অবতীর্ণ শীর্ণ চিন্তায় কুমার
শুনি রাণী-নরপতি মন্ত্রিপুরে করে গতি,—
চৌদিক পুর্ণিত যেন ঘোর হহাকার

উপনীত চন্দ্রাপীড় অমাত্য-ভবনে
মনোরমা-শোক-ধ্বনিঃনভঃ নাদে প্রতিধ্বনি
বিলাপে তাপিত করে সমাগত জনে।
"হা বৎস ভীষণ বনে রয়েছ কেমনে?
কি দিবে সুখাদ্য বল,—তৃষ্ণায় শীতল জল,—
কোন দোষে জননীরে ত্যজিয়া বিজনে?
নির্জ্জন-নিবাস যদি ছিল তব মনে,
তবে কেন অভাগিনী, ছেড়ে গেলি যাদুমণি,
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমা-অদর্শনে?
তুমিরে আমার বৎস নয়নের মণি,
হারায়ে অঞ্চল ধনে কি সুখেরে এ ভবনে,—
কেমনে কাটিব বাছা দিবস-রজনী?
আয় বাপ, আয় বক্ষে, জুড়াই জীবন,—
হায় বিধি নিদারুণ, কেন হেন অকারণ,—
বিনা মেঘে করিলিরে অশনি-ক্ষেপণ!"
হেনরূপ নানামত করিয়া বিলাপ,—
স্বীয় বক্ষে কর হানি কাঁদে যেন উন্মাদিনী,
কনাস-হৃদে ঘোর শোকের সন্তাপ।
কুমার নৃপেন্দ্রে আর অমাত্য-প্রধানে,
ভক্তি-ভরে করি নতি মলিন কালিমাকৃতি
নীরবে বসিলা ধীরে সুযোগ্য আসনে!
কহিলা নৃপতি তবে "বৎস চন্দ্রাপীড়,
জানি মোরা ভাল মতে তুমি আর মন্ত্রিসুতে,
প্রণয়ে-অভেদ-আত্মা-প্রভেদ-শরীর,—

তাহার অন্যায্য কার্য্য নিরখি এখন,—
আমার অন্তরে নানা, তব দোষ সম্ভাবনা,
কার্য্য কি কারণ-বিনে সম্ভবে কখন ?
না হ'তে রাজার বাণী পূর্ণ-অবসান,
শুকনাস কহে "দেব,—এযে অতি অসম্ভব,
দোষ-হীন চন্দ্রাপীড় চির মম জ্ঞান।
সম্ভব অনল যদি উত্তাপ বিহীন,
শশাঙ্কে উষ্ণতাশ্রয়, হিমে দাহ-শক্তিরয়,
তথাপি কুমার চির-অকলঙ্কে লীন।
একের দোষের ঘোর কলঙ্ক-পসরা
কভু কি অন্যের শিরে সমর্পে সদ্‌জ্ঞানী ধীরে
ন্যায়-দৃষ্টি উপেক্ষিলে রৌরব এ ধরা !
নিরপেক্ষ পিতৃ-মাতৃ-আদেশ যাহার,
জনক-উপম রাজা, রাণী মাতৃ-সম,—
না রক্ষিল যে মর্য্যাদা, মান মিত্রতার,—
স্বগণের উপরোধ ত্যজে যে নির্ম্মম,—
কি করিবে চন্দ্রাপীড় এ হেন অসারে ?
না গণিল মনে সে যে একটী নন্দন
নয়নের মণি যেন আঁধার আগারে,
অতি বৃদ্ধ জনকের একাবলম্বন।
কঠোরে দশম-মাস জঠরে ধারণ,—
কত কষ্টে পালে মাতা আপন-কুমারে,—
হেন মাতৃ-পদ করে যে পাপী বর্জ্জন,—
কি করিবে চন্দ্রাপীড় সেই দুরাচারে ?

স্থবির জনক এত কষ্টেতে পালন
ক’রেছে এ জরা দেহ পোষণের তরে,—
হেন পিতৃ-পদ ক’রে যে পাপী বর্জ্জন
অবশেষে সমর্পিল অশনি অন্তরে!
অসারে অর্পিত ক্রিয়া নহে ফলবতী
বিদ্যার্জ্জনে কি সুফল ফলিল তাহার?
মণি-বিভূষিত ফণী ভয়ঙ্কর অতি,—
না দর্শাল নরোচিত শিষ্ট ব্যবহার!
জানিনু অন্তরে আমি মম কর্ম্মফলে
মহাশত্রু পুত্ররূপে জন্মে মম ঘরে,—
দহিতে পাষণ্ড মোরে তীব্র শোকানলে,—
কৃত-বিদ্য নহে বল,—এ হেন কে করে?
মাতৃ-দ্রোহী, পিতৃ-ঘাতী, কৃতঘ্ন, পামর
কে আছে উহার প্রায় অবনী-মাঝারে?
শোকশেলে পিতৃ-ঋণ শোধি দেশান্তরে
বিহরে নির্জ্জন-সুখে ভীষণ কান্তারে!
বলিতে বলিতে মন্ত্রী অধৈর্য্য অন্তর—
প্রাবৃট্‌-পীড়নে যথা নীরদের নীর,—
অবিরল অশ্রু-ধারা ঝরে দরদর্
শোকাবেগে জ্ঞানাম্বুধি একান্ত অধীর।
তদবস্থ হে’রে তায় কহে নরপতি—
“খদ্যোত সক্ষম কিহে বহ্নির প্রকাশে,
অনল কি হয় কভু দীপ্ত দিনপতি?
কি সাধ্য আমার তোমা প্রবোধিতে ভাষে?

প্লাবনে সমল যথা তটিনীর নীর
শোক-বেগে সম্যাকুল ধীমান্ তেমন
প্রবোধিতে পারে শিশু হৃদিরে অধীর,—
তাই কহি তোমা হেন সুবিজ্ঞ সদন ;—
ভূমণ্ডলে হেন লোক অতীব বিরল,—
নির্ব্বিকারে যাপে যার দারুন যৌবন,—
কালরসে গুরু-ভক্তি হ'য়ে সচঞ্চল—
বিগলিত শৈববের সংহতি যেমন,—
সম্ভোগ-বাসনা বৃদ্ধি বক্ষস্থল-সনে,—
বৃদ্ধি ধরে স্থলাকার ভূজের সহিত,—
মধ্য-দেশ সনে ক্ষীণ বিনয়,—মদন—
যৌবনে বিকার আনে কারণ-বর্জ্জিত !
সুত তব এত কাল স্বভাব বিমল,—
মানব কুলেতে যেন বশিষ্ট-আকার,—
শিষ্টাচার, দয়া, মায়া, দৃষ্টান্তের স্থল,—
কালের মাহাত্ম্যে সেই এবে সবিকার !
নির্দ্দোষ সন্তান-শিরে দোষের পসরা—
সমর্পিত ক'রে কেন ভাবিছ অসার,—
যৌবনে বিপথে চলে বর্ষা-নীর-ধারা—
নদীবক্ষ ক'রে পূর্ণ চৌদিকে বিস্তার !
অগ্রে তায় এ ভবনে ক'রে আনয়ন,—
করিব যা হয় পরে বিহিত ইহার,—
বিবেক-বৃত্তান্ত যত করিলে শ্রবণ,—
অনায়াসে করা যাবে যেবা প্রতিকার ।

নৃপতির স্নেহ-পূর্ণ প্রবোধ-বচনে,—
কহে মন্ত্রী "উদারতা বাৎসল্যে উদয়—
মৃণ্ময়নে শুধুমাত্র,—অখণ্ড ভুবনে,—
যে পারে করিতে হেন বন্ধুর বিলয়।

চন্দ্রাপীড় কহে খেদে বিনম্র আননে
"এ সকল দোষ তাত, সকলি আমার,
আত্মকৃত কলুষের প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানে
আপনি অচ্ছোদ-তীরে চলিনু আবার!
অনন্তর পিতা-মাতা, সচিব-দম্পতি—
সদনে বিদায় লভি ইন্দ্রায়ুধে চড়ি—
চন্দ্রাপীড় অচ্ছোদের পথে ক'রে গতি,—
শিপ্রা-তীরে যাপিলেন প্রথমা শর্ব্বরী
রজনীর অন্তযামে অনুচরগণে—
কুমার গমনাদেশ করিয়া প্রদান,—
অগ্রগামী হ'য়ে কত ভাবিলেন মনে,—
সুকৌশল, সে মিত্রের ভাঙ্গিবারে মান!
অজ্ঞাতে সখার পিছে দাঁড়ায়ে নীরবে
সহসা করিব তার কণ্ঠ সুবেষ্টন,—
কহিব "কোথায় সেই রমণী-গৌরবে
রাখিলে, যাহার প্রেমে মুগ্ধ এ রতন?
বদন-চুম্বনে সখা সলজ্জিত মতি—
সহসা করিবে তার বিবেক-ভঞ্জন,—
মহাশ্বেতা-সন্নিধানে ক'রে পরে গতি
অচিরে করিব তার পুলকে মগন;"

তপস্বিনী-স্ব-ভবনে সৈন্য সংরক্ষিয়া—
হেমকূটে বন্ধু-সহ করিব গমন,—
চরিতার্থ হবে নেত্র হেরি প্রাণ-প্রিয়া,—
মহা সমারোহে পাণি করিব গ্রহণ!
প্রিয়তমা-অভিমত গ্রহণে-যুবতী—
মদলেখা বন্ধু-করে করিলে অর্পণ,—
তৃষ্ণাতুর নীরপানে সুতৃপ্ত যেমতি,—
নির্ব্বিরোধে হবে সখা-বৈরাগ্য-ভঞ্জন
হেন আশা-বারি-পানে পরিতৃপ্ত মনে—
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথ-শ্রমে, দিবস-যামিনী,—
উপেক্ষা করিয়া দ্রুত তুরঙ্গ-চালনে—
বিগত হইল পথে কত নিশীথিনী।
আশা-মরিচিকা-মুগ্ধ অখিল সংসার,—
কে পারে লঙ্ঘিতে মায়া মৃগ-তৃষ্ণিকার?

চতুর্থ-সর্গ-সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ

—:*:—

বর্ষাকাল উপনীত,—নীরদ-মালায়
সমাচ্ছন্ন দিনকর,—দৃষ্টি অগোচর,
দশদিশি অন্ধকার বিজলী খেলায়—
নবীন নীরদ-অঙ্কে,—হেরে নিরন্তর।
মাঝে-মাঝে ভীমরবে গরজে অশনি
শিলাবৃষ্টি বৃদ্ধি করে নদী-কলেবর,
স্রোতস্বিনী প্রবাহিনী করি কলধ্বনি
প্রেমোন্মাদে মত্ত যেন চুম্বিতে সাগর।
সরোবর বিল, ঝিল, পূর্ণিত সরিৎ,—
চতুর্দ্দিক জল-মগ্ন, পথ পঙ্কময়,
ময়ূর-ময়ূরী নাচে প্রেম-পুলকিত
কদম্ব-কেতকী-বাসে সন্তোষে হৃদয়।
মৃদ্-গন্ধ সুবিস্তারে দেবী বসুন্ধরা,—
ঝঞ্ঝা বায়ু উৎকলাপে শিখীর কলাপ
আঘাতিছে বারংবার প্রেম-প্রীতি-ভরা
কেকারবে বৃদ্ধি করে ভেকের আলাপ।

গগনে চাতকবৃন্দ করে কলরব,—
গাহে যেন 'যুবরাজ,—কিন্তু' উজ্জয়িনী,"
নিবারিছে নির্ঝরিণী-পতন-আরাব,
বর্ষাসতী রোধে গতি যেন ভুজঙ্গিনী ॥
চন্দ্রাপীড় প্রিয়জন-শুভ-সমাগমে
আরম্ভিল ভয়াবহ বর্ষার উৎপাত,—
ইন্দ্র-চাপে তড়িদ্‌গুণ সংযোগ-আগমে
শর-বৃষ্টি ছলে বর্ষে বৃষ্টির সম্পাত।
চন্দ্রাপীড় প্রেম-মুগ্ধ ভাবে বিপরীত,
প্রিয়া-সমাগমে হবে ক্লান্তি অতিশয়,—
নিরখি দেবেন্দ্র মেঘে করে আবরিত,
শিরোপরে চন্দ্রাতপে ঢাকে সদাশয়।
মনোরথ সফলের চিহ্ন এই সব
নবীন মেঘের কোলে উড্ডীনা রঙ্গিনী
সখা-সমাগমে বাড়ে মদন-উৎসব,
গর্ভবতী হয় যত বক-বিহঙ্গিনী!
দূরপথ অতিক্রমে এই সে সুযোগ,—
চিন্তিয়া বাড়িছে আরো অদম্য উত্তম
পথে মেঘনাদে হেরি গণে শুভ-যোগ
জিজ্ঞাসিলা "কুশলেত রহে প্রিয়তম?
কিবুঝিলা মনোভাব ভবন-গমনে—
কি কহিল শুনি মম হেমকুট-গতি,
মম উপস্থিত কালে রবেত সেস্থানে"
কেমন হেরিলে সখা-শরীর সংপ্রতি?

মেঘনাদ কহে পদে করিয়া প্রণতি
"পথি-মধ্যে প্রাদুর্ভাব নিরখি বর্ষার
কেয়ূরক নিবারিল হেমকূট-গতি,—
অধীন অজ্ঞাত প্রভো, সমাচার তাঁর।
মেঘনাদে সঙ্গে করি চন্দ্রাপীড় পরে—
অচ্ছোদ-সরসী-তীরে হ'ল উপনীত—
স্থানের সুষমা-রাশি হাসি সুধাধরে—
কুমারে প্রীতির নীরে করে নিমজ্জিত!
অনুচরগণ-সহ তন্ন তন্ন করি—
কুঞ্জে-কুঞ্জে তীর-ভূমি করি অন্বেষণ
না পেয়ে সখায় বীর হর্ষ পরিহরি
ভীষণ চিন্তার স্রোতে সমাপ্লুত মন!
আশা মোহে ভাবে, "সখা আগমন শুনি,
গুপ্তভাবে কোথা জানি রহে লুকাইয়া—
অবস্থান-চিহ্নমাত্র না হেরি অমনি
ভগ্নোৎসাহ কাঁপাইল দুরুদুরু হিয়া!
কোথাওনা প্রিয়বন্ধু করি দরশন—
বিশ্বময় চন্দ্রাপীড় হেরে অন্ধকার,
দুরাশা কহিল কর্ণে "আশ্রম-ভবন,"—
আশার অপরিসীম শক্তি চমৎকা'র!
মায়ার প্রপঞ্চে মুগ্ধ, আশা-সূত্র ধরি!
সঙ্গি-সঙ্গে ইন্দ্রায়ুধ-অশ্ব-আরোহণে
আশ্রমে আগত ধীর, বিধির চাতুরী
কে বুঝিবে মায়াময় বিমুগ্ধ ভুবনে?

শিলা-তলে সমাসীনা ইন্দুনিভাননা—
অধোমুখী মহাশ্বেতা শোকেতে মগন,
তরলিকা অঙ্গ ধরি করিছে সান্ত্বনা,
কুমার-দর্শনে আরো অধৈর্য্য জীবন!
কম্পিত হৃদয়ে যুবা ভাবে "প্রিয়তমা—
অসহ্য বিরহে বুঝি ত্যজিল জীবন—
আর সেই প্রেমময়ী মাধুরী-গরিমা
না করিবে অভাগার কৃতার্থ দর্শন!
আর সেই সুধাময়ী-বীণা-তন্ত্রী-ধ্বনি—
কোকিল-ঝঙ্কার নাহি পশিবে শ্রবণে—
আর সেই সুধা-মাখা কোমল চাহনি—
হেরিব না এ জীবনে পার্থিব ভুবনে!
এতদিনে আশা-লতা হ'ল বিনির্ম্মূল
জীবনের সুখ-শান্তি ডুবিল অতলে—
চিরকাল এ অকীর্ত্তি রাখিনু অতুল
সরলা অবলা-ঘাতী-খ্যাতি ভূমণ্ডলে"!
শূন্য-প্রাণে চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতা-পাশে
শিলান্তরে ভগ্নান্তর্ বসিয়া তখন—
জিজ্ঞাসিলা অতিক্লেশে তাপসী-সকাশে
বর্ণিবারে দুর্ব্বিষহ শোকের কারণ।
বস্ত্রাঞ্চলে নেত্র-জল করিয়া মোচন
কহিলা কাতর-কণ্ঠে "শুন মহাভাগ,—
লজ্জাহীনা নিষ্করুণা পূর্ব্বে নিদারুণ—
শোকের বৃত্তান্ত কহে,—শুন পরভাগ;—

পাপীয়সী এখনও অদ্ভুত ঘটনা,—
বর্ণিবারে মহাশ্বেতা হয়েছে প্রস্তুত—
পৃথিবীর যত কিছু বিধি-বিড়ম্বনা
অসম্ভব মোর ভালে সম্ভবে অদ্ভুত।
কেয়ূরক-মুখে শুনি তুমি উজ্জয়িনী—
সাক্ষাৎ-বিহনে দ্রুত করিলে গমন,—
অতীব বিষাদে মগ্ন হ'য়ে —অভাগিনী—
কাদম্বরী-স্নেহ-পাশ করিনু কর্ত্তন,—
আগত আশ্রমে-মনে বৈরাগ্য-উদয়,—
পার্থিব বাসনা যত দুঃখের আগার,—
শুভাশুভ কার্য্য-সিদ্ধি ইচ্ছায়ত্ত নয়,—
বিনে ইচ্ছাময়-ইচ্ছা সর্ব্ব-নিয়ন্তার ;—
চিত্ররথ-মনোরথ মিশিল অম্বরে,—
অভাগিনী-সখী বলি দুঃখ-ভাগ-রাশি
সপিনু সে সুনির্ম্মলা-সুখিনী-অন্তরে,—
করিনু কুমারে চির বৃথা অপদোষী,—
ভাবি হেন,—গৃহাশ্রমে জন্মিল ধিক্কার,—
বিজনে তরঙ্গ গণি দুঃখ-পয়োধির,—
একদা আশ্রমে বিশ্ব হেরি শূন্যাকার
চিন্তি যবে মহাকাল-লীলা-বিভূতির—
এ হেন সময়ে তব সমকান্তি-যুত,—
সমাকার, সুকুমার ব্রাহ্মণ-তনয়—
উন্মনা প্রকৃতি কিম্বা পূর্ব্ব-পরিচিত
নষ্ট বস্তু অন্বেষণে আশ্রমে উদয়।

ক্রমাগত সন্নিধানে চে'য়ে মম পানে—
পলক-বিহীন নেত্রে রহে কতক্ষণ—
অনন্তর মৃদু স্বরে কহে "চন্দ্রাননে,—
আকৃতি-বয়সোচিত কার্য্য-সম্পাদন—
করিলে কি লোক মাঝে হয় নিন্দনীয় ?
কেন তুমি বিপরীত কার্য্যে সুবদনি,—
বিনাশিছ নব কান্তি-কুসুম-অমিয়,
কেন বা বিশুষ্ক কর প্রফুল্ল নলিনী ?—
তুহিন-পতন যথা মৃণালিনী-শিরে—
তপস্যায় অনুরক্তি তোমার তেমন,
নবীনা যুবতী যদি জটা ধরে শিরে,
কোথায় কন্দর্প বাণ করিবে ক্ষেপণ ?
অকারণ হ'বে তবে চন্দ্রমা-উদয়,—
কোকিল-পঞ্চম-স্বর নিরর্থক তবে,—
বসন্ত মলয়ানিল হ'য়ে যাবে লয়,—
কুসুমিত কুঞ্জবন কানন ঘটিবে !

"দেব-পুণ্ডরীক যবে ত্যজে অভাগিনী,—
দিব্যদেশী দেহ তাঁর হরে যে সময়,—
তদবধি সর্ব্বকার্য্যে উৎসুক ত্যাগিনী,—
জীবন্মৃতা সম করি দুর্দ্দিন বিলয় !
উহার দুর্ভাবা-বহ্নি না হ'তে নির্ব্বাণ—
বিরক্তি অন্তরে চলি কুসুম-চয়নে
সংগৃহীতে দূর্ব্বা-আদি পূজা-উপাদান
তরলিকা-প্রতি কহি পরুষ বচনে—

"নিবার দুক্ষ স্তে সখি,—কভু না হেথায় —
পশে যেন কামাতুর পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ,—
পুনরায় ক্ষণ-মাত্র হেরিলে তাহায়,
নিশ্চয় অনর্থ তার ঘটিবে তখন!"
হতভাগ্য যুবা মম সখীর ভৎ'সনে—
অমনি সে স্থানান্তরে করিল গমন
দিনান্তরে যবে চারু চন্দ্রমা-কিরণে
জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনী আনন্দে মগন!
কুসুম-সুরভি হরি মলয় পবন—
বহে মন্দ মন্দ গতি, প্রফুল্ল ধরণী,—
চকোরিণী-চিত্ত সুধা-পানে নিমগন
কোকিল পঞ্চমে ঘন করে কুহুধ্বনি!
নিভৃত নিবিড় কুঞ্জ, শঙ্কা-হীন মন,—
শিলা-তলে তরলিকা রহে সুনিদ্রিতা'—
গ্রীষ্মের প্রাবল্যে অতি হ'য়ে জ্বালাতন
গুপ্ত গুহা-ত্যজি হেথা হইনু শায়িতা।
রয়েছি চন্দ্রমা-পানে কাতর-নয়নে,—
জাগে মনে সেই ঘোর দুর্দ্দিনের কথা,—
প্রিয়-সমাগম ঘটে না হেরি লক্ষণে,
অভাগিনী ভাগ্যে হ'ল দৈববাণী বৃথা।
অদ্যাপি যাপিনু কাল আশায়, আশায়—
সহি মোহে, শুধু ঘোর দুর্ভাগ্যের ফল,—
কপিঞ্জল প্রত্যাগত না হ'ল এথায়,—
না জানি ঘটেছে তাঁর কোন অমঙ্গল!

পদ-সঞ্চালন-ধ্বনি শ্রবণে অদূরে
শব্দ-লক্ষ্যে দৃষ্টিপাত করিলে তখন—
নিরখি সে উন্মত্ত ব্রাহ্মণ কুমারে—
ধায় মোর পানে করি বাহু-প্রসারণ !
ভয়ঙ্কর সে মূরতি পুনঃ সন্দর্শনে—
পদ্ম-পত্র-নীরসম ভয়ে কাঁপে মন—
কলঙ্কিত হ'লে স্পর্শ-পঙ্কিল-জীবনে —
অমনি সঁপিব দীপ্ত অনলে ভীষণ !
প্রাণেশ্বর দর্শনাশা হইল নির্ম্মূল
এতকাল দুর্ব্বিষহ বিরহ ভুঞ্জিয়া—
লভিনু কি এই ফল ? ভেবে অপ্রতুল —
সঘনে কাঁপিল মম দুরু দুরু হিয়া।
দেখিতে দেখিতে দ্বিজ এসে সন্নিধান—
কহিল "লো বিধুমুখি, দেখ নিরখিয়া—
কুসুমশরের প্রিয় সহায় প্রধান—
চন্দ্রমা উদিত মম বিনাশে সাজিয়া ;—
বিপন্ন, শরণাপন্ন আশ্রয়ে তোমার,—
আশ্রিতে করহ রক্ষা, নৈলে প্রাণ যায়,—
তোল মুখ চন্দ্রাননে,—তোল একবার,—
অমিয় নয়নে যেন করুণা বিলায়"।
লম্পটের অন্তর্দাহী ঘৃণিত সে বাণী—
শ্রুতি-মাত্র রোষানল হ'ল প্রজ্বলিত,—
নিঃশ্বাসে অনল-কণা পাপ-প্রদাহিনী—
ছুটিল স্ফুলিঙ্গ-সম,—দেহ প্রকম্পিত ;

ক্রোধান্ধ হৃদয়ে কহি তর্জ্জন গর্জ্জনে—
ওরেরে, পাপিষ্ঠ মূঢ়,—ওরে দুরাত্মন্,
এখনো না হ'লি দগ্ধ অশনি-পতনে ?
এখনও কি রুদ্ধ কর সে মেঘ-বাহন্ ?
বোধ হয় শুভাশুভ কর্ম্মের নিদান—
পঞ্চ ভূতে ছার দেহ হয়নি নির্ম্মিত,—
হ'লে এতক্ষণ তোর দেহ ভগবান—
করিত অনলে ভস্ম, সলিলে প্লাবিত !
বায়ু-বেগে সুবিভক্ত, রসাতলে নীত—
যে কোন উপায়ে বিভু সর্ব্ব-শক্তিমান্—
করিতেন উপযুক্ত শাস্তি সুবিহিত,—
কলুষের সমুচিত হ'ত প্রতিদান।
ধরিয়া মানব-কায় তির্য্যক-প্রকৃতি,
সর্ব্ব-সাক্ষী-ভূত যিনি সর্ব্বেশ ঈশান—
সাক্ষী ক'রে কহি যদি পতি-পদে মতি—
থাকে মম এক বিন্দু, সতী-অপমান—
পাপে তোর হ'বে পক্ষি-যোনিতে পতন,—
পবিত্র এ নিষ্কলঙ্ক রমণী-অন্তরে,—
যে দিয়াছে হেন তাপ, শাপ-হুতাশন,—
এখনি দহিবে তারে নিমেষ ভিতরে !
না জানি কুমার—হয়, কন্দর্প পীড়নে,—
নতুবা সকর্ম্ম-ফল-ভোগের কারণ,—
কিংবা মম শাপ-বাণী-তীব্র-হুতাশনে,—
অমনি সে পড়ে ভূমে হ'য়ে অচেতন।

সঙ্গিগণ শোকোচ্ছ্বাসে হা হতোস্মিনাদে,—
শোক-সংজ্ঞাপনে শ্রুত "সে মিত্র তোমার,"
কহি হেন অধোমুখী তাপসী বিষাদে,
অবিরল দীন-নেত্রে বর্ষিলা আসার।
চন্দ্রাপীড় একমনে নেত্র নিমীলনে,—
তপস্বিনী-মুখে শুনি বন্ধুর কাহিনী,—
কহে বৃথা "ভগবতি, আর এজীবনে—
কাদম্বরী-সমাগম-আশা,—সুবদনি ;
জন্মান্তরে যেন সেই হৃদয়-রঙ্গিনী,—
প্রফুল্ল মুখারবিন্দ নিরখি নয়নে,
করিও ব্যবস্থা তার, গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি,—
বাক্য অন্তে, সংজ্ঞা-অস্ত শোক-সংঘর্ষণে।
শিলা-তলে ছিন্ন-মূল তরুর মতন,—
অমনি সে দেহোত্তত চুম্বিতে ধরণী,—
সখী-অঙ্গ-সঙ্গ ছাড়ি দৌড়িয়া তখন—
তরলিকা কম্ব করে ধরি বিষাদিনী—
কহিলা কাতর কণ্ঠে "গন্ধর্ব্ব-কুমারি,—
দেখ দেখ একি হ'ল, একি সর্ব্বনাশ,—
কুমার যে সংজ্ঞাশূন্য, প্রাণ পরিহরি,—
গ্রীবা ভঙ্গ হ'য়ে পড়ে, রুদ্ধ হেরি শ্বাস!
নেত্র হেরি নিমীলিত, মৃতের লক্ষণ—
কি দুর্দৈব সঙ্ঘটিল,—কিহ'ল,—কি হ'ল ?
হায়! দেব, কাদম্বরী-হৃদয় রঞ্জন
অর্পিলে কি কম্ব মনে তীব্র হলাহল ?

হায় রে! জগৎ-জ্যোতিঃ গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী,—
জীবনে জানে না বালা বিবাহ কেমন,—
রে বিধি,—হরিলি তার নয়নের মণি—
করিলি কমলোপরে হিমানী-বর্ষণ?
হায় বিধি, নিদারুণ ঘটালি ঘটনা,
কেমনে বর্ণিব তাঁরে এ শোক-কাহিনী
আহা, রে, সে বিরহিনী তাপিত ললনা,
শ্রুতি-মাত্র শুষ্ক হবে প্রফুল্ল নলিনী।
এতবলি তরলিকা কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে,—
চন্দ্রাপীড়ে মহাশ্বেতা করি সন্দর্শন—
নিস্পন্দ, স্তম্ভিত কায়, নিশ্চেষ্ট অন্তরে
দাঁড়ায় "কুলিশাঘাতে পথিক-যেমন!
অনুচরবৃন্দ করে "হা হতোস্মি-" ধ্বনি,
"ওরেরে পিশাচি, তোর এই ছিল মনে,—
হরিলি জগৎ-চন্দ্র, নৃপ-কুল-মণি,—
মহারাজ-তারাপীড়-অঞ্চলের ধনে!
হায় মাতঃ রাজ-লক্ষ্মি, হায়গো মহিষি,—
দেখ এসে আজি তব অঙ্কের রতন—
হরিল বিজন বনে বিকটা রাক্ষসী,—
হায় হ'ল উজ্জয়িনী শ্মশান-যেমন!
উঠ রাজ-কুল-নিধি-রত্ন চন্দ্রাপীড়,
কেমনে ভুলিব মোরা তোমার বদন?
পুত্র-সম স্নেহ-বশে হে'রেছে সুধীর,
কে আর করিবে হেন আদর, যতন?

হেন রূপে হ'ল ঘোর হাহাকার ধ্বনি,—
ইন্দ্রায়ুধ চন্দ্রাপীড়ে করি নিরীক্ষণ—
ঢালিল নয়ন-বারি তিতা'য়ে অবনী,—
তীব্র-শোক-সিন্ধু-নীরে আশ্রম-মগন

অমঙ্গল কহে কর্ণে মহিষীর পাশে,—
আচম্বিত দুরু দুরু অন্তর কাঁপিল,—
দক্ষিণ-নয়ন নাচি সঙ্কট বিকাশে—
অকস্মাৎ তারাপীড়-আসন টলিল।
পড়িল প্রাসাদ-শিরে শকুনি-নিকর,—
নিশীথে বায়স করে দিবার ঘোষণা,—
বৎস-পাশে গাভী ত্রাসে করে ভীমস্বর,—
পরিপূর্ণ চতুর্দ্দিকে অমঙ্গল নানা!
রাজ-লক্ষ্মী শোকাম্বরী করিল ধারণ—
নীহার-নয়ন বারি ঢালে বিষাদিনী
শোকের কাহিনী যেন রটি সমীরণ—
কাঁদায় আকুল প্রাণে পুরী-উজ্জয়িনী!
নির্ম্মম নিয়তি-বিধি অতীব ভীষণ—
সুখ-দুঃখ চক্রাকার নিত্য আবর্ত্তন।

পঞ্চম-সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ

—:o:—

পত্রলেখা-মুখে শুনি প্রিয়-আগমনধ্বনি
বিরহিণী কাদম্বরী উচাটন মন ;—
যেমতি রাধার প্রাণ মোহন মুরলী-তান
নিধুবন-পানে টানে রাধিকা-রমণ ;—
আজি সুবাসিত জলে স্নান করি কুতূহলে
রতন-খচিত রম্য পরে নীলাম্বরী,—
নানা রত্ন-অলঙ্কার বিকাশে লাবণ্য তার
কুসুম-ভূষণে অঙ্গে অতুল্য মাধুরী।
কপোলে কুঙ্কুম-ছটা, ভালে অলকায় ঘটা
সৌরভে প্রসূন-সার মাতায় ভবন,—
মকরন্দ-অন্বেষণে উড়িয়া আকুল মনে
সুতানে মধুপ করে মাধুর্য্য-বর্ণন !
প্রাণেশ-দর্শন-আশে প্রেমের তরঙ্গে ভাসে,—
ধৈরয না মানে আর বিরহিণী-প্রাণে,—
যেমতি বরিষা-কালে তটিনী আকুলা চলে
প্রেমাবেগে মাতোয়ারা সাগরের পানে,—

গলায় প্রসারি কর উপনীতা প্রিয়তর,
[illegible] যথা প্রেম-রজ্জু [illegible],—
যেমতি [illegible]-মনে মহাশ্বেতা-তপোবনে
প্রিয়-সমাগমে চলে গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী।

গমনে চিন্তিত মনে কহে "সখি, অকারণে।
মদলেখে,—চলিনু কি আশ্রয়-ভবন ?
বিরহ-অনল-জলে অর্পিয়া ভবনে চলে
অতিশয় নির্দ্দয় কুমারাচরণ!

পত্রলেখা মিছা ছলে ইহা মনে নাহি বলে
কেমনে করি যা বল তায় অপ্রত্যয়,—
কঠিন পুরুষ-মন, আসা যদি অকারণ,—
প্রত্যাগতে দ্বিগুণিত দহিবে হৃদয়!

দম্পতি-বিলাস-নীরে বিরহ-কুম্ভীর ফিরে
প্রেমের তরঙ্গে গুপ্ত,—আবরিয়া কায়,
নাহি জানে যে যুবতী নিমজ্জিতা সেই সতী
কুল, মান, প্রাণে তার বাঁচা বড় দায়!

অকৃত্রিম ভালবাসা নিরখি ত্রিদিব-বাসা
চির-ভোগ বিধাতার নাহি সহে প্রাণে,—
বিচ্ছেদ-বিরহ-জ্বালা ছায়ায় করিয়ে কালা
অচিরে অবলা-মনে হলাহল দানে!"

নানা শঙ্কা জাগে মনে নানা কথা-আলাপনে
ব্যাকুলিনী, সচকিতা গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী—
অন্তর আবেগ-ভরা হেরিলা নয়ন-হরা
চন্দ্র-রূপে অনুরাগী নিশি সুহাসিনী!

হেমকূট-শৈল-শৃঙ্গ কিরণে সুবর্ণ-অঙ্গ
আহা মরি! নগেন্দ্রের মুকুট যেমন,—
কাননে পাদপ-পুঞ্জ হেমাভ লতায় কুঞ্জ
কম্পিত কদলী-পত্রে বিজলী-সৃজন!
মাধুরী-লতিকা-মালা কিরণে সুষমা-ঢালা
আপন-ভবন ঢাকে হেম-জাল-ছলে,—
আমূল কুটিজ-ফুল মরকত-স্তম্ভে তুল
উপজে সে তৃণ-অঙ্গে স্ফটিকের স্থলে!
বিরঞ্জিত কুঞ্জ-পাশে অধরে মধুর হাসে
সুরক্তিম রাগে চারু অশোকের তরু,
কিশোরের আভাময়, নাচে নব কিশলয়
মধুর শিঞ্জনে বায়ু মাচাইছে চারু!
অম্বুবন মনোলোভা, চৌদিকে শ্যামলা শোভা,
আভাময় স্বর্ণ-প্রভ হিমাংশু-কিরণে—
যেন রে প্রকৃতি সতী প্রেমের তরঙ্গে মাতি
নিজ-অঙ্গ অঙ্গরাগে রঞ্জিলা যতনে।
কমল-পরাগ-মাখি হলাহল বক্ষে ঢাকি
মলয়জ বিজনীছে বিরহ-দহন,—
বিমল চন্দ্রমা-করে সে গরল দ্রব করে,
পত্র-স্বরে মর্-মর্ ভাচিছল্য জ্ঞাপন!
অলক্তে আরক্ত পদ যেন ভাসে কোকনদ
নীল-হ্রদ-সম-শ্যাম সব দুর্বাদলে,—
উদিল অরুণ কিবা মৃদু শশধর-বিভা
দীপ্তিমান যবে চারু বদন-কমলে।

যুগল কমল-করে প্রকম্পিত থরে, থরে—
কহে যবে "পূর বাঞ্ছা হে রতি-রমণ,—
মেঘ-আশে চাতকিনী চলেছে এ বিরহিণী
নিজ-গুণে মনমথ-প্রদান জীবন।
নাচিল দক্ষিণ-অঙ্গ নয়নে স্পন্দন-রঙ্গ
অমনি অশিব-শঙ্কা উপজিল মনে
সহসা বায়স যত শোক করি সংঘোষিত
ত্রাসিত, স্তম্ভিত করে কম্পিত সঘনে।
ধ্বনিল পেচক ত্রাসে শিরঃ 'পরে রুক্ষভাষে
কহে যেন "স্ব ভবনে ফির বিরহিণি ;"—
শুনে ধনী রুদ্ধ গতি, যেমতি চঞ্চল মতি
হরি-মুখ দরশনে বনে কুরঙ্গিনী!
কম্পিত অধরে কয় "একি লীলা দয়াময়,—
প্রদানিলে এতকাল বিরহ-যাতন,"—
পত্রলেখা-বাক্য-রূপে ডুবা'য়ে আশার কূপে
আরম্ভিলে পরিণামে নিরাশা-ছলন?
এখনো কি বিধাতার বাকি দগ্ধ বাসনার
কঠোর মানস-বাঞ্ছা না হ'ল পূরণ—
চলিনু প্রাণেশ-পাশে ত্রাসের বিভূতি হাসে
নাহি জানি কিবা শেষে ঘটে বিড়ম্বন?
বিধি যবে প্রতিকূল নির্ম্মূল আশার মূল
কঠিন নিয়তি ভাবি মন প্রকম্পিত,
বিধু যবে অস্ত যায় সহস্র-কিরণ তায়
অংশুদানে নাহি পারে করিতে রক্ষিত,—

দিনকয় সোহাগিনী প্রফুল্লা যে সরোজিনী
বিপন্না, সলিল-হীনা হেরিলে নয়নে
প্রিয়তম থয়, করে অচিরে বিশুষ্ক করে
অসময়, বাম বিধি, হেরিয়া দর্শনে !
অস্ফুট-রোদন-ধ্বনি কাঁদে বন-বিনোদিনী
পুনঃ মন ত্রাসে চকিত—
কহে "আনন্দের মাঝে কেন নিরানন্দ সাজে
কেন প্রাণ হ'তেছে কম্পিত ?
কি যেন অশিব আসি বিকাশিছে অট্ট-হাসি
ক'রে হৃদে কালিমা-সঞ্চার,—
কি যেন ঘটিল সখি, হাহাকার বিধুমুখি,
আশ্রম করিছে অধিকার" !
হেন কহি সখি-প্রতি, আশ্রমে সত্রস্তগতি
ঊর্দ্ধশ্বাসে হ'লে উপনীত,—
সবে হেরে শোকাচ্ছন্ন নয়নে বিষাদ-চিহ্ন
অমঙ্গল যেন সংঘটিত !
ইতস্ততঃ দৃষ্টি ক'রে হেরিলা ভূতলে পড়ে
"পুষ্প-শূন্য উদ্যানের প্রায়,—
বারি-শূন্য সরোবর, পত্র-শূন্য তরুবর,
প্রাণ-শূন্য প্রাণেশের কায়" !
নিরখি সে দুঃখ ধনী, করি হাহাকার ধ্বনি
কাদম্বরী পতিতা ভূতলে ;—
যেন ছিন্ন-মূল-লতা শোকে হ'ল অবনতা
পূর্ণ-শশী রাহুর কবলে !

শোকে দেহ সংজ্ঞা-শূন্য বিমলিন সে লাবণ্য
জল-হীন যেন ক্ষীণ মীন,—
লুকায় জোছনা-মাখা বদনে আনন্দ-রেখা
নিমীলিত নয়ন মলিন!
মদলেখা দ্রুত ক'রে অমনি ধরিলা করে
পত্রলেখা পড়ে ভূমিতলে—
সংজ্ঞা-হীন হ'লে কায় ভীষণ শোকের ঘায়,—
চারি দিকে শোক-ঝঞ্ঝা চলে!
বহুক্ষণ হ'লে অন্ত কাদম্বরী-প্রাণ-কান্ত
প্রিয়তম-মুখ-চন্দ্র-পানে—
তৃষিত চকোরীপ্রায় সস্পৃহ লোচনে চায়
হানে ভালে স্বকর-কঙ্কণে
পুনঃ যবে ভূমে পড়ে মদলেখা আর্ত্ত-স্বরে
কহে "শুন গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি,—
তোমা বই কেহ আর নাহি রাণী মদিরার,
চিত্ররথ-নয়নের মণি;
নিদারুণ শোকে শীর্ণ,— স্বর্ণ-আভা পাণ্ডু-বর্ণ,
হৃদি যেন বিদীর্ণের প্রায়,
ধৈর্য্য ধর কমলিনি, সবে ক'রে কাঙ্গালিনী,
জীব-লীলা যেন সাঙ্গ-প্রায়।
কাদম্বরী উন্মাদিনী,— হাসি কহে ব্যাকুলিনী,
"হৃদি মোর পাষাণে নির্ম্মিত,
এখনো কি বুঝ নাই,— এ দেহের অন্ত নাই,
অপরূপ বিধির গঠিত।

যার-তনু অদর্শনে,— প্রাণ যায় হ'ত জলে,
তাঁর দেহ হেরি প্রাণশূন্য,—
বজ্র হ'তে এ কঠিন,— কখনো কি হবে লীন?
শমন-অগ্রাহ্য করে গণ্য!
না মরিনু'হেন তাপে,— মোর নামে মৃত্যু কাঁপে,
কিন্তু তার বড়াই ভাঙিব ;—
জীবন-সম্বল-সঙ্গে চিতার অনল-অঙ্কে
মনোরঙ্গে,—এখনি পশিব!
সখির বৈধব্য স্ম'রে বিষাদে জীবন ভরে,—
প্রেম-হার দোলাব গলায়;—
কভু নাহি ছিল মনে, অঘটন-সংঘটনে,—
ধৃত-নিধি অন্তরে লুকায়।
পুনঃ তাঁর দেখা পাব,— অন্তিমে সে সঙ্গে যাব,
হেন আশা না ছিল অন্তরে,—
প্রিয়তম-অদর্শনে রবে প্রাণ সে রহনে,
কে ভাবিত সে গন্ধর্ব-পুরে।
বিধাতা সদয় হ'য়ে,— মনঃসাধ মিটাইয়ে,
মিলাইল চরণ তাঁহার,—
সে চরণ বক্ষে ধরি, যদি দেহ পরিহরি,—
কি আর সৌভাগ্য অবলার?
যাহারা আলয়ে থাকে,— বান্ধব-অপেক্ষা রাখে;
মোর, সখি! ঘুচিল সে ভয়;
যত ক্লেশ ছিল মনে শান্তি হ'ল একদিনে
হেরি তাঁর বদন বিনয়।

লজ্জা, ধৈর্য্য, কুল, মান, বিনয়, স্ব-অভিমান
শিরে তাঁর পড়ে জলাঞ্জলি,—
নেত্রানন্দ সঙ্গে ভয় অন্তরে হইল লয়,—
শিরে যাঁর চরণের ধূলি !
জীবন-সম্বল ছাড়ি এখনো কি সহচরি,—
অনুরোধ জীবনের তরে,—
আবার এ ঘৃণাকর লজ্জাহীন কলেবর
নিয়ে যাব সুখ-শূন্য ঘরে !
গৃহে গিয়ে সখিগণ, কর যত্ন অনুক্ষণ
পিতৃ-মাতৃ-জীবন রক্ষায়,—
স্নেহ-নীড় হেরি শূন্য পোড়া বিহঙ্গিনী জন্য
যেন শোকে প্রাণ না হারায় !”
নিদারুণ শোক-সনে ভকতির সংঘর্ষণে
হৃদে দীপ্ত তড়িত-অনলে—
হ'ল পুনঃ সংজ্ঞা-শূন্য মূর্ত্তিমতী সে লাবণ্য,—
স্বর্ণ-লতা পতিতা ভূতলে !
বাণ-বিদ্ধা কুরঙ্গিনী সচকিতা উন্মাদিনী
ব্যাকুলিনী প্রাণেশের পানে
সতৃষ্ণ নয়নে চায় ফিরি কহে পুনরায়
বিষাদিনী সখী-সন্নিধানে।
“অজনের মধ্যগত সহকার অরোপিত
দিবে বিয়া মাধবীর সনে,—
অশোক-বকুল যেন নাহি করে উৎপাটন,—
সঙ্গ-হীন হেরি উপবনে,—

"কাদম্বরী-সারিকা মম শুকে স্নেহ অতুলন,—
ত্বরা করি বন্ধন মোচন,—
নকুলী রাখিবা পাশে অভাগী-স্মরণ-আশে,—
হরিণীকে দিবে তপোবন।
বীণা-যন্ত্র আদি যত অন্য দ্রব্য অভিপ্রেত
যাহা রুচি নিবে আত্ম-জ্ঞানে,—
ক্রীড়া-শৈল প্রিয়তম বিলাসিনী-মনোরম
দিও কোন যোগ্য তপোধনে!
শয্যার উপরিস্থিত কাম-মূর্ত্তি পটাঙ্কিত
স্বীয় করে ক'রে উৎপাটন—
করি পরে শত খণ্ড চরণে দলিবে মুণ্ড,
দেব-রূপী নহে কদাচন।
চন্দ্রমা-স্নিগ্ধ-কিরণে, চুয়া-নীরে, সু-চন্দনে,—
সুশীতল চারু শিলাতলে,
ফুল্ল-কমলিনীতলে, কুমুদ, শৈবালদলে,
গাত্র-দাহে যেত প্রাণ জ্ব'লে,—
পুরবাসী-নারী-গণ, হ'তে কত উচাটন,
প্রাণ মম যায়, যায় ব'লে।
আজি সে সন্তাপ-জ্বালা, প্রিয়তম ধরি গলা,
নির্ব্বাপিব চিতার অনলে!
এস প্রিয়-সখি-গণ, ধর মম আভরণ,
বিলাইও দরিদ্র ব্রাহ্মণে,—
আর যেন নারী-কুলে না আসি এ ভূমণ্ডলে,
এই ভিক্ষা মাগিও চরণে"—

মহাশ্বেতা-কণ্ঠ-ধরি, কহে প্রিয়-সহচরি,—"
তুমি তবু রেখেছ জীবন,
আশা-মৃগ-তৃষ্ণিকায়, বিমোহিতা করে তায়,—
সহ শোক-শেলের পীড়ন!
মোর হেন আশা নাই ঈশ্বরে প্রার্থনা তাই,
জন্মান্তরে যেন দেখা পাই,—
হ'ল ভব-লীলা-সাঙ্গ,— প্রাণেশের অপ-অঙ্গ,
দর্শনান্তে পিয়াসা মিটাই।"
এত বলি কাদম্বরী,— পতির চরণ ধরি,—
মুক্ত অঙ্কে স্থাপিলা যখন,—
যেন পুষ্পাধারে পদ্ম শোভিল মণ্ডিত সদ্ম
দীপ্ত যায় আনন্দ ভবন!
শোকের নীরদ-ভাসি আবরে সুষমারাশি
রাজবালা বাতুলা যেমন—
"হা নাথ, হা নাথ," বলি অমনি পড়িল ঢলি
সংজ্ঞাহীন শবের মতন!
অপূর্ব্ব দৈবের রঙ্গ স্পর্শমাত্র সতী-অঙ্গ
শব-অঙ্গ হ'ল জ্যোতির্ম্ময়—
চন্দ্রোজ্জ্বল চারু শোভা আহা কিবা মনোলোভা
দেশ-দীপ্ত কৌমুদী-নিলয়!
অন্তরীক্ষে হ'ল বাণী,— "মহাশ্বেতা তপস্বিনি,—
যে আশায় রেখেছ জীবন—
সিদ্ধ হ'বে মনস্কাম সতীর পবিত্র নাম
সমুদীত হ'বে ত্রিভুবন।"

মম স্নিগ্ধ সুধা-রসে অবিকৃত মম পাশে
পতি-দেহ রেখেছি যতনে,—
কাল গেলে নিরাশ্বাস হইও না মম ভাষ
ধ্রুব সত্য বিশ্বাসিয়া মনে।
চন্দ্রাপীড়-দেহাকাশে জীবন-তারকা-খসে
কাদম্বরী-সতী-দরশনে—
অবিকৃত র'বে কায় মম স্নিগ্ধ রশ্মি তায়
উদ্ভাসিত পীযূষ-বর্ষণে।
হ'লে তার শাপ-অন্ত কাদম্বরী-প্রাণকান্ত
পুনঃ পরে হ'বে সঞ্জীবিত ;—
না করিবে সংস্কার,— সু-রক্ষিবে দেহ তার ;—
প্রবোধিতে রাখি সন্নিহিত !
প্রিয়তম-সমাগমে দীর্ঘকাল সুখাগমে
সখিদ্বয় যাপিবে জীবন,—
উভয়-প্রত্যয়-তরে শব রক্ষি সতী-করে
সুসেবিত কর সংরক্ষণ" !
শ্রবণে আকাশ-বাণী নভঃ-পানে চাতকিনী
রহে যেন চিত্র-ছবি-প্রায়,—
অনিমেষ দুনয়ন গন্ধর্ব-নন্দিনাগণ
ভাবি অদ্ভুত দেব-লীলা হায় !
তুষারের জ্যোতিঃস্পর্শে পত্রলেখা সংজ্ঞা অর্শে
দ্রুত ছোটে যেন উন্মাদিনী—
ইন্দ্রায়ুধ-সন্নিধানে কহিলা আকুল মনে
"রাজ-পুত্র ত্যজিল ধরণী,

এখন তোমার আর বহি পশু-দেহ-ভার
নাহি কাজ করহ প্রস্থান,”—
এত বলি বল্গা ধরি স্কন্ধে স্থাপিত কায়
মুক্ত-করি করিলা পয়ান !
অশ্ব-পূর্ব্ব-স্মৃতি-গুণে ধায় পত্রলেখা-সনে
দোঁহে পড়ে অচ্ছোদের নীরে,—
অম্বু হ'তে আচম্বিত দীর্ঘ জটা সুশোভিত
মুনি-সুত সমুত্থিত ধীরে !
জটাতে শৈবাল-রাশি, সর্ব্বাঙ্গ সলিলে ভাসি,
ধরেছে কি অদ্ভুত-মূরতি,—
যেন বা সে সিন্ধুজাত জল-নর নবাগত,
সমুদ্ভূত কিম্ভূত-আকৃতি !
মহাশ্বেতা এক মনে, অনিমেষ দু-নয়নে
হেরে দিব্য মুনির বদন,—
যেন পূর্ব্ব-পরিচিত, হ'য়ে মনে পুলকিত,
সবিস্ময়ে ভাবে মনে মন।
চিন্তা-সরিতের স্রোতে, স্মৃতি-পথে আচম্বিতে,—
সমুদিত,—আকুল অন্তর,—
অকূল-আঁধার-ময়, হেরে বিশ্ব-সমুদয়,
স্থাবর, জঙ্গম, চরাচর !
না সরে রসনা তার, হৃদয়ে আবেগ-ভার,
ছল-ছল নয়ন-যুগল,—
কম্পিত,-অবশ কায়, মুনি-সন্নিধানে ধায়,—
'শোক-ভঙ্গ যেন কণ্ঠ-রুদ্ধ।

হেরি তায় বিচলিতা, চিন্তা-নীরে নিমজ্জিতা,
সবিস্ময়ে কহে তপোধন,—
"বহুদিন হ'ল গত, এ আশ্রমে উপনীত,
বিধাতার বিচিত্র ঘটন !
পুণ্ডরীক-সখা ব'লে, পরিচিত তব স্থলে
চিনিলে কি গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি ?
ভক্তি-শোকে মহাশ্বেতা গল-লগ্নী-বাসকৃতা,
পদ-প্রান্তে পতিতা অমনি !
কহিলা গদ্‌গদ্ ভাবে "ফেলি মোরে শোক-গ্রাসে
কোথা ছিলে এতকাল দেব কপিঞ্জল,—
কোথা তব সখা বল, বৈধব্য-বিরহানল
ধক্ ধক্ দহে হৃদি, দীপ্ত অবিরল !
অমা-অন্ধকার-সম বিরহ-বিষাদ মম
রহিবে কি চিরতরে জীবনে মিশিয়া ?
নিরাশার অট্টহাসি তীব্র হলাহল রাশি
রাখিব কি চিরদিন মরমে পুষিয়া ?
হৃদি-ব্যাপ্ত প্রেম-রাগ জীবনের যোগ, যাগ
মিশিবে কি অবশেষে বিস্মৃতি-পাথারে ?
নিদারুণ শোকানল দহিয়া মরম-তল
পশিবে কি দেহ-সহ সমাধি-বিবরে ?
কহ,—কহ,—ত্বরা করি জীবনের সহচরী—
হবে কি এ জনমে এ হত ভাগিনী ?
আর বল কতকালে দুর্ভাগা দুঃখিনী-ভালে
পোহাইবে ভয়ঙ্করী শোকের যামিনী ?"

শুনি মহাশ্বেতা-বাণী কাদম্বরী চাতকিনী
শুষ্ক কণ্ঠে উৎকণ্ঠিত চিতে—
সহ যত সখীগণ অনুচর শুদ্ধ মন
চিত্রবৎ হেরে সেই ভিতে !
যেন স্বপনের কালে সুষুপ্তির মায়াজালে
অসম্ভব সম্ভোগে দর্শন—
নিমগ্ন উৎসুক-নীরে তপস্বী-উত্তর-তরে,
শুনিবারে অদ্ভুত ঘটন !

পুণ্ডরীক-মৃত্যু-অন্তে ঘটে যে সকল
ঘটনা স্মরিয়া অশ্রু ঢালে কপিঞ্জল !

ষষ্ঠসর্গ-সমাপ্ত।

সপ্তম-সর্গ

—•⁘•—

কহে কপিঞ্জল "স্মর সে ঘোরা যামিনী,—
বন্ধু-শব অঙ্কে ধরি ব্যোমে ধায় ব্যোমচারী
শোকাচ্ছন্না মহাশ্বেতে, পতিতা ধরণী,—
"ওরে দুরাত্মন,—তুই বন্ধুকে হরিয়া—
কোথায় পালাবি" বলি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলি
গগন-মণ্ডলে দ্রুত সন্তাপিত হিয়া !
শব্দ-হীন জ্যোতির্ম্ময় প্রশান্ত সে জন—
স্বর্গ-মার্গে উপনীত বৈমানিক চমৎকৃত
প্রফুল্ল নয়নে কত করে নিরীক্ষণ !
দিব্যাঙ্গনা, সিদ্ধাঙ্গনা চৌদিকে পালায়,
ক্রমশঃ পশ্চাৎ সঙ্গে ধাইনু সত্রস্তাপাঙ্গে
ব্যাস-হীন ব্যোম-দেশে শোভার আলয় !
ঊর্দ্ধে, ঊর্দ্ধে বায়ু-স্তর করি অতিক্রম—
জ্যোতিঃ—বিমণ্ডিত কত গ্রহরাজি বিরাজিত
বিবিধ বরণ-ছটা অঙ্গে মনোরম

কোটি কোটি সূর্য্যকান্ত-মণি-সমুজ্জ্বল,—

শোভিছে তপন-কায় [illegible]

বিদ্যুত-মণ্ডিত-ধ্বজ,—অনন্ত-অনল।

ধরণী-গর্ভ-সম্ভূত [illegible]

লোহিতাঙ্গ শক্তি-করে গগন উজ্জ্বল ক'রে

কুমার মঙ্গল-গ্রহ চারু শোভা পায়।

প্রিয়ঙ্গু-কলিকা-শ্যাম-প্রতিম-স্বরূপ

সৌম্য সর্ব্ব-গুণাধার ইন্দু-সুত চমৎকার

সুকুমার বুধ-গ্রহ, লাবণ্যের কূপ!

দেব-গুরু জ্ঞানার্ণব, বাগ্মিতা-বৈভব,

ত্রৈলোক্যের বন্দ্যভূত বৃহস্পতি সুশোভিত

অনন্ত-কনক-কান্তি অঙ্গে সমুদ্ভব!

হিম-কুন্দ-মৃণালাভ,—দধি-শঙ্খ প্রায়,—

কিম্বা সে ধবল-গিরি শ্বেতাঙ্গ গগন-চারী

শুক্রাচার্য্য দৈত্য-গুরু,— সর্ব্বজ্ঞ ধরায়।

নীলাঞ্জন-সুরঞ্জিত ছায়ার নন্দন-

গলে চন্দ্রমার মালা আ মরি! সুষমা-জালা

গগন-অম্বরে করে মাধুর্য্য-বর্দ্ধন!

চন্দ্রাদিত্য বিমর্দ্দক ঘোর অর্দ্ধকায়—

রাহু সিংহিকার সুত রৌদ্রমূর্ত্তি আবির্ভূত,—

দর্শনে বিরাট দেহ,—ভীতির সঞ্চার!

ক্রূর মহা-ঘোর কেতু তারকা-দলন

তৃণ-ধূম সমপ্রভা অর্দ্ধাঙ্গ কালিমা-আভা

রুদ্র-সুত দেহ যেন শমন-ভবন।

বায়ু-বিরহিত ঘোর অনন্ত-অন্তরে
বিম্ব-প্রতিবিম্ব হেন অন্তরীক্ষে শোভে যেন
জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল কত নেত্র তৃপ্ত ক'রে!
অবনীর অনুরূপ অনন্ত শরীর,—
ধাতু-বিমণ্ডিত-কায় অতি দূরে দীপ্তি পায়
উজ্জ্বল আলোক-অঙ্গে যথা পৃথিবীর!
খনিজ রজত, স্বর্ণ কত পৃষ্ঠতলে,—
কেহ বা সু-নীরে প্লুত কেহ ধূম-সমন্বিত
কেহ বা বিদগ্ধ-কায় উত্তাপ-অনলে!
গগন-অম্বুধি-দ্বীপে জীবের আবাস,—
মর্ত্ত্য-লীলা হ'লে সাঙ্গ পশে আত্মা জ্যোতিঃ অঙ্গ
প্রাক্তন-কর্ম্মের ফলে সে দূর নিবাস!
উপনীত যবে ক্রমে সে দিব্য ভবন,—
অমরার প্রান্ত-দেশে, ভূমণ্ডল তারা-বেশে
অসীম অনন্তে হেরি করে বিচরণ!
চন্দ্রমা-মণ্ডল বেড়ি তারকা নিচয়
ষোল-কলা-নিধি-সঙ্গে কি লাবণ্য চারু অঙ্গে
নীল, পীত, সিত ছটা,—নিত্য জ্যোতির্ম্ময়!
চারু চন্দ্রালয়ে সভা নামে "মহোদয়",—
সখা-শব করি যত্ন রাখিলা সে দেব-রত্ন
চন্দ্রকান্ত-সুপর্য্যঙ্কে,—রত্নের আলয়!
কহিলেন দেবোত্তম "শুন কপিঞ্জল,—
জগতের হিতে ব্রতী গগনে বিকাশি জ্যোতি,
তমোহা চন্দ্রমা আমি,—সুস্নিগ্ধ, সরল!

বিনা অপরাধে, হ'য়ে বিরহে কাতর—
এই সে বয়স্য তব　　দিলা শাপ কিবা কব
প্রাণান্ত-সময়ে মোরে অতি ঘোরতর ?
"শুনরে চন্দ্রমা,—তোর সুবিমল কর,—
করিল সন্তপ্ত অতি,—　　মদনে মাতিল মতি,—
প্রিয়ার কারণে হ'য়ে আকুল অন্তর,—
ত্যজিনু এ দেহ-সহি যাতনা যেমন ;—
জন্মি তুই ভূমণ্ডলে　　জলিয়া বিরহানলে,—
বারংবার মম সম ত্যজিবি জীবন" !
বিনা-দোষে শাপ-গ্রস্ত হইয়া অমনি,
বৈর-নির্য্যাতন-তরে,　　শাপিনু এ তপস্বীরে,-
কম্পিত অধরে কহি এ নির্ঘাত বাণী,—
"রিপু-দাস ওরে মূঢ় !　অতি-অকারণ,—
যেমন শাপিলি মোরে,　　এ হেন যাতনা ঘোরে,—
বারংবার দেহ-ধরে,—ত্যজিবি জীবন !"
ক্রোধ-শান্তি হ'লে পরে শুন কপিঞ্জল,—
হেরিনু ধেয়ান-যোগে　　মম রশ্মি-সু-সংযোগে
সমুদ্ভূত অপ্সরার যে কুল নির্ম্মল—
গৌরী নামে সেই কুলে গন্ধর্ব্ব-কুমারী
মহাশ্বেতা তার সুতা　　পতি-ভাবে পতিব্রতা
এ মুনি-নন্দনে বরে,—রম্যা সুকুমারী,—
নবীন যৌবন তার, বিমল মাধুরী,—
সরল কোমল প্রাণ　　কোপান্ধ হারা'য়ে জ্ঞান
নিজ জনে করিলাম দুঃখ-সহচরী !

তীব্র অনুতাপ মনে হইল উদয়,—
পূর্ব্বে প্রদানিয়া শাপ বৃথা এবে মনস্তাপ,—
ক্ষুণ্ণ মনে সংশোধনে হ'য়ে নিরুপায়,—

যাবৎ এ শাপ-পাপ না হয় মোচন—
তোমার বন্ধুর দেহ না স্পর্শিতে পারে কেহ
মহা যত্নে এ'নে হেথা করিনু স্থাপন !

শাপ-অবসানে হবে প্রাণ-সঞ্চারিত,
আশ্বাসিয়া মহাশ্বেতা বিবরিনু এ বারতা,—
যাও তুমি শ্বেতকেতু-সদনে ত্বরিত !

মহান্ প্রভাবান্বিত সেই তপোধন,
এ বৃত্তান্ত সবিস্তারে শ্রুতি-গত হ'লে পরে,
প্রতিকার সংসাধিবে অবশ্য এখন"

চন্দ্রমার উপদেশ করিয়া শ্রবণ—
চলি দেব-মার্গ দিয়া, শোক-সন্তাপিত হিয়া
শ্বেতকেতু-সন্দর্শনে সে দিব্য-ভবন !

যথাক্রমে সপ্ত স্বর্গ করি অতিক্রম,—
হেরিনু তদূর্দ্ধে দিব্য বৈকুণ্ঠ নির্ম্মাণ,—
সদানন্দময়ী পুরী যথায় শ্রীহরি
নিবসে অনন্ত সুখে,—মনোরম্য স্থান !

বাল-বিভাবসু-বসু-রাশি-প্রফলিত—
রঞ্জিত নীরদ-খণ্ডে দামিনী-আলয়,—
কিম্বা তায় কোটি ইন্দু-প্রভা-উদ্ভাসিত,
অতৃপ্ত মানসে অংশু যেন যুক্ত রয় !

দ্বারে দণ্ড-হীন দ্বারী বিহগেন্দ্র-বলী
তড়িদ্গতি শান্তমতি বৈষ্ণব প্রধান—
অনুজ-প্রতিম স্নেহে হ'য়ে কুতুহলী,—
অতি যত্নে সম্ভাষিলা দ্বিজ মতিমান্।

অদূরে ধ্বনিল সুর-মৃদঙ্গ মধুর—
শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, শিঙ্গা অগণন,—
দিব্য-বেশী বিষ্ণু-সখা বালক সুন্দর
সংকীর্ত্তনে মাতাইল সে দিব্য প্রাঙ্গন!
মুহুর্মুহু হরি-ধ্বনি ধ্বনিল গগনে,—
প্রবেশিলা ভক্তবৃন্দ ভক্তির মন্দিরে,
শান্তি, ভক্তি সম্মিলিত দিব্য আলিঙ্গনে
বিমল আনন্দ-স্রোতে ভাসিল অধীরে,—
প্রেমে মত্ত ভক্তবৃন্দ গলে, গলে ধরি
মহানন্দে প্রবেশিল মুক্তির উদ্যানে,
মন্দার-কুসুম-মাল্যে বিভূষিত করি
দিব্যাঙ্গনা বিরঞ্জিল অলকা, চন্দনে;
নিরখিনু দ্বারে তার অতি রম্য বেশে
যষ্টি-করে সর্ব্ব অঙ্গে বিষ্ণু-নাম আঁকা—
শরীর কঙ্কাল-সার,—সু-পলিত কেশ,—
বিচিত্র পুরুষ এক দাঁড়াইল বাঁকা!
ইনিই বিবেক-জ্ঞান রহে সর্ব্ব ঘটে
হিত-ভাষ যেবা তার না করে শ্রবণ
অচিরে সে ধরা-মাঝে পড়ে ত্রিসঙ্কটে,—
বৈকুণ্ঠ-নিবাস তাঁর করিনু দর্শন!

পশিল বালক-বৃন্দ প্রেম-পূর্ণ মতি,—
পরম পবিত্র বৃদ্ধ স্থবিরা প্রাঙ্গনে—
হেরিলাম বৃদ্ধাবাসে ক্রম হরিদ্যুতি,—
"কল্প-বৃক্ষ"-আখ্যা যার এ তিন ভুবনে।
প্রেম-ভক্তি শাখাদ্বয় সুচারু সুন্দর,—
শিরে শোভে "হরিনাম" বিজয়-নিশান,—
ত্রিপত্রে করুণা-ধারা ঝরে দর্-দর্
মূলে পূর্ণ-মনস্কাম রহে বিদ্যমান্!
বল্কলে বিতরে সুধা বিরঞ্চি-বাঞ্ছিত,—
পানে,—পরশণে মনে নিত্যানন্দ ধায়,—
সৌরভে অন্তর করে চির-আমোদিত,—
শ্রীহরি-পিয়াসা-প্রেম-পীযুষ বিলায়।
প্রেমের চুম্বকে চিত্ত-লৌহে আকর্ষণ—
করিলা,—প্রেমিকবৃন্দ ভকতির টানে,—
শ্রেণীবদ্ধ চলে সবে ক'রে সংকীর্ত্তন,—
নাচিল তরঙ্গময়ী কৃষ্ণ-গুণ-গানে;—
মূর্ত্তিমতী মন্দাকিনী মকর-বাহিনী
স্নেহাবেগে ধ'রে অঙ্কে যত ভক্তগণ—
তারিলা অপর তীরে জগত-তারিণী
দিয়ে নীর-ক্ষীর-সুধা জননী-যেমন!
কৃষ্ণ-সখাগণ ভক্তি-যুক্ত যুগ করে,—
মহানন্দে করে সবে হরি-জয়-ধ্বনি,
অর্গলিত গর্গারাধ্য,—রম্য মনোহর—
মুরারি-মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত অমনি!

কোটিকোটি সৌদামিনী উজলি গগনে
বাঁধিল সহসা যেন যুগল নয়ন ;—
অনন্ত-কুসুম-বাস মাখি সযতনে
স্ব-অঙ্গে,—সরঙ্গে বহে স্নিগ্ধ সমীরণ !
অনন্ত জীবন্ত যত নক্ষত্র-নিচয়
মন্দিরে বিরাজে কোটি কোহিনুর প্রায়,—
অনন্ত সুবর্ণ-ছটা স্তম্ভে অভ্যুদয়,—
প্রতিবিম্ব গঙ্গা-অঙ্গে সু-রঙ্গে খেলায় !
অনন্ত কোকিল মিলি পঞ্চম ঝঙ্কারে
আকুল মানসে করে কৃষ্ণ-গুণ-গান,—
বসন্ত অনন্ত-ভাবে প্রতিভা বিস্তারে ;—
লীলাময়ী প্রকৃতির পূর্ণ অধিষ্ঠান !
আদ্য-খণ্ডে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর-প্রসবিনী
বিরাজে সর্ব্বমঙ্গলা উজলি বিমান,—
যোগাদ্যা, যোগীন্দ্র-জায়া, ত্রিগুণ-ধারিণী,—
পদে ধ্যান-রত হরি, বিরিঞ্চি, ঈশান !
মৎস্য-কূর্ম্ম, নরসিংহ, বরাহ, বামন,—
আদি দশ-অবতার রাজে অন্তভাগে,
কৃতার্থ সে শোভা হেরি দর্শক-দর্শন—
সে সৌভাগ্য সুদুর্লভ লক্ষ কোটি যাগে।
রাধা-কৃষ্ণ যুক্তাকারে ওঙ্কারে অঙ্কিত,—
গুরু-রূপে বৈষ্ণবের রহে সহস্রারে,—
অখণ্ড-মণ্ডলাকারে ভুবন ব্যাপিত,—
সে মুর্ত্তি তৃতীয়-কক্ষে প্রতিভা বিস্তারে !

চতুর্ব্বর্গ-ফল-দাতা, নির্ব্বাণ-কারণ,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালাধারী
শ্রীবৎস-লাঞ্ছন বিষ্ণু কৌস্তভ-ভূষণ
বিরাজে চতুর্থ কক্ষে ত্রিভঙ্গ মুরারি!
রত্ন-সিংহাসনোপরি কঞ্জের শয্যায়
উপবিষ্ট জগদিষ্ট, জগত-রঞ্জন,—
বিরজা, বিমলা, বৃন্দা চামর দোলায়,—
পদ-প্রান্তে রমা করে চরণ-সেবন!
চন্দ্রার্ক-তড়িত-কোটি-নীরদের ঘটা
বিদ্যুচ্চন্দ্র অঙ্গে কত হ'য়েছে উদয়,—
লক্ষ্মী-রূপে ক্ষণপ্রভা বিমলিন ছটা
শ্রীহরি-চরণে যেন লুকাইয়া রয়!
কমলজ ত্রিনয়ন বঙ্কিম সুঠাম,—
মুকুট-অঙ্গদ শিরে,—সুচাঁচর কেশ,—
শারদ-পার্ব্বণ-চন্দ্র-আস্য,—হাস্যধাম,—
ভৃগু-পদ-অঙ্ক হৃদে,—অঙ্গে পীতবেশ!
পরাৎপর, পরমাত্মা, ব্রহ্ম-সনাতন,—
সাকার যুগলরূপে নিরখি নয়নে
ভক্তবৃন্দ জয়ধ্বনি করি উত্তোলন
নমিল জগতারাধ্য বিষ্ণুর চরণে!
উদ্দেশে প্রণমি দ্রুত রমা-নারায়ণে
ছুটিনু বিমান-পথে মুনির আশ্রমে,—
পথি-মধ্যে মহাশ্বেতা দুর্ভাগ্য-কারণে
লভিনু প্রণাম-তারা তপস্বী-উদ্দেশে—

কোপন-স্বভাব ঋষি রুষ্ট অতিশয়,—
ভ্রুকুটি বিস্তারে কহে কম্পিত বচনে—
"ওরে দুরাত্মন্,—তুই গর্ব্বিত হৃদয়—,
বৃথা তপোবলে হেলা করিলি ব্রাহ্মণে,
বয়োজ্যেষ্ঠ আমি তোর,—জনক-সমান,
না করিলি লোকোচিত সম্ভ্রম-দর্শন,—
যৌবন-গৌরবে মূঢ়, হইয়ে অজ্ঞান,—
তুরঙ্গ-গমনে মোরে করিলি লঙ্ঘন,—
এ পাপে ঘোটক-দেহে জন্মিবি ভূতলে,—
অমোঘ দ্বিজের বাণী,—না হবে খণ্ডন,
শ্রুতি-মাত্র কম্পকায় নমি পদ-তলে
কৃতাঞ্জলি পুটে কহি সজল নয়ন—
"বয়স্ত-বিরহে অন্ধ, একান্ত কাতর,—
চলিনু উন্মাদ-প্রায়, শুন মহামতি,
অবজ্ঞা-কারণ-হীন জেনে এ অন্তর—
ক্ষমা করি ভগবন্,—ঘুচাও দুর্গতি!
সংহর এ শাপ প্রভো, এ ঘোর দুর্দ্দিনে—
না স্পর্শে শরীরে যেন,—মিনতি আমার,—
প্রসন্ন বদনে রক্ষ অধৈর্য্য ব্রাহ্মণে,
তপোবলে জ্ঞাত দেব, বিশ্ব-সমাচার"।
আপনে বিষাদ-তত্ত্ব কহে দিব্য-জন
"অব্যর্থ আমার বাণী; তুরঙ্গম-রূপে—
মর্ত্ত্য-ধামে হ'বে তুমি যাহার বাহন—
তাহার জীবন-অন্তে লভিবে স্বরূপে,

এইমাত্র [illegible]-বারি করিনু অর্পণ,—”
বহুল বিনয়ে আমি কহি পুনর্ব্বার—
চন্দ্রমা ভূতলে জন্ম করিবে গ্রহণ—
হই, প্রভো,—তবে যেন বাহন তাহার !
ধ্যানেতে নিমগ্ন মুনি বর্ণিল তখন—
“মর্ত্ত্যে উজ্জয়িনী-পতি তারাপীড়-নাম
পুত্রার্থে করিছে নানা সৎক্রিয়া সাধন,—
পুণ্যশীল হেন নৃপ নাহি ধরাধাম !
চন্দ্রমা অপত্য-বেশে জন্মিবে তাহার,—
সখা-পুণ্ডরীক হবে অমাত্য-নন্দন,—
পূরিবে তাপস, এই বাসনা তোমার”,
বিধির বিধান কেবা করিবে খণ্ডন !
মুনি-বাক্য-অবসানে অবসন্ন কায়,—
পক্ষ-ভ্রষ্ট,—নিম্ন-গামী বিহঙ্গ যেমন,—
অম্বুধি-জীবনে তনু স্খলিত ধরায়,—
তুরঙ্গম-দেহ হায়,—করিনু ধারণ !
ভাগ্যবশে জন্মান্তর-স্মৃতি রহে স্থির,—
সত্বর-শাপান্ত-হেতু চিত্ত-প্রণোদিত,—
কিন্নর-মিথুন তরে করিয়া অধীর
প্রধাবিত চন্দ্রাপীড়ে করি উপনীত।
রাজ-পুত্র শাপ-গ্রস্ত চন্দ্র-অবতার,—
যে জন প্রণয়-যাগে পূর্ব্ব-অনুরাগে,—
স্ব-শাপে নাশিলে মম সখা,—নরাকার !
নিয়তি-অধীন-কর্ম্মে ক্রোধের আবেগে !

মহাশ্বেতা কপিঞ্জল-বর্ণিত-কাহিনী
শ্রবণে অধীরা অতি,—“কহে মম প্রাণপতি
পূর্ব্ব-জন্ম-অনুরাগে হে’য়ে অনাথিনী—,
কত যে মিনতি ক’রে পরে ত্যজে প্রাণ,
হায় আমি নিশাচরী, বিনাশের হেতু তাঁরি,
বারংবার হইলাম নৃশংসী-সমান!
ওরে,—রে,—বিদগ্ধ বিধি! একি ছিল চিতে?
পোড়াইতে শোকানলে,—এ দীর্ঘ জীবন দিলে,—
ধরামাঝে বৈধব্যের এ চিত্র-রচিতে”?
নানারূপ শান্তি-বাক্যে কহে কপিঞ্জল,—
“কি দোষ তোমার সতি,—সবি করে সে নিয়তি,—
দুর্ঘটন সংঘটিত শাপেতে প্রবল!
তপস্যায় নহে কিছু অনায়ত্ত ভবে,—
তপোবলে ভগবতী লভিলা শঙ্কর-পতি,
বেদবতী-রামপতি তপের প্রভবে!
ব্রত-রহ পূর্ব্ববৎ তপঃ-অনুষ্ঠানে,—
অচিরে সে স্বামি-সঙ্গ করিবে বৈধব্য-ভঙ্গ,
দুর্গতি হইবে লীন ভব-আরাধনে!”
মহাশ্বেতা হ’লে শান্ত এ শান্তি-বচনে,
ম্লান-মুখী কাদম্বরী কহিলা বিনয় করি,—
“কহ, প্রভো,—পত্রলেখা কোথায় এক্ষণে”?
কপিঞ্জল কহে “এই অচ্ছোদের নীরে,—
প্রবেশি তুরঙ্গ-দেহে,—পত্রলেখা সঙ্গে রহে,
পশিনু উভয়ে যাব জানি সে শরীরে।”

চলিনু ভামিনি,—যথা শ্বেত-কেতু-মুনি,
কালত্রয়দর্শী জনে চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ-বিনে
ধ্যান-বলে জানে সর্ব্ব ভুবন-কাহিনী।”

এতবলি কপিঞ্জল গগন-মণ্ডলে,—
উঠিল তড়িত-গতি,—সকলে বিস্মিত-মতি,
অদ্ভূত-দর্শনে সবে চাহে নভঃস্থলে!

যতদিন মৃত রাজ-পুত্র চন্দ্রাপীড়,—
নাহি হ'ন সঞ্জীবিত, রহিতে তাবৎ-স্থিত,
নির্ঝরিণী-পার্শ্বে সবে রচিয়া কুটীর—
অনুচরবৃন্দ রহে সশস্ত্র বাহিনী,—
কহে কাদম্বরী তবে “প্রিয়সখি, এই ভবে
বিধাতা করিল সম-দুঃখের ভাগিনী!
আজি তোমা মহাশ্বেতে,—সখি-সম্বোধনে,
তোষিতে না হবে লাজ,—এতদিনে সম সাজ
সমতা জন্মায় প্রীতি,—সম-আচরণে”!

মহাশ্বেতা কহিলেন “শুন প্রিয়সখি,—
আশা জীবনের মূল, সে মোহে না হলে ভুল,
কে সহে সংসারে দুঃখ-শোক,—বিধুমুখি?
দৈববাণী মাত্র শুনি আশার ছলনে,—
রেখেছি দেহেতে প্রাণ,—তুমি তার সু-প্রমাণ
কপিঞ্জল-মুখে শ্রুত আপন-শ্রবণে;—
যাবৎ না চন্দ্রাপীড়-জীবন সঞ্চরে,
তাবৎ সুস্থির মতি রক্ষ দেহ গুণবতি,
ললনায় পূজ্যতম কি আর সংসারে?

হ'য়ে লোকে শুভ ফল-লাভের প্রত্যাশী
মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়ি হরি, হর, সর্ব্বেশ্বরী,
কেহবা পাষাণময়ী পূজে এলোকেশী;
পরম সৌভাগ্যবতী তুমি চন্দ্রমার—
লভেছ সাক্ষাৎমূর্ত্তি পেয়েছ সে দেবপতি;—
কি আছে অবলা-পক্ষে আর অর্চ্চনার"!
তরলিকা, মদলেখা ধরা ধরি করি—
শীত-তাপে রক্ষা তরে চিত্রকুঞ্জ-অভ্যন্তরে
রক্ষিলা কুমার-দেহ চারু-শিলা পরি!
যিনি নানা রত্ন-পুষ্পে দিব্যবেশ ধরে,
প্রিয়-সমাগম-আশে এসেছেন প্রেমাবেশে
রে বিধি, সাজালি তারে বৈধব্য-অম্বরে!
বিকসিত ফুল্ল ফুল, সুগন্ধি, চন্দন,—
অঙ্গ-রাগ অঙ্গ-সঙ্গ কিবা তোর বিধি-রঙ্গ
তপস্বিনী-বেশ অঙ্গে করালি ধারণ!
আমোদিতা যিনি সদা বীণার ঝঙ্কারে,—
গিরি-গুহা-নির্ঝরিণী শুনা'বে মধুর ধ্বনি
কি তোর কঠিন প্রাণ, ধন্য বিধাতারে!
তপন-আদর্শনীয়া রাজার নন্দিনী
সহি পথ-শ্রম-ক্লেশ, শোক-পীড়া-নির্ব্বিশেষ,
অনাহারে সারাদিন যাপে অভাগিনী,
পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, যাপিয়া যামিনী
প্রভাতে করিয়া স্নান দুকূল স্ব-পরিধান
পতি-পদ বক্ষে ধরি রহিলা ভামিনী!

একে বর্ষাকাল তায় নীরদের মালা
যেন কাদম্বরী-শোকে অলক্ষ্য ত্রিদিব-লোকে
ঢালিলা নয়ন-ধারা যত দেব-বালা !
সঘন অশনি-নাদে কম্পিতা মেদিনী
খদ্যোৎ-কিরণে ক্ষীণ অন্ধকারে তরুগণ
করিলা ভীষণতরা সে ঘোরা যামিনী !
ঘন বেগে ঘন-ধারা, মারুত-গর্জ্জন,—
ভেকের সে কোলাহল ঝর্ঝরে নির্ঝর জল,—
ভয়াবহ স্বনে করে বধির শ্রবণ !
সহস্র প্রবাহ-মালা বাহু প্রসারিয়া
ভাসায় অবনীতল, নীর-স্রোতঃ কলকল,—
ধরা রসাতলে যেন চলিল নামিয়া !
কিম্বা মহামেঘ ঘোর আবর্ত্ত পুষ্কর—
গরজে প্রলয়-কালে প্লাবিয়া অবনী-তলে
বীর-রসে বিভাসয় জগত নিকর !
জনপদ-বাসী ভীত ভীষণতা স্মরি,
মৃত-পতি-পদে পড়ি রহি আহা কাদম্বরী
যাপিলা সে ভয়ঙ্করী বর্ষা-বিভাবরী !

সপ্তম—সর্গ—সমাপ্ত

অষ্টম সর্গ

শোক-নীরে নিমজ্জিত দেব-কপিঞ্জল
নিরখি শোকের অঙ্কে গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী,—
সক্রন্ত পশিলা যবে সে নভোমণ্ডল,—
দিগঙ্গনা শোকে হেরে ম্লান বিষাদিনী!
মিষ্ট ভাষে তুষ্ট করি রমণী-নিকরে,—
তপঃ-জ্যোতিঃ বিকাশিলা গগন-প্রাঙ্গনে,-
উদ্দেশ্যে প্রণমে দেব-দেব মহেশ্বরে,—
নিরুপম দিব্য-তেজ মিশিল বিমানে!
যে পথে পার্থিব আত্মা ছাড়ি স্থূলকায়া
দশেন্দ্রিয় প্রাক্তনের সংস্কার-সনে,—
বায়বীয় সূক্ষ্ম-দেহে পশে যেন ছায়া,—
জলোকা-সুলভ দ্রুত তৃণান্তর তৃণে;—
আতিবাহিক সে-আত্মা বহি সযতনে
আত্মবাহী যম-দূত করয়ে গমন,—
স্বর্গীয় সৌরভময় সুদিব্য স্যন্দনে,
পুণ্যময় আত্মা বহে বিষ্ণু-দূতগণ!

নাচয়ে দিব্যবৃন্দ তমোহা মিহিরে,—
বর্ষিয়া সে সূক্ষ্মদেহে কুসুম, চন্দন,—
নাচে বিদ্যাধরীবৃন্দ, ধন্য এ মহীরে
কৃতার্থ করিয়া,—চলে সু-সন্তানগণ ;—
সে বর্ত্মের অনুবর্ত্তী দেব-কপিঞ্জল
চলিলা দেখিয়া কত সুকৃতি, দুষ্কৃতি,—
অন্তিমের দশা হেরি বৈরাগ্যের জল—
নির্ব্বাপিল সখা-শোক-অনলের ভাতি !

অদূরে হেরিলা মুনি নদী-বৈতরণী—
নীলিম আগ্নেয় নীর,—ঘোর ধূমাবৃত,—
বিভীষিকাময়ী বীচি,—ভীম নিনাদিনী,—
তীক্ষ্ণধারান্বিত সেতু হীরক-নির্ম্মিত।
পুলিনে বালুকা-কণা কৃশাণু-বরণ—
ঝলছিসে দীপ্ত বিভা নয়ন ধাঁধিয়া,—
হ'তেছে অনন্ত মুখে অগ্নি-উদ্গীরণ—
ভীষণ কণ্টকাকীর্ণ হেরি কাঁপে হিয়া !

উপনীত তথা যবে মুনির নন্দন—
কহিলা কেশব-দূত তপস্বি-সদনে
দ্বাদশ দণ্ডের মাঝে নদী-সন্তরণ—
ক'রে উত্তরিতে চির-বাধ্য প্রেতগণে।
ভাগ্যবান্ তোমা সম কে আছে এমন ?
তপোবলে মহারথ,—তর বৈতরিণী,—
কি আছে পাপীর পক্ষে এ হেন ভীষণ
সঙ্কট-সঙ্কুল জ্বালা,—বক্ষঃ প্রদাহিনী ?

প্রত্যক্ষ নেহার দেব, আত্মা-বাহিগণ
জীবাত্মা নিক্ষেপে বেগে এ কৃশাণু-নীরে,—
মস্তক সলিলোন্নত করিলে দর্শন—
যম-দূত হানে তীব্র কাল-দণ্ড শিরে,—
বজ্রসম বজ্রকীট নীর প্রপূরিত,—
দর্শন-সন্দংশে ক'রে দর্শনাকর্ষণ,—
শূলী-কীট সূক্ষ্ম-দেহ করে বিতুদিত,
বৃশ্চিক-দংশনে দহে দম্ভোলি যেমন !
"ত্রাহি-ত্রাহি" ডাকে পাপী ভীষণ চিৎকারে,—
তাড়ন-পীড়ন-রত তবু মৃত্যু-চর—
জে'নে ও বিষয়ে মত্ত এ বিশ্ব-সংসারে
পাপে রত জীব নিত্য,—নির্ভীক অন্তর !

অদূরে যে ভীম পুরী তমসা-আবৃত
অন্তরস্থ আর্ত্তনাদে ধ্বনিত গগন,—
দ্বারে-দ্বারে কাল-দূত হুঙ্কারে কম্পিত,—
দিগন্ত ব্যাপিত গন্ধ বীভৎস ভীষণ !
ত্রিলোক-অন্তর-ত্রাস এই যমালয়
দক্ষিণ বর্ত্মে'তে যত পাপাত্মা নিবসে,—
পূর্ণিত চৌরাশী কুণ্ড রৌরব-নিলয়
পাপী-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সত্রাসিত ভাষে !
পরম তাপস তুমি,—বৈষ্ণব প্রধান—
অশক্ত তোমায় তাই নরক-দর্শনে,—
চল যথা অনরণ্য, মান্ধাতা, ধীমান্
ঈক্ষাকু, দিলীপ, রঘু নরপতিগণে !

সূর্য্যবংশ-অবতংস রাজন্য-মণ্ডলী—
সকাম সু-দান ব্রতে, অশ্বমেধ-যাগে
লভিলা যে দিব্য গতি দর্শাব সকলি”
অমূল্য অবনী-রত্ন পশ্চিম বিভাগে;

বিমান-প্রাঙ্গনে রহি মুনি-মহামতি
সিংহাসন-সমারূঢ় হেরে রাজাগণে,—
উদয়াদ্রি স্থিত কত বাল-বিবস্পতি—
বিলায় বিচিত্র ভাতি মোহিয়া নয়নে!

যথাক্রমে সপ্তসর্গ করি অতিক্রম
পশিলা তদূর্দ্ধে মুনি সে দিব্য-ভুবনে,—
আলাপনে বিনাশিল দূর-পথ-শ্রম
অচিরে আগত শ্বেতকেতুর ভবনে,—

প্রণামান্তে নিবেদিয়া বিষাদ-ঘটনা
আদ্যোপান্ত সলজ্জিত কহে কপিঞ্জল,—
“বিদগ্ধ-অন্তর,—পূর্ণ বিচ্ছেদ-যাতনা,—
সদুপায় কর প্রভো, ধরি পদ-তল!”
আশ্বাস-ভাষণে তুষি মুনি-মহামতি
কহিলেন “মম পাশে কর অবস্থান,—
সময়ে ঘুচিবে এই শাপের দুর্গতি,—
আরম্ভিনু শুভ-কর যাগ-অনুষ্ঠান!”

প্রভাতে ভাতিল যবে অরুণ-কিরণ,—
নিরখিয়া প্রিয়তমে অবিকৃত কায়,—
হেথা পুলকিত মতি রমণী-রতন
সখিগণে সে কাহিনী তখনি জানায়!

মদলেখা অনিমেষে হে'রে সেই তনু,—
কহে "নাহি চিন্তা কিছু,—গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি,—
দেহ-প্রভা শোভে যেন নবোদিত ভানু,
কি সুকান্তি মরি! মরি! মানস-মোহিনী!
জীবন বিরহ-তাপে চেষ্টা-শূন্য হ'য়ে
রয়েছে নিদ্রিত-প্রায়,—নবীন মাধুরী,—
সমধিক প্রভাময়ী,—লাবণ্য বিলায়ে
দরশন সনে মন যেন নিল হরি!
কপিঞ্জল বর্ণিলা যে শাপ-বিবরণ
দৈব-বাণী সুবদনি, জ্বলন্ত প্রমাণ,
দেহ-প্রভা সত্য-প্রভা করে বিকীরণ,—
সুলক্ষণ, সুলোচনে, শান্তকর প্রাণ।
কাদম্বরী হ'য়ে অতি আনন্দিত মন
প্রদর্শিলা দেহ-দ্যুতি অনুচরগণে,—
মহাশ্বেতা পুলকিতা ক'রে সন্দর্শন,—
কপিঞ্জল-বাক্য সবে সত্য হেন গণে।
কহিলা কিঙ্করগণ কৃতাঞ্জলি করে,—
"মৃত-দেহ অবিকৃত কভু নাহি শুনি,—
আপনি প্রত্যক্ষ দেবী,—শোক-ছবি ধ'রে—
প্রকাশিলা সতীত্বের অতুল্য কাহিনী!
আপন সতীত্ব-তেজে দেহে দিব্য জ্যোতিঃ,—
সে দ্যুতি অর্পিবে ত্বরা কুমার-জীবন,—
ভাগ্য-বলে লব্ধ রাণী,—দেবীর মূরতি,—
স্বার্থক করিলে মাতঃ,—সন্তান-নয়ন!"

দিবসান্তে মহাশ্বেতা আদি সখিগণে,—
কিঙ্কর-সদনে "তথা" কহে কাদম্বরী,—
মৃত-দেহ পূর্ব্ববৎ নিরখি নয়নে
নিশ্চয় গণিলা সবে শাপের চাতুরী!

মদলেখা-প্রতি কহে গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী
"আশার অস্তিমাবধি রব এই স্থানে,—
তুমি হেমকূটে যে'য়ে প্রবোধ জননী,—
জনকে, স্ব-পুর-জনে,—আশ্বাস-বচনে।
যেন তাঁরা রূপান্তর করিয়া ধারণা,—
শোকাবেগে এসে,—আশা না করে বিফল,
শোক-বহ্নি-উদ্দীপনে,—হ'লে উত্তেজনা,
নেত্র-বারি-নিপাতনে হবে অমঙ্গল!
সেই শোক-দৃশ্যে সখি,—সেই দুর্ঘটনে,—
জে'নে শুভ-ভবিষ্যৎ যেন সুনয়ন,—
শোক-বারি বর্ষে নাই,—ভাগ্য-নিবন্ধনে;
জগত-কারণ নিত্য-মঙ্গল-কারণ!"

এত কহি করে সতী সখিকে বিদায়,—
মদলেখা করে গতি হেমকূট-পানে,
যথাকালে এসে পুনঃ সংবাদ জানায়,—
যা শুনেছে চিত্ররথ-মদিরা-সদনে!
"বৎসে কাদম্বরী ধন্য,—রোহিণীর প্রায়;
চন্দ্রমার-অঙ্ক-লক্ষ্মী হইবে কখন,—
স্বপনে না ভাবিনু যা,—মজে দুরাশায়,—
নিজ-গুণে ভর্ত্তা নিজে করি নির্ব্বাচন,—

কৃতার্থ করেছে কুল, শাপ-অবসানে,—
হেরিলে জামাতা-পার্শ্বে স্বার্থক-নয়ন ;—
করিনু প্রার্থনা দোহে ঈশ-সন্নিধানে
অচিরে সংঘটে যেন সে শুভ-ঘটন।
আকাশ-বাণীর, সেই আদেশ-পালনে—
শোকে হ'য়ে আত্ম-হারা, না করে হেলন,—
ধর্ম্ম-প্রাণা নারী কভু বিপদ-পীড়নে,—
স্বাভীষ্ট-সাধনে নহে বিচলিত মন।
স্নেহ-সংবলিত হেন আশীষ শ্রবণে—
পিতৃ-মাতৃ-অবজ্ঞার ভীতি হ'লে দূর,—
গুরু-জন-জ্ঞান-স্নেহ আলোচিয়া মনে,—
জনম-স্বার্থক বলি গনিলা প্রচুর !
ক্রমে বর্ষাকাল গত,—আগত শরৎ,—
নীরদের অপগমে নির্ম্মল গগন,—
মার্ত্তণ্ড-ময়ূখে শুষ্ক পথ-পঙ্কযত,
সুবিমল নদী-সরঃ-সমল-জীবন।
বিচরে মরাল-কুল তটিনী-পুলিনে,—
তরুরাজি ফলভরে হইলা বিনত,
ধান্য-শীর্ষ-মুখে শোভে বিহগ বিমানে,—
শ্রেণী-বদ্ধ মাল্যাকারে, সুষমা-অন্বিত !
নদী-তীরে শোভে কাশ-কুসুমের রাশি
নৃপতির শিরে যেন মুকুট-ভূষণ—
অথবা সে রঙ্গ-মঞ্চে নর্ত্তকী-বিলাসী—
শ্রেণী-বদ্ধ শিরোভূষা করিছে ধারণ।

ইন্দীবর, সেফালিকা, কহ্লার সু-সাজে—
বিমল সৌরভ-শোভা করে বিকীরণ,
সে সুবাসে মন্দগতি মলয়জ ম'জে,
মাতাইল সে সুগন্ধে বিমল গগন !
শশধর-কান্তি হেরি সে কমল বন—
,রমনীয় দিব্য কান্তি ধরে মনোলোভা,—
গুঞ্জরিত অলিবৃন্দ মোহিল শ্রবণ,—
ভাতিল বিচিত্র কিবা যামিনীর শোভা !
ভীষণ সে বর্ষা-ক্লেশে হ'য়ে বিমোচিত—
কাদম্বরী-দুঃখ-ভারাক্রান্ত সে হৃদয়—
কিঞ্চিৎ প্রশান্ত, তীব্র শোক প্রসমিত,—
হেরি চারু স্বভাবের শোভা আভাময় !
একদা সে মেঘনাদ করে নিবেদন—
"শুন দেবি,—যুবরাজ-বিলম্ব-কারণে—
নৃপেন্দ্র, মহিষী আর অমাত্য স্বগণ—
প্রেরিত করেন দূত আতঙ্কিত মনে !
সকল বৃত্তান্ত জানি সেই অনুচর,—
উজ্জয়িনী-গমনের অনুমতি শু'নে—
কহিলা হেরিতে সাধ-প্রভু-কলেবর,—
অবিকৃত দেহ-কান্তি আপন-নয়নে !
এত দূরে এসে যদি অমূল্য রতন
চাক্ষুষ-দর্শন-অন্তে না যায় ভবনে,—
কি বলিবে নরনাথ—মহিষী-সদন,
কি ব'লে বুঝা'বে যত পুরবাসি-জনে ?

এত বলি মেঘনাদ অশক্ত বর্ণনে—
নয়ন-সলিলে তার দৃষ্টি আবরিল,
বসিয়া অবশ-মনে ধরণী-আসনে
শোক-প্রস্রবনে ভূমি প্লাবিত করিল!
উপস্থিত এ বৃত্তান্ত করিলে শ্রবণ,—
শোক-বহ্নি ব্যাপ্ত হবে শ্বশুরের কুলে
ভাবি কাদম্বরী হ'ল সচিন্তিত মন,—
জ্বলিল শোকের অগ্নি ঘোর মর্ম্মস্থলে;
কহিলেন সুবদনী গদ্-গদ্ বচনে—
শোকোচ্ছ্বাসে হ'ল তার যেন কণ্ঠরোধ
"চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে যাহা অবিশ্বাস মনে—
স্ব-চক্ষে দর্শন শ্রেয়ঃ-যুক্তি করি বোধ।
পলকে হেরিলে যারে না পারে ভুলিতে,—
কেমন ভুলিবে তায় স্নেহাশ্রিত জন,—
কহ ত্বরা প্রবোধিয়া,—হেরি স্বচক্ষেতে
ঘুচাক মনের সাধ,—সফল গমন।"
প্রণমিয়া নব্যা রাণী সজল নয়নে
হেরিলা তৎপর প্রভু-অবিকৃত-কায়—
দূতগণ শোকোন্মত্ত মেঘনাদ-সনে
অবিরল অশ্রু ঢালে অবলার প্রায়!
বহুক্ষণ শোক-বহ্নি জ্বলে ঘোরতর,—
দমিয়া হৃদয়াবেগ গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী
কহিলা সময়োচিত প্রবোধ বিস্তর—
মলিন-বদনা অর্দ্ধমুদিতা নলিনী।

"ত্যজহ এ শোক,—স্নেহ-সুলভ যতনে,
কর্ত্তব্য-পালন-তরে দৃঢ় কর মন,
নিরবধি দুঃখ যদি দুঃখ ভাব মনে,—
পরিণাম-মঙ্গলের না হবে কারণ।
এহেন বিস্ময়কর ব্যাপার যখন,
শোক-প্রদর্শনে হেরি নাহি অবসর,—
শুনেনি শ্রবণে কেহ,—না করে দর্শন,—
"প্রাণ-বায়ু-প্রয়ানে না ধ্বংস কলেবর"।
বৎস্যগণ, দ্রুত যে'য়ে নৃপতি-সদন
কহিবে কুমার রহে অচ্ছোদের তীরে,—
কৌশলে অপর বার্ত্তা করি সংগোপন,—
রক্ষহ দম্পতি-প্রাণ প্রবোধের নীরে।

কহে দূত "মহাদেবি! না গমন ভাল,—
গিয়ে না বর্ণিব কিছু,—রবে অপ্রকাশ,—
কিন্তু হেন কার্য্যদ্বয় সম্ভব বিরল,—
কুমারের অদর্শনে নৃপেন্দ্র নিরাশ!"

কাদম্বরী কহে "বাছা যথার্থ ধারণা,-
নৃপতি আকুল হেরি থাকা স্থির মনে
অসম্ভব,—ততোধিক প্রভুকে বঞ্চনা,—
পরিহার্য্য ভৃত্য-পক্ষে,—অন্যায্য ভুবনে!
শুন তবে মেঘনাদ, কোন বিজ্ঞজন—
করহ প্রেরণ ত্বরা নৃপতি-সদনে
অদ্ভুত ঘটনা করি স্বরূপ বর্ণন—
সমর্থ যে,—নৃপ-মনে বিশ্বাস স্থাপনে।"

মেঘনাদ কহে "দেবি, প্রতিজ্ঞা অন্তরে,
যত দিন কুমার না লভিবে জীবন,—
বন্য-বৃত্তি ধরি যদি কানন-ভিতরে,
তবু না করিব পূজ্য কুমারে বর্জ্জন!
ভৃত্য কি নিয়ত দেবি, সম্পদের জন?
এ হেন বিপদে তোমা যদি পরিহরি,
বৃথা এ জীবন তবে, সহিবে কি মনে,—
সে স্নেহ জীবনে মোরা কেমনে পাসরি?
ত্বরিতকে দূত-সহ করিয়া প্রেরণ—
পালিব অমোঘ বাণী, স্নেহময়ী রাণি,—
বড় সাধ ছিল তোমা মহিষী-সদন—
মহা সমারোহে নিয়ে, তুষি রাজধানী;—
কিন্তু বিধি নিদারুণ মম ভাগ্য-দোষে,—
সুখের সে নিকেতন,—ত্রিদিব-সমান,
বিজ্ঞাপিলে হেন বাণী শোকের উচ্ছ্বাসে—
অচিরে ধরিবে চিত্রে ভীষণ শ্মশান,"
এত বলি মেঘনাদ শোক-পূর্ণ প্রাণে—
প্রণমিয়া ভক্তিভরে নব্যা মহারাণী,—
আকুল উন্মাদ-প্রায় চলে শূন্য মনে—
কাঁদিলা আকুল প্রাণে বন-নিবাসিনী!
শোকোচ্ছ্বাসে উন্মাদিনী গন্ধর্ব্ব-কুমারী
পড়িলা পতির পদে হাহাকার করি!

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গ
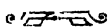
সুহাসিনী নিশীথিনী উজ্জয়িনী-পুরে,—
তমো-নীলাম্বরী পরি তারা-হার গলে,
চন্দ্রমা ললাটে যেন রঞ্জিলা সিন্দুরে,
কুমুদ সপত্নী-রঙ্গে হাসে ব্যঙ্গ-ছলে!
নগরী সজ্জিতা পরি দীপ-চন্দ্রহার,
সুস্নিগ্ধ চন্দ্রমালোকে মনোবিমোহিনী,
চকোর-মানসে মুক্ত অমৃত-ভাণ্ডার,
কুসুম-সম্পদে ধরা-পূর্ণ আমোদিনী!
সহস্র গবাক্ষ-আঁখি খুলি হর্ম্ম্য মালা,—
অন্তর-আলোকে যেন "উঁকি দিয়ে" চায়,
সেরূপে তারকা-রাজি মলিনা উতলা,—
তামসীর তমোরাশি চমকি পালায়।
বাজিছে মঙ্গল-ঘণ্টা মহেশ-মন্দিরে,—
শশব্যস্ত দেবালয়ে দেবল-ব্রাহ্মণ,—
টহলিয়া ছুটা-ছুটি করিছে অধীরে,
সংসাধিছে সমারোহে পূজা-আয়োজন।

মর্ম্মর-বেদীকা'পরে রতন-মণ্ডিত
দধি-শঙ্খ-হিম-কুন্দ-মৃণাল-ধবল
রত্নোজ্জ্বল মহাকাল-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত,—
অর্দ্ধ-ইন্দু স্বর্ণময় ভালে সুবিমল !
ত্রিনয়নে ঝল-মলে রত্ন-কান্তি-ছটা,—
শিঙ্গা-শূল করে, চারু বৃষভ-বাহন,
বাঘাম্বরে আলো করে মানিকের ঘটা,—
দরশনে শান্তি-সুধা করে বিতরণ !
সুবর্ণ মঙ্গল-কুম্ভ সিন্দুর রঞ্জিত,
কাঞ্চন-পল্লব পঞ্চ, হেমময় ফল—
রয়েছে উপরে গন্ধ, কুসুম-মণ্ডিত,
যে সুগন্ধে জ্ঞান-অন্ধ-মোহ করে তল !
স্বর্ণ-পাত্রে দিব্য অন্ন সউপকরণ,
হেম ধূপদানে ধূপ,—দীপ প্রজ্বলিত,
রত্নাধারে বিল্বদল, দূর্ব্বা অগনন,—
রাশি-রাশি পুষ্প মাল্য, পুষ্প তুপীকৃত !
পাণীয় বিধ পাত্রে,—রতন খচিত,
মিষ্টান্ন, পলান্ন,কত সুখাদ্য প্রচুর,—
পুঞ্জে-পুঞ্জে তুপাকার ফল সংগৃহীত
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, সুগন্ধ মধুর !
চন্দ্রপীড় অদর্শনে মণি-হারা ফণী—
পাথি-গত নেত্রে রহে রাজেন্দ্র-দম্পতি,
সুতের অরিষ্ট-নাশে আজি পাটরাণী
যোড়শোপচারে পূজে বিগ্রহে সে সতী !

যেমতি সে হস্তিনায় গান্ধারী যতনে—
দুর্ভেদ্য করিতে সুত দুর্য্যোধন-কায়,
মাথার প্রপঞ্চে মুগ্ধা ইন্দু-নিভাননে,
সুবর্ণ চম্পক সপে ভব-রাণী-পায়,
উপেক্ষিলা দুর্য্যোধন বশে নিয়তির
মহাধীর যুধিষ্ঠির সে হিত বচন,
না পূরিল মনো-বাঞ্ছা যথা সে সতীর,
ইচ্ছাময়ী-ইচ্ছা কেবা করিবে লঙ্ঘন ?
সারা নিশি অনশনা ম্লান রাজরাণী
গন্ধ, মাল্য, বিল্বদল সপে ভব-পায়,
হেনকালে পুরবাসী বর্ণিল এ বাণী—
"কুমারের বার্ত্তাবহ আগত সভায় !"
স্নেহ-রসে ভক্তি বাঁধ করে বিগলিত
সহসা রাণীর করে বিচলিত মন,—
বিধি-নিয়োজিত কর্ম্ম নিত্য সঙ্ঘটিত,—
শুভাশুভ কার্য্যে ঘটে সুযোগ্য কারণ !
উচাটন মনে করি পূজা-সমাপন—
বাষ্পাকুল দুনয়নে উঠে রাজ-রাণী
কাননে শাবক-ভ্রষ্টা হরিণী যেমন
কম্পিত চরণে চলে যেন উন্মাদিনী !
গদ্ গদ্ বচনে কহে রাজেন্দ্র মহিষী
আবেগে অধর যেন কম্পিত সঘনে
"কৈ কৈ কোথা, কেরে,—এ বারতা ভাষি
লুকালি অমৃত ঢালি আকুল শ্রবণে ?"

কোথা মম চন্দ্রাপীড় জীবন-রতন ?
কে এলিরে,—তথা হ'তে, বল ত্বরা করি,
কোথায় রহিল মম অন্ধের নয়ন ?
বল শীঘ্র, কপটতা, মান্ত্র পরিহরি।
বলিতে বলিতে রাণী উন্মাদিনী প্রায়,—
দূত-সন্নিধানে যে'য়ে হ'ল উপনীত,—
বদন-কমল সিক্ত অশ্রুর ধারায়,
অমঙ্গল করে যেন চিত্ত চমকিত !
নিরখি বিষণ্ণ মুখ যত দূত-গণে,
তাড়িত-প্রবাহ যেন রোধিলে ধমনী,—
ছন্নমতি-ম্লানদ্যুতি,—কম্পিত চরণে,—
দাঁড়াইলা বাণ-বিদ্ধা-সুপ্তা-কুরঙ্গিনী।
আলু-থালু মুক্ত-কেশী,—যেন পাগলিনী,—
বিষাদিনী হেরে ঘোর রক্তিম নয়নে,—
ভীষণ তমসাময়ী শোকের যামিনী,—
গ্রাসিছে যেন রে বিশ্ব,—করাল-বদনে !
অসীম অনন্ত ধরা,—ঘোর অন্ধকার,—
সমীরণ-করে কর্ণে "নাই-নাই"-ধ্বনি !
নিরাশা-রাক্ষসী ক'রে ভীষণ চিৎকার,
পুত্র-শোক-শেল-করে আগতা ধরণী !
গম্ভীর জলধি-সম,—ধৈরজ-আলয়,
শোকের পীড়নে ঘোর আকুল করিল,
শূন্য-প্রাণে,—শূন্য-জ্ঞানে,—অবশ হৃদয়,—
"হা-পুত্র" বলিয়া রাজা ধরায় পড়িল।

রাজ-রাণী সংজ্ঞাহীন করিয়া শ্রবণ—
মহারাজ উপনীত আকুলিত চিত্তে,—
শুকনাস অতিদ্রুত করে আগমন,
ছুটাছুটি, হাহাকার পড়ে চারি ভিতে!
কেহ করে শশব্যস্তে বীজন-ব্যজন,
কেহ শিরে ঢালে দ্রুত বারি সুশীতল,
কেহ পানিতল অঙ্গে করিছে স্থাপন,
কেহ বা কদলী-পত্রে দানে পরিমল।
আবার চৈতন্ত লভি,—হা, হতোস্মি-নাদে,
তাপিত করিলা সেই সুদিব্য-ভবন,
নৃপতি কহিলা "দেবি! কি কাজ বিষাদে,
সত্বর করিব দোহে জীবন-অর্পণ।
বার্ত্তা-বহ-মুখে পূর্ব্বে শুনিয়া কাহিনী,
যুক্তিযুক্ত সুবিধান করিব তৎপরে,—
এতদিনে শূন্য হ'ল-হায় উর্জ্জয়িনী!
বিধির বিধান যাহা কে লঙ্ঘিতে পারে?"
এতবলি কহে দূতে নৃপ কম্প মান,—
"অকপটে কহ সত্য,—হইয়া সুস্থির,
কি ঘটেছে শুভাশুভ,—ক'রে প্রণিধান,"
আদ্যোপান্ত সর্ব্ববার্ত্তা,—কোথা চন্দ্রাপীড়?
রাজেন্দ্র-দম্পতি দেখি একান্ত কাতর,—
দূত-গণ দুঃখ-নীরে হইলা মগন,
সম্বরিয়া অশ্রুধারা কহে "নৃপবর,—
কুমারে অচ্ছোদ-তীরে করেছি দর্শন,—

অন্য যাহা ত্বরিতক করিবে বিবৃত—”
এতবলি দূত-বরে ঢালে নেত্র-জল,
সমাগত নারী-নর হ'য়ে আকুলিত,—
জানিলা আপন-মনে বার্ত্তা-অমঙ্গল !

পুনঃ ব্যাকুলিনী রাণী পতিতা ভূতলে,
শিরে করাঘাত,—মুখে হা, হতোস্মি-ধ্বনি,
বিলাপে আকুল-প্রাণে পুরস্ত্রী-সকলে,
বহিল প্রবল বেগে শোক-কল্লোলিনী !

শুকনাস ত্বরিতকে করিয়া আহ্বান—
জিজ্ঞাসিলা শোকাচ্ছ্বাসে “কোথা চন্দ্রাপীড়,
কহ ত্বরা, অকপটে,—পরিহরি মান,”
বার্ত্তা শুনে অবসন্ন নৃপতি-শরীর !

আদ্যোপান্ত শোক-গাঁথা না হ'তে বর্ণনা,
অশক্ত শ্রবণে নৃপ,—কহে আর্ত্তস্বরে,—
“ক্ষান্ত হও,—ক্ষান্ত হও, আর শুনিব না,—
যাহা শুনাইবে,—তাহা জেনেছি অন্তরে !
হা বৎস ! সে মর্ম্মভেদি-বিয়োগ-যাতনা,
কেমনে সহিবে-তব কোমল-হৃদয়,
পথ-শ্রমে ক্লান্ত দেহে শোক-উত্তেজনা,
বিদীর্ণ করিল হৃদি স্নেহের-আলয় !
স্নেহ প্রকাশের এক নবীন পন্থায়—
উদ্ভাবিত করি, তব স্বার্থক জীবন,
চিরতরে এই চিত্র অঙ্কিলে ধরায়
বন্ধুত্বের এ উজ্জ্বল চারু নিদর্শন !

ওরে ভীরু প্রাণ,—তুই নহিস চঞ্চল,—
উপন্যাস-প্রায় শুনি সুতের নিধন,—
চন্দ্রাপীড়-পাশে যে'তে বিমুখ, অচল,
এখনও সাধ দেহ-সম্ভোগ-কারণ ?
না মিটিবে মনঃ আশা, শুন মন্ত্রি,সার—
প্রাণ-বিসর্জ্জন-তরে হেন শুভদিন—
আর কবে হবে ভবমায়া পরিহার ?
সাজাও জ্বলন্ত চিতা,—বয়স্য প্রবীণ !
উত্তপ্ত অনল-শিখা অমৃত-সমান—
করিবে এ শোকানল নির্ব্বাণ পলকে,
কি আছে হে,—শান্তিময় হেন উপাদান,
পরম বান্ধব হেন,—মোহান্ধ ভূলোকে ?"
নিদারুণ নৃপ-বাণী পশিলে শ্রবণে—
আতঙ্কে কাঁপিল অতি ত্বরিতক-প্রাণ,—
সভয়ে কহিলা সেই শোকার্ত্ত রাজনে,
কপিঞ্জল-উক্তি যত, হ'য়ে সাবধান !
"শাপ-বশে দেহ রহে চেষ্টা-শূন্য হ'য়ে
অদ্যাপি অম্লান,—দীপ্ত জীবিতের প্রায়,
শাপ-অন্তে সঞ্জীবিত হেরিবে তনয়ে,—
দৈব-বাণী মহোল্লাসে তখনি জানায় !"
এত বলি আদ্যোপান্ত যতেক ঘটনা
ত্বরিতক ধীরে; ধীরে করিলে বর্ণন—
জ্ঞানাধার শুকনাস,—"বিধির ছলনা,—
শাপ-নিয়তির লীলা" করিলা ধারণা !

ত্যজি নিজে শোক-ভার পুরন্ধ্রী সকলে,—
নিবারিলা আর্ত্তনাদ শোক-উদ্দীপন,
সংজ্ঞা-হীনা মহিষীর তীব্র শোকানলে—
নহে যুক্ত হাহাকার-ইন্ধন-ক্ষেপণ!
মন্ত্রি-ভাষে পুর নারী রোদন সম্বরি,
বহু-যত্নে মহিষীর মোহ করে লীন,—
বিবিধ বিধানে নৃপে সুস্থ চিত্ত করি,—
কহিলা অমাত্য-শ্রেষ্ঠ সদ্‌জ্ঞানী প্রবীণ,—
"শোকের পীড়নে মোরা হ'য়ে আত্ম-হারা,—
করি নাই উপলব্ধি,—মূল-তত্ত্বে তত,—
তাই সবে আর্ত্তনাদে একান্ত কাতরা—
করিয়াছি লক্ষ্মী-পুরী,—অমঙ্গলান্বিত।
বৈচিত্র এ সংসারের নিত্য পরিণাম,—
শুভাশুভ কর্ম্মোৎপত্তি কারণোপাদানে,—
প্রফলিত ঘটনার পটে ঘটে অবিরাম,
উপলব্ধি মাত্র ন্যায়-যুক্তি, তত্ত্ব-জ্ঞা'নে।
মায়ার প্রপঞ্চে যাহা অন্যথা ধারণা,—
তত্ত্বদর্শী নিত্য করে প্রত্যক্ষ দর্শন,
ভুজঙ্গম-দষ্টে নিত্য মন্ত্রের সাধনা,
মৃতদেহে করে পুনঃ সঞ্চার জীবন!
অগস্ত্যের শাপ-বশে নহুষ-রাজন,—
ধারণ করিলা হায়! অজগর কায়,—
বশিষ্ঠ-তনয়-শাপে সৌদাস-ব্রাহ্মণ,—
ভীষণ রাক্ষস-বেশে বিচরে ধরায়।

শুক্র-শাপে জরা-গ্রস্ত যযাতি যৌবনে,—
নারদের অন্তঃসত্ত্বা,—প্রসবে নন্দন,—
ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল হ'য়ে,—জন্মিল ভুবনে,—
ইলা-রাজা নর দেহে গর্ভের সৃজন!
অসম্ভব নাহি কিছু দৈবের ঘটনে,
রঙ্গ-মঞ্চ ভব-ধাম,—জগত-কারণ,—
কত রূপে কত শোক-দুঃখাদি-সৃজনে,—
নাচায় মানবে ক্রীড়া-পুত্তলী যেমন!
দেবতার মর্ত্ত্য লোকে জনম-গ্রহণ
নহে অসম্ভব,—বহু নিদর্শন তার,—
বিশ্বরূপী ভগবান্ ভূভার হরণ—
করিলা বিবিধ-রূপে হ'য়ে অবতার!
পূর্ব্বে-পূর্ব্বে জন্মে যত রাজ-চক্রপাণি
নহ ন্যূন তুমি নৃপ,—বীর্য্য, গুণ, জ্ঞানে,
অসম্ভব কিবা তবে-যোগ্য নৃপমণি,
ল'ভেছ চন্দ্রমা-রূপী সুযোগ্য সন্তানে?
মম পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বের কাহিনী
স্বপন-বারতা কহি নৃপতি-গোচরে,
"পুণ্ডরীক সমর্পিত" উক্ত দৈব-বাণী—
প্রত্যক্ষ সত্যের জ্যোতিঃ বিকাশে অন্তরে!
কহিলা ভূপতি "তুমি জীবন-বান্ধব,
কিছুতেই শোক-শান্তি না হবে আমার,
যতক্ষণ অবিকৃত হেরি পুত্র শব,—
না রোধে বালির বাঁধ প্রাবৃটের ধার!

মহিষীও দর্শনাশে একান্ত ব্যাকুল,
যাত্রা-আয়োজন কর অতীব সত্বরে,
ছাড়িব না, তুমি মম জীবন-সম্বল,—
জীবিতে বিটপী ছায়া কভু কি সংহ'রে ?"
হেন কালে বৃদ্ধ-চর কহে "নরপতি,--
কুমার-কুশল-বার্ত্তা শ্রবণ মানসে,—
মন্ত্রি-পত্নী সমাগতা ব্যাকুলিতা মতি
অশ্রু-পূর্ণা, শোক-শীর্ণা,—অন্দরে বিবশে !"
শোকাকুল নরনাথ মহিষীর প্রতি
আদেশিলা এ অদ্ভুত কাহিনী বর্ণণে—
অপরে অক্ষম বোধে, কহিতে বিস্তৃতি—
অনুরোধ বিজ্ঞাপিয়া অচ্ছোদ-গমনে !
সত্বর গমনোচিত হ'লে আয়োজন,—
আগত নগর-বাসী নরপতি যত—
কেহ বা কুমার-প্রতি স্নেহ-নিবন্ধন,
কেহ বা আগত নৃপ-প্রীতি-প্রণোদিত !
তারাপীড় নানাবিধ প্রবোধ-প্রদানে
নিরস্ত করিলা যত শোকার্ত্ত সুজন,—
নৃপেন্দ্র, মহিষী, ভৃত্য, সে-শোক-প্রস্থানে
অনুগামী মনোরমা, অমাত্য-রতন !
উপনীত তারাপীড়-রাজেন্দ্র সদলে,—
যথাকালে মনোরম্য অচ্ছোদের তীরে,—
আগমন জানাইয়া মহাশ্বেতা-স্থলে,—
উপস্থিত অবশেষে,—আশ্রম-ভিতরে।

শুক-তৰ্নন-আগমনে সরমে মন্দিরে—
প্রবেশিলা মহাশ্বেতা,—শোক-পূর্ণ মন,—
কাদম্বরী শোকচ্ছ্বাসে কম্পিত শরীরে—
মূর্চ্ছিতা অমনি করে ভূতলে শয়ন।

, নব-কিশলয়-সম কোমল শয্যায়—
শয়নে যাহার নিদ্রা না হ'ত সে জন—
অভিভূত আজি মরি! সে মহা-নিদ্রায়,—
নিরখি মহিষী-হৃদি বিদীর্ণ যেমন!
বারংবার আলিঙ্গন, বদন চুম্বন,—
মস্তক-আঘ্রাণ করি,—হা,—হতোস্মি-নাদে,
ভূমে বিলুণ্ঠিতা রাণী করিলা ক্রন্দন,—
বন-ভূমি-প্রধ্বনিতা সে ঘোর নিনাদে!

মহা জ্ঞানবান্ সেই উজ্জয়িনী-পতি,—
কহিলা মহিষী-প্রতি প্রবোধ-বচনে,—
"পুণ্য-ফলে চন্দ্রমাকে পুত্র পে'লে সতী,—
দেব-মূর্ত্তি স্পর্শ-যোগ্য নহে সুলোচনে,—
পুত্র-কলত্রাদি-ঘোর-বিরহ-পীড়ন,—
অবহ দর্শনাভাবে হয় সমুদ্ভূত,—
প্রত্যক্ষ হেরিনু চারু ও চন্দ্র বদন,—
কেন আর শোক-তাপে হও অভিভূত?
যাহার সতীত্ব-বলে পুত্রের জীবন,—
সঞ্চারিত হ'বে পুনঃ,—দেবী-অবতার,—
পুত্র-বধূ সংজ্ঞা-শূন্য, করহ যতন,—
অচিরে সঙ্কটে যাহে চৈতন্য-সঞ্চার।

"কোথা বধূ, কোথা মম নয়নের মণি,"
বলি রাণী-আকুলিনী দ্রুত সসম্ভ্রমে,
অঙ্কে তুলি কহে "কত মায়াময়ী-বাণী,"
বারং বারং চুম্বি শির বধু-অনুপমে।
যত হেরে মহিষীর না পূরে বাসনা,
বহিল প্রবল বেগে নয়নের ধারা,
শোকের প্রতিমা-অঙ্গ ভাসায়ে ললনা,
কহিলা নিঃশ্বাস ছাড়ি, রাণী শোকাতুরা,
"বড় আশা ছিল মনে পুত্র-চন্দ্রাপীড়ে,
বিবাহ-বন্ধনে বাঁধি,—পুত্র-বধু-সনে,
ভুঞ্জিব সংসার-সুখ স্থবির শরীরে,
হায়রে,—বৈধব্য তার হেরিনু নয়নে !
পরম প্রীতির পাত্রী স্নেহাধিকারিণী,
কাঙ্গালিনী-সাজ তার,—বাস বনান্তর,
করিলি বিশুষ্ক তুই প্রফুল্ল নলিনী,
ধিক্‌রে বিধাতা তোরে,—হাধিক্ অন্তর !"
মহারাণী-অশ্রু-বারি-নিয়ত-পতনে,
কাদম্বরী সংজ্ঞা-লাভ করিয়া তখন,
সসম্ভ্রমে, সলজ্জায়, আনত বদনে,
ভক্তি-ভরে নমে শশ্রূ-মাতার চরণ;—
একে একে প্রণমিলে গুরু-জন সবে,
সবাই সপ্রাণতায় করে আশীর্ব্বাদ,
"বৈধব্য-পীড়ন-শান্তি, সুখী হও ভবে,"
কায়-মনে ঈশ-পাশে মাগিনু প্রসাদ !

প্রিয়ম্বদ জ্ঞানাম্বুধি সম্বোধি রাজন,
কহিলেন "মদলেখে কহ বধূ-প্রতি,
আমরা দেখার জন, করিনু দর্শন,
লজ্জায় সু-আচরণে-না হয় বিরতি।
এত দিন যে প্রক্রিয়া, যেবা আচরণে,
সাধিছে সতীর যোগ্য কর্ত্তব্য তাহার,
আমাদের আগমনে লজ্জা-নিবন্ধনে,
অনুমাত্র ব্যতিক্রম না ঘটে তাহার,
সতীর কর্ত্তব্য-গুণে দেব-ভগবান্,—
করিবে অচিরে তার বৈধব্য মোচন,
সাবিত্রীর তেজে বাঁচে যথা সত্যবান্
তেমতি এ চির কীর্ত্তি ঘোষিবে ভুবন!"
কহি হেন,—নৃপ নিয়ে মন্ত্রী, নিজগণ,—
আশ্রম-সমীপবর্ত্তী লতা-কুঞ্জ-মাঝে
আবাস-ভবন করি চির নির্ব্বাচন
কহিলেন সমাগত নৃপেন্দ্র সমাজে,—
"পূর্ব্বে ছিল মনোবাঞ্ছা পুত্র চন্দ্রাপীড়ে
উদ্বাহ-বন্ধনে বাঁধি, সঁপে রাজ্য-ভার
জগদীশ-আরাধনে ত্যজিব শরীরে;—
না পূরিল মনঃ সাধ, লিপি বিধাতার?
পুনর্ব্বার মোহময় সংসার-বাসনা
অন্তর্হিত চিরতরে "শুন বন্ধুগণ,"
সহোদর সম-জ্ঞানে করি যে বর্ণনা
ভেবেছি সোদর প্রায়-সুহৃদ, আপন,

নগরে গমন করি অতি সুবিধানে—
কর সবে সাবধানে স্ব-রাজ্য-শাসন,
পুত্র-সম প্রজাগণে মমতা-বন্ধনে
বাঁধিলে,—ভুবনে হ'বে সুকৃতি-ভাজন।
ধন, জন, এ যৌবন নশ্বর ভুবনে,
সুখের সোপান সুধু দুদিনের তরে ;
যশঃ-পুণ্য সঙ্গী মাত্র ত্যজিলে জীবনে,—
দীপ্তিমান রবে চির নশ্বর সংসারে !
কত কত নরপতি জন্মিল ধরায়—
অস্তিত্ব বিলুপ্ত তার, চিহ্ন মাত্র নাই,
যশো-লক্ষ্মী-সমাশ্রিত, সঞ্জীবিত প্রায়,—
নিদর্শন-স্থলে সবে যার গুণ গাই।
হ'ব রত পরিত্রাণ উপায়-চিন্তনে
যোগ্য পাত্রে রাজ্য-ভার করি সমর্পণ
সে নৃপ প্রবিষ্ট হয় ঈশ-আরাধনে,
স্বার্থক জীবন তার,—সেই ভাগ্যবান্ !
না পূরিল সেই বাঞ্ছা-বিধি প্রতিকূল,
সুখ-দুঃখ, ভাগ্যাভাগ্য নিয়তি-অধীন,
কর্ম্ম-মাত্র মানবের রয়েছে সম্বল,
ক'দিন রহিবে হেন নর-দেহ ক্ষীণ ?
মাংস-পিণ্ড-অঙ্গ ধ'রে ধরম-অর্জ্জন—
যতটুকু, তাই মাত্র লাভ ব'লে গণি,
বিলাস-সম্ভোগ যত অনিত্য-ভূষণ
মোহ-কূপে, "সুখ-সেতু" ধ্বনিত অবনী !

ধর্ম্ম মাত্র দেহ-অন্তে ত্রাণের সম্বল,—
সম্মুখে নরক-সিন্ধু-ভীম-উর্ম্মি ধায়,
স্ব-গৃহে পশিয়া হেন চিন্তি অবিরল,—
কর ধর্ম্মে রাজ্য-ভোগ,—জপি নিয়ন্তায় ।”
এতবলি ভূপবৃন্দে করিয়ে বিদায়
ধর্ম্ম-বুদ্ধি নরপতি সু-মন্ত্রীর সনে
চন্দ্রাপীড়-মুখ-চন্দ্র নিরখি সদায়
যাপিলা সুদীর্ঘ কাল সে বিজন বনে,
বিধির বিচিত্র লীলা বুঝে উঠা দায়
এই রাজা, এই তিনি কাঙ্গাল ধরায় !

নবম সর্গ সমাপ্ত ।

দশম-সর্গ

—০:::০—

হেথা তপোবনে বসি শ্রেষ্ঠ তপোধন
মহর্ষি-জাবালি কহে হাসি মুনি গণে
"উপাখ্যান সুবৈচিত্রে চিত্ত-নিমগন,—
অতিরিক্ত বর্ণিলাম কুতূহল মনে !
আহত মদন-বাণে যে মুনি-কুমার—
পর-জন্মে অবতীর্ণ অমাত্য-তনয়—
মহাশ্বেতা-শাপে হের সেই দুরাচার
"তির্য্যক-আকারে" এই আশ্রমে উদয়" !
এত বলি মুনি করি অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ—
দর্শায় আমায় যবে মুনি-সুতগণে,—
পূর্ব্ব-জন্ম-স্মৃতি মম জাগে সবিশেষ—
জাবালি-বর্ণিত সেই আখ্যান-শ্রবণে !
স্মৃতি-পথে উপনীত বন্ধু চন্দ্রাপীড়,
পূজ্যতম পিতা, মাতা, সখা-কপিঞ্জল,
মাতৃ-সম মহারাণী, নৃপ-তারাপীড়,
বহিল জ্ঞানের সহ ধারে নেত্র-জল !

পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বিদ্যা, জাতি-গত রীতি ;
পূর্ব্ববৎ একে, একে জাগিল হৃদয়ে,
বাক্-শক্তি নর-প্রায়, যত মতি-গতি,
আসিল আয়ত্তাধীনে হৃদয়-আলয়ে !
নিজের দুক্রিয়া যত জানে মুনিগণ,—
একান্ত লজ্জার বশে হইনু আনত,
চন্দ্রাপীড় অদর্শনে-দগ্ধ-প্রায় মন,
মহাশ্বেতা-অনুরাগে চিত্ত-ব্যাকুলিত,
মুনি-প্রতি সবিনয়ে কহি "ভগবন্,—
প্রফলিত পূর্ব্ব-স্মৃতি মম হৃদি-পটে,—
আকুল বিরহ-তাপে অন্তর এখন,—
তাই ভিক্ষা দেবোপম,—তব সন্নিকটে—
অভাগা-বিচ্ছেদে যেই ত্যজিল জীবন,—
কোথায় জন্মিল সেই বন্ধু চন্দ্রাপীড়,—
কৃপাবশে মমপাশে করিয়া বর্ণণ—
জুড়াও বিরহ-দগ্ধ তাপিত শরীর !
কি আছে অজ্ঞাত তব,—দিব্য তপোবলে,—
ভূত, ভবিষ্যৎ, তব যেন বর্ত্তমান,—
অদম্য-বিরহ-রূপি-তুষানলে জ্বলে
উত্তপ্ত-মানস-মম,—ইন্ধন-সমান— ।
যদিও বিহগ-বেশ করিনু ধারণ,—
তথাপি সে চন্দ্রোপম বদন-দর্শনে,—
অদম্য বাসনা মম,—ধৈর্য্য-হীন-মন ;—
স্বগুণে কৃতার্থ কর করুণা-সিঞ্চনে !"

শুনি বাণী মহামুনি কৃশানু যেমন,—
কহিলা "যে পথে তোর হেন পরিণতি,—
অদ্যাপিও পক্ষ-ভেদ বর্জ্জিত দুর্জ্জন,—
পুনরায় সে পন্থায় যেতে ধায় মতি ?
হৃদয়-চাঞ্চল্য এবে করি পরিহার—
অবস্থান কর মূঢ়,—আশ্রম-ভবনে ;—
পক্ষ-ভেদ অন্তে তোরে,—কহিব বিস্তার,—
বিপ্র-কুলে জন্ম তোর,—চিন্তা নাই মনে ?
কহিলেন সবিনয়ে জাবালি-নন্দন—
"কহ তাতঃ,—দিববাসী এ মুনি-কুমার,
লভি হেন সুদুর্লভ পবিত্র জীবন
কেন বা অল্পায়ু, কেন দুঃসহ বিকার ?
কহিলেন বিজ্ঞতম বৃদ্ধ-তপোধন,—
"অপত্যোৎপাদন-কালে জননী-প্রবৃত্তি,—
অনুযায়ী সন্তানের চরিত্র-গঠন,—
জন্ম-কালে লক্ষ্মী ছিলা রিপু-রতা-মতি।
কারণের দোষে, গুণে কার্য্যের উৎপত্তি,—
রিপু-পরতন্ত্রী অতি অল্পায়ু-লক্ষণ,—
জননীর দোষে এর এ হেন দুর্ম্মতি ;
কর্ম্ম-চক্র-আবর্ত্তনে গতি-সংঘটন !"
কৃতাঞ্জলি-পুটে কহি নির্লজ্জের প্রায়,—
"কি উপায়ে হ'বে মম দুস্কৃতি খণ্ডন,—
কি আছে সুদীর্ঘ আয়ু-লাভের উপায়,
সদুপায় কহ প্রভো, জেনে অভাজন" ?

কহিলা "সে শুভদিন আসিলে সম্মুখে,—
পরিজ্ঞাত হবে তত্ত্ব, সময়-অন্তরে,
অধুনা চঞ্চল কেন? থাক শান্তি-সুখে,
সর্ব্ব নিয়ন্তার-পদ চিন্তিয়া অন্তরে!
কথায় কথায় হ'ল নিশা-অবসান।
পূর্ব্ব-দিকে উষা-সতী ধূসর-বরণ,—
পূর্ব্ব-রাগে রমণীর কান্তি যথা ম্লান,—
পম্পানীরে কল-হংস করিল কূজন!
সমীরণ স্বনে কর্ণে তপোধন-গণে,
প্রাতঃ-কৃত্য-কাল যেন জে'নে উপস্থিত,—
তরু-পত্র-সঞ্চালনে মর্ম্মর-নিঃস্বনে,—
নীড়-স্থিত বিহঙ্গমে করে জাগরিত।
ক্ষীণ-প্রভ-তারাগণে নিরখি নয়নে,—
সখেদে চন্দ্রমা যেন মলিন বদন;
শ্যাম-দূর্ব্বাদল-চারু-গালিচা-আসনে,
নীহার-মুকুতা-পতি মোহিল নয়ন!
করি-শিশু রত হ'ল সিংহী-স্তন্য-পানে,
মর্কট-শার্দ্দূল-পৃষ্ঠে মাহুত বেড়ায়,—
ভুজঙ্গের মালা-পরি নকুলীর প্রাণে,
নৃপতি-নন্দিনী-সম আনন্দ খেলায়।
হোম-বেলা উপনীত,—বৃদ্ধ তপোধন
মুনি-সুত-গণ-সনে করিলা উত্থান,
আখ্যান-আবেশে-মত্ত না নমি চরণ,
অন্য-মনে ঋষি-বৃন্দ করিলা পয়ান।

পর্ণ-শালা-মাঝে মোরে করি-সংস্থাপিত,
পুণ্যাত্মা হারীত চলে সন্ধ্যা-উপাসনে,—
একাকী বিজনে বসি চিন্তা-নিমজ্জিত,
ভবিষ্যৎ-কর্ত্তব্যের পন্থা-নির্দ্ধারণে।
"সর্ব্ব-কার্য্য-সম্পাদন-অযোগ্য এ কায়,
ল'ভেছি কদর্য্যতম বিহগ-জীবন,
বহু-পুণ্য-ফলে জন্মে মানব-নিচয়,—
তন্মধ্যে দুর্লভ আরো জাতিতে ব্রাহ্মণ,
জন্মে ও দ্বিজের কুলে তপস্বীর বেশে
পরমেশ-উপাসনা,—অপবর্গোপায়,
সর্ব্ব দ্বিজ-ভাগ্যে নাহি ঘটে সর্ব্ব দেশে
বিনা সে কারণাধার-স্নেহানুকম্পায়!
দিব্য লোকে বাস আরো সুকৃতি-লক্ষণ;
হায়! আমি হতভাগ্য, লভি সেই ফল,
স্ব কৃত কর্ম্মের ফলে বিচ্যুত এখন,
নিরাশায় মগ্ন পুনঃ লভিতে সুফল!
একান্ত সম্ভব-হীন ঘৃণিত জীবনে—
সম্মিলন পূর্ব্ব-জন্ম-সুহৃদ, স্বগণ,
কিফল বিহঙ্গ-দেহে সময়-যাপনে
প্রাণ-ত্যাগ-যুক্তি শ্রেয়ঃ,—করিনু মনন!
দুঃখ হ'তে দুঃখান্তরে করিতে অর্পণ
ইচ্ছা হেরি যবে সেই ছার বিধাতার,
অনুকম্পা-হীন তাঁর কঠোর শাসন,
আমা হ'তে হ'ক পূর্ণ দগ্ধ বাসনার!

এ হেন ভাবনা-সিন্ধু উত্তোলিত মনে,
হেনকালে সাধু-চিত হারীত আগত,—
কহে "ভ্রাতঃ,—শ্বেতকেতু-আদেশ গ্রহণে
সখা-কপিঞ্জল তব এথা উপনীত !
কথোপকথনে রত জনকের সনে,—
জানিয়া বর্ণিনু তোমা শুভ-সমাচার,
জ্ঞাত আমি,—আসিয়াছে তব অন্বেষণে,
সখা-সম্মিলনে লঘু হবে দুঃখ-ভার !

শত রাজ্য-লাভে যথা নৃপ পুলকিত,
ততোধিক সুখময় হইল জীবন,—
নয়নে আনন্দ-বারি-স্রোতঃ প্রবাহিত—
সদনে হেরিনু যবে সখা-আগমন !
কহিনু সে প্রিয়তমে কম্পিত বচনে—
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে "প্রিয় সখা-কপিঞ্জল,—
বহুদিন হেরি নাই ও চন্দ্র-বদনে,
জীবন-জীবনে সম,—শূন্য বক্ষঃস্থল !
বড়ই সাধ মনে সখা গাঢ়-আলিঙ্গনে,—
তাপিত হৃদয়ানল করি সুশীতল,—
বলা মাত্র কপিঞ্জল স্ববক্ষে যতনে—
ধরিয়া ঢালিলা নেত্রে অশ্রু অবিরল ।
কহিনু প্রবোধ বাক্যে "শুন প্রিয়তম,—
তুমি নহ মম সম স্বভাব-চঞ্চল,—
তবে কেন ধৈর্য্য-হারা পুরুষ-উত্তম,—
অভাগা দুর্দ্দশা হেরি বিষাদে বিহ্বল ?

বসিলে আসনোপরি,—শ্রান্তি পারি হরি,—
কহি সখে,—কহ মম জনক-কুশল,—
এ অধম-সন্তানের কদাচার স্মরি,—
করিলা কি ক্রোধ-বশে তাচ্ছিল্য কেবল?"
কপিঞ্জল কুশাসনে সু-উপবেশনে,—
মুখ-প্রক্ষালনে করি পথ-ক্লান্তি দূর—
কহিলা "জনক তব আছেন কল্যাণে,—
নাশিতে দুর্দ্দশা তব,—প্রয়াসী প্রচুর।
তাঁর পুণ্য-ক্রিয়া-বলে তুরঙ্গম কায়—
বিদূরিত হ'য়ে তথা হ'লে উপনীত,
নিরখি বিষণ্ণ মোরে,—কহিলা আমায়,—
"যে সকল দুর্ঘটনা হ'ল উপস্থিত,—
বিন্দুমাত্র দোষ ইথে নাহি তোমাদের,—
জানিয়াও না করায় কোন প্রতিকার,—
নিজ-দোষে ভুগি হেন ক্লেশ-বিষাদের,—
অনুতাপে দহে হৃদি দেবী-চঞ্চলার!
উভয়ে নিবিষ্ট চিত্ত আয়ুষ্কর যাগে;—
পুণ্ডরীক-এ-দুষ্কৃতি-হইবে বিলয়,—
না হও নিরাশ চিত্ত,—সখা-অনুরাগে,—
সিদ্ধ-প্রায়-যাগ এবে,—অল্প বাকি রয়।
অবস্থিতি কর তুমি আমার সদনে,—
বাকি-অল্প-কাল মাত্র এই দিব্য-লোকে,
ভীতি-মুক্ত-চিত্তে কহি সে পুণ্য-চরণে,—
অন্তর আকুল মম পুণ্ডরীক-শোকে;

এই নিবেদন তাত,—কর অনুমতি—
যাইতে,—যথায় মম প্রাণ-প্রিয়তম,—
কোথা ? বিহগ-বেশে করে সে বসতি,—
দয়া করে কহ মোরে দ্বিজেন্দ্র-সত্তম।”
কহে দেব,—“সখা তব শুক-দেহ ধরে,—
অবতীর্ণ-ধরা ধামে,-নারিবে চিনিতে,—
সেও হে'রে বন্ধু বলি সপ্রেম-আদরে,—
আলিঙ্গনে প্রিয়-অঙ্গ নারিবে ধরিতে !

রজনী-প্রভাতে ডাকি কহিলেন তাত—
সখার নিবাস তব জাবালি-সদনে,—
পূর্ব্ব-জন্ম-স্মৃতি জাগে আজি পূর্ব্ব মত,—
মুনি-মুখে সবিস্তার আখ্যান-শ্রবণে।
কহিও সতর্ক ক'রে, তব প্রিয়তমে,—
যাবৎ প্রারব্ধ-কর্ম্ম নাহি হয় শেষ,—
অবস্থান করে যেন জাবালি-আশ্রমে,—
মে'নে মম হিতকর এই উপদেশ !
তাহার জননী-লক্ষ্মী রত সেই যাগে,
কহিলা আশীষ-সহ পূর্ব্বোক্ত বচন ;”
এত কহি কপিঞ্জল প্রেম-অনুরাগে,—
করে মম পক্ষোপরে কর-সঞ্চালন।
নিজে তুরঙ্গম-দেহে ভোগে যত ক্লেশ,—
বর্ণিলা সদনে মম অশ্রু-পূর্ণ নীরে,—
বিবিধ-ঘটনাবলী করিয়া বিশেষ,—
কাঁদিনু আকুল-প্রাণে সখার গোচরে।

মধ্যাহ্নে মাধ্যাহ্ন-কৃত্য করি সমাপন,—
কহিলেন প্রিয়-সখে,—"রহ এই স্থলে,—
যত দিন শুভ-যজ্ঞ না হয় পূরণ,—
নিজেও নিযুক্ত,-পূণ্য কার্য্যের কুশলে।"
এত বলি ধারা-বাহী ঢালি নেত্র-জল,—
কহিলেন "বিলম্বের নাহিক সময়,—
চলিলাম সখে" বলি গগন মণ্ডলে—
উঠি অন্তরীক্ষ-মাঝে হইলা বিলয়।

হারীতের যত্ন-বলে কিছু দিনান্তরে,—
হইল এ ক্ষুদ্র দেহে বলের সঞ্চার,—
পক্ষ-ভেদে শক্ত হ'লে বিমান-বিহারে,—
চিন্তিলাম যাব মহাশ্বেতার আগার।

অদম্য প্রণয়াবেগে চলিনু উত্তরে,
পথ-পর্য্যটনে হ'লে শ্রান্তি অতিশয়,
গমন-অভ্যাসাভাবে পিপাসা-কাতরে
জম্বু-নিকুঞ্জের বারি তোষিল হৃদয়!
সুশীতল বারি-পানে তৃষ্ণা-শান্তি হ'লে,
পথ-শ্রমে নিদ্রা করে দয়া প্রদর্শন,
চঞ্চু-পুট রেখে সুখে পক্ষ-অন্তরালে
করিনু সুষুপ্তি-অঙ্কে আশ্রয়-গ্রহণ,
জাগরিত হ'য়ে দেখি কিরাতের জালে,
সমাবদ্ধ পদ-দ্বয়,-বিরাট আকার—
নিষাদ দাঁড়ায়ে পার্শ্বে, যেন মৃত্যুকালে—
শমন-কিঙ্কর করে ভীতির সঞ্চার!

সে ভীষণ মূর্ত্তি হেরি অন্তর তখন
কদলী-পত্রের প্রায় কাঁপিল স্বঘনে,
জীবনে নিরাশ হ'য়ে করিনু বর্ণন
'কহ ভদ্র,'—কেন বদ্ধ করিলে বন্ধনে?
বধিতে যদ্যপি তব ছিল অভিপ্রায়,—
নিদ্রিত সময়ে কেন কর'নি নিধন?
রেখেছ জীবন যদি কৌতুকের দায়,
ধ'রেছ, হয়েছে তব সে সাধ-পূরণ!
এবে কর দয়া ক'রে বন্ধন মোচন,
করি নাই তব পাশে কোন অপরাধ,
নির্দ্দোষ, নিরীহ জনে,—কে দেয় যাতন,
অকারণ কেহ নাহি সাধে ভবে বাদ!
প্রিয়-জন-শোকে মন অতি উৎকণ্ঠিত,
বল্লভ-জনের তরে হ'লে উচাটন
যে হয় মনের গতি,-আছ পরিজ্ঞাত,
অতএব দয়া করি ঘুচাও বন্ধন!
কিরাত কহিল "আমি যদ্যপি চণ্ডাল,
আমিষের লোভে তোমা ধরিনি নিশ্চয়,
পক্কণের অধিপতি মম মহীপাল,
সে রাজ-নন্দিনী শুনি কৌতুক-হৃদয়,
"শুক-বিহঙ্গম এক জাবালি-আশ্রমে,
পরিষ্কার কথা বলে মানুষের মত,
কর্ম্মান্তে উপদেশে,-কৌতুক-আগমে,
বহু দিনে হ'লে তুমি কর-তল-গত?

অতএব ইথে মম নাহি অধিকার,
বন্ধন-যোজন কিম্বা মুকতি-প্রদান,
অর্পণ করিব-তোমা সদনে তাহার,
তিনিই তোমার সুখ-দুঃখের নিদান।"
অতীব বিষণ্ণ চিত্ত তার বাণী শুনে,
ভাবিনু রে দগ্ধ-বিধি! এ করিলি পরে,
বিহগ-আকারে থাকি চণ্ডাল-ভবনে,
চণ্ডালের স্পৃষ্ট অন্নে পোষিব উদরে!
পূর্ব্বে ছিনু দিববাসী, অপরে মানব,
অবশেষে পক্ষী বেশ, তবু কি তাহার,
নামিটিল মনঃসাধ, জাত ক্রোধ সব,
হা ধিক রে পোড়া বিধি!' এই কি বিচার?
পুনরায় কহিলাম "ভাইরে আমার,
নিরর্থক নিবে কেন চণ্ডালের ঘরে,
জাতিস্মর আমি বটি মুনির কুমার,
অপবিত্র ক'রে কেন ডুবা'বে আমারে?
তস্কর কি শুনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী?
মিনতি কি শুনে যার কঠিন-হৃদয়?
অবিরত বারি-পাতে পাষাণে যেমনি,
কোন কালে নাহি হয় কর্দ্দম-উদয়!
উত্তরিলা মৃত্যু-বেশী কিরাত তখন,
বৃথা এ সাধনা তব, কহিনু ধীমান্,
অধীন কি পারে আজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন?
দাসত্ব শৃঙ্খলা-বদ্ধ "শ্বাপদ-সমান"।

নাহি তার ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান
ধর্ম্ম মাত্র,—প্রভু-বাক্য নিয়ত পালন,
স্বাধীন-প্রবৃত্তি, মায়া,—জানিয়ে অজ্ঞান—
বিবেক-সংহতি করে দূরে পলায়ন।”
এতবলি নিয়ে চলে পক্কণের পানে,
পথি-মধ্যে হেরি যত কিরাত-নিচয়,—
কেহ রত কূট-জাল, কার্ম্মক-নির্ম্মাণে,—
বাগুরা-বয়নে কেহ সন্নিবিষ্ট রয়!
মৃগ-মাংস-খণ্ড-কার্য্যে কেহ ব্যস্ত মতি,
কেহ বা বরাহে তাড়ে লৌহ-দণ্ডকরে,—
কোদণ্ড টঙ্কারে কেহ ভীষণ মূরতি,
সুরা-পানে উনমত্ত চণ্ডাল-নিকরে!
পিঞ্জর-নিহিত পক্ষি-শাবক সঘনে
পিপাসায় কণ্ঠ-শুষ্ক করিছে চিৎকার,—
বধোন্মুখ-পশু-কুল-করুণ-নিঃস্বনে
অণুমাত্র হৃদে নাই করুণা-সঞ্চার!
সে ভীষণ দৃশ্য হেরি হ'ল অনুমান,
যমালয় যেন এই কিরাত-আলয়,
চণ্ডাল অর্পিলা মোরে হ'য়ে আগুয়ান
নৃপতি-নন্দিনী-করে প্রফুল্ল হৃদয়।
পিঞ্জরে আবদ্ধ হ'য়ে চণ্ডালের ঘরে,
ভাবি মনে,—কন্যা-পাশে করিয়া বিনয়
মুক্তির প্রার্থনা করি সকরুণ-স্বরে,—
কিন্তু তায় বাক্-শক্তি হয় পরিচয়!

"নর-তুল্য কথা বলা" বন্ধন-কারণ,—
হ'য়ে কুতূহলাক্রান্ত চণ্ডাল-নন্দিনী—
অনুচর-করে যবে করিলা বন্ধন,—
অসম্ভব মুক্তিমম,—শুনাইলে বাণী!
সুদৃঢ় করিবে আরো বন্ধন আমার—
না কহিলে হবে জ্ঞাত শঠতা-লক্ষণ—
নিয়ত যন্ত্রণা-অন্তে, বিরক্তি-সঞ্চার—
হ'তে পারে একমাত্র মুক্তির কারণ!

বড় দুঃখ মহারাজ,—উপজিল মনে,—
"হায় বিধি,—এ করিলে শেষ পরিণাম?
নীরবে কাটা'ব কাল চণ্ডাল-ভবনে,
দিনান্তে না উচ্চারিব পরমেশ-নাম!
ভাবি ভাগ্য,—মৌন ব্রত দৃঢ় আচরণে
রহিনু যাতনা-শেষ সহিয়া রাজন,
চেঁচায়ে কেঁদেছি কত শলকা-পীড়নে
অর্পিত সুফল ত্যজি রহি অনশন!

আস্য মেলি হাস্য করি চণ্ডাল যুবতী,—
কহিলা "বঞ্চনা-রত-জাতিস্মর-পাখি,—
অক্ষুধায় খাদ্যে রতি,-বিহগ-প্রকৃতি,
সাধারণ-বিপরীত তোমায় নিরখি!
চণ্ডাল-আনীত ব'লে ভক্ষ্যে অবহেলা,
ক'রে তুমি নিজে দিলে-আত্ম-পরিচয়,
পক্ষি-রূপে অবতীর্ণ বিধাতার খেলা,—
নীচ-জাতি-স্পৃষ্ট-ভক্ষ্য পক্ষি-ত্যজ্য নয়!

এ সকল সুমধুর ফল সযতনে,—
রে'খেছি পবিত্র ভাবে,-খাও দেবতার,
ক্ষুৎ-পিপাসা-শান্তি কর, অশঙ্কিত মনে,
ছাড়িব কি যদি রহ সুধু নিরাহার?
বিস্মিত হইনু তার সুবুদ্ধি-দর্শনে,—
ভক্ষণে করিনু শান্তি ক্ষুধার-অনল,—
তথাপি রহিনু মৌন-ব্রতাবলম্বনে—
যাবৎ যৌবনোদয়,-দেহে বৃদ্ধি বল।

একদা নিরখি মম সুবর্ণ-পিঞ্জর,—
পক্ষণ অমরপুরে,—হ'ল পরিণত,—
চৌদিকে ত্রিদিব-বিভা রম্য মনোহর,—
চণ্ডাল-নন্দিনী যেন দেবী-বিনিন্দিত;—
পরম-লাবণ্য হেরি জন্মিল বিস্ময়,—
ভাবি যেন এ কি কোন ঐন্দ্রজালী-মায়া,—
অথবা সুষুপ্তি ঘোরে স্বপ্ন-লীলা-ময়,—
যে দিকে নেহারি হেরি স্বরগের ছায়া!
স্বপ্ন-লীলা নহে উহা,—নহে ইন্দ্রজাল,—
জিজ্ঞাসা-প্রয়াসী যবে ইহার কারণ—
ইতিমধ্যে তব পাশে আনীত ভূপাল,—
জ্ঞাত নহি এ রহস্য-গূঢ়-বিবরণ!
শোক-নীরে নিমজ্জিত বিহঙ্গ তখন—
সমাপিল নৃপ-পাশে আখ্যান বর্ণন!

দশম-সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ

(উপসংহার)

—:•:—

শুক-মুখে শুনি নৃপ সুদীর্ঘ আখ্যান,—
পর-ভাগ শ্রুতি-তরে কৌতুক অপার,—
"চণ্ডাল-নন্দিনী কোথা" করিলে আহ্বান,—
আচম্বিতে কন্যা পশে সদনে রাজার!
অকস্মাৎ কক্ষে যেন চমকে দামিনী,—
রূপের প্রভায় হর্ম্ম্য হ'ল জ্যোতির্ম্ময়,—
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ দিব্য রাজ-ধানী,—
চমকে শুদ্রকরাজা,—গণিয়া বিস্ময়!
প্রগল্‌ভ বচনে কহে চণ্ডাল-নন্দিনী—
"ভুবন-ভূষণ তুমি রোহিণী রঞ্জন,
কাদম্বরী নেত্রানন্দ শুনিলে কাহিনী
স্বীয়, শুক-পূর্ব্বজন্ম, রহস্য এখন?
প্রেমান্ধ বিহঙ্গ এই কুমার আমার—
না মানিয়া পিতৃবাক্য মহাশ্বেতাশ্রমে
ছুটিলে সে শ্বৈতকেতু জনক ইহার
জানিলা ত্রিকাল-দর্শী দিব্য তত্ত্বজ্ঞানে,

লক্ষ্মী-আমি, কহে মোরে, "কুমার তোমার
পুনর্ব্বার সে কুপথে না করে গমন,
যাবৎ আরব্ধ কর্ম্ম সম্পাদন তাঁর,
রক্ষিবে আপনাবাসে করিয়া বন্ধন!
মহামুনি বাক্য আমি ক'রেছি পালন
বন্ধনে রাখিয়া শুকে অবনী ভুবনে,
যাগ-পূর্ণ এবে, দোঁহে করায় মিলন,
হের চন্দ্রাপীড়, বন্ধু এ বৈশম্পায়নে!
শুন, শুন, নরপতি আমার বচন,
অতি ত্বরা ব্যাধি-জরা-সঙ্কুল জীবন,
আপন অভিষ্ট-লাভে করি পরিহার,
গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী-শোক কর নিবারণ"
এত বলি লক্ষ্মীদেবী হ'লে অন্তর্দ্ধান,
জন্মান্তর সে বৃত্তান্ত স্মৃতিতে জাগিল,
মকর-কেতন করি স্ব-শর সন্ধান
কাদম্বরী-তরে প্রাণ আকুল করিল!
"বিরহে বিধুরা অতি গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী,"
স্মরিয়া শূদ্রক রাজা একান্ত কাতর,
বসন্ত-আমোদ-পূর্ণা হইলা ধরণী,
সহকারে ঝঙ্কারিল পিক "কুহু" স্বর,
স্তবকে-স্তবকে শোভা নবীন সুন্দর!
কচি-কচি কিশলয়ে বিটপীর অঙ্গ,
পরিয়া সুন্দর কিবা মঞ্জরী মধুর
নবভাবে সু-পল্লবে পাদপের রঙ্গ!

চূত-মুকুলের গন্ধ করিয়া হরণ'—
মন্দ-মন্দ বহে যবে মলয়-সমীর,—
তরুগণ ফল-পুষ্প করে সঞ্চালন,
অলির গুঞ্জনে মত্ত আশ্রম-কুটীর!
সুহাসে কমল-বন হ'ল বিকসিত,...
অশোক, কিংশুক হাসে মোহিয়া নয়ন,—
মদনের মহোৎসবে ধরা পুলকিত,—
চৌদিকে ধরিল শোভা নয়ন-রঞ্জন।

একদা সাহাহ্নে করি সরোবরে স্নান,—
ভক্তিভরে কাদম্বরী অর্চ্চিয়া অনঙ্গে,—
চন্দ্রাপীড়-দেহ করি বিধৌত-অম্লান,—
চন্দন-হরিদ্রা লেপে মদন-তরঙ্গে,—
কণ্ঠদেশে পড়াইলা কুসুমের হার,—
অশোক-স্তবকে রঙ্গে শ্রবণ-ভূষণ,—
মনোহর করি দিব্য-বেশ-ভূষা তাঁর,—
প্রেমাগমে হেরে সতী সস্পৃহ লোচন!
বারংবার করে যবে অঙ্গনিরীক্ষণ,—
একেত বসন্ত-কাল, স্থান, অনুপম,—
নিবিড় সে লতা-কুঞ্জ, অতি নিয়জন,
বুঝিয়া হানিলা বাণ,—রতী-মনোরম।
কাদম্বরী ফুল-বাণে যেন উন্মাদিনী,—
বিহ্বল-মানসে পতি সঞ্জীবিত গণে,—
প্রিয়তম-মৃত-দেহ যবে বিনোদিনী,—
ধরিলেন প্রেমাবেগে গাঢ়-আলিঙ্গনে,—

অমনি সে চন্দ্রাপীড় হইলা উত্থিত,
লভিয়া জীবন পুনঃ শাপ-অবসানে,
কাদম্বরী ভীতি-বসে হ'লে প্রকম্পিত,—
কহিলা কুমার তায় মধুর-ভাষণে ;
"কেন ভীতা সুলোচনে,-হৃদয়-রঞ্জিনি !
ভূঞ্জিনু শাপের নিশা,—জ'ন্মে বিদিশায় ;
শূদ্রক-নৃপতিরূপে,—প্রভাত রজনী—
সঞ্জীবিত,—বক্ষে নিতে প্রেম-প্রতিমায়
হৃদয়-নিকুঞ্জ-বন কমলিনী বিনে,—
বিরহ-পীড়নে ছিল মলিন প্রচুর—
সরোজিনী বক্ষে ধরি আজি শুভদিনে
বিচ্ছেদ-যাতনা ত্যজি,-হাসিবে মধুর !
শুন, শুন সুলোচনে,—শুন বিবরণ—
"পুণ্ডরীক-শাপ-মুক্ত হ'ল এত দিনে,
প্রিয়-সখী-মহাশ্বেতা-বিরহ-দহন—
চির-নির্ব্বাপিত হ'বে মিলন-জীবনে ;—
পবিত্র সতীত্ব-দ্যুতি হবে পরকাশ—,
দৈব-বাণী ধ্রুব সত্য গণিবে ধরায়,'
তপস্বিনি-তপোবনে ভক্ত-অভিলাষ
পুরাইবে ত্রিপুরারি ম'জে করুণায় !''
না হ'তে কুমার বাক্য পূর্ণ অবসান,—
সহসা প্রদীপ্ত হ'ল গগন-মণ্ডল—
উলু দিলা দিগঙ্গনা দাঁড়ায়ে বিমানে
নিরখি সে পুণ্ডরীকে,—বাজে কপিঞ্জল !

নাচিল অপ্সরীবৃন্দ দেবেন্দ্র-নিবাসে
বর্ষিলা কুসুমরাশি সুরবালাগণ—
কাদম্বরী সখি-পাশে ধাইলা উল্লাসে
করিতে এ শুভ-বার্ত্তা দ্রুত বিজ্ঞাপন!

নিমিষে কমলাসুত কুমার-সদনে—
একাবলী হার গলে,—করে সম্ভাষণ,—
চন্দ্রাপীড় প্রেমাবেগে দিব্য আলিঙ্গনে
কহিলা অমিয়-মাখা প্রীতির বচন,—
"প্রিয়তম সখে, তব সৌহার্দ্দ কখন—
বিস্মৃত হইতে জন্মে পারিবনা আর,
যদ্যপি আকারগত সুপরিবর্ত্তন,—
তথাপি বৈশম্পায়ন ধারণা আমার,
জীবন-প্রতিম-জ্ঞানে তাপিত জীবন,—
করেছিল দেহ-ত্যাগ বিরহ-বিরাগে,—
হে বন্ধো, হেরিবে মোরে মিত্রের মতন,
মজিবে সখার সম প্রেম-অনুরাগে।

কেয়ূরক হেমকূটে করিল গমন—
বর্ণিতে গন্ধর্ব্ব-রাজে শুভ-সমাচার,
নৃপেন্দ্র দম্পতি-পাশে করিতে জ্ঞাপন
মদলেখা ছুটে যেন পবন-আকার,
"পরম সৌভাগ্য-বশে তব চন্দ্রাপীড়—
লভিলা এ শুভ লগ্নে নূতন জীবন,—"
রাজা-রাণী-মনোরমা-অমাত্য-শরীর—
আনন্দে নাচিল, যায় উন্মত্ত যেমন।

চন্দ্রাপীড় পিতৃ-মাতৃ চরণ বন্দন—
মানসে করিলা যবে শির অবনত,—
অমনি দুবাহু ধরি স্থবির রাজন—
কহিলেন প্রীতি-নীরে হ'য়ে নিমজ্জিত,
"জন্মান্তর-পুণ্য-বলে পেয়েছি নন্দন,—
প্রত্যক্ষ-দেবতা-তুমি চন্দ্রের মূরতি,
সবার নমস্য, বাছা, আজি দেবগণ—
অপেক্ষা ও—নর-দেহে লভিনু সুকৃতি।
হ'ল মম এত দিনে সফল জীবন,—
স্বার্থক সে ধর্ম্ম-কর্ম্ম পুত্র-কামনার,
দর্শাইলা ভগবান্ দিব্য-নিদর্শন,—
পরম-নিদান ভক্তে দেব-করুণার!

পুত্র-স্নেহে মাতোয়ারা সেবিলাসবতী,
ব্যাকুলিনী করি শিরে সহস্র চুম্বন,
অধীরা ধরিয়া বক্ষে অশ্রু পূর্ণা সতী,
অঙ্কে করি মুখ-চন্দ্র করে নিরীক্ষণ।
কুমার সম্ভ্রমে উঠি,-অতি ভক্তি ভরে,—
মন্ত্রীক অমাত্যে করে চরণ-বন্দন,
সমাদরে তুষিলেন দর্শক-নিকরে,
আলিঙ্গনে সম্ভাষিলা অনুচরগণ।
পুণ্ডরীকে নি'য়ে কহে ধীর চন্দ্রপীড়,
"পর-জন্মে ইনি হন সে বৈশম্পায়,
পরিচয়ে পুত্র-স্নেহে অমাত্য অধীর,
মনোরমা ক্রোড়ে করি জুড়ায় জীবন।"

পুণ্ডরীক ভক্তি ভরে জনক-জননী—
সম্ভোষিলা পদ-প্রান্তে করিয়া প্রণতি
কহে কপিঞ্জল সেই সম্মোহিনী বাণী—
যা কহিলা শ্বেতকেতু,—অমাত্যের প্রতি—
"পুণ্ডরীক পুত্র মম, পালনে তোমার—
চির-অনুগত সুত তোমার চরণে—
রাখিবে সদনে পুত্র ভাবি আপনার
সে বৈশম্পায়ন-সম-স্নেহ বিতরণে।
ফুল্লমনে কহে মন্ত্রী "মুনির আদেশ
চির-শিরোধার্য্য মম নির্ম্মাল্য-আকার,
এতবলি পুণ্ডরীকে স্নেহে নির্ব্বিশেষ—
অঙ্কে করি দগ্ধ হৃদি, জুড়ায় তাহার।

নানাকথা আলোচনে সুখের যামিনী
যাপিলে, হাসিল ঊষা প্রভাত-গগনে ;—
চিত্ররথ, হংস, গৌরী, মদিরা ভামিনী
মহানন্দে সমাগত প্রিয়জন সনে।
আহা কিবা শুভদিন কি আনন্দময়,
শোক-দুঃখ গেল দূরে আহা ! এক দিনে ;
ধ্বনিল বিজয়-ধ্বনি জয়-জয়-জয়,
নাদিল গগন শুভ—বার্ত্তা বিজ্ঞাপনে,
কাদম্বরী-হৃদি-চন্দ্র মিলে চন্দ্রাপীড়;
পুণ্ডরীক-মহাশ্বেতা বিচিত্র মিলন,—
ভূতলে অতুল স্বর্গ যেন দু সতীর,—
মদলেখা, তরলিকা আনন্দে মগন।

বৈবাহিক-সূত্রে গাঁথা রাজা-চিত্ররথ,
হংস-সনে শুকনাস করে আলিঙ্গন,—
পরস্পর দুই পক্ষ রাণী-মনোরথ—
সিদ্ধমনে, বহে প্রাণে "সুখ-প্রস্রবণ।
চিত্ররথ নৃপ-প্রতি প্রীতি-সম্ভাষণে—
কহিলা "সকল যবে সিদ্ধ স্নিগ্ধ প্রাণ,—
অনুকম্প পদার্পণ করহ ভবনে,—
চন্দ্রাপীড়ে করি রাজ্য, কাদম্বরী-দান'
তারাপীড় কহে "শুন গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর,—
সুখ যথা গৃহ সেই, এই সুখ-ধাম,—
প্রতিজ্ঞা করেছি হেথা রব নিরন্তর,—
বধু-চন্দ্রাপীড়ে নিয়ে পূর মনস্কাম—
মহোৎসাহে উদ্বাহের করি আয়োজন,
যথা-সুখে কন্যা-রত্ন কর সম্প্রদান
শ্রবণে—কৃতার্থ হব, বাসনা পূরণ
ভবেশ আশীষে হ'বে উভয়-কল্যাণ!

রাজ-অনুমতি-মতে হংস-চিত্ররথ,
জামাতা-যুগল সঙ্গে যুগল-নন্দিনী,
মদলেখা, তরলিকা-পূর্ণ মনোরথ,
মহানন্দে হেমকূটে করে আমোদিনী।
উড়ায় বিজয়-ধ্বজা সুনীল গগনে,
বাদ্যোদ্যম কোলাহলে সুখ-প্রস্রবণ—
ছুটিল প্রবলবেগে, সুখী দেবগণে—
নাদিল মঙ্গল-ঘণ্টা চন্দ্রমা ভবন।

শুভ-দিনে শুভ-ক্রিয়া ক'রে সমাপণ,
উভয়-জামাতা-হস্তে স্বরাজ্য-অপণে—
হইলা পরম সুখী গন্ধর্ব্ব-রাজন,
সতীর বিজয়-ধ্বনি ধ্বনিল গগনে!
যথা শোকাকুলা সেই অশোক-কাননে
ভুঞ্জিয়া বিরহ-ক্লেশ জনক-নন্দিনী—
রাম-সমাগমে পুনঃ অযোধ্যা-ভুবনে
জুড়ায় তাপিত-প্রাণ-রাঘব ভামিনী।
কিম্বা যথা নিষধের অধিপতি নল,—
সুর-বালা বিনিন্দিতা দময়ন্তী-সতী—
শনি-চক্রে সহি বহু বিরহ-প্রবল,
মিলনের শান্তি-নীরে স্নিগ্ধ তপ্ত-মতি
তেমতি বিরহ-অন্তে প্রিয়-প্রণয়িনী—
সমাগমে চিরসুখী দেব-চন্দ্রাপীড়,
পুণ্ডরীক মহাশ্বেতা লভিয়া রমণী,—
জুড়ায় বিরহ-দগ্ধ তাপিত শরীর।
দিবসান্তে কাদম্বরী স্বামি-সোহাগিনী—
পতি-বক্ষে রাখি মুখ কহিলা অধীরে
"মৃত সঞ্জীবিত সবে, কিন্তু প্রেমাধিনী
পত্রলেখা কহ নাথ, রাজে কি শরীরে?"
চন্দ্রাপীড় কহে "প্রিয়ে, শাপ-গ্রস্ত শুনি
মম-প্রতি চিরমতি শুশ্রূষা-কারণ,
ধরামাঝে পত্রলেখা জন্মিল রোহিণী—
নিমগ্না অচ্ছোদ-নীরে, স্বর্গেহে এখন।

নিরখিবে পুনঃ তারে সেই চন্দ্রলোকে,—
বর্ণিয়া চুম্বনে করে কৌতুক-ভঞ্জন,
শুনি কাদম্বরী পূর্ণ হইলা পুলকে
মদন সন্ধানে ঘুচে বিরহ বেদন।

হেমকুটে মহানন্দে যাপি বহুদিন
চন্দ্রাপীড় সপত্নীক চলে উজ্জয়িনী
শ্মশান সমান শোক-অন্ধকারে লীন
পুনরায় হাসাময়ী হ'ল রাজধানী!
রাজ্য-ভার সমর্পিয়া দেব-পুণ্ডরীকে
চন্দ্রাপীড় কভু পিতৃ আশ্রম ভবন,
কভু বা যাপিলা দিন দেব চন্দ্র-লোকে
কভু বা গন্ধর্ব্বপুরে আনন্দে মগন।
সতীর মাহাত্ম্য তত্ত্ব অতুল ভুবনে
"বাণভট্ট" মহাকবি সংস্কৃতে জানায়
সতী-পদ-রজঃ-শিরঃ-নির্ম্মাল্য ভূষণে
স্বার্থক জীবন, গায় কবি বাঙ্গলায়,

ইতি "গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী" কাব্য